মহাভারত

বনপর্ব্ব

কাশীরাম দাস

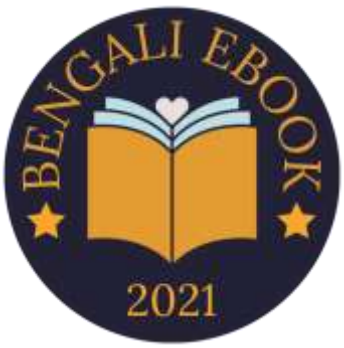

সূচিপত্র

পাণ্ডবদিগের বনবাস গমনে প্রজাগণের খেদ 7
যুধিষ্ঠিরের সূর্য্য আরাধনা ও বরলাভ 10
ধৃতরাষ্ট্র কর্ত্তৃক বিদুরের অপমান ও যুধিষ্ঠিরের নিকটে বিদুরের গমন 10
ধৃতরাষ্ট্র ও বিদুরের পুনর্ম্মিলন এবং ধৃতরাষ্ট্রের প্রতি ব্যাসদেবের উপদেশ দান 12
মৈত্রেয় মুনির আগমন ও দুর্য্যোধনকে অভিশাপ প্রদান 14
কির্ম্মীর বধোপাখ্যান 16
কাম্যকবনে পাণ্ডবদিগের নিকট শ্রীকৃষ্ণের আগমন. 17
শাল্ব দৈত্যের সহিত কামদেবের যুদ্ধ 20
শ্রীকৃষ্ণ কর্ত্তৃক শাল্ব বধ 23
শ্রীবৎস রাজার উপাখ্যান 26
শ্রীবৎস রাজার সিংহাসন নির্ম্মাণ ও লক্ষ্মী, শনির সিংহাসনে উপবেশন. 27
শ্রীবৎস রাজার বিচার ও শনির কোপ. 28
শ্রীবৎস ও চিন্তার বনগমন. 29
শ্রীবৎসের প্রতি শনির বাক্য. 33
আকাশবাণী শ্রবণে শ্রীবৎস রাজার খেদোক্তি. 35
শ্রীবৎস রাজার কাঠুরিয়া আলয়ে স্থিতি 36
বণিক কর্ত্তৃক চিন্তা হরণ 38
শ্রীবৎস রাজার রোদন এবং চিন্তার অন্বেষণ 39
সুরভি আশ্রমে শ্রীবৎস রাজার অবস্থিতি ও সদাগর কর্ত্তৃক নিগ্রহ 41
শ্রীবৎস রাজর মালিনী আলয়ে অবস্থিতি 44
শ্রীবৎস রাজার সহিত ভদ্রার বিবাহ. 46

শ্রীবৎস রাজার সহিত চিন্তাদেবীর মিলন 48
স্বরূপ মূর্ত্তিতে শনির আবির্ভাব ও শ্রীবৎস রাজাকে বরদান 52
দুই রাজ্ঞী সহ শ্রীবৎস রাজার স্বরাজ্যে গমন 55
শ্রীকৃষ্ণের দ্বারকায় প্রস্থান 56
পাণ্ডবগণে দ্বৈতবনে গমন ও মার্কণ্ডেয় মুনির আগমন 57
দ্রৌপদীর খেদোক্তি 58
যুধিষ্ঠির-দ্রৌপদী সংবাদ 59
যুধিষ্ঠিরের প্রতি দ্রৌপদীর উক্তি 61
যুধিষ্ঠিরের প্রতি ভীমের উক্তি. 63
ভীমের প্রতি যুধিষ্ঠিরের প্রবোধ বাক্য. 63
শিব আরাধনার্থ অর্জ্জুনের হিমালয়ে গমন 65
কিরাতার্জ্জুনের যুদ্ধ ও অর্জ্জুনের পাশুপত অস্ত্র লাভ 67
অর্জ্জুনের ইন্দ্রালয়ে গমন 70
ইন্দ্রসভায় ঊর্ব্বশী প্রভৃতির নৃত্যগীত 72
অর্জ্জুনের প্রতি ঊর্ব্বশীর অভিশাপ. 73
ইন্দ্রালয়ে লোমশ ঋষির আগমনইন্দ্রের নগরে পার্থ ইন্দ্রের সমান।. 75
পাণ্ডবের বিক্রম শ্রবণে ধৃতরাষ্ট্রের দুশ্চিন্তা 76
অর্জ্জুনের নিমিত্ত পাণ্ডবদিগের আক্ষেপ 77
নল রাজার উপাখ্যান 78
দময়ন্তীর স্বয়ম্বর. 80
দময়ন্তীর নল বারণ 82
নল ও পুষ্করের দ্যূতক্রীড়া. 83
নল-দময়ন্তীর বন গমন ও নলের দময়ন্তী ত্যাগ 85
দময়ন্তীর সর্প গ্রাস হইতে মুক্তি ও ব্যাধকে অভিশাপে ভস্ম করণ 88

দময়ন্তীর পতি অন্বেষণ ও সুবাহু-নগরে সৈরিন্ধ্রী বেশে অবস্থিতি. 89
কর্কোটক নাগের দংশনে নলের বিকৃতাকার 91
ঋতুপর্ণালয়ে বাহুক নামে নল রাজার অবস্থিতি 94
বিদর্ভ-ভূপতি ভীম কর্ত্তৃক নল দময়ন্তীর উদ্দেশে দ্বিজগণ প্রেরণ ও চেদিরাজ্যে দময়ন্তীর সন্ধান প্রাপ্তি 95
দময়ন্তীর পিত্রালয়ে গমন 96
দময়ন্তীর পুনঃ স্বয়ম্বর শ্রবণে ঋতুপর্ণের বিদর্ভ যাত্রা ও নলের দেহ হইতে কলি ত্যাগ 97
ঋতুপর্ণ রাজার সহিত নলের বিদর্ভ নগরে প্রবেশ 101
নলের সহিত দময়ন্তীর মিলন. 103
ঋতুপর্ণ রাজার স্বদেশ প্রত্যাগমন ও নলের পুনর্ব্বার রাজ্যপ্রাপ্তি 105
জন্মেজয়ের বৈশম্পায়নকে কাম্যকবনস্থ পাণ্ডবগণের বৃত্তান্ত জিজ্ঞাসা. 107
যুধিষ্ঠিরের নিকট মহর্ষি নারদের আগমন ও তীর্থস্নানের আগমন ও তীর্থস্নানের ফল বর্ণন . . . 108
শ্রীতীর্থক্ষেত্র মাহাত্ম্য. 110
ইন্দ্রের আজ্ঞায় লোমশ মুনির কাম্যক বনে আগমন 110
যুধিষ্ঠিরের তীর্থযাত্রা ও অগস্ত্যোপাখ্যান 112
অগস্ত্যযাত্রার বিবরণ ও বিন্ধ্যাপর্ব্বতের দর্প চূর্ণ 115
দধীচি মুনির অস্থিদান 116
দধীচির অস্থিতে বজ্র নির্ম্মাণ ও ইন্দ্র কর্ত্তৃক বজ্রাঘাতে বৃত্রাসুর বধ 117
অগস্ত্য মুনির সমুদ্র পান এবং দেবগণের যুদ্ধে অসুরদিগের নিধন 117
সগর বংশোপাখ্যান এবং কপিলের শাপে সগর সন্তান ভস্ম হওন 119
ভগীরথের ভূতলে গঙ্গা আনয়ন ও সগরবংশ উদ্ধার. 122
পরশুরামের দর্পচূর্ণ 124
উশীনর রাজা ও শ্যেন কপোতের উপাখ্যান 124
উশীনরের তৌল হওন ও স্বর্গে গমন 126

www.bengaliebook.com

ভীমের পদ্মান্বেষণে গমন ও হনূমানের সহিত সাক্ষাৎ. 127
যক্ষগণের সহিত ভীমের যুদ্ধ ও সুবর্ণ পদ্ম আহরণ 131
ভীমান্বেষণে যুধিষ্ঠিরাদির যাত্রা 136
জটাসুর বধ এবং পাণ্ডবদিগের বদরিকাশ্রমে যাত্রা. 139
পাণ্ডবগণের বদরিকাশ্রম হইতে গন্ধমাদন পর্ব্বতে গমন. 140
ইন্দ্রালয়ে অর্জ্জুনের সপ্ত স্বর্গ দর্শনাথ যাত্রা 144
নিবাতকবচ বধ 145
অস্ত্রশিক্ষা করিয়া অর্জ্জুনের পুনর্ব্বার মর্ত্ত্যে আগমন 148
যুধিষ্ঠিরের নিকট অর্জ্জুনের অস্ত্রলাভ বৃত্তান্ত কথন 150
যুধিষ্ঠিরের নিকট ইন্দ্রাদি দেবগণের আগমন. 152
যুধিষ্ঠিরের ভ্রাতৃগণসহ কাম্যকবনে যাত্রা. 153
অজগর যুধিষ্ঠির প্রশ্নোত্তর. 158
দুর্য্যোধনের সপরিবারে প্রভাস তীর্থে যাত্রা. 159
দুর্য্যোধনের সৈন্য দর্শনে ভীমার্জ্জুনের রণসজ্জা ও যুধিষ্ঠিরের সান্ত্বনা 162
দুর্য্যোধনের সৈন্যসহ চিত্রসন গন্ধর্ব্বের যুদ্ধ 165
চিত্রসেন কর্ত্তৃক কুরুনারীগণ সহ দুর্য্যোধনকে বন্দীকরণে ও কুরুনারীগণের যুধিষ্ঠিরের সমীপে দূত প্রেরণ. 168
ধর্ম্মাজ্ঞায় ভীমার্জ্জুনের যুদ্ধযাত্রা এবং নারীগণের সহিত দুর্য্যোধনের মুক্তি 172
দুর্য্যোধনের সপরিবারে স্বরাজ্যে প্রস্থান 175
হস্তিনায় সশিষ্য সুর্ব্বাসার আগমন 177
কাম্যক বনে যুধিষ্ঠিরের নিকট দুর্ব্বাসার আগমন 181
যুধিষ্ঠিরের স্মরণে শ্রীকৃষ্ণের কাম্যক বনে আগমন. 184
দুর্ব্বাসার পারণ 187
দুর্য্যোধনের মনোদুঃখ শ্রবণে কর্ণের প্রবোধ বাক্য. 191

www.bengaliebook.com

দুর্য্যোধনের মন্ত্রণায় জয়দ্রথের দ্রৌপদী হরণে যাত্রা 196
দ্রৌপদী হরণে ভীমহস্তে জয়দ্রথের অপমান 198
জয়দ্রথের শিবারাধনায় যাত্রা 201
হস্তিনায় জয়দ্রথের আগমন 204
যুধিষ্ঠিরের নিকট মার্কণ্ডেয় মুনির আগমন 205
জয়-বিজয়ের প্রতি ব্রাহ্মণের অভিশাপ 207
হিরণ্যাক্ষ ও হিরণ্যকশিপুরূপে জয়-বিজয়ের মর্ত্ত্যে প্রথমবার জন্ম 208
প্রহ্লাদ চরিত্র 210
নৃসিংহাবতার ও হিরণ্যকশিপু বধ. 214
রাবণ ও কুম্ভকর্ণরূপে জয়-বিজয়ের মর্ত্ত্যে দ্বিতীয়বার জন্ম 215
রাম-লক্ষ্মণরূপে বিষ্ণুর চারি অংশে মর্ত্ত্যে নররূপে জন্মগ্রহণ 217
লক্ষ্মীরূপা সীতার জন্ম ও শ্রীরাম সহ বিবাহ 218
শ্রীরামের অধিবাস ও বনবাস 222
দশরথ শুনি তবে রামের প্রস্থান 222
সীতা হরণ ও শ্রীরামের পঞ্চ বানর ও বিভীষণের সহিত মিলন. 225
শ্রীরামের লঙ্কায় প্রবেশ ও যুদ্ধ 227
রাবণ বধ. 229
দন্তবনক্র ও শিশুপাল রূপে জয়-বিজয়ের তৃতীয়বার জন্ম 231
সাবিত্রী উপাখ্যান 231
সাবিত্রীর বুঝিয়া রাজা তনয়ার মন 234
সত্যবানের মৃত্যু এবং যমের নিকট সাবিত্রীর বরপ্রাপ্তি 237
সত্যবানের পুনর্জ্জীবন লাভ 240
যুধিষ্ঠিরের কাম্যবন ত্যাগ এবং দ্রৌপদীর দর্প বিবরণ. 242
অকালে আম্রের বিবরণ ও দ্রৌপদীর দর্পচূর্ণ 244

যুধিষ্ঠিরাদির শূরসেন বনে অবস্থিতি 248
যুধিষ্ঠিরের পরীক্ষার্থে ধর্ম্মের মায়া-সরোবর সৃজন ও ভীমের জল অন্বেষণে গমন 249
ভীমান্বেষণে অর্জ্জুনের গমন 250
ভীমার্জ্জুনের অন্বেষনে নকুলের গমন 251
ভীম, অর্জ্জুন ও নকুলের অন্বেষণে সহদেবের গমন 252
ভীম, অর্জ্জুন, নকুল ও সহদেবের অন্বেষেণে দ্রৌপদীর গমন 253
ভ্রাতৃগণ ও দ্রৌপদীর অন্বেষণে রাজা যুধিষ্ঠিরের গমন 253
রাজা যুধিষ্ঠিরের বিলাপ 254
যুধিষ্ঠিরের প্রতি ধর্ম্মের ছলনা 258
ধর্ম্মের নিকট যুধিষ্ঠিরের বরলাভ ও কৃষ্ণাসহ চারি ভ্রাতার পুনর্জ্জীবন প্রাপ্তি 258
ব্যাসদেবের আগমন এবং পাণ্ডবগণের অজ্ঞাতবাসের পরামর্শ 259

পাণ্ডবদিগের বনবাস গমনে প্রজাগণের খেদ

জন্মেজয় বলে, কহ শুনি তপোধন।
পূর্ব্ব-পিতামহ কথা অদ্ভূত কথন।।
কিরূপে জিনিয়া তাঁর নিল রাজ্য ধন।
বহু ক্রোধ করাইল বলি কুচবন।।
কলহের পথ কুরু করিল সৃজন।
কহ শুনি কি করিল পিতামহগণ।।
ইন্দ্রের বৈভব সুখ সকল ত্যজিয়া।
কেমনে সহিল দুঃখ বনেতে রহিয়া।।
পতিব্রতা মহাদেবী দ্রুপদ নন্দিনী।
কিরূপে বঞ্চিল বনে কহ শুনি মুনি।।
কি আহার কি বিহার দ্বাদশ বৎসর।
কোন্ কোন্ গেল, কোন্ গিরিবর।।
বৈশম্পায়ন বলেন, শুনহ রাজন।
কপটে সকল নিল রাজা দুর্য্যোধন।।
ক্ষমা বন্ত দয়াবন্ত রাজা যুধিষ্ঠির।
হস্তিনা নগর হৈতে হলেন বাহির।।
নগর উত্তরমুখে চলেন পাণ্ডব।
চতুর্দ্দিকে ধাইল রাজ্যের প্রজা সব।।
যেই মত ছিল যেই ধাইল ত্বরিতে।
পাণ্ডবে বেড়িয়া সবে রহে চতুর্ভিতে।।
ভীষ্ম দ্রোণ কৃপাচার্য্য সকলের প্রতি।
ধিক্কার ও তিরস্কার করে নানাজাতি।।
ধৃতরাষ্ট্রে ভয় নাহি করে কেহ আর।
ক্রোধে গালিপাড়ে মুখে যা আসে যাহার।।
পাপিষ্ঠ রাজার রাজ্যে কি ছার বসতি।
সবে মেলি যাব মোরা পাণ্ডব সংহতি।।
যে দেশে শকুনি মন্ত্রী, রাজা দুর্য্যোধন।
তথায় বসতি নাহি করে সাধুজন।।
পাপিষ্ঠ হইলে রাজা, প্রজা সুখী নয়।
কুলধর্ম্ম ক্রিয়া তার সব নষ্ট হয়।।
মহাক্রোধী অর্থলোভী মানী কদাচারী।
নির্দ্দয় সুহৃৎ শত্রু মহাপাপকারী।।
হেন দুর্য্যোধন মুখ কভু না দেখিব।
চল সবে পাণ্ডবের সহিত রহিব।।
এত বলি প্রজাগণ কৃতাঞ্জলি করি।
সবিনয়ে বলে ধর্ম্মরাজ বরাবরি।।
আমা সবা ছাড়ি কোথা যাইবে রাজন।
তুমি যথা যাবে তথা যাব সর্ব্বজন।।
তোমায় সর্ব্বস্ব ছলে জিনিল কৌরব।
উদ্বিগ্ন হইয়া হেথা আসি মোরা সব।।
তব হিতে হিত মানি, তব দুঃখে দুঃখী।
তব সুখ হৈলে মোরা সবে হই সুখী।।
আমা সবাকারে নাহি কর নিবারণ।
তোমার সহিত মোরা সবে যাব বন।।
রাজ্যেতে হইল মহাপাপী অধিকারী।
এ কারণে মোরা সব হব বনচারী।।
জল ভূমি বস্ত্র তিল পবন যেমন।
পুষ্প সহবাসে ধরে সুগন্ধ মোহন।।
পাপীর সংসর্গে তেন পাপ বাড়ে নিতি।
পুণ্য বৃদ্ধি হয় পুণ্য জনের সংহতি।।
পুণ্য করিবার শক্তি নাহি মো সবার।
পুণ্যভাগী হব সঙ্গে থাকিলে তোমার।।
বহু পুণ্য করি দুর্য্যোধনের সংহতি।
তথাপি তাহার পাপে নাহি অব্যাহতি।।
রাজ পাপে প্রজাদের নাহিক মুকতি।
যাইব তোমার সঙ্গে, কি হেতু বসতি।।

দরশনে পাপ হয়ে অশনে শয়নে।
ধর্ম্মাচার নষ্ট হয় এ রাজার সনে।।
যেমন সংসর্গ, ফল সেই মত হয়।
তেঁই সে আমরা বনে যাইব নিশ্চয়।।
সমস্ত সদগুণ করে তোমাতে নিবাস।
তেঁই সে আমরা বনে যাইব নিশ্চয়।।
সমস্ত সদগুণ করে তোমাতে নিবাস।
তেঁই তব সহিত থাকিতে করি আশ।।
প্রজাদের হেন বাক্য শুনি যুধিষ্ঠির।
কহিলেন মিষ্টবাক্য কোমল গভীর।।
ভাগ্যবন্ত বলি, মোরে জানিনু এখন।
সে কারণে এত স্নেহ কর সর্ব্বজন।।
আমি যাহা কহি, তাহা অন্য না করিও।
আমার সম্ভ্রম করি সকলে মানিও।।
পিতামহ ভীষ্ম ধৃতরাষ্ট্র জ্যেষ্ঠতাত।
কুন্তী মাতা, ইহারা করেন অশ্রুপাত।।
এই সবাকার শোক কর নিবারণ।
দেশে থাকি সবাকারে করহ পালন।।
যুধিষ্ঠির মুখে শুনি এতেক বচন।
হাহাকার করি নিবর্ত্তিল প্রজাগণ।।
অনগ্নি সাগ্নিক শিষ্য সহ দ্বিজগণ।।
পাণ্ডবের পাছু পাছু চলে সর্ব্বজন।।
সশস্ত্র পাণ্ডবগণ রথ আরোহণে।
প্রজাগণে প্রবোধিয়া চলিলেন বনে।।
উত্তর মুখেতে যান জাহ্নবীর তটে।
রম্যস্থান দেখিয়া রেহেন মহাবটে।।
দিনকর অস্ত গেল প্রবেশে শর্ব্বরী।
সেই রাত্রি নির্ব্বাহিল জলস্পর্শ করি।।
চতুর্দ্দিকে দ্বিজগণ অগ্নিহোত্র জ্বালি।
বেদধ্বনি পুণ্যরবে পূরে বনস্থলী।।
রজনী প্রভাব হৈলে উঠি সর্ব্বজন।
ঘোর বনে করিলেন গমন তখন।।
চতুর্দ্দিকে মুনিগণ চলিল সংহতি।
দেখিয়া বলেন তবে ধর্ম্ম নরপতি।।
রাজ্যহীন ধনহীন হইলাম আমি।
ফলমূলাহারী আমি হই বনগামী।।
আমা সনে বহু দুঃখ পাবে দ্বিজগণ।
বিশেষে বনেতে ভয়ঙ্কর পশুগণ।।
হবে যত দুঃখ শুন তোমা সবাকার।
সে পাপে হইবে নষ্ট মম ধর্ম্মাচার।।
দ্বিজ কষ্টে দুঃখ পায় দেব আদি জন।
মনুষ্য কিসেতে গণি আমা আদি জন।।
নিবর্ত্তিয়া দ্বিজগণ চলহ নগরে।
আমার বিনয় এই তোমা সবাকারে।।
দ্বিজগণ বলে, কোথা যাইব নৃপতি।
তোমার যে গতি আমা সবার সে গতি।।
আমা সবা পোষণেতে ত্যজ ভয় মন।
মোরা আনি ফল মূল করিব ভক্ষণ।।
যুধিষ্ঠির বলে, আমি দেখিব কেমনে।
মম সহ রহি দুঃখ পাবে দ্বিজগণে।।
ধিক্ ধৃতরাষ্ট্র রাজা দুষ্ট পুত্রগণ।
এত বলি অধোমুখে রহেন রাজন।।
শৌনক নামেতে ঋষি বুঝান রাজারে।
বহু নীতি শাস্ত্র বলি বিবিধ প্রকারে।।
শোকস্থান সহস্র, শতেক ভয়স্থান।
তাহাতে মূর্চ্ছিত হয় মূর্খ যে অজ্ঞান।।
পণ্ডিত জনের তাহে নহে মুগ্ধ মন।
তুমি হেন লোক শোক কর কি কারণ।।

ধন উপার্জ্জয়ে লোক বন্ধুর কারণে।
বন্ধুতে রহিল ধন, কি কাজ বিমনে। ।
অর্থ হেতু উদ্বেগ ত্যজহ নরপতি।
অনর্থের মূল অর্থ কর অবগতি।।
উপার্জ্জনে যত কষ্ট ততেক পালনে।
ব্যয়ে হয় যত দুঃখ, ক্ষয়েতে দ্বিগুণে।।
অর্থ যার থাকে তার সদা ভীত মন।
তার বৈরী রাজা অগ্নি চোর বন্ধুজন।।
অর্থ হৈতে মোহ হয় অহঙ্কার পাপ।
অত্যন্ত উদ্বেগ হয়, সদা মনস্তাপ।।
এ কারণে অর্থচিন্তা ত্যজহ রাজন।
সর্ব্ব পূর্ণ হলে তৃষ্ণা নহে নিবারণ।।
যাবৎ শরীরে প্রাণ, তৃষ্ণা নাহি টুটে।
সাধুজন এই তৃষ্ণা জ্ঞান অস্ত্রে কাটে।।
সন্তোষ সাধুর অস্ত্র তৃষ্ণা নিবারণ।
ইন্দ্রসম অর্থে তুষ্ট নহে জ্ঞানীজন।।
অনিত্য এ ধন জন অনিত্য সংসার।
ইহার মায়াতে ডুবি ক্লেশমাত্র সার।।
এই সব স্নেহেতে মোহিত যত জন।
অচিন্তিত কোথা দেখিয়াছ হে রাজন। ।
ধর্ম্ম করিবারে যদি উপার্জ্জয়ে ধন।
বিচলিত হয় মন ধনের কারণ।।
মহারাজ জান ধন পাপ পঙ্কবৎ।
পঙ্কেতে নামিলে তনু হয় পঙ্কাবৃত।।
নিশ্চয় হইবে দুঃখ সে পঙ্ক ধুইতে।
সাধু সেই, যে নাহি যায় সে পঙ্কেতে।।
ধর্ম্মে যদি প্রয়োজন থাকয়ে রাজন।
এ সকল পাপ তৃষ্ণা করা কি কারণ।।
শৌনক বচন শুনি কহে নরপতি।
মম কিছু তৃষ্ণা নাহি রাজ্য ধন প্রতি।।
বিপ্রের ভরণ হেতু চিন্তা করি মনে।
গৃহাশ্রমে অতিথি না পূজিব কেমনে।।
গৃহাশ্রমী হইয়া বঞ্চিবে যেই জন।
অতিথি যা মাগে তাহা দিবে ততক্ষণ।।
তৃষ্ণার্ত্তকে জল দিবে ক্ষুধিতে ভোজন।
নিদ্রার্থীর শয্যা দিবে শ্রান্তকে আসন।।
অতিথি আসিলে দ্বারে করিবে যতন।
কত দূরে উঠিয়া করিবে সম্ভাষণ।।
যে জন না করে ইহা গৃহস্থ হইয়া।
বৃথা হয় দান যজ্ঞ ধর্ম্ম আদি ক্রিয়া।।
আমি হেন লোক ইথে বাঁচিব কেমনে।
এই হেতু মহাতাপ পাই আমি মনে।।
শৌনক বলিল, রাজা চিন্তা দূর কর।
ধর্ম্মকে শরণ লহ শুন নৃপবর।।
ইন্দ্র চন্দ্র আদিত্য অপর দিকপালে।
ত্রৈলোক্য জনেরে তাঁরা ধর্ম্মবলে পালে।।
তুমিহ করহ রাজা তপ আচরণ।
তপোবলে দ্বিজগণে করহ পালন।।
এত শুনি যুধিষ্ঠির চিন্তিত হৃদয়।
ধৌম্য পুরোহিতে ডাকি কহে সবিনয়। ।
দ্বিজগণ চলিলেন আমার সংহতি।
কেমনে ভরণ হবে কহ মহামতি।।
ক্ষণেক চিন্তিয়া কহে ধৌম্য তপোধন।
ত্যজ ভয় কর রাজা সূর্য্যের সেবন।।
সংসার পালনকর্ত্তা দেব দিবাকর।
সূর্য্যের প্রসাদে কার্য্য হবে নৃপবর।।
এত বলি দীক্ষা দিয়া ধৌম্য তপোধন।
অষ্টোত্তর শত নাম করান শ্রবণ।।

মহাভারতের কথা অতুল ভূতলে।
শুনিলে আশ্রয় লভে কৃষ্ণ পদতলে।।

যুধিষ্ঠিরের সূর্য্য আরাধনা ও বরলাভ

যুধিষ্ঠির মহারাজ সেবেন ভাস্কর।
ব্রতী হয়ে নানাপুষ্পে পূজেন বিস্তর।।
অষ্টোত্তর শতনাম জপেন ভূপতি।
দণ্ডবৎ প্রণমিয়া করে নানা স্তুতি।।
তুমি প্রভু লোকপাল লোকের পালন।
চতুর্দ্দিকে দীপ্ত দীপ তোমার কিরণ।।
অমর কিন্নর নর রাক্ষস মানুষে।
সর্ব্বস্দ্ধি হয় দেব তব কৃপাবশে।।
ইত্যাদি অনেক স্তব করেন রাজন।
আসিলেন তথা মূর্ত্তিমান বিকর্ত্তন।।
বলিলেন, চিন্তা ত্যাজ ধর্ম্মের নন্দন।
সিদ্ধ হবে নরপতি যে তোমার মন।।
এয়োদশ বৎসর যাবৎ রাজ্য হীনে।
যত অন্ন চাহ পাবে মোর বরদানে।।
ফল মূল শাক আদি যে কিছু আনিবে।
অল্পমাত্র রন্ধনেতে অব্যয় হইবে। ।
দ্রুপদনন্দিনী কৃষ্ণা লক্ষ্মী অবতরি।
রন্ধন পাত্র ভাণ্ড সদা থাকিবে ভরি।।
কিন্তু এক বাক্য কহি শুন সর্ব্বজনে।
সকলে সন্তোষ হবে তাহার রন্ধনে।।
তাহার পাকের দ্রব্য অব্যয় হইবে।
যত চাহ তত পাবে কিছু না টুটিবে। ।
তাহার প্রমাণ কহি শুন সাবধানে।
আনন্দে সকল লোক থাকিবে কাননে।।
যাবৎ দ্রৌপদী দেবী না করে ভক্ষণ।
শূন্য না হৈবে রন্ধন পাত্র ততক্ষণ।।
নিয়মের কথা এই কহিনু তোমারে।
সকল সম্পূর্ণ দ্রব্য হবে মোর বরে।।
এত বলি অন্তর্হিত হন দিনকর।
হৃষ্ট হয়ে সবারে বলেন নৃপবর।।
এমতে পাইল বর সূর্য্যের সেবনে।
বনে যান ধর্ম্মরাজ সঙ্গে দ্বিজগণে।।
কাম্যক বনেতে প্রবেশিলেন ভূপতি।
ভ্রাতৃ পুরোহিত পুর লোকের সংহতি।।
ভারত পর্ব্বের কথা পাপের বিনাশ।
বনপর্ব্বে যত্নেতে রহিল কাশীদাস।।

ধৃতরাষ্ট্র কর্ত্তৃক বিদুরের অপমান ও যুধিষ্ঠিরের নিকটে বিদুরের গমন

বনে চলিলেন পঞ্চ পাণ্ডুর নন্দন।
চিন্তাকুল অন্ধরাজ, স্থির নহে মন।।
মন্ত্রিরাজ বিদুরে আনিল ডাক দিয়া।
জিজ্ঞাসিল ধৃতরাষ্ট্র মধুর বলিয়া।।
বিচারে বিদুর তুমি ভার্গবের প্রায়।
পরম ধরম বুদ্ধি আছয়ে তোমায়।।
কুরুবংশ তোমার বচনে সবে স্থিত।
কহ শুনি বিচারিয়া যাতে মম হিত।।
অরণ্যেতে গেল পঞ্চ পাণ্ডুর নন্দন।
যাহে শ্রেষ্ঠ যুক্তি হয় করহ এখন।।

যেমতে আমার বশ হয় সর্ব্বজন।
যেরূপে স্বচ্ছন্দে বিহরয়ে পুত্রগণ।।
বিদুর বলেন, রাজা কর অবধান।
ধর্ম্ম হতে বিজয় হইবে সর্ব্বজন।।
নিবৃত্তিতে পাই ধর্ম্ম, ধর্ম্মে সব পাই।
ধর্ম্মসেবা কর রাজা, কোন চিন্তা নাই।।
তোমার উচিত রাজা এ কর্ম্ম এখন।
নিজপুত্র ভ্রাতৃপুত্র করহ পালন।।
সে ধর্ম্ম ডুবিল রাজা তোমার সভায়।
দুষ্টমতি দুর্য্যোধন শকুনি সহায়।।
সত্যশীল যুধিষ্ঠিরে কপটে জিনিল।
বিবসনা কুলবধূ সভাতে করিল।।
তুমি ত তখন নাহি করিলে বিচার।
এবে কি উপায় বলি না দেখি যে আর।।
আছে যে উপায় এক যদি কর রায়।
সগর্ব্বে সবংশে থাক বলি হে তোমায়।।
পাণ্ডবের যত কিছু নিলে রাজ্যধন।
শ্রীঘ্রগতি আনি তারে দেহ এইক্ষণ।।
দ্রৌপদীরে দুঃশাসন কৈল অপমান।
বিনয় করিয়া চাহ ক্ষমা তার স্থান।।
কর্ণ দুর্য্যোধন কর পাণ্ডবের প্রীত।
এই কর্ম্ম হয় প্রীত দেখি তব হিত।।
তুমি কৈলে যদি নাহি মানে দুর্য্যোধন।
তবেত তাহারে রাখ করিয়া বন্ধন।।
পূর্ব্বে যত বলিলাম করিলে অন্যথা।
এখন যে বলি রাজা রাখ এই কথা।।
জিজ্ঞাসিলে সেই হেতু কহি এ বিচার।
ইহা ভিন্ন অন্য নাই উপায় ইহার।।
বিদুর বচন শুনি অন্ধ ডাকি কয়।
যতেক কহিলে তাহা কিছু ভাল নয়।।
আপনার হিত হেতু চিন্তিলাম নীত।
তুমি যত বল, তাহা পান্ডবের হিত।।
আপনার মূর্ত্তিভেদ আপন নন্দন।
তারে দুঃখ দিব পর পুত্রের কারণ।।
এবে জানিলাম তব কুটিল বিচার।
তোমারে বিশ্বাস আর নাহিক আমার।।
অসতী নারীরে যদি করয়ে পালন।
বহুমতে রাখিলে সে না হয় আপন।।
পাণ্ডবের হিত তুমি করহ এখন।
যাহ বা থাকহ তুমি যাহা লয় মন।।
এত শুনি উঠিল বিদুর মহাশয়।
ডাকি বলে, কুরুবংশে মজিল নিশ্চয়।।
শুন ওহে মহারাজ বচন আমার।
অহিত আমারে জ্ঞান হইল তোমার।।
পশ্চাতে জানিবে রাজা এ সব বচন।
ঠেকিবে যখন দায়ে, জানিবে তখন।।
এত বলি শীঘ্র করি বিদুর চলিল।
আর দুই এক বাক্য ক্রোধেতে বলিল।।
চিত্তে মহাতাপ হেতু না গেল মন্দির।
হস্তিনা নগর হৈতে হইল বাহির।।
যথা বনে আছে পঞ্চ পাণ্ডুর নন্দন।
শীঘ্রগতি তথাকারে করিল গমন।।
যুধিষ্ঠির ছিল কাম্য কানন ভিতর।
মৃগচর্ম্ম পরিধান সঙ্গে সহোদর।।
চতুর্দ্দিকে সহস্র সহস্র দ্বিজগণ।
ইন্দ্রেরে বেড়িয়া যেন আছে দেবগণ।।
কতদূরে বিদুরে দেখিয়া কুরুনাথ।
ভ্রাতৃগণে বলে ঐ আইল খুল্লতাত।।

কি হেতু বিদুর আইল না বুঝি বিচার।
পুনঃ কি বিচার কৈল সুবল কুমার।।
পুনঃ কিবা পাশা হেতু দিল পাঠাইয়া।
রাজ্য হতে আমি কিছু না আসি লইয়া।।
কেবল আয়ুধমাত্র আছয়ে আমার।
আয়ুধ জিনিয়া নিতে করেছে বিচার।।
পঞ্চ ভাই করিছেন বিচার এমত।
হেনকালে উপনীত বিদুরের রথ।।
যথাযোগ্য পরস্পর করি সম্ভাষণ।
জিজ্ঞাসেন যুধিষ্ঠির কুশল বচন।।
আমরা আইলে বনে অন্ধ কি কহিল।
বিদুর কহিল, শুনে যে কথা হইল।।
কুরবংশহিত হেতু জিজ্ঞাসেন মোরে।
সেই মত সুযুক্তি দিলাম আমি তাঁরে।।
যতেক কহিনু আমি সবাকার হিত।
অন্ধ রাজা শুনি তাহা বুঝে বিপরীত।।
রোগীজনে যথা দিব্য পথ্য নাহি রুচে।
যুব নারী বৃদ্ধস্বামী যথা নাহি ইচ্ছে।।
ক্রুদ্ধ হয়ে আমারে বলিল কুবচন।
যাহ বা থাকহ তুমি নাহি প্রয়োজন।।
সে কারণে তারে ত্যজি আইলাম বন।
তোমা সবাকারে বনে করিতে লন।।
ভাল হৈল অন্ধরাজ ত্যজিল আমারে।
তোমা সবা সহ বনে রহিব বিহারে।।
তবে ত বিদুর বহু করিল সুনীত।
যুধিষ্ঠির পঞ্চ ভাই লইয়া ত্বরিত।।
বনপর্ব্ব অপূর্ব্ব রচিলেন অমৃত।
কাশীদাস কহে সাধু, পিয়ে অনুব্রত।।

ধৃতরাষ্ট্র ও বিদুরের পুনর্মিলন এবং ধৃতরাষ্ট্রের প্রতি ব্যাসদেবের উপদেশ দান

হস্তিনা ত্যজিয়া ক্ষত্তা গেল বনমাঝ।
শুনিয়া আকুল চিত্ত হৈল অন্ধরাজ।।
নাহি রুচি অন্ন জল অশন শয়ন।
অতিবেগে সভামদ্যে করেন গমন।।
নিকটেতে গিয়া মূর্চ্ছা হইয়া পড়িল।
সঞ্জয় প্রভৃতি সবে ধরিয়া তুলিল।।
চেতন পাইয়া বলে সঞ্জয়ের প্রতি।
বিদুর আছয়ে কোথা আন শীঘ্রগতি।।
পরম ধার্ম্মিক ভাই মম হিতে রত।
তাহার বিচ্ছেদে আমি আছি মৃতবত।।
কুবচন বলিলাম আমি পাপমুখে।
এতক্ষণ প্রাণ সে ত রাখে বা না রাখে।।
শীঘ্রগতি যাও নাহি বিলম্ব করহ।
বিদরে হৃদয় মম ত্বরিত আনহ।।
এত শুনি সঞ্জয় চলিল সেইক্ষণ।
যথা বনে আছে পঞ্চ পাণ্ডুর নন্দন।।
যথোচিত পূজা করি সবাকার প্রতি।
বিদুরে চাহিয়া তবে বলিছে ভারতী।।
শুনহ আমার বাক্য বিদুর সুমতি।
হস্তিনা নগরে তুমি চল শীঘ্রগতি।।
শীঘ্র চল এইক্ষণে বিলম্ব না সয়।
তোমা বিনা অন্ধরাজ জীবন সংশয়।।
এত শুনি যুধিষ্ঠির করেন সম্প্রীত।
রথে চড়ি দুইজন চলিল ত্বরিত।।

বিদুর আইল পুনঃ শুনিল রাজন।
শিরেতে চুম্বন করি দিল আলিঙ্গন।।
বলিল পূর্ব্বের দোষ ক্ষমহ আমার।
এত বলি অনেক করিল পুরষ্কার।।
বিদুর বলেন, রাজা হইলাম ক্ষান্ত।
আপনি আমার গুরু পরম সম্ভ্রান্ত।।
আপনি করিলে ক্ষমা ইহা আমি চাই।
আজ্ঞা ছাড়া হতে কভু মম শক্তি নাই।।
যেমত আমার পুত্র পাণ্ডব তেমন।
কিন্তু এরা দুঃখী মম ইথে পোড়ে মন।।
বিদুর আইল শুনি রাজা দুর্য্যোধন।
ডাকাইয়া আনাইল কর্ণ দুঃশাসন।।
শকুনি সহিত তবে সভায় বসিল।
কতক্ষণে দুর্য্যোধন কথা যে কহিল।।
অন্ধ ভূপতির মন্ত্রী পাণ্ডবের হিত।
বিদুর আইল দেখ মন্ত্রণা পণ্ডিত।।
যাবত বিদুর না আকর্ষে তাঁর মন।
পাণ্ডবে আনিতে আজ্ঞা না দেন রাজন।।
তাবত মন্ত্রণা কর ইহার উপায়।
যে মতে কুন্তীর পুত্র আসিতে না পায়।।
পুনঃ যদি হস্তিনায় দেখিব পাণ্ডব।
নিশ্চিত আমার বাক্য কহি শুন সব।।
গরল খাইব কিম্বা প্রবেশিব জলে।
নিতান্ত ত্যজিব প্রাণ অস্ত্রে বা অনলে।।
শকুনি বলিল, শুন আমার বচন।
কদাচিত না আসিবে পাণ্ডুপুত্রগণ।।
সত্যবাদী যুধিষ্ঠির করেছে সময়।
এয়োদশ বৎসর যাবৎপূর্ণ নয়।।
তাবৎ হস্তিনা না আসিবে কদাচন।
না শুনিবে তারা ধৃতরাষ্ট্রের বচন।।
শুনিয়া বৃদ্ধের বাক্য যদি পুনঃ আইসে।
আমরা করিব পুনঃ সেই পণ শেষে।।
কর্ণ বলে, মম চিত্তে এই যুক্তি আসে।
দুঃখিত পাণ্ডবগণ আছে বনবাসে।।
জটা চীর বন ক্লেশ শোকেতে কাতর।
সহায় সম্পদগণ আছে যে অন্তর।।
চতুরঙ্গ দলে গিয়া বেড়িব পাণ্ডবে।
এ সময় মারিলে সকল রিষ্টি যাবে।।
দুর্য্যোধন বলে, সাধু মন্ত্রণা তোমার।
করিল মন্ত্রণা এক সংসারের সার।।
আজ্ঞা দিল নরপতি সাজিতে সবারে।
রথ গজ তুরঙ্গম চলিল সত্বরে।।
সাজিয়া সকল সৈন্য কৌরব চলিল।
অন্তর্য্যামী ব্যাসের সে গোচর হইল।।
হস্তিনা নগরে মুনি করেন গমন।
পথে দুর্য্যোধন সহ হইল মিলন।।
বাহুড়িয়া চল বলি আজ্ঞা দেন মুনি।
দুর্য্যোধন বাহুড়িল মুনি বাক্য শুনি।।
ধৃতরাষ্ট্র নিকটেতে যান দ্বৈপায়ন।
যথোচিত পূজা তাঁর করিল রাজন।।
মুনি বলে, ধৃতরাষ্ট্র করিলে কি কর্ম্ম।
বৃদ্ধ হইয়া আচর এমত অধর্ম্ম।।
মন্দবুদ্ধি তব পুত্র দুষ্ট দুরচারী।
রাজ্যলোভে হইল সে পাণ্ডবের বৈরী।।
পাণ্ডব সহায় যেই, জান ভাল মতে।
বিধাতার ধাতা হর্ত্তা কর্ত্তা ত্রিজগতে।।
তাঁরে না চিন্তি না ভাবি নিজ হিত চিত্তে।
বনবাসে পাঠাইয়া দিলে পাণ্ডুসুতে।।

আপনার হিত যদি চাহ রাজ মনে।
পাণ্ডবের নিকটে পাঠাও দুর্য্যোধনে।।
একাকী পাণ্ডব সহ ভ্রমুক কাননে।
মন্দ চিন্তা না করুক, না হিংসুক মনে।।
ইহাতে পাণ্ডব যদি হয় প্রীতিমান।
তবে তব শত পুত্রের হৈবে কল্যাণ।।
ধৃতরাষ্ট্র বলে, দেব কহিলে উত্তম।
আমারে না রুচে যত করিল অধম।।
ভীষ্ম দ্রোণ বিদুর গান্ধারী আদি করি।
কাহারও না শুনে বাক্য দুষ্ট দুরাচারী।।
দুর্য্যোধন স্নেহ আমি না পারি ছাড়িতে।
তেঁই হেন কর্ম্ম করি কালবশ হৈতে।।
মুনি বলে, নহে ইহা ধর্ম্মের আচার।
এরূপ কর্ম্মেতে নহে আমার বিচার।।
পুত্র সম স্নেহ রাজা নাহিক সংসারে।
বিশেষ দুর্ব্বল পুত্রে বড় স্নেহ করে।।
তুমি যেন মম পুত্র, পাণ্ডুও তেমন।
যুধিষ্ঠির যেমন, তেমন দুর্য্যোধন।।
পাণ্ডবের বিশেষতঃ বহু স্নেহ হয়।
পিতৃহীন সদা পায় দুঃখ অতিশয়।।
পূর্ব্বের বৃত্তান্ত কথা শুনহ রাজন।
সুরভি গোমাতা আর সহস্রলোচন।।
সুরভি রোদন করে হইয়া বিহ্বল।
এস্ত হয়ে তারে জিজ্ঞাসিল আখণ্ডল।।
কহ কি কারণে মাতা করহ রোদন।
দেবে নরে কিম্বা নাগে আপন ঘটন।।
সুরভি কহিল নাই আপদ কাহার।
শুন যেই হেতু দুঃখ হইল আমার।।
দুর্ব্বল আমার পুত্রে যুড়ি লাঙ্গলেতে।
হীনশক্তি রুগ্ন বড় না পারে চলিতে।।
মারিছে কৃষক বড় পুচ্ছমূল মোড়ে।
আর গুটি বলিষ্ঠ যাইছে উভরড়ে।।
তার সঙ্গে শক্তি নাহি যাইতে ইহার।
কৃষক পাপিষ্ঠ বড় করিছে প্রহার।।
এই হেতু রোদন যে করি নিরন্তর।
শুনিয়া উত্তর করিলেন পুরন্দর।।
এই হেতু দেবী তুমি করিছ রোদন।
কিন্তু দেখ স্থানে স্থানে লক্ষ বৃষগণ।।
বৃষকে কৃষকগণ করয়ে প্রহার।
তা সবারে স্নেহ কেন না হয় তোমার।।
সুরভি বলেন এই অশক্ত দুর্ব্বল।
ইহা দেখি চিত্ত মোর হইল বিকল।।
এত শুনি দেবরাজ মেঘে আজ্ঞা দিল।
জল বৃষ্টি করি সব পৃথিবী পূরিল।।
কৃষক ত্যজিল কৃষি করিল গমন।
সুরভি বলেন সাধু সহস্রলোচন।।
এইমত পালন করহ সবাকারে।
বনবাসে হইল দুর্ব্বল কলেবরে।।
শুন রাজা পূর্ব্বে হেন হয়েছে বিধান।
তবে ধর্ম্ম রহে সব দেখিলে সমান।।
যদি ধর্ম্ম চাহ, রাখ আমার বচন।
পাণ্ডবেরে সমভাবে করহ পালন।।

মৈত্রেয় মুনির আগমন ও দুর্য্যোধনকে অভিশাপ প্রদান

ধৃতরাষ্ট্র বলে, মুনি করি নিবেদন।
মোরে যদি স্নেহ হয়, শুন তপোধন।।

আপনি বুঝাও দুষ্টমতি দুর্য্যোধনে।
ব্যাস বলে, আমি না কহিব কদাচনে।।
এইক্ষণে আসিবে মৈত্রেয় তপোধন।
সকল কহিবে হিত শুনহ রাজন।।
তব হিত তিনি বুঝাইবেন আপনি।
তাঁরে প্রীত না করিলে শাপ দিবে মুনি।।
এত বলি ব্যাস চলিলেন নিজালয়।
উপনীত হইল মৈত্রেয় মহাশয়।।
যথোচিত পূজা তাঁর ধৃতরাষ্ট্র কৈল।
সুস্থ হয়ে বসিয়া কুশল জিজ্ঞাসিল।।
ঋষি বলে, বহু তীর্থ করিনু ভ্রমণ।
দেখিনু কাম্যক বনে পাণ্ডু-পুত্রগণ।।
জটা চীর বিভূষিত ভক্ষ্য ফলমূল।
তপস্বীর বেশ, সঙ্গে তপস্বী বহুল।।
তথায় শুনিনু এই সব সমাচার।
তব পুত্র দুর্য্যোধন কৈল কদাচার।।
এই হেতু শীঘ্র আইলাম হেথাকারে।
কুরুবংশ হেতু কিছু বুঝাব তোমারে।।
ভীষ্ম আর তুমি কুরুবংশের প্রধান।
হেন কর্ম্ম কেন হয় তোমা বিদ্যমান।।
কুরুবংশে সদাকাল স্বধর্ম্ম সুকৃতি।
হেন বংশে অপযশ করিল দুর্ম্মতি।।
এই হেতু সভা তব না শোভে রাজন।
এত বলি কহে মুনি চাহি দুর্য্যোধন।।
মূর্খ নহ দুর্য্যোধন বড় কুলে জন্ম।
তবে কেন হেনরূপ করিলে অধর্ম্ম।।
পাণ্ডবের হিংসা কর হইয়া অজ্ঞান।
না জানহ সখা যার পুরুষ প্রধান।।
কহ শুনি কিসে হীন পাণ্ডুপুত্রগণে।
ধনে জনে কর্ম্মে সবে বিজয়ী ভুবনে।।
অযুত কুঞ্জর বল ধরে ভীমনাথ।
হিড়িম্বক- বধ আদি করিল নিপাত।।
কির্ম্মীরে মারিল ভীম পশিতে কাননে।
ইন্দ্রে পরাজয় কৈল খাণ্ডব দাহনে।।
হে জন সহ তুমি করহ বিরস।
মম বাক্যে কর প্রীতি নহে মৃত্যুবশ।।
মুনির এতেক কথা শুনি কুরুনাথ।
অভিমানে ঊরুদেশে করে করাঘাত।।
মৌনেতে থাকিয়া ভূমি করে নিরীক্ষণ।
উত্তর না পেয়ে ক্রোধে কহে তপোধন।।
অরে দুষ্ট মম বাক্য করিলি হেলন।
ইহার উচিত ফল শুনহ রাজন।।
যে ঊরুতে অভিমানে কৈলি করাঘাত।
ইথে গদা মারি ভীম করিবে নিপাত।।
শুনিয়া ব্যাকুল হল অন্ধ নরপতি।
মুনির চরণ ধরি করিল মিনতি।।
আজ্ঞা কর মুনিরাজ, নহুক এমন।
সদয় হইয়া তবে বলে তপোধন।।
এয়োদশ বৎসরান্তে তব পুত্রগণ।
রাজ্য দিয়া ভজে যদি ধর্ম্মের নন্দন।।
তবে হেন নহিবেক, শুনহ রাজন।
না করিলে মম বাক্য নহিবে লঙ্ঘন।।
তবে ধৃতরাষ্ট্র হৈল মলিন বদন।
জিজ্ঞাসিল কহ শুনি কির্ম্মীর নিধন।।
কিরূপে পাণ্ডুর সুত মারিল কির্ম্মীরে।
কোথায় বসতি তার কত বল ধরে।।
মুনি বলে, আমি আর না বসি হেথায়।
দুর্য্যোধন সুধী নহে আমার কথায়।।

শুনিবারে ইচ্ছা যদি আছয়ে তোমার।
বিদুরে জিজ্ঞাস পাবে সব সমাচার। ।
এত বলি মহামুনি করিল গমন।
বিদুরে জিজ্ঞাসে তবে অম্বিকা নন্দন।।

কির্ম্মীর বধোপাখ্যান

ধৃতরাষ্ট্র কহে, কহ বিদুর সুজন।
কিরূপে করিল ভীম কির্ম্মীর নিধন।।
এত শুনি উঠি গেল দুষ্ট দুর্য্যোধন।
ক্ষত্তা বলে, শুন রাজা কির্ম্মীর নিধন।।
যে কর্ম্ম করিল রাজা বীর বৃকোদর।
করিতে না পারে কেহ সুরাসুর নর।।
হেথা হতে পাণ্ডবেরা যবে গেল বন।
পাইল তৃতীয় দিনে কাম্যক কানন।।
সে বনেতে নিবসে কির্ম্মীর নিশাচর।
দেবের অবধ্য পরাক্রমে পুরন্দর।।
নিশাকালে পাণ্ডবেরা যান কাম্যবন।
ধাইল মনুষ্য দেখি রাক্ষস দুর্জ্জন।।
দুই হস্তে আগুলিল পাণ্ডবের পথ।
হনুমান পূর্ব্বে যেন মৈনাক পর্ব্বত।।
রাক্ষসী মায়া কৈল ঘোর অন্ধকার।
মুখ মেলি আসে যেন গিলিতে সংসার। ।
নাকের নিশ্বাসে উড়ি যায় তরুগণ।
চতুর্দ্দিকে পশু ধায় শুনিয়া গর্জ্জন।।
পাণ্ডব দেখিল, আসে রাক্ষস দুর্জ্জন।
ভয়েতে দ্রৌপদী দেবী মুদিল নয়ন।।
ব্যস্ত হয়ে পঞ্চজন মধ্যে লুকাইল।
হস্তে ধরি বৃকোদর আশ্বাস করিল।।
জানিয়া রাক্ষসী মায়া ধৌম্য তপোধন।
রক্ষোঘ্ন মন্ত্রেতে মায়া কৈল নিবারণ।।
অন্ধকার গেল, দৃষ্ট হৈল নিশাচর।
জিজ্ঞাসা করেন তারা ধর্ম্ম নৃপবর।।
কি নাম, কে তুমি, হেথা এলে কি কারণ।
কি করিব প্রীতি তব, কহ প্রয়োজন। ।
কির্ম্মীর বলিল, আমি নিশাচর জাতি।
কাম্যক অরণ্য মধ্যে আমার বসতি।।
মনুষ্য তপস্বী ঋষি যত বিপ্রগণে।
যারে পাই তারে বধি উদর পূরণে।।
দৈবে মোরে ভক্ষ্য আনি মিলাইল বিধি।
দরিদ্র পাইল যেন মহারত্ন নিধি।।
কে তুমি, কোথায় যাহ, কিবা নাম শুনি।
কি কারণে কাম্যবনে এ ঘোর রজনী।।
যুধিষ্ঠির বলে, আমি পাণ্ডুর নন্দন।
আমি ধর্ম্ম, এই মম ভাই চারি জন। ।
রাজ্যভ্রষ্ট হয়ে মোরা আইনু হেথায়।
কিছুদিন কাটাইব তোমার আশ্রয়।।
ভাল ভাল বলি বল দুষ্ট নিশাচর।
যাহারে খুঁজিয়া ফিরি দেশ দেশান্তর।।
একচক্রা নগরেতে মোর ভ্রাতা ছিল।
এই দুষ্ট ভীম তারে নিপাত করিল।।
ব্রাহ্মণের গৃহে দুষ্ট ছিল দ্বিজবেশে।
সেই হেতু সদা আমি ভ্রমি দেশে দেশে।।
আমার পরম সখা হিড়িম্বে মারিল।
তার স্বসা হিড়িম্বাকে বিবাহ করিল।।
রাক্ষসের বৈরী ভীম জানে সর্ব্বজন।
মম হস্তে হবে তার অবশ্য মরণ।।

ভীমের রুধিরে বক ভ্রাতার তর্পণ।
অগ্নিতে পোড়ায়ে মাংস করিব ভোজন।।
রাক্ষসের এতেক কঠোর বাক্য শুনি।
বেগে ভীম এক বৃক্ষ উপাড়িয়া আনি।।
গাণ্ডীব ধনুকে গুণ দিল ধনঞ্জয়।
তারে নিবারিয়া ভীম নিশাচরে কয়।।
ভ্রাতৃ-সখা শোকে দুষ্ট করিস্ বিলাপ।
আজি তাহা সবা সহ করাব আলাপ।।
মুহূর্ত্তেক রহ দুষ্ট না পালাস্ পাছে।
বকের দোসর করাইব এই গাছে।।
এত বলি প্রহারিল বীর বৃকোদর।
বৃত্রাসুরে বজ্র যেন মারে পুরন্দর।।
না কম্পয়ে রাক্ষস অটল গিরিবর।
দগ্ধ কাষ্ঠদণ্ড হানে ভীমের উপর।।
দণ্ড নিবারিল ভীম সব্য পদাঘাতে।
পদ্মবন ভাঙ্গে যেন মাতঙ্গ কোপেতে।।
করাঘাতে পদাঘাতে মুণ্ডে মুণ্ডে বাড়ি।
আঁচড় কামড় চড় ভুজে ভুজে তাড়ি।।
দোঁহার উপরে দোঁহে বজ্রমুষ্টি মারে।
শরবনে অগ্নি যেন চড় চড় করে।।
হেনমতে মুহূর্ত্তেক হইল সমর।
মহাভঙ্কর যেন দানব অমর।।
ভীমসেন অতি ক্রুদ্ধ আরো ম্লান দুঃখে।
তাহে আরো নিশাচর পড়িল সম্মুখে।।
ক্ষুধিত গরুড় যেন ভুজঙ্গ পাইল।
জ্বলন্ত অনলে যেন পতঙ্গ পড়িল।।
ভয়ঙ্কর বেশে ভীম করিল দলন।
বলবন্ত রাক্ষস সহিল কতক্ষণ।।
অতি ক্রোধে ভীমসেন ধরিল রাক্ষসে।
পৃষ্ঠে জানু দিয়া পুনঃ ধরে পদে কেশে।।
মধ্যেতে ভাঙ্গিয়া তার কৈল দুইখান।
মহানাদ করি দুষ্ট ত্যজিল পরাণ।।
হৃষ্ট হয়ে চারি ভাই দিল আলিঙ্গন।
সাধু সাধু প্রশংসা করিল মুণিগন।।
দ্রৌপদীরে আশ্বাসিয়া কহে বৃকোদর।
এইমত সব শত্রু যাবে যমঘর।।
এইরূপে কির্ম্মীরে মারিল বৃকোদর।
তথায় যাইনু যবে হেরি পাই ডর।।
দেখি পথে পড়িয়াছে পর্ব্বত প্রমাণ।
আমি জিজ্ঞাসিলাম যে মুনিগণ স্থান।।
মুনিমুখে শুনিলাম সব বিবরণ।
এত কহি নীরব হৈল বিদুর সুজন।।
ভীমের এ বীরত্বের শুনিয়া কাহিনী।
নীরবে নিশ্বাস ফেলে অন্ধ নৃপমণি।।
পাণ্ডবের বীরত্ব অবনীতে অতুল।
ধৃতরাষ্ট্র শুনিয়া হইল চিন্তাকুল।।
অরণ্যপর্ব্বের কথা অমৃত-সমান।
কাশীরাম দাস কহে, সাধু করে পান।।

কাম্যকবনে পাণ্ডবদিগের নিকট শ্রীকৃষ্ণের আগমন

বনে যদি গেল পঞ্চ পাণ্ডুর নন্দন।
দেশে দেশে এই বার্ত্তা পায় রাজগন।।
ভোজ বৃষ্ণি অন্ধকাদি যত নৃপগণ।
কৃষ্ণের সহিত গেল কাম্যক কানন।।
পাঞ্চাল রাজার পুত্র সহ অনুগত।
ধৃষ্টকেতু ধৃষ্টদ্যুম্ন আর বন্ধু যত।।

যুধিষ্ঠিরে বেড়ি সবে বসে চতুর্ভিত।
পাণ্ডবের বেশ দেখি হইল বিস্মিত।।
আত্মদুঃখ কহিতে লাগিল পঞ্চ জন।
হেন কর্ম্ম করিল পাপিষ্ঠ দুর্য্যোধন।।
সে জন বধের যোগ্য কহে ধর্ম্মনীত।
গোবিন্দ বলেন, এই আমার বিহিত।।
ক্রোধেতে কম্পিত অঙ্গ কমল লোচন।
সবিনয়ে ধনঞ্জয় করে নিবেদন।।
ধর্ম্মেতে ধার্ম্মিক তুমি হও সত্যবাদী।
সদয় হৃদয় তুমি, বিধাতার বিধি।।
অক্রোধী অলোভী তুমি দীনে ক্ষমাবন্ত।
তোমারে এতেক ক্রোধ, না পড়ে তদন্ত।।
নারায়ণ রূপে তুমি হইলো তপস্বী।
করিলা তাপস্যা গন্ধমাদনে নিবসি।।
পুষ্কর তীর্থেতে দশ সহস্র বৎসর।
একপদ বাতাহার, ঊর্দ্ধ দুই কর।।
বদরিকাশ্রমে তুমি শতেক বৎসর।
দেবমানে তপশ্চর্য্যা কৈলা দামোদর।।
দয়ায় করহ তুমি সবার পালন।
ইঙ্গিতে করহ ক্ষয়, ইঙ্গিতে সৃজন।।
তুমি ত নিগুণ, কিন্তু গুণেতে পূরিত।
তোমারে যে না ভজে সে ভাগ্যেতে বঞ্চিত।।
এতেক বলেন যদি বীর ধনঞ্জয়।
তাঁহারে কহেন তবে দৈবকী তনয়।।
তোমায় আমায় কিছু নাহিক অন্তর।
আমি নারায়ণ ঋষি, তুমি হও নর।।
পাণ্ডবে আমায় আর নাহি ভেদ লেশ।
সহিতে না পারি আমি পাণ্ডবের ক্লেশ।।
যে তোমারে দ্বেষ করে, সে করে আমারে।
তোমারে যে স্নেহ করে, সে আমারে করে।।
তুমি হও আমার হে, আ যে তোমার।
সে জন তোমার পার্থ, সে জন আমার।।
এতেক বলেন কৃষ্ণ কমল লোচন।
ভাল ভাল বলিয়া বলিল রাজগণ।।
হেনকালে উপনীত দ্রুপদ নন্দিনী।
কৃষ্ণের অগ্রেতে বলে যোড় করি পাণি।।
অসিত দেবল মুখে শুনিয়াছি আমি।
নাভি কমলেতে স্রষ্টা সৃজিয়াছ তুমি।।
আকাশ তোমার শির, পাতাল চরণ।
পৃথিবী তোমার কটি, অঙ্ঘি গিরিগণ।।
শিব আদি যত যোগী তোমারে ধেয়ায়।
তপস্বী করিয়া তপ সমর্পে তোমায়।।
সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় ইঙ্গিতে তব হয়।
সবার ঈশ্বর তুমি, মুনিগণে কয়।।
অনাথার নাথ তুমি, নির্ধনের ধন।
সে কারণে তব পাশে, করি নিবেদন।।
সুখ দুঃখ কহিতে সবার তুমি স্থান।
মম দুঃখ কহি কিছু, কর অবধান।।
পাণ্ডবের ভার্য্যা আমি দ্রুপদ নন্দিনী।
তব প্রিয়সখী আমি বলহ আপনি।।
এই নারী কেশে ধরি লইল সভায়।
দুর্ভাষা কহিল যত, কহনে না যায়।।
স্ত্রীধর্ম্মে ছিলাম আমি এক বস্ত্র পরি।
অনাথার প্রায় বলে নিল কেশে ধরি।।
বীরবংশ পাঞ্চাল পাণ্ডবগণ জীতে।
দাস্যকর্ম্ম বিধিমতে বলিল করিতে।।
ভীষ্ম দ্রোণ, ধৃতরাষ্ট্র ছিল বিদ্যমান।
সবে বসি দেখিলেন মোর অপমান।।

সবে বলে পাণ্ডুপুত্র বড় বলবন্ত।
এত দিনে তা সবার পাইলাম অন্ত।।
ধর্ম্মপত্নী আমি, হেন কহে সর্ব্বলোক।
এই পঞ্চ জন সভামধ্যে বসি দেখে।।
ধিক্ ধিক্ ভীম বীর, ধিক্ ধনঞ্জয়।
অকারণে গাণ্ডীব ধনুক কেন বয়।।
পূর্ব্বেতে এমন আমি শুনেছি বিধান।
স্ত্রী কষ্ট না দেখে কভু থাকি বিদ্যমান।।
হীনবল হইলে ভার্য্যায় রাখে স্বামী।
সে কারণে এ সবার নিন্দা করি আমি।।
পুত্ররূপে জন্মে লোক ভার্য্যার উদরে।
সেই হেতু জায়া বলি বলয়ে ভার্য্যারে।।
ভার্য্যা ভীতা হলে লয় স্বামীর শরণ।
শরণ যে লয়, তারে করয়ে রক্ষণ।।
নিলাম শরণ আমি এ পঞ্চ জনারে।
কেন এরা রক্ষা নাহি করিল আমারে।।
বন্ধ্যা নহি দেব আমি, ইহা পত্রবতী।
পুত্রমুখ চাহি না করিল অব্যাহতি।।
হীনবীর্য্য নহে মোর সব পুত্রগণ।
মহাতেজা তব পুত্র প্রদ্যুম্ন যেমন।।
তবে কোন দুষ্টের সহিল হেন কর্ম্ম।
কপটে জিনিল মিথ্যা করিয়া অধর্ম্ম।।
দাসরূপে সভাতলে বসি সবে দেখে।
মম অপমান করে যত দুষ্টলোকে।।
গাণ্ডীব বলিয়া ধনু ধনঞ্জয় ধরে।
পৃথিবীতে গুন দিতে কেহ নাহি পারে।।
ধনঞ্জয় কিম্বা ভীম আর পার তুমি।
তবে কেন এত সহি, না জানিনু আমি।।
ধিক্ ধিক্ মম নাথ পাণ্ডু পুত্রগণ।
এত করি অদ্যাবধি জীয়ে দুর্য্যোধন।।
বাল্যকাল হতে যত করে সেইজন।
অগোচরে নহে সব, জান নারায়ণ।।
কপটে বিষের লাড়ু ভীমে খাওয়াইল।
হস্ত পদ বান্ধি গঙ্গাজলে ফেলি দিল।।
জতুগৃহ করিয়া রহিতে দিল স্থান।
ধর্ম্মবল অগ্নিতে পাইল পরিত্রাণ।।
রাজ্যধন লয়ে তবে পাঠাইল বনে।
এতেক সহিল কষ্ট কিসের কারণে।।
সভায় বসিয়া নাথ দেখে পঞ্চ জন।
দুঃশাসন হরে মম পিন্ধন বসন।।
এতেক বলিয়া কৃষ্ণা বলে সর্ব্বজনে।
তোমরা আমার নহ, জানিনু এক্ষণে।।
থাকিলে কি হবে নাথ সভার গোচরে।
এতেক দুর্গতি মম ক্ষুদ্রলোকে করে।।
এতেক বলিয়া কৃষ্ণা কান্দে উচ্চৈঃস্বরে।
বারিধারা নয়নেতে অনিবার ঝরে।।
পুনঃ গদগদ বাক্যে বলয়ে পার্ষতী।
নাহি মোর তাত ভ্রাতা, নাহি মোর পতি।।
তুমি অনাথের নাথ, বলে সর্ব্বজনে।
চরি কর্ম্মে আমি নাথ তোমার রক্ষণে।।
সম্বন্ধে গৌরবে স্নেহে আর প্রভুপণে।
দাসীজ্ঞানে মোরে প্রভু রাখিবা চরণে।।
গোবিন্দ বলেন, সখি না কর ক্রন্দন।
তোমার ক্রন্দনে মোর স্থির নহে মন।।
যখন বিবস্ত্রা তোমা করে দুঃশাসন।
গোবিন্দ বলিয়া তুমি ডাকিলে যখন।।
অঙ্গেতে হয়েছে মম সেই মহাঘাত।
যাবৎ কপটী দুষ্ট না হয় নিপাত।।

যেইমত কৃষ্ণা তুমি করিছ রোদন।
সেইমত কান্দিবে সে সবার স্ত্রীগণ।।
তোমার সাক্ষাতে আমি কহি সত্য করি।
না করিলে, বৃথা বাসুদেব নাম ধরি।।
আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়ে, শিলা জলে ভাসে।
অনল শীতল হয়, সপ্ত সিন্ধু শোষে। ।
তথাপি আমার বাক্য না হইবে আন।
দিন কত ক্রন্দন করহ সমাধান।।
এতেক শুনিয়া কহিলেন ধনঞ্জয়।
কৃষ্ণের বচন দেবী কভু মিথ্যা নয়।।
যত কহিলেন কৃষ্ণ হবে সেই মত।
অকারণে কান্দ কেন অজ্ঞানের মত।।
অগিনী রোদন শুন ধৃষ্টদ্যুন্ন বীর।
সজল নয়নে ক্রোধে কম্পিত শরীর।।
এতেক লাঞ্ছনা কেবা ক্ষত্র হয়ে সয়।
নিকটে না ছিনু আমি, কুরু ভাগ্যোদয়।।
তথাপি কৌরবগণে করিব সংহার।
শুন সর্ব্ব রাজগণ প্রতিজ্ঞা আমার।।
যেই দ্রোণ গুরু বলি গর্ব্ব করে মনে।
মম ভার রৈল, তারে সংহারিব রণে।।
ভীষ্ম পিতামহ যে অজেয় তিন লোকে।
তাঁহাকে মারিতে ভার রৈল শিখণ্ডীকে।।
অর্জ্জুনেরে সূতপুত্র না ধরিবে টান।
ভীমহস্তে শত ভাই ত্যজিবে পরাণ।।
জগতে গোবিন্দাশ্রিত আমরা যে সব।
ইন্দ্রকে জিনিতে পারি, কি ছার কৌরব।।
এত বলি করে কর কচালে পাঞ্চাল।
প্রতিজ্ঞা করয়ে সবে যত মহীপাল।।
অরণ্যপর্ব্বের কথা শ্রবণে অমৃত।
কাশীদাস কহে, সাধু পিয়ে অনুব্রত।।

শাল্ব দৈত্যের সহিত কামদেবের যুদ্ধ

মধুর বচনে কহিছেন জগন্নাথ।
যুধিষ্ঠির আগে যোড় করি পদ্ম হাত।।
দ্বারকা ছাড়িয়া আমি নিকটে থাকিলে।
নিবৃত্ত করিতে পারিতাম দ্যূতকালে।।
অন্ধেরে নিবৃত্ত করিতাম শাস্ত্রবলে।
পাশা-আদি নীচকর্ম্মে বহু দোষ ফলে।।
মৃগয়া মদিরাপান পাশা ও স্বৈরিণী।
এ চারি অনর্থ হেতু, করে লক্ষ্মীহানি।।
বিশেষে দেবন দোষ সর্ব্বশাস্ত্রে কয়।
পাশায় এ সব দোষ একক্ষণে হয়।।
বহুমতে দ্যূত করিতাম নিবারণ।
না শুনিলে রণ করিতাম সেইক্ষণ।।
নতুবা পাশাকে চক্রে করিতাম ছেদ।
আমি তথা থাকিলে না হত ভেদাভেদ।।
এ সকল বৃত্তান্ত কহিল যুযুধান।
শ্রুতমাত্র নৃপতি এলাম তব স্থান।।
তোমার এ বেশ বনে ফল মূলাহার।
তব দুঃখ নয় রাজা সকলি আমার।।
যুধিষ্ঠির বলিলেন, শুন নারায়ণ।
আসিতে বিলম্ব এত কিসের কারণ।।
মুহূর্ত্তেকে ভ্রমিবারে পার তিন পুর।
তোমার হস্তিনাপুর কত বড় দূর।।
গোবিন্দ বলেন, রাজা নহে অপ্রমাণ।
যেই হেতু নাহি আসি, কর অবধান।।

শাল্ব নামে মহাবল দৈত্যের ঈশ্বর।
সসৈন্যে বেড়িয়াছিল দ্বারকা নগর।।
তব রাজসূয় হতে গেলাম যখন।
সবারে পীড়িল দুষ্ট করি মায়া রণ।।
আমার সহিত যুদ্ধ হৈল বহুতর।
বহু কষ্টে তারে মারিলাম নরেশ্বর।।
এত শুনি যুধিষ্ঠির পুনঃ জিজ্ঞাসিল।
কত শুনি, শাল্ব কে দ্বারকা হিংসিল।।
তোমর সহিত কেন বৈরিতা হইল।
কার হিত কারণ সে দ্বারকা আইল।।
কোন মায়া ধরে দুষ্ট, কত করে রণ।
বিস্তারি আমারে কহ শ্রীমধুসূদন।।
গোবিন্দ বলেন, শুন পাণ্ডুর নন্দন।
তব রাজসূয়-যজ্ঞ অনর্থ কারণ।।
শিশুপাল আমা হৈতে হইল নিধন।
সেই বৈর বৃক্ষ বীজ হইল রোপন।।
শিশুপাল বিনাশ শুনিয়া দৈত্যেশ্বর।
সসৈন্যে বেড়িল আসি দ্বারকা নগর।।
দ্বারকার লোক তার আগমন শুনি।
উগ্রসেন আদি সবে সাজিল বাহিনী।।
দ্বারকা পশিতে যত নৌকাপথ ছিল।
সকল স্থানের নৌকা ডুবাইয়া দিল।।
লোহার কণ্টক সব পোঁতাইল পথে।
ক্রোশেক পর্য্যন্ত বিষ রাখিল জলেতে।।
ধন রত্ন রাখে সব গর্ত্তের ভিতর।
রক্ষক উদ্ধব উগ্রসেন নৃপবর।।
আসিতে যাইতে লোক করে নিবারণ।
বিনা চিহ্নে তথা নাহি চলে কোন জন।।
চিহ্ন পেলে রক্ষকেরা ছাড়ি দেয় পথ।
দৈত্যভয়ে সুরপুর রাখে যেই মত।।
সৌভপতি আইল সে চতুরঙ্গ দলে।
পৃথিবী কম্পিত হল রথ কোলাহলে।।
চতুর্দ্দিকে দ্বারকা সে রহিল বেড়িয়া।
বহু সৈন্য জলে স্থলে রহিল যুড়িয়া।।
দেবালয় শ্মশান সৈন্যে পূর্ণিত কৈল।
দৈত্যের যতেক বাহিনী হুহুঙ্কারিল।।
দেখিয়া দৈত্যের সৈন্য বৃষ্ণি বংশগণ।
বাহির হইল তবে করিবারে রণ।।
চারুদেষ্ণ শাম্ব গদ প্রদ্যুম্ন সারণ।
সসৈন্যে বাহির হৈল করিবারে রণ।।
ক্ষেমবৃদ্ধি নামেতে শাল্বের সেনাপতি।
সে যুদ্ধ করিল শাম্ব-কুমার সংহতি।।
মহাবল শাম্ব জাম্ববতীর নন্দন।
অস্ত্রবৃষ্টি কৈল যেন জল বরিষণ।।
সহিতে না হরি রণে ভঙ্গ দিয়া গেল।
ক্ষেমবৃদ্ধি ভঙ্গ দেখি সৈন্য পলাইল।।
বেগবান্ নামে দৈত্য আছিল তাহার।
আগুবাড়ি শাম্ব সহ যুঝিল অপার।।
শাম্বের হস্তেতে মহাগদা যে আছিল।
তাহার প্রহারে বেগবান্ সে পড়িল।।
বিবিন্ধ্য নামেতে দৈত্য আসিয়া রুষিল।
নানা অস্ত্রে দুই বীরে মহাযুদ্ধ হৈল।।
মহাবীর চারুদেষ্ণ রুক্মিণী তনয়।
অগ্নিবাণে সকল করিল অগ্নিময়।।
সেই বাণে ভস্ম হৈল বিবিন্ধ্য অসুর।
যার ভয়ে সদাই কম্পয়ে সুরপুর।।
সেনাপতি পড়িল, পলায় সেনাগণ।
সৈন্যভঙ্গ দেখি শাল্ব আইল তখন।।

জিনিয়া মেঘের ধ্বনি তাহার গর্জ্জন।
দেখি ভয়যুক্ত হৈল দ্বারকার জন।।
সৌভ নামে তার পুরী, কামাচার গতি।
ক্ষণেক আকাশে উঠে, ক্ষণে বৈসে ক্ষিতি।।
অশ্ব রথ পদাতিক না যায় গণন।
বিষম আয়ুধ ধরে সব সেনাগণ।।
শাল্বে দেখি বিকম্পিত হৈল সব বীর।
বাহির হইল কাম নির্ভর শরীর।।
নির্ভয় করিয়া যত দ্বারকার জনে।
আইল মকরধ্বজ রথ আরোহণে।।
অপ্রমিত যুদ্ধ হৈল শাল্বের সংহতি।
অঞ্জন-পর্ব্বত তুল্য শাল্ব দৈত্যপতি।।
মর্ম্মভেদী এক অস্ত্র প্রদ্যুম্ন ছাড়িল।
কবচ ভেদিয়া অস্ত্র শাল্বেরে ছেদিল।।
মূর্চ্ছিত হইয়া শাল্ব রথেতে পড়িল।
দেখিয়া যাদব-বল চৌদিকে বেড়িল।।
হাহারবে কান্দয়ে যতেক দৈত্যগণ।
কতক্ষণে শাল্ব রাজা পাইল চেতন।।
গর্জ্জিয়া উঠিয়া চাপে দিলেক টঙ্কার।
পলায় যাদব-দল শব্দ শুনি তার।।
বহু মায়া জানে শাল্ব, মায়ার নিধান।
কামদেবে প্রহারিল তীক্ষ্ণ তীক্ষ্ণ বাণ।।
মোহ হৈল প্রদ্যুম্নের মায়া অস্ত্রাঘাতে।
মূর্চ্ছিত হইয়া কাম পড়িলেক রথে।।
কামদেবে মূর্চ্ছা দেখি দারুক সন্ততি।
রথ ফিরাইয়া পলাইল শীঘ্রগতি।।
কতক্ষণে সচেতন হল মম সুত।
সারথিরে নিন্দা করি বলয়ে বহুত।।
কি কর্ম্ম করিলে তুমি দারুক নন্দন।
মম রথ ফিরাইলে কিসের কারণ।।
শাল্বে দেখি ভয় তব হৈল হৃদি মাঝ।
সে কারণে সারথি করিলে হেন কাজ।।
বৃষ্ণিবংশ সমরে বিমুখ কোন্ কালে।
কেবা অগ্রসর হবে মোর শরজালে।।
সূত বলে, ভয় কিছু নাহিক আমার।
শাল্ব অস্ত্রে রথেতে মূর্চ্ছা হৈল তোমার।।
রথী মূর্চ্ছা দেখি রথ ফিরায় সারথি।
নাহিক তাহাতে দোষ, আছে হেন নীতি।।
বিশেষ গরিষ্ঠ বাক্য শুনিয়া তাহার।
ঈষৎ হাসিয়া কহে রুক্মিণী কুমার।।
আর কভু কর্ম্ম না করিহ হেনমত।
জীবন্ত থাকিতে রথী না ফিরাও রথ।।
বৃষ্ণিবংশে হেনরূপ কভু নাহি হয়।
কি বলিবে শুনি জ্যেষ্ঠতাত মহাশয়।।
কি বলিবে মোরে সবে পিতৃ ভ্রাতৃ তাত।
তোমা হৈতে বৃষ্ণিবংশ হইল ধিক্কৃত।।
কি বলিবে সাত্যকি বা উদ্ধব শুনিয়া।
মৃত্যু ইচ্ছা করি আমি এসব গণিয়া।।
পাছে পাছে শাল্ব মোরে প্রহারিবে শর।
পলাইয়া যাব আমি স্ত্রীগণ-ভিতর।।
দেখিয়া হাসিবে সব বৃষ্ণিকুল-নারী।
পলাইয়া গেল বলি বহু নিন্দা করি।।
এ কর্ম্ম হইতে মৃত্যু শতগুণে ভাল।
দ্বারকার ভার যে আমারে সমর্পিল।।
রাজসূয় যজ্ঞে গেল আমারে রাখিয়া।
কি বলিবে তাত মোর এ সব শুনিয়া।।
শীঘ্র বাহুড়াহ রথ দারুক নন্দন।
এখনি সে সৌভ পুরী করিব নিধান।।

কামের এতেক বাক্য শুনিয়া সারথি।
রণমুখে রথ চালাইল শীঘ্রগতি।।
শাল্বের যতেক সৈন্য, না যায় গণন।
কামের সম্মুখে নাহি রহে কোন জন।।
মারিল বহুত সৈন্য, না যায় গণনা।
রক্তে কলকলি উঠে, আর উঠে ফেণা।।
ভগ্ন সৈন্য দেখিয়া কুপিল দৈত্যপতি।
নানা অস্ত্র প্রদ্যুম্নে প্রহারে শীঘ্রগতি।।
পুনঃ পুনঃ মায়াবী সে হানে নানা শর।
সব শর ছেদ করে কাম ধনুর্দ্ধর।।
পরে ক্রোধে কামদেব নিল দিব্যবাণ।
চন্দ্র-সূর্য্য তেজ দেখি যাহে বিদ্যমান।।
ঝাঁকে ঝাঁকে অগ্নি উঠে বাণের মুখেতে।
অন্তরীক্ষ বাসিগণ পলায় ভয়েতে।।
অস্ত্র দেখি দেবগণ করে হাহাকার।
শীঘ্র পাঠাইল তথা ব্রহ্মার কুমার।।
বায়ুবেগে আসিলেন নারদ ঝটিতি।
সবিনয়ে কহিলেন কামদেব প্রতি।।
সম্বরহ অস্ত্র এই কৃষ্ণের নন্দন।
এই অস্ত্রে রক্ষা নাহি পায় ত্রিভুবন।।
শাল্ব দৈত্যরাজ কভু তব বধ্য নয়।
স্বহস্তে মারিবে এরে দৈবকী তনয়।।
এত শুনি হৃষ্ট হয়ে তূণে অস্ত্র থুইল।
এ সব কারণ শাল্ব সকলি জানিল।।
রণ ত্যজি সৌভ পুরে উত্তরিল গিয়া।
নিজ রাজ্যে গেল তবে দ্বারকা ত্যজিয়া।।
মহাভারতের কথা অমৃত সমান।
কাশীরাম দাস কহে, শুনে পুন্যবান।।

শ্রীকৃষ্ণ কর্ত্তৃক শাল্ব বধ

তব যজ্ঞ সাঙ্গ যবে হল নরপতি।
হেথা হতে আমি ত গেলাম দ্বারাবতী।।
দেখিলাম দ্বারকা যে লণ্ডভণ্ড প্রায়।
বেদধ্বনি উচ্চারে অতি করুণাতায়।।
পুষ্পোদ্যানে তরুগণ লণ্ডভণ্ড দেখি।
জিজ্ঞাসা করিলাম যে সাত্যকিরে ডাকি।।
সকল কহিল তবে হৃদিকা নন্দন।
আদ্যোপান্ত যতেক শাল্বে বিবরণ।।
শুনিয়া হৃদয়ে তাপ হইল অপার।
ঘরে প্রবেশিতে চিত্ত নহিল আমার।।
কামপাল কামদেব বাহুক প্রভৃতি।
সবারে কহিনু যেন রাখে দ্বারাবতী।।
হইলাম কিছু সৈন্য লইয়া বাহির।
শাল্ব সহ যুদ্ধে যাই সিন্ধুনদ-তীর।।
তথা শুনিলাম, শাল্ব আছে সিন্ধুমাঝে।
সিন্ধুমাঝে প্রবিষ্ট হইলাম সেই সাজে।।
পাঞ্চজন্য শঙ্খনাদ শুনিয়া আমার।
হাসিয়া ডাকিয়া বলে শাল্ব দুরাচার।।
তোমারে চাহিয়া গেনু দ্বারকা নগরে।
না দেখি তোমারে ফিরি আসিলাম ঘরে।।
ভাগ্য মোর, তুমিত আসিলে হেথাকারে।
এখনি তোমারে পাঠাইব যমদ্বারে।।
এতবলি এড়িলেক লক্ষ লক্ষ বাণ।
গদা চক্র শেল শূল অস্ত্র খরশান।।
সব কাটিলাম আমি চেক-চোক শরে।
মায়ায় উঠিল শাল্ব আকাশ উপরে।।

আকাশে উঠিয়া শাল্ব বহু মায়া কৈল।
দিবারাত্রি নাহি জানি, অন্ধকার হৈল।।
কোটি কোটি বাণ যে এড়িল দুষ্টমতি।
না দেখি রথের ঘোড়া, রথের সারথি।।
শৈব সুগ্রীবাদি অশ্ব হইল অচল।
ডাকিল দারুক মোরে হইল বিহ্বল।।
দারুকের অঙ্গ দেখি শরেতে জর্জ্জর।
তিলমাত্র অক্ষত নাহিক কলেবর।।
শক্তিহীন সর্ব্বাঙ্গে বহিছে রক্তধার।
চিন্তিত হইনু দুঃখ দেখিয়া তাহার।।
হেনকালে দ্বারকানিবাসী একজন।
সম্মুখে আসিয়া কহে করিয়া ক্রন্দন।।
কি করহ বাসুদেব, চল শীঘ্রগতি।
ক্ষণমাত্র রহিলে মজিবে দ্বারাবতী।।
শাল্বরাজ আসি আজি দ্বারকা নগরে।
যুদ্ধ করি মারিলেক তোমার পিতারে।।
শীঘ্র করি উগ্রসেন দিল পাঠাইয়া।
মজিল দ্বারকাপুর, রক্ষা কর গিয়া।।
এত শুনি চিত্তে বড় হইল বিস্ময়।
পিতৃশোকে তাপ বড় জন্মিল হৃদয়।।
বলভদ্র প্রদ্যুম্ন সাত্যকি আদি করি।
মহাবীরগণ সবে রক্ষা করে পুরী।।
এ সব থাকিতে বসুদেবেরে মারিল।
সবাই মরিল, হেন বিশ্বাস জন্মিল।।
এ তিন থাকিতে যদি দেবরাজ আসে।
নাহিক তাঁহার শক্তি দ্বারাকা প্রবেশে।।
মায়াতে সকলি হেন জানিলাম মনে।
পুনঃ যুদ্ধ আসিয়া করিনু শাল্ব সনে।।
আচম্বিতে দেখি শাল্ব সৌভপুরী হতে।
কেশপাশ মুক্ত পিতা পড়েন ভূমিতে।।
চতুর্দ্দিকে দৈত্যগণ করিছে প্রহার।
দেখিয়া আমরা সবে করি হাহাকার।।
দেখিয়া এ সব কাণ্ড ব্যাকুল হইয়া।
জ্ঞানচক্ষে চাহিলাম বিস্ময় মানিয়া।।
দেখিলাম সব মিথ্যা স্বপ্নেতে যেমন।
মায়াবী শাল্বের যত মায়ার সৃজন।।
চিত্ত হৈল স্থির বুঝি অসুরের মায়া।
না জানি কোথায় শাল্ব আছে লুকাইয়া।।
তবে কতক্ষণে শব্দ শুনি আচম্বিতে।
মার মার বলিয়া ডাকয়ে পূর্ব্বভিতে।।
শব্দ অনুসারে এড়িলাম শব্দভেদী।
যতেক মায়াবী দৈত্যে ফেলিলাম ছেদি।।
খণ্ড খণ্ড হইয়া পড়িল সিন্ধু জলে।
কুম্ভীর মকর মৎস্য ধরি সব গিলে।।
নিঃশব্দ হইয়া সব পড়িল দানব।
আর কতক্ষণে শুনি দশদিকে রব।।
করিলাম গান্ধর্ব্ব অস্ত্রের নিক্ষেপণ।
মায়া দূর হৈল, শাল্ব দিল দরশন।।
সৈন্য হত দেখিয়া দৈত্যের অধিপতি।
সে প্রাগজ্যোতিষপুরে গেল শীঘ্রগতি।।
তথা হৈতে বহু সৈন্য লইয়া আইল।
অন্ধকার করি দৈত্য গিরি বরষিল।।
অনেক প্রকারে তাহা নারি নিবারিতে।
দেখিয়া বিস্ময় হৈল আমার মনেতে।।
ভাঙ্গিল আমার রথ পর্ব্বত চাপনে।
হাহাকার করয়ে আকাশে দেবগণ।।
মোরে না দেখিয়া ব্যাকুলিত দেবগণ।
আর মিত্রগণ যত করেন রোদন।।

বজ্রের প্রসাদে পুনঃ পাই পরিত্রাণ।
সেই অস্ত্রে খণ্ড খণ্ড হইল পাষাণ।।
পর্ব্বত কাটিয়া আমি হৈলাম বাহির।
জলদ পটল হৈতে যেমন মিহির।।
পুনঃ শাল্ব নানা অস্ত্র করে বরিষণ।
যোড়হাতে দারুক করিল নিবেদন।।
মায়ার পুত্তলি এই অসুর দুরন্ত।
সুদর্শন এড় প্রভু, দৈত্য হবে অন্ত।।
সৌভপুরী দানবের রবে যতক্ষণ।
ততক্ষণ নহিবেক শাল্বের নিধন।।
সুদর্শন এড়ি শীঘ্র কাট সৌভ-পুর।
তবে ত নিধন হবে মায়াবী অসুর।।
এ কথা শুনিয়া ত্যাগ করিলাম চক্র।
দেখি দৈত্য হয় ব্যস্ত, সচকিত শক্র।।
আকাশে উঠিল চক্র সূর্য্যের সমান।
সৌভ পুরী কাটিয়া করিল খান খান।।
পুনরপি সুদর্শন বাহুড়ি আইল।
শাল্বেরে কাটিতে পুনঃ অনুজ্ঞা লইল।।
গর্জ্জিয়া উঠিল চক্র গগন মণ্ডলে।
প্রলয়ের কালে যেন শত সূর্য্য জ্বলে।।
দেখি সুরাসুর সব হইল অজ্ঞান।
শাল্ব দৈত্যে কাটি চক্র করে খান খান।।
আর যত ছিল দৈত্য গেল পলাইয়া।
দ্বারকা আসিনু তবে দৈত্যেরে বধিয়া।।
এই হেতু আসিতে না পারিনু রাজন।
আপনার মৃত্যুপথ কৈল দুর্য্যোধন।।
তুমি সত্যবাদী, সত্য করিবে পালন।
সেই বলে দুর্য্যোধন ত্যজিবে জীবন।।
এয়োদশ বৎসরান্তে হইবে সংহার।
ইন্দ্র আদি সখা হলে রক্ষা নাহি তার।।
শুন ধর্ম্ম মহীপাল আমার বচন।
গ্রহদোষ হতে দুঃখ পায় সাধু জন।।
অবনীতে ছিল পূর্ব্বে শ্রীবৎস নৃপতি।
শনি কোপে তিনি দুঃখ পাইলেন অতি।।
চিন্তাদেবী তাঁর ভার্য্যা লক্ষ্মী অংশে জন্ম।
পৃথিবীতে খ্যাত আছে তাঁহাদের কর্ম্ম।।
দ্রৌপদীর কিবা দুঃখ, শুন নৃপবর।
ইহা হতে চিন্তা দুঃখ পাইল বিস্তর।।
দৈবেতে এ সব হয়, শুন মহীপাল।
আপন অর্জ্জিত কর্ম্ম ভূঞ্জে চিরকাল।।
এবে দুঃখ পাও রাজা দৈবের বিপাকে।
ঈশ্বরের নিন্দ নাই, নিন্দ আপনাকে।।
মূল কর্ম্ম ফলাফল ভোগায় তাহাতে।
কর্ম্ম অনুসারে জীব ব্যস্ত হয় যাতে।।
শুনিয়া কৃষ্ণের কথা অতি মনোহর।
কহিছেন যুধিষ্ঠির যোড় করি কর।।
কহ প্রভু শ্রীবৎস নৃপতি কোন্ জন।
কোথায় নিবাস তাঁর, কাহার নন্দন।।
চিন্তাদেবী কার কন্যা, কহ নারায়ণ।
কিরূপে পাইল দুঃখ, কহ বিবরণ।।
রাজপুত্র হয়ে দুঃখী আমার সমান।
আর কেবা ছিল পৃথিবীতে বিদ্যমান।।
কহ কহ জগন্নাথ শুনিতে আনন্দ।
মুখ পদ্ম হতে ক্ষরে বাক্য মকরন্দ।।
বনপর্ব্ব ব্যাস ঋষি করিল প্রকাশ।
পয়ারে রচিল তাহা কাশীরাম দাস।।

www.bengaliebook.com

শ্রীবৎস রাজার উপাখ্যান

শ্রীকৃষ্ণ বলেন, রাজা করহ শ্রবণ।
শ্রীবৎস রাজার কথা অপূর্ব্ব কথন।।
চিত্ররথ পূর্ব্বে ছিল পৃথিবীর পতি।
তৎপরে শ্রীবৎস হয় তাঁহার সন্ততি।।
একচ্ছত্রে ধরণী শাসিল নরপতি।
রতিপতি সম রূপে, বুদ্ধে বৃহস্পতি।।
সসাগরা বসুন্ধরা শাসি বাহুবলে।
সকল করিল রাজা নিজ করতলে।।
রাজসূয় অশ্বমেধ করে শত শত।
দানেতে দরিদ্রগণে তোষে অবিরত।।
অপ্রমিত গুণ তাঁর বর্ণনা না যায়।
ধার্ম্মিক তাঁহার তুল্য নাহিক কোথায়।।
যেই যাহা বাঞ্ছা করে, তাহা দেন তারে।
দেহ রক্ষা হেতু প্রাণ নাহি দেন কারে।।
চিত্রসেন রাজকন্যা তাঁহার মহিষী।
চিন্তা নামে পতিব্রহা পরমা রূপসী।।
শত শত চান্দ্রায়ন, কত মহাদান।
করিয়াছে কেবা হেন চিন্তার সমান।।
রাজা রাণী ধর্ম্ম কর্ম্ম যা করে যখন।
ঈশ্বরে অর্পণ করে হয়ে শুদ্ধমন।।
একগুণ দান করে শত গুণ হয়।
এইরূপে শ্রীবৎসেন কতকাল যায়।।
শুন হে অপূর্ব্ব কথা ধর্ম্মের নন্দন।
তৎপরে হইল দেখ দৈবের ঘটন।।
একদিন লক্ষ্মী আর শনি মহাশয়।
উভয়েতে বাগযুদ্ধ হয় অতিশয়।।
লক্ষ্মী কহে, আমি শ্রেষ্ঠা, সকল সংসারে।
স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতালেতে কে ছাড়ে আমারে।।
কেমনে বলিলে শনি, তুমি শ্রেষ্ঠ জন।
ত্রিভুবন মধ্যে তোমা কে করে অর্চ্চন।।
এইরূপে দুই জনে হল গণ্ডগোল।
পণ করি দুই জনে আসে ভূমণ্ডল।।
লক্ষ্মী কহে, শ্রীবৎস নৃপতি বিচক্ষণ।
ইহার মধ্যস্থ তবে হৌক সেই জন।।
সূর্য্য পুত্র সিন্ধু কন্যা উভয়ে ত্বরিত।
রাজার পুরেতে আসি হন উপস্থিত।।
শ্রীবৎস নৃপতি যান স্নান করিবোরে।
দুই জন উপনীত দেখিলেন দ্বারে।।
দেখি ব্যস্ত নরপতি রহি যোড়করে।
প্রণাম করিয়া কহে মৃদু মধুস্বরে।।
কি কারণে আগমন হয়েছে এ স্থানে।
শনি কহে, কার্য্য আছে তব সন্নিধানে।।
আমরা দুয়ের মধ্যে শ্রেষ্ঠ কোন্ জন।
বিচারিয়া কহ রাজা তুমি বিচক্ষণ।।
এত শুনি কহে রাজা বিনয় বচনে।
মীমাংসা করিব কল্য যাহা লয় মনে।।
এই বাক্য করি দোঁহে করেন বিদায়।
স্নান করি নিজালয়ে আসি নৃপরায়।।
রাণীরে কহিল রাজা এই বিবরণ।
শুনিয়া হইল রাণী বিষণ্ণ বদন।।
অমরে অমরে দ্বন্দ্ব করি দুই জনে।
মনুষ্যে মধ্যস্থ করে কিবা সে কারণে।।
ভাল ত লক্ষণ রাজা নহে এ সকল।
না জানি কি হয় বুঝি মম কর্ম্মফল।।

রাজা বলে, চিন্তাদেবী চিন্তা কর মিছা।
হইবে যখন যাহা ঈশ্বরের ইচ্ছা।।
কাল বলবান্ দেবী জানিহ নিশ্চয়।
কালপ্রাপ্ত হলে নর মৃত্যুবশ হয়।।
এমত চিন্তায় গত দিবস শর্ব্বরী।
কাশীদাস কহে, সাধু শুনে কর্ণ ভরি।।

শ্রীবৎস রাজার সিংহাসন নির্ম্মাণ ও লক্ষ্মী, শনির সিংহাসনে উপবেশন

প্রভাতে উঠিয়া রাজা, লইয়া সকল প্রজা,
মন্ত্রণা করেন এই সার।
বচন নাহিক কবে, অথচ বিচার হবে,
ইথে ভার ইষ্টদেবতার।।
এত বলি অনুচরে, আজ্ঞা দেন নরবরে,
আন দুই দিব্য সিংহাসন।
এক স্বর্ণে বিনির্ম্মিত, এক রৌপ্য বিরচিত,
দই পার্শ্বে দুয়ের স্থাপন।।
আসনের নানা সাজ, সাজাইয়া মহারাজ,
আপনি বসিল মধ্যস্থলে।
কমলা শনির সাথে, আসিল বৈকুণ্ঠ হতে,
বসিলেন আসন বিমলে।।
সম্মুখে দাঁড়ায়ে রাজা, বিধিমতে করি পূজা,
প্রকাশিয়া মহতী ভকতি।
কৃতাঞ্জলি প্রণিপাতে, দাঁড়াইল যোড়হাতে,
বহুবিধ করিলেন স্তুতি।।
হইয়া আহ্লাদ যুতা, বসিল জলধিসুতা,
স্বর্ণছত্র সিংহাসনোপরে।
বামে শনি মহাশয়, আসন রজতময়,
রবি শশী যেন তমো হরে।।
বসিলেন তিন জনে, নানা কথা আলাপনে,
রাজার পীযূষ বাক্য শুনি।
সংসার সাগরে সেতু, জীব তরাবার হেতুম

রচিলেন ব্যাস মহামুনি।।
কাশীরাম দাসে কয়, তরিবারে ভবভয়,
নাহি হবে জঠর যন্ত্রণা।
কৃষ্ণ নাম কর সার, জনম না হবে আর,
এই মম বচন রচনা।।

শ্রীবৎস রাজার বিচার ও শনির কোপ

দুই সিংহাসনে তবে বসি দুই জন।
কথায় কথায় জিজ্ঞাসিলেন তখন।।
কহ ভূপ এ দুয়ের শ্রেষ্ঠ কোন্ জন।
শুনিয়া হাসিয়া রাজা বলেন বচন।।
আসন ছত্রেতে বিধি বুঝি লহ মনে।
বামে বসে সাধারণ, প্রধান দক্ষিণে।।
শুনি শনি হয় অতি কোপান্বিত মন।
ম্লানমুখ হয়ে শনি করেন গমন।।
লক্ষ্মী কহিলেন, তুষ্ট করিলে আমায়।
অচলা হইয়া রব তোমার আলয়।।
আশীর্ব্বাদ করি দেবী করেন গমন।
বিষণ্ণ হইয়া রাজা ভাবেন তখন।।
এরূপে শ্রীবৎস রাজা বঞ্চে কত দিন।
ছিদ্র অন্বেষণে শনি ভ্রমে অনুদিন।।
শুন রাজা যুধিষ্ঠির ধর্ম্ম অবতার।
দৈবেতে কুগ্রহ ঘটে শ্রীবৎস রাজার।।
সিংহাসনে স্নান করি বৈসে নরপতি।
হেনকালে শুন নৃপ দৈবের দুর্গতি। ।
কৃষ্ণবর্ণ তথা এক কুক্কুর আসিয়া।
সেই জল অকস্মাৎ খাইল চাটিয়া।।
এক ছিদ্র দেখি শনি প্রবিষ্ট হইল।
ক্রমে ক্রমে বুদ্ধি হ্রাস হইতে লাগিল।।
বিষম শনির কোপ বাড়ে অনুদিন।
ক্রমে ক্রমে বৈভবাদি সব হৈল হীন।।
অকস্মাৎ পড়ে গৃহ মন্দির প্রাচীর।
শত শত মঞ্চ সুন্দর মন্দির।।
অকস্মাৎ কোন স্থানে অগ্নিদাহ হয়।
দিবস রজনী প্রায় সব ধূম্রময়।।
বিনা মেঘে রক্তবৃষ্টি হয় চতুর্দ্দিকে।
অকস্মাৎ উল্কাপাত কালপেচাঁ ডাকে।।
দিবসে প্রকাশে সব নক্ষত্র মণ্ডল।
ধূমকেতু খসি পড়ে, অতি অমঙ্গল।।
শনি কোপানলেতে পড়িল নৃপবর।
রাজ্যরক্ষা নাহি হয়, উৎপাত বিস্তর।।
গজ বাজী পদাতি মরিল লক্ষ লক্ষ।
গাভী বৎস পশু পক্ষী নাহি পায় ভক্ষ্য।।
অকস্মাৎ রথধ্বজ ভাঙ্গিতে লাগিল।
দাবানল আসি যেন অরণ্য দহিল।।
শ্রীবৎসের রাজ্যে শনি ঘটান প্রমাদ।
যুবক যুবতী হয় হরিষে বিষাদ।।
কাক শিবা শকুনি গৃধিনী নাচে রঙ্গে।
ভূত প্রেত দৈত্য দানা পিশাচের সঙ্গে।।
বিপদ সাগরে পড়ে শ্রীবৎস নৃপতি।
রোদন করিয়া ফেরে, শুন মহামতি।।

রাজার নিকটে আসি যত প্রজাগণ।
এই দুঃখে দুঃখী হয়ে করয়ে রোদন।।
কোথা বা যাইব, আর কোথা বা রহিব।
অনাহারে মহাকষ্টে কেমনে বাঁচিব।।
তিন দিবা রাত্রি রাজা নগর ভ্রমিয়া।
ঘরে ঘরে দেখিলেন সকল চাহিয়া।।
শঙ্কায় কম্পিত নৃপ হৈল মুহ্যমান।
বিলাপ করিয়া রাণী হইল অজ্ঞান।।
রাজা বলে, কান্দ কেন পাগলের প্রায়।
জনম হইলে মৃত্যু সকলেরি হয়।।
স্বকীয় কর্ম্মের ভোগ হয় যে আমার।
কেন বা রোদন ইথে কর প্রিয়ে আর।।
সসাগরা পৃথিবীর পতি যেই জন।
তাহার এমন দশা দৈবের ঘটন।।
দৈব যাহা করে, তাহা কে করে অন্যথা।
ঈশ্বরের ইচ্ছা হেন, খেদ কর বৃথা।।
আমার একান্ত ভার তাঁহার উপর।
আমি কি করিব চিন্তা, কর্ত্তা ত ঈশ্বর।।

শ্রীবৎস ও চিন্তার বনগমন

এইরূপ বিবেচনা করিয়া ভূপতি।
ত্রিপক্ষের পর তাঁর স্থির হল মতি।।
শনি দুঃখ দিবেন আমারে এইমতে।
উপায় ইহার এক, ভাবি জগন্নাথে।।
চিন্তাদেবী কর তুমি কিঞ্চিৎ সঞ্চয়।
হীরা মুক্তা মণি স্বর্ণ যাহা মনে লয়।।
প্রবাল প্রস্তর আর যত জহরত।
বহুমূল্য অল্পভার এমত রজত।।
সঞ্চয় করিয়া লহ বিচিত্র বসন।
অন্য বস্ত্র দিয়া সব কর আচ্ছাদন।।
শুনি রাণী কাঁথা এক করিল তখন।
কাঁথার ভিতরে রাখে বহুমূল্য ধন।।
রাজা বলে, শুন রাণী আমার বচন।
শনিদোষে মজিল সকল রাজ্যধন।।
কেবল আছয়ে মাত্র জীবন দোঁহার।
এখন উপায় কিছু নাহি দেখি আর।।
পিত্রালয়ে যাও তুমি রাখিতে জীবন।
যথা তথা আমি কাল করিব ক্ষেপন।।
শনিত্যাগ যদি হয় কখন আমার।
তব সহ মিলন হইবে পুনর্ব্বার।।
এত শুনি চিন্তাদেবী লাগিল কহিতে।
না যাব বাপের বাড়ী রহিব সঙ্গেতে।।
পিতৃগৃহে যাইবার সময় এ নয়।
হাসিবেক শত্রুগণ, সে দুঃখ না সয়।।
দুঃখের সময় তব থাকিব সংহতি।
যা হবে তোমার গতি, আমার সে গতি।।
তব সঙ্গে থাকি আমি সেবিব ও পদ।
আমি সঙ্গে থাকিলে না ঘটিবে আপদ।।
গৃহিণী থাকিলে সঙ্গে গৃহস্থ বলায়।
উভয়ে যেখানে থাকে, তথা সুখ পায়।।
শনির দোষেতে তুমি আমারে ছাড়িবে।
চিন্তারে ত্যজিয়া চিন্তা দুঃখ ত পাইবে।।
শুনিয়া রাণীর কথা নৃপতি দুঃখিত।
আশ্বাস করিয়া এই করিল নিশ্চিত।।
শুন ধর্ম্ম অবতার অদ্ভুত বচন।
শ্রীবৎস শনির দোষে করিল যেমন।।

অর্দ্ধ রাত্রি কালে তবে উঠি নরপতি।
রাণীরে করিয়া সঙ্গে যান শীঘ্রগতি।।
এইকালে লক্ষ্মীদেবী আসিয়া তথায়।
সদয় হইয়া এই বলেন রাজায়।।
যথায় থাকিবে, তথা করিব গমন।
কায়ার সহিত ছায়া মিলন যেমন।।
কিছুকাল দুঃখ তুমি গ্রহেতে পাইবে।
পুনর্ব্বার নিজরাজ্যে ঈশ্বর হইবে।।
এক্ষণে বিদায় রাজা হইলাম আমি।
শুভক্ষণে বনপথে হও অগ্রগামী।।
অতিশয় ঘোর রাত্রে যান নররায়।
রমণী সহিত কাঁথা করিয়া মাথায়।।
গৃহের বাহিরে কভু না যায় যে জন।
সেই চিন্তা পদব্রজে করিল গমন।।
কণ্টক অঙ্কুর যত ফুটে তাঁর পায়।
অতি ক্লেশে পতি সহ দ্রুত গতি যায়।।
সঘনে নির্জ্জন বনে প্রবেশ করিল।
তার মধ্যে মায়ানদী দেখিতে পাইল। ।
অকূল সমুদ্র প্রায়, নাহি পারাপার।
ভূপতি করেন চিন্তা, কিসে হব পার।।
নদীর কুলেতে বসি কাঁদেন দুজন।
হায় বিধি মম ভাগ্যে এই কি লিখন। ।
কর্ণধাররূপে শনি আসিয়া তখন।
ভগ্ন নৌকা লয়ে ঘাটে দিল দরশন।।
মন্দ মন্দ বাহে তরী, চলে বা না চলে।
নৌকা দেখি নরপতি কাণ্ডারীরে বলে।।
ত্বরা করি পার করি দেহ হে কাণ্ডারী।
বিলম্ব না সহে, দুঃখ সহিতে না পারি।।
নাবিক আসিয়া কহে, তুমি কোন জন।
রমণী সহিতে রাত্রে কোথায় গমন।।
হরিয়া কাহার নারী কোথা নিয়া যাও।
পরিচয় দেহ আগে, কূলেতে দাঁড়াও।।
রাজা বলে, শুনিয়াছ শ্রীবৎস নৃপতি।
সেই আমি, এই মম নারী চিন্তা সতী।।
আমার কুদিন হয় দৈবের ঘটনে।
নারী সঙ্গে করি তাই আসিয়াছি বনে।।
শনি কহিলেন, তবে বুঝেছি বিস্তর।
তাল ও বেতাল সিদ্ধ আছিল তোমার।।
তারা সবে কোথা গেল বিপত্তি সময়।
কোথা গেল মন্ত্রীবর্গ, কহ মহাশয়।।
রাজা বলে, ভাই বন্ধু যত পরিবার।
বিপত্তি সময়ে সঙ্গী নহে কেহ কার।।
অসার সংসার এই মায়া মদে মজে।
সকল করয়ে নষ্ট ধর্ম্মপথ ত্যজে।।
আমার আমার বলে, কেহ কারো নয়।
কস্য মাতা কস্য পিতা শাস্ত্রে এই কয়।।
কেবা কার পতি পুত্র, কেবা বন্ধু জন।
মায়াবদ্ধ হয়ে প্রাণী করিছে ভ্রমণ।।
আপনার রক্ষা হেতু যদি রাখে ধর্ম্ম।
আপনার নাশ হেতু, করয়ে কুকর্ম্ম। ।
আমার সর্ব্বদা হয় ধর্ম্মেতে বাসনা।
কায়মনোবাক্যে এই করি হে ভাবনা।।
শুনিয়া হাসিয়া শনি কহে পুনর্ব্বার।
অতি জীর্ণ ভগ্ন নৌকা, দেখহ আমার।।
দুই জন হলে যেতে পারে পরপারে।
তিনজন, ক্ষীণতরী, পারে কি না পারে।।
আপনি সুবুদ্ধি বট, দেখ বর্ত্তমান।
বিবেচনা করি রাজা কর অনুমান।।

কান্তারে লইয়া আগে পার হও তুমি।
কান্তা যদি লহ, তবে কাঁথা রাখ ভূমি।।
শুনিয়া নাবিক বাক্য করেন বিচার।
কাঁথা পার করি আগে, শেষে হব পার।।
রাজা রাণী দুই জনে ধরিয়া কাঁথায়।
যতনে তুলিয়া দেন শনির নৌকায়।।
কাঁথা লয়ে সূর্য্যপুত্র বাহিয়া চলিল।
দেখিতে দেখিতে মায়ানদী শুখাইল।।
শ্রীবৎস নৃপতি খেদে করে হায় হায়।
যে সকল দেখিলাম, ভোজবাজী প্রায়।।
বুঝিলাম এ সকল শনির চাতুরী।
মায়া করি বহু ধন করিলেক চুরি।।
দেখিলে সাক্ষাতে রাণী বঞ্চনা শনির।
চঞ্চল হৃদয় তাঁর নাহি হয় স্থির।।
চিন্তিয়া কহেন রাজা করিব গমন।
উঠিতে নাহিক শক্তি, না চলে চরণ।।
বহুকষ্টে গমন করিয়া দুই জন।
প্রবেশ করেন শেষে চিত্রধ্বজ বন।।
হেনকালে সেই স্থানে হইল প্রভাত।
পূর্ব্বদিকে সমুদিত দেব দিননাথ।।
ক্ষুর্ধাত্ত তৃষ্ণার্ত্ত দোঁহে কাতর হৃদয়।
রম্যস্থান দেখি রাণী নৃপতিরে কয়।।
চলিতে না পারি নাথ করি নিবেদন।
বিশ্রাম করহ এই স্থানে কিছুক্ষণ।।
দিব্য জল স্থলে নানা পুষ্প বিকসিত।
এই স্থানে স্নান কর, আছ ত ক্ষুধিত।।
রমণী কাতরা দেখি ব্যথিত অন্তর।
বন হতে ফল মূল আনেন সত্বর।।
উভয়ে করিয়া স্নান ইষ্টপূজা করি।
কুড়াইয়া আনে বহু সুপক্ক বদরী।।
উভয়ে খাইল জল শ্রান্তি হৈল দূর।
গমন করিতে শক্তি হইল প্রচুর।।
নানাস্থান এড়াইল পর্ব্বত কানন।
নদ নদী কত শত বন-উপবন।।
তমাল পিয়াল শাল বৃক্ষ নানাজাতি।
মল্লিকা মালতী বক চম্পক প্রভৃতি।।
বদরী খর্জ্জুর জম্বূ পলাশ রসাল।
নারিকেল গুবাক দাড়িম্ব আর তাল।।
কদলী বয়ড়া ফল আর আমলকী।
কদম্ব অশ্বথ বট নিম্ব হরীতকী।।
জারুল পারুল বেল প্রিয়ঙ্গু অগুরু।
রক্তসার চন্দন বাদাম দেবদারু।।
ইত্যাদি অনেক বৃক্ষে নানা পক্ষিগণ।
ব্যাঘ্র্যাদি হিংস্রক কত করিছে ভ্রমণ।।
মৃগেন্দ্র গজেন্দ্র উষ্ট্র গণ্ডার কাসর।
ঘোটক গোধিকা খর ভল্লুক শূকর।।
শত শত পশু দেখে বনের ভিতর।
বিকট দশন দেখে অতি ভয়ঙ্কর।।
ভূচর খেচর কত, কে করে গণন।
দেখিয়া চিন্তিত রাজা অতি ঘোর বন।।
মনে মনে বলে, রক্ষা কর লক্ষ্মীপতি।
সংসারের সার তুমি, অগতির গতি।।
দয়া করি দীননাথ করুণা নিদান।
সমূহ সঙ্কটে প্রভু কর পরিত্রাণ।।
তোমা বিনা রক্ষা করে, নাহি হেন জন।
আমার ভরসামাত্র প্রভুর চরণ।।
গোবিন্দ গোপাল গিরিধারী গদাধর।
ত্রাণ কর মোরে বড় হয়েছি কাতর।।

এইরূপ বলি রাজা স্মরে চক্রপাণি।
অকস্মাৎ তথা এই হৈল দৈববাণী।।
যত দিন নৃপ তুমি থাকিবে কাননে।
থাকিব তোমার সঙ্গে রক্ষার কারণে।।
শুনিয়া আনন্দ বড় হইল অন্তরে।
বনমধ্যে ভ্রমে সদা নির্ভয় শরীরে।।
একদিন বনমধ্যে করে দরশন।
মৎস্যঘাতী ধীবর আসিছে কত জন।।
ধীবর দেখিয়া রাজা করয়ে যাচন।
কিছু মৎস্য দেহ, আজি করিব ভোজন।।
জেলে বলে, কুক্ষণেতে ধরি জাল করে।
কিছুই না পাইলাম ফিরে যাই ঘরে।।
রাজা বলে, শুন সবে আমার বচন।
পুনর্ব্বার ফেল জাল, পাইবে এখন।।
তাল বেতালের স্মরিলেন শ্রীবৎস।
সকলে ফেলিয়া জাল পায় বহু মৎস্য।।
চতুর ধীবর জাল করিয়া বিস্তার।
পুনর্ব্বার ফেলে জাল করিয়া বিস্তার।।
পাইয়া অনেক মীন কৈবর্ত্তের গণ।
জানিল, সাধক বটে এই দুই জন।।
সাদরে শকুল মৎস্য দিল নৃপতিরে।
মৎস্য পেয়ে নৃপবর কহেন রাণীরে।।
ক্ষুধার্ত্ত হয়েছি রাণী কাতর জীবন।
মীন পোড়াইয়া দেহ, করিব ভোজন।।
শুনিয়া কহেন রাণী যে আজ্ঞা তোমার।
মীন-পোড়া খেলে হয় শনি প্রতিকার।।
ইতিমধ্যে যুধিষ্ঠির করহ শ্রবণ।
মায়া করি শনি মৎস্য করিল হরণ।।
সবিষাদে চিন্তাদেভী অনল জ্বালিল।
যতন পূর্ব্বক সেই মৎস্য পোড়াইল।।
মীন দগ্ধ করি চিন্তা, চিন্তা করে মনে।
মৎস্য পোড়া রাজহস্তে দিব বা কেমনে।।
ক্ষীর ছানা নবনী যে করিত ভোজন।
বনে আসি মীনগন্ধ খাবে সেই জন।।
কিরূপে এই ছাই খাওয়াব তাঁহারে।
শতেক ব্যঞ্জক হয় যাঁহার আহারে।।
এতেক চিন্তিয়া চিন্তা মীন লয়ে করে।
ধুইয়া আনিব বলি গেল সরোবরে।।
জলেই ধুইতে পোড়া মৎস্য পলাইল।
ইহা দেখি চিন্তাদেবী কান্দিতে লাগিল।।
হাহাকার করি রাণী কান্দে বিনাইয়া।
কি বলিবে মহারাজ এ কথা শুনিয়া।।
কে দেখেছে কে শুনেছে পোড়া মৎস্য বাঁচে।
কি হইবে মম ভাগ্যে, না জানি কি আছে।।
শুনিয়া বিশ্বাস নাহি করিবে ভূপতি।
একে ত ক্ষুধার্ত্ত রাজা হবে ক্রুদ্ধ মতি।।
বলিবেন তুমি মৎস্য করেছ ভক্ষণ।
পালাল বলিয়া এবে কর প্রতারণ।।
হায় বিধি এত দুঃখ ঘটালে আমায়।
এখন রয়েছে প্রাণ, নাহি কেন যায়।।
এত ভাবি চিন্তাদেবী কান্দিতে কান্দিতে।
সকল বৃত্তান্ত কহে রাজার সাক্ষাতে।।
শুনিয়া হাসিয়া রাজা রাণীরে কহিল।
এ বড় আশ্চর্য্য কথা শুনিতে হইল।।
মহাভারতের কথা অমৃত সমান।
কাশীরাম দাস কহে, শুনে পুণ্যবান।।

শ্রীবৎসের প্রতি শনির বাক্য

অন্তরীক্ষে থাকি শনি, কহিছে আকাশ বাণী,
শুন শুন শ্রীবৎস নৃপতি।
আমি ছোট লক্ষ্মী বড়, তুমি কহিয়াছ দড়,
তার শাস্তি করিব সম্প্রতি।।
সম্পত্তিতে করি গর্ব্ব, আমারে করিলে খর্ব্ব,
আমি তব কি করিতে পারি।
যেই লজ্জা দিলে মোরে, সেকথা কহিব কারে,
শুন দুষ্টমতি মন্দকারী।।
পণ্ডিত ধার্ম্মিক জ্ঞানে, আইলাম তব স্থানে,
তুমিত করিবে সুবিচার।
কপট চাতুরী করি, মম গুণ পরিহরি,
তুমি দুঃখ দিয়াছ অপার।।
কি কব দুঃখের কথা, স্মরণে মরম-ব্যথা,
রহিবেক হৃদয়ে আমার।
আসন বলিয়া শ্রেষ্ঠ, লক্ষ্মীরে বলিলে জ্যেষ্ঠ,
এবে লক্ষ্মী কোথায় তোমার।।
করিয়াছি রাজ্যনাশ, অপর অরণ্যে বাস,
শেষে এই স্ত্রী ভেদ করিব।
শুন রাজা বলি তোরে, তবেত চিনিবে মোরে,
নহে মিথ্যা যে কথা বলিব।।
শুন শুন মহারাজ, ধরিয়া বিবিধ সাজ,
দেব দৈত্য নাগ আদিগণে।
অবধ্য সর্ব্বত্রগামী, সর্ব্বঘটে থাকি আমি,
অতিশয় পূজ্য ত্রিভুবনে।।
শুন হে শ্রীবৎস ভূপ, ত্রেতাযুগে রামরূপ,
হইল প্রভুর অবতার।
এক ব্রহ্ম চারি অংশে, জন্মিলেন রঘুবংশে,

রাজা দশরথের কুমার।।
দশরথ ধর্ম্মাচর, দেন তাঁরে রাজ্যভার,
আমি তাঁরে পাঠাই কানন।
অনুজ লক্ষ্মণ সাথে, প্রবেশে গহন পথে,
জটাবল্ক করিয়া ধারণ।।
স্বয়ং লক্ষ্মী সীতা সতী, পতি অনুগতা অতি,
শুনহে দুর্গতি যত তাঁর।
কাননে পতির সহ, ভুঞ্জিবারে পাপগ্রহ,
বনে গেল দীনের আকার।।
পর্ব্বত কানন পথে, বঞ্চিয়া স্বামীর সাথে,
পরে তাঁরে হরে দশানন।
রাজ্য ধন স্বামী ছাড়ি, গেলেন রাবণ-বাড়ী,
বাস হৈল অশোক কানন।।
আর কিছু বলি শুন, দেবদেব পঞ্চানন,
সতী কন্যা অর্দ্ধ অঙ্গ যাঁর।
সতী গতে কৃত্তিবাস, দক্ষযজ্ঞ করি নাশ,
ছাগমুণ্ড দক্ষের আকার।।
সতী দেহত্যাগ করে, জন্মি হিমালয়-ঘরে,
সর্ব্বহেতু মম মায়াজাল।
আমারে হেলন করি, ইন্দ্র স্বর্গ পরিহরি,
দুঃখেতে বঞ্চিল কত কাল।।
মম সহ বাদ করি, বৈকুণ্ঠ নিবাসী হরি,
কীটরূপ ধারণ করিল।
ঘুচিল বৈকুণ্ঠ-লীলা, গণ্ডকী পর্ব্বতে শিলা,
দেবমানে বহুকাল ছিল।।
বলি দৈত্য অধিপতি, স্বর্গ রসাতল ক্ষিতি,
ত্রিভুবন করে অধিকার।
হেলন করিল মোরে, পাতালে লইয়া তারে,
রাখিলাম বদ্ধ কারাগার।।

www.bengaliebook.com

স্বর্গ মর্ত্ত্য রসাতল, সর্ব্বত্র আমার বল,
সবে করে আমার পূজন।
তোর কাছে অল্প আমি, তুই পৃথিবীর স্বামী,
লক্ষ্মী তোর দেখিব কেমন।।
এতেক কহিয়া শনি, হইল আকাশগামী,
স্বপ্নবৎ শুনিল রাজন।
চিন্তিয়া বুঝিল মর্ম্ম, শনির যতেক কর্ম্ম,
হল রাজা নিরানন্দ মন।।
অরণ্যপর্ব্বের কথা, অতি সুখ মোক্ষ-দাতা,
রচিলেন মহামুনি ব্যাস।
রচিল পাঁচালি ছন্দে, মনের আবেশানন্দে,
কৃষ্ণদাসানুজ কাশীদাস।।

আকাশবাণী শ্রবণে শ্রীবৎস রাজার খেদোক্তি

শুনিয়া আকাশ বাণী শনির ভারতী।
ডাকিয়া বলিল রাজা চিন্তাদেবী প্রতি।।
যতেক কহিল শনি, প্রত্যক্ষ হইল।
রাজ্যনাশ বনবাস সর্ব্বনাশ কৈল।।
বিবাদ করিয়া যদি দোঁহে না আসিবে।
তবে কেন চিন্তাদেবী এমত হইবে।।
আমার কুদিন হল বিধির ঘটনা।
নৈলে কেন দ্বন্দ্ব করি আসিবে দুজনা।।
ভাবিয়া চিন্তিয়া দেবি কি হইবে আর।
নিজ কর্ম্মার্জ্জিত পাপ হয় ভুঞ্জিবার।।
কারণ করণ কর্ত্তা দেব গদাধর।
আমার একান্ত ভার তাঁহার উপর।।
ধর্ম্মে বিচলিত মন নহেত আমার।
নিজকর্ম্মে দুঃখ পাই, কি দোষ তাঁহার।।
চিন্তাযুক্ত হয়ে রাজা বঞ্চেন কানন।
ফলমূল আহারেতে করেন যাপন।।
ধর্ম্মচিন্তা করে রাজা, স্মরে বিধাতায়।
এইরূপে পঞ্চ বর্ষ নানা দুঃখ পায়।।
মহাভারতের কথা অমৃত সমান।
কাশীরাম দাস কহে, শুনে পুণ্যবান।।

শ্রীবৎস রাজার কাঠুরিয়া আলয়ে স্থিতি

শুন শুন ধর্ম্মরাজ অপূর্ব্ব কথন।
কাননে বঞ্চেন চিন্তা শ্রীবৎস রাজন।।
পূর্ব্বমত ফলমূল না মিলে তথায়।
কানন ত্যজিয়া রাজা নগরেতে যায়।।
নগর উত্তরভাগে ধনীর বসতি।
তথায় বসতি মোর না হয় সঙ্গতি।।
দুঃখী হয়ে ধনাঢ্যের নিকটে না যাবে।
দরিদ্র দেখিয়া মোরে অবজ্ঞা করিবে।।
দুঃখীর সমাজে আকি কাটাইব কাল।
পাছে লোকে ঘৃণা করে, এ বড় জঞ্জাল।।
এত বলি দক্ষিণেতে প্রবেশিল রায়।
শত শত ঘর তথা কাঠুরিয়া রয়।।
রাজা রাণী তথাকারে হয় উপনীত।
দেকিয়া সম্ভ্রমে তারা জিজ্ঞাসে ত্বরিত।।
কহ তুমি, কেবা হও, কোথায় বসতি।
কি হেতু আসিলে দোঁহে, কহ শীঘ্রগতি।।
শুনিয়া সবার বাক্য কহে নৃপবর।
মোর সম দুঃখী নাহি পৃথিবী ভিতর।।
বহুদুঃখ পেয়ে আমি আইনু হেথায়।
তোমরা করিলে কৃপা তবে দুঃখ যায়।।
আশ্বাস করিয়া তারা কৈল অঙ্গীকার।
করিব তোমার হিত, প্রতিজ্ঞা সবার।।
মোরা কাঠুরিয়া জাতি, কাষ্ঠ বেচি কিনি।
নিত্য আনি নিত্য খাই, দুঃখ নাহি জানি।।
সঙ্গে থাকি কাষ্ঠ বেচি প্রত্যহ আনিবে।
এ কর্ম্মে নিযুক্ত হলে দুঃখ না রহিবে।।
শুনি আনন্দিত হন শ্রীবৎস রাজন।
ভাল ভাল এই কর্ম্ম করিব এখন।।
হেনমতে কাঠুরিয়া ঘরে দুই জন।
রহিল গোপনে রাজা নিরানন্দ মন।।
কাঠুরিয়াগণ ভার্য্যা যতেক আছিল।
চিন্তার সৌজন্য হেরি সবে বশ হল।।
নানা ধর্ম্ম নানা কর্ম্ম করান শ্রবণ।
শুনিয়া সন্তুষ্ট হল সবাকার মন।।
সবা সঙ্গে সখীভাবে আছে রাজরাণী।
শিষ্টালাপে থাকে সদা দিবস রজনী।।
প্রভাতে কাঠুরেগণ চলিল কাননে।
রাজাকে ডাকিল সবে, এস যাই বনে।।
শুনিয়া চলেন রাজা সবার সংহতি।
ঘোর বনে প্রবেশে করিল শীঘ্রগতি।।
কাঠুরিয়াগণ কাষ্ঠ ভাঙ্গিল অনেক।
বড় বড় বোঝা সবে বান্ধিল যতেক।।
ফলমূল পত্রপুষ্প নিল সর্ব্বজন।
আমি কি লইব চিত্তে চিন্তিল রাজন।।
নিন্দিত না হয় কর্ম্ম, ক্লেশ না সহিব।
অথচ আপন কর্ম্ম প্রকারে সাধিব।।
চিনিয়া লইল রাজা চন্দনের সার।
কাঠুরিয়া সঙ্গে সঙ্গে চলিল বাজার।।
বাজারে ফেলিলা বোঝা কাঠুরিয়া কুল।
গৃহীলোক আসি সবে করি নিল মূল।।
কেহ পায় চারি পণ কেহ আটপণ।
কেহ বা বেচিয়া কেনে খাদ্য প্রয়োজন।।
চন্দনের কাষ্ঠ লয়ে শ্রীবৎস রাজন।
বেচিবারে যায় তবে বণিক সদন।।
দিব্য চন্দনের সার পেয়ে সদাগর।
করিয়া উচিত মূল্য দিলেক সত্বর।।

তঙ্কা দুই চারি রাজা বেচিয়া পাইল।
অপূর্ব্ব বিচিত্র দ্রব্য কিনিয়া লইল।।
ঘৃত তৈল চালি ডালি লবণ সৈন্ধব।
মশলা মিষ্টান্ন দধি কিনিলেন সব।।
শাক সূপ তরকারী যতেক পাইল।
ভাল মৎস্য মাংস রায় যত্ন করি নিল।।
কিনিয়া অশেষ দ্রব্য লয়ে নরপতি।
গৃহেতে আনিয়া দিল যথা চিন্তাসতী।।
রাণী প্রতি কহে রাজা বিনয়-বচন।
কাঠুরিয়াগণ বন্ধু, কর নিমন্ত্রণ।।
শুনিয়া সন্তুষ্ট হৈল চিন্তা মহারাণী।
বিচিত্র করিয়া পাক করিল তখনি।।
লক্ষ্মী অংশে জন্ম তাঁর, লক্ষ্মী স্বরূপিণী।
চক্ষুর নিমিষে পাক কৈল চিন্তারাণী।।
স্নান দান করি রাজা আসিয়া সত্বর।
দেখিল সকল পাক হয়েছে সুন্দর।।
রাণী বলে, সবাকারে ডাকহ রাজন।
সকল রন্ধন হৈর করাহ ভোজন।।
এত শুনি নরপতি ডাকে সবাকারে।
আনন্দিত হয়ে সবে এল ভুঞ্জিবারে।।
একত্র হইয়া সব কাঠুরিয়াগণ।
ভোজনে বসিল সবে অতি হৃষ্ট মন।।
রাণী আসেন অন্ন নৃপ করেন বন্টন।
তৃপ্তিতে লাগিল সবে করিতে ভোজন।।
সুধা সম অন্নপাক খায় সর্ব্বজন।
ধন্য ধন্য ধ্বনি হল কাঠুরে ভবন।।
শ্রদ্ধা পুরস্কারে সবে বিদায় করিয়া।
পশ্চাতে ভুঞ্জিল রাজা হৃষ্টমন হৈয়া।।
এইরূপে কত দিন বঞ্চিল তথায়।

এক দিন শুন যুধিষ্ঠির মহাশয়।।
বাণিজ্য করিতে এক সদাগর যায়।
চাপাইয়া তরী সাধু সেইখানে রয়।।
অকস্মাৎ তার ডিঙ্গি চড়াতে লাগিল।
হায় হায় করি কান্দে, কি হল কি হল।।
হেনকালে শুন রাজা দৈবের ঘটন।
গণক হইয়া শনি আইল তখন।।
হস্তে লাঠি, কাঁখে পুঁথি গ্রহাচার্য্য হৈয়া।
সাধুর মঙ্গল কথা কহিল আসিয়া।।
শুন মহাজন তুমি, স্থির কর মন।
তোমার তরণী বদ্ধ হৈল যে কারণ।।
তব নারী নবগ্রহ করেন অর্চ্চন।
অবজ্ঞা করিয়া তুমি আইলে পাটন।।
সেই হেতু তব তরী হৈল হেনরূপ।
কহিনু যতেক কথা, জানিবে স্বরূপ।।
মহাজন কহে কথা করিয়া প্রণতি।
অমৃত অধিক শুনি আমার ভারতী।।
ব্রাহ্মণ বলেন, শুনি আমার বচন।
যেমতে তোমার তরী চলিবে এখন।।
এই গ্রামবাসী কাঠুরিয়া যত জন।
নিমন্ত্রণ করি আন তার ভার্য্যাগণ।।
সকলে আসিয়া তারা ধরিবেক তরী।
তার মধ্যে পতিব্রতা আছে এক নারী।।
সেই আসি যেইক্ষণে ছুঁইবে তরণী।
কহিনু স্বরূপ কথা, ভাসিবে তখনি।।
শুনি আনন্দিত হৈল সেই মহাজন।
এ কথা কহিয়া শনি করিল গমন।।
শুনিয়া উপায় সাধু চিন্তা করে মনে।
পাইনু পরম তত্ত্ব দৈবের ঘটনে।।

কিঙ্করের তবে সাধু কহিল সত্বরে।
কাঠুরিয়া জাতি সতী আনহ সাদরে।।
শুনিয়া সাধুর আজ্ঞা কিঙ্কর চলিল।
স্তবস্তুতি করি সবাকারে আমন্ত্রিল।।
সহজেতে হীনজাতি, অতি অল্পজ্ঞান।
পাইয়া সাধুর নাম আনন্দ বিধান।।
যতেক কাঠুরে ভার্য্যা নিমন্ত্রণ শুনি।
হরিষ বিধানে সবে চলিল তখনি।।
যেখানে নদীর ঘাটে আটক তরণী।
সেইখানে উত্তরিল যতেক রমণী।।
কমলা বিমলা গেল আর কলাবতী।
কৌশল্যা রোহিনী চলে আর সরস্বতী।।
রেবতী কৈকেয়ী উমা রম্ভা তিলোত্তমা।
হরিপ্রিয়া চিত্রাবতী রাধা সতী শ্যামা।।
যশোদা যমুনা জয়া বিমলা বিজয়া।
আর ষষ্ঠী গয়া গঙ্গা কালিন্দী অভয়া।।
চপলা চঞ্চলা ধায় চাণ্ডালী কেশরী।
পদ্মাবতী অরুন্ধতী সাবিত্রী মঞ্জরী।।
একে একে তরী সবে পরশ করিল।
জনে জনে মান নিয়া বিদায় হইল।।
কারো হাতে নাহি হল সাধু প্রয়োজন।
বুঝিল হইল মিথ্যা গণক বচন।।
কত নারী আইল, না এল কত জন।
কিঙ্করে জিজ্ঞাসে সাধু সে সব কারণ।।
নাবিক কহিল, সবে আসিয়াছে রায়।
এক নারী না আইল স্বামীর মানায়।।
শুনি সাধু মনে কৈল, সেই সাধ্বী তবে।
তিনি এলে মোর তরী অবশ্য চলিবে।।
মহাভারতের আখ্যান সুধার সার।
তরিবারে ইহা বিনা কিছু নাহি আর।।

বণিক কর্ত্তৃক চিন্তা হরণ

তবে সাধু হর্ষযুত গলে বস্ত্র দিয়া।
যথা চিন্তা সতী তথা উত্তরিল গিয়া।।
চিন্তাদেবীরে সাধু কহে বিনয় বাণী।
আমারে করহ রক্ষা, ওগো ঠাকুরাণি।।
সাধুরে দেখিয়া চিন্তা কহে দুঃখ মনে।
আমাকে যাইতে মানা করিল রাজনে।।
কি কহিবে মহারাজ আসিয়া ভবনে।
ভাবিয়া চিন্তিয়া রাণী স্থির কৈল মনে।।
কাতর শরণাগত যেই জন হয়।
তাহারে করিলে রক্ষা ধর্ম্মের সঞ্চয়।।
বেদে শাস্ত্রে মুনিমুখে শুনিয়াছি আমি।
প্রাণ দিয়া রাখয়ে শরণাগত প্রাণী।।
যাহা কন মহারাজ এ কথা শুনিয়া।
সহবি সকল কথা শরণ মাগিয়া।।
এত ভাবি চিন্তাদেবী হৃষ্টচিত্তা হৈয়া।
চলিলেন তবে রাণী ঈশ্বর ভাবিয়া।।
উপনীত হন যথা সদাগর তরী।
করযোড়ে কহে দেবী প্রদক্ষিণ করি।।
যদি আমি সতী হই পতি অনুগতা।
তবে সে ভাসিবে তরী কহিনু সর্ব্বথা।।
এত বলি সেই তরী পরশ করিতে।
ভাসিয়া উঠিল তরণী সেইক্ষণেতে।।
দেখি সদাগর হল হরিষত মন।
জানিল মনুষ্য নহে এই নারীজন।

যদি মার নৌকা কভু আটক হইবে।।
ইহাকে লইলে সঙ্গে তখনি চলিবে।
এত ভাবি নৌকা পরে লইল চিন্তারে।।
দেখ যুধিষ্ঠির রাজা দৈবে কি না করে।
শুনি ধর্ম্ম-নৃপমণি কহে প্রভু প্রতি।।
অমৃত অধিক শুনি তোমার ভারতী।
চিন্তার বলহ শেষে হৈল কোন গতি।
কিরূপে রহিল কোথা শ্রীবৎস নৃপতি।।
এত শুনি কহেন শ্রীগশোদা কুমার।
শুন মহারাজ কহি বিশেষ ইহার।।
অতি দুঃখে শোকাকুল কাতর অন্তরে।
ঈশ্বর স্মরিয়া দেবী কান্দে উচ্চৈঃস্বরে।।
কেন আমি আইলাম আপনা খাইয়া।
কান্দিয়া আকুল চিন্তা এ কথা ভাবিয়া।।
সূর্য্যপানে চাহি দেবী যোড় করি হাত।
বহু স্তব করে চিন্তা বহু প্রণিপাত।।
দয়া কর দিননাথ অখিলের পতি।
মোর রূপ লহ দেব! দেহ কু আকৃতি।।
জরাযুত অঙ্গ প্রভু দেহ শীঘ্রগতি।
এত বলি কান্দে দেবী লোটাইয়া ক্ষিতি।।
দেখি দেব ভাস্করের দয়া উপিজিল।
ভয় নাই ভয় নাই বাণী নিঃসরিল।।
না কান্দহ না চিন্তিহ ওগো চিন্তাসতী।
স্বামী প্রতি সদা হয়ে থেকো ভক্তিমতী।।
তব সুন্দর রূপরাশি এবে হরিব।
স্মরিলে আমায় পুনঃ পূর্ব্বরূপ দিব।।
তবে সতী রূপ সূর্য্য করেন হরণ।
গলিত ধবল মূর্ত্তি দিল ততক্ষণ।।
এইরূপে চিন্তাদেবী নৌকায় রহিল।
দক্ষিণেতে নৌকা বাহি সাধু যে চলিল।।
এথায় কানন হতে আসি নিজালয়।
শূন্য ঘর দেখি রাজা মানিল বিস্ময়।।
কান্দিয়া অস্থির রাজা না দেখি চিন্তায়।
সকাতরে পড়সীরে জিজ্ঞাসেন রায়।।
পঠনে শ্রবণে নারী লভে ধর্ম্মজ্ঞান।।
মহাভারতের কথা অমৃত সমান।
কাশীরাম দাস কহে, শুনে পুণ্যবান্ ।।

শ্রীবৎস রাজার রোদন এবং চিন্তার অন্বেষণ

কাতর হৃদয় অতি, শ্রীবৎস ধরণীপতি,
পড়সীরে জিজ্ঞাসে বারতা।
কহ সবে সমাচার, কোথা চিন্তা সে আমার,
না হেরিয়া পাই মনে ব্যথা।।
রাজার বচন শুনি, পড়সী কহিছে বাণী,
ওহে ধীর পণ্ডিত সুজন।
কহি শুন বিবরণ, এই ঘাটে এক জন,
আইল ধনাঢ্য মহাজন।।

তাহার কর্ম্মেতে ঘটে, তরণী আটক ঘাটে,
বিধাতা তাহারে বিড়ম্বিল।
সতী যে জন হইবে, পরশে তরী ভাসিবে,
তেঁই নারী সবারে ডাকিল।।
গৌরব করিয়া সাধু, লইয়া কাঠুরে বধূ,
ক্রমে ক্রমে তরী ছোঁয়াইল।
না ভাসিল সেই তরী, পুনঃ পুনঃ যত্ন করি,
তোমার চিন্তায় লয়ে গেল।।
চিন্তা সতী পরশিতে, ভাসে তরী হরষেতে,
চিন্তায় ধরি লৈল তরিতে।
ছাড়িয়া সে দিল তরী, করি অতি তাড়াতাড়ি,
চিন্তাদেবী লাগিল কান্দিতে।।
বজ্র সম বাণী শুনি, মূর্চ্ছাগত নৃপমণি,
লোটায়ে পড়িল ধরাতলে।
ক্ষণেকে চেতন পায়, বলে রাজা হায় হায়,
কেন হেন ঈশ্বর করিলে।।
আমার কর্ম্মের পাশ, রাজ্য ত্যজি বনবাস,
নারী সঙ্গে আইনু কাননে।
ধন রত্ন যত আনি, সকলি হরিল শনি,
অবেশেষে ছিনু দুই প্রাণে।।
তাহাতে করিল আন, দুই জন দুই স্নান,
শনি দুঃখ দিল বুহ মোরে।
বিষাদে তাপিত মন, এই চিন্তা অনুক্ষণ,
ভয়ে রক্ষা কে করিবে তারে।।
এত চিন্তি নরপতি, শোকেতে কাতর অতি,
চলিল নদীর তটে তটে।
জিজ্ঞাসিল জনে জনে, স্থাবর জঙ্গমগণে,
মনুষ্য যতেক দেখে বাটে।।
বিবিধ কানন মাঝ, খুঁজিলেন মহারাজ,

চিন্তার না পাইল উদ্দেশ।
বহু দেশ নানা স্থানে, নদ নদী উপবনে,
ভ্রমে রাজা পেয়ে বহু ক্লেশ।।
ক্ষুধা তৃষ্ণা অনাহারে, মহাকষ্টে নৃপবরে,
শেষমাত্র ছিল প্রাণ তাঁর।
শুন ধর্ম্ম মহাশয়, সকল দৈবেতে হয়,
সর্ব্ব কর্ম্ম ইচ্ছা বিধাতার।।
চিত্তানন্দ নামে বনে, রাজা গেল সেইস্থানে,
তথাকারে সুরভি আশ্রম।
অপূর্ব্ব বিচিত্র শোভা, সুরাসুর মনোলোভা,
তথা যেতে সভয় শমন।।
নানা পশু নানা পক্ষ, এক স্থানে লক্ষ লক্ষ,
ভক্ষ্য ভোজ্য রঙ্গে এক স্থল।
বিচিত্র তড়াগ বাপী, পুষ্করিণী কতরূপী,
তাহে শোভে কনক কমল।।
অপূর্ব্ব কাননশোভা, নানা পুষ্প মনোলোভা,
ঋড়ঋতু শোভিত তথায়।
কেহ কারে নাহি ডরে, সুখে সবে ঘর করে,
নিঃশঙ্কে রহিল তথা রায়।।
রাজা পুণ্যবান অতি, জানিয়া গোমাতা সতী,
তথায় হইল উপনীত।
কাশীরাম সাদ গায়, বিফলে জনম যায়,
ভজ হরি, ভবে নাহি ভীত।।

সুরভি আশ্রমে শ্রীবৎস রাজার অবস্থিতি ও সদাগর কর্ত্তৃক নিগ্রহ

সুরভি জিজ্ঞাসা করে, তুমি কোন জন।
রাজা বলে, শুন মাতা মোর নিবেদন।।
অবনীতে মহীপতি ছিলাম মা আমি।
শ্রীবৎস আমার নাম প্রাগদেশস্বামী।।
আনন্দেতে করিতাম প্রজার পালন।
কত দিনে শুন মাতা দৈবের ঘটন।।

একদিন শনি সঙ্গে জলধি তনয়া।
মম স্থানে আসে দোঁহে বিরোধ করিয়া।।
বিচার করিনু আমি ধর্ম্মশাস্ত্র ধরি।
বিপরীত বুঝি শনি হৈল মম অরি।।
রাজ্য ধন সব শনি করিল বিনাশ।
অবশেষে চিন্তা সহ আসি বনবাস।।
বনবাসে মহাক্লেশে বঞ্চি দুই জনে।
চিন্তাকে হারানু মাতা নির্জ্জন কাননে।।
সুরভি এতেক শুনি কহে নৃপ প্রতি।
ভয় নাই, থাক রাজা আমার বসতি।।
যত দিন গ্রহ মন্দ আছয়ে তোমার।
তত দিন মোর তেথা থাক গুণাধার।।
এখানে শনি ভয় নাহিক রাজন।
হেথা থাকি কর রাজা কালের হরণ।।
পুনঃ বসুমতী পতি হবে নৃপবর।
চিন্তা সতী পাবে কত দিবস অন্তর।।
এ বন ছাড়িয়া নাহি যাইবে কোথায়।
দুই ধার দুগ্ধি আমি ভুঞ্জাব তোমায়।।
এ বন ছাড়িয়া যদি যাও নররায়।
অবশ্য পড়িবে তুমি শনির মায়ায়।।
রাজা বলে, মাতা হয় যে আজ্ঞা তোমার।
রহিলাম যত দিন দুঃখ নহে পার।।
এরূপে শ্রীবৎস রায় রহিল তথায়।
শুনহ অপূর্ব্ব কথা ধর্ম্মের তনয়।।
মনোরথ নন্দিনীর যত দুগ্ধ খায়।
দুধারের দুগ্ধেতে ধরণী ভিজে যায়।।
সেই দুগ্ধে মৃত্তিকা ভিজায়ে কাদা করি।
দুই হাতে মহারাজ দুই পাট ধরি।।
চিন্তাদেবী শ্রীবৎস নৃপতি নাম স্মরি।
তাল ও বেতাল সিদ্ধ মনেতে বিচারি।।
যুগ্মপাট যুক্ত করি গঠয়ে রাজন।
এরূপে কতেক পাট করয়ে রচন।।
ঈশ্বরের ধ্যান করি কালের হরণ।
সহস্র সহস্র পাট করিল গঠন।।
স্থানে স্থানে স্তূপাকার শত শত করি।
এমতে শ্রীবৎস বঞ্চে দিবস শর্ব্বরী।।
কত দিনান্তরে শুন ধর্ম্ম মহাশয়।
পুনর্ব্বার পড়ে রাজা শনির মায়ায়।।
সেই মহাজন যায় বাহিয়া তরণী।
কূলেতে থাকিয়া দেখে শ্রীবৎস আপনি।।
মহাজন প্রতি রাজা বলিল ডাকিয়া।
শুন শুন সদাগর কূলেতে আসিয়া।।
নৃপতির উচ্চবর শুনি মহাজন।
শীঘ্র করি কূলে তরী লইল তখন।।
পাইয়া সাধুর আজ্ঞা নৌকার নফর।
শ্রীবৎসের কাছে তরী আনিল সত্বর।।
মৃদুভাষে রাজা কহে বিনয় বচন।
শুন মহাজন তুমি মোর বিবরণ।।
বড় বংশে জন্মিলাম পূর্ব্ব ভাগ্যবলে।
কিন্তু সব হৈল নষ্ট নিজ কর্ম্মফলে।।
কারে কি বলিব আমি, কি বলিতে পারি।
ঈশ্বরের ইচ্ছা যাহা, খণ্ডাইতে নারি।।
তুমি যদি দয়া করে এক কর্ম্ম কর।
তবে ত তরিব আমি বিপদ সাগর।।
কতগুলি স্বর্ণপাট করিয়াছি আমি।
তুলে যদি লয়ে যাও নৌকা পরে তুমি।।
যে দেশে বাণিজ্যে তুমি করিছ প্রয়াণ।
সেই দেশে তব সঙ্গে করিব প্রস্থান।।

স্বর্ণপাট বেচি যদি পাই কিছু ধন।
তবে ত বিপদে তরি, এই নিবেদন।।
রাজার বিনয় বাক্য শুনি মহাজন।
কিঙ্করের আজ্ঞা করে , লয়ে এস ধন।।
রাজাকে কহিল সাধু, শুন মহাশয়।
আইস আমার সঙ্গে, নাহি কিছু ভয়।।
হৃষ্ট হয়ে নরপতি উঠে নৌকা পরে।
স্বর্ণপাট বয়ে আনে যতেক কিঙ্করে।।
তুষ্ট হয়ে সদাগর বাহিল তরণী।
কি কব শনির মায়া শুন নৃপমণি।।
কপট পাষণ্ড বড় সেই সদাগর।
এই দুষ্ট, তবে চিন্তিল নিজ অন্তর।।
মিলাইল যদি ধন দৈবেতে আমাকে।
ঘুচাই মনের ব্যথা বধিয়া ইহাকে।।
এতেক ভাবিয়া মনে দুষ্ট দুরাচার।
রাজাকে ধরিয়া ফেলে সাগর মাঝার।।
যখন ধরিয়া দুষ্ট করিল বন্ধন।
ত্রাহি ত্রাহি বলি রাজা করিছে স্মরণ।।
কোথা তাল বেতাল বান্ধব দুই জন।
এ মহাবিপদে কর আমারে তারণ।।
কোথা গেলে চিন্তাদেবী আমারে ছাড়িয়া।
আমার দুর্গতি প্রিয়ে দেখ না আসিয়া।।
সেই নৌকা পরে ছিল চিন্তা পতিব্রতা।
কান্দিয়া উঠিল রাণী শুনি প্রভু কথা।।
যখন ধরিয়া নৃপে ফেলিল সমুদ্রে।
হইল বেতাল তাল রাজচক্ষে নিদ্রে।।
তাল রক্ষা কৈল চক্ষু বেতাল হৈল ভেলা।
ভাসিয়া নৃপতি যায় যেন রাশি তূলা।।
সেইক্ষণে চিন্তাদেবী বালিশ যোগায়।
বালিশে আলিস রাখি নৃপ ভাসি যায়।।
শুনহ আশ্চর্য্য কথা ধর্ম্মের তনয়।
বহুকাল জলে ভাসি সৌতিপুরে যায়।।
সৌতিপুরে রম্ভাবতী মালিনীর স্থানে।
আসিয়া লাগিল শুষ্ক পুষ্পের উদ্যানে।।
বহুকাল শুষ্ক ছিল যত পুষ্পবন।
রাজ আগমনে পুষ্প ফুটিল তখন।।
রাজ-দরশনে পুনঃ জীব সঞ্চরিল।
পূর্ব্বমত সব পুষ্প বিকশিত হৈল।।
অশোক কিংশুক নাগ ফুটিল বকুল।
গন্ধরাজ চাঁপা ফুটে জারুল পারুল।।
শেফালি সেঁওতী আদি নানাজাতি ফুল।
ফুটিল যতেক পুষ্প, নাহি সমতুল।।
পুষ্পগন্ধে অলিকুল ধায় মধু আশে।
কোকিল কোকিলা গান করিছে হরিষে।।
ষড়ঋতু আসি তথা হৈল উপনীত।
শর ধনু সহ কাম তথায় উদিত।।
পূর্ব্বমত বনশোভা হইল বিস্তর।
কর্ম্মান্তর হইতে মালিনী আইল ঘর।।
আশ্চর্য্য দেখিয়া বড় ভাবিছে মালিনী।
ইহার কারণ কিবা, কিছুই না জানি।।
বন দেখি হৃষ্ট অতি মালীর মহিষী।
কুসুম কাননে শীঘ্র প্রবেশিল আসি।।
একে একে নিরখিয়া চতুর্দ্দিকে চায়।
হেনকালে শ্রীবৎসকে দেখিল তথায়।।
কন্দর্প আকার এক পুরুষ সুন্দর।
মালিনী দেখিয়া কহে করি যোড়কর।।
কোথা হৈতে এলে তুমি, কোন মহাজন।
সত্য করি কহ বাছা, মোর নিবেদন।।

মালিনী বিনয় শুনি তবে নৃপমণি।
কহিতে লাগিল রাজা আপন কাহিনী।।
বাণিজ্যে আইনু আমি করিতে ব্যাপার।
ডিঙ্গা ডুবি হয়ে দুঃখ হইল আমার।।
ভাগ্য হেতু প্রাণ পাই, তেঁই আসি কূল।
আমার ভাবনা মিথ্যা,ভবিতব্য মূল।।
শুনিয়া মালিনী কহে, শুন মহাশয়।
থাকহ আমার ঘরে নাহি কিছু ভয়।।
শুভগ্রহ হৈল তব, দুঃখ অবসান।
নহে কেন নৌকা ডুবে পাইলে পরাণ।।
আর কেহ নাহি বাপু, বঞ্চি একাকিনী।
মোর গৃহে ভাগিনেয় ভাবে থাক তুমি।।
এমতে রহিল তথা শ্রীবৎস ভূপতি।
শুনহ অপূর্ব্ব কথা ধর্ম্ম মহামতি।।
সুধার সমান মহাভারতের কথা।
শ্রবণে পঠনে ঘুচে, পাপ তাপ ব্যথা।।

শ্রীবৎস রাজর মালিনী আলয়ে অবস্থিতি

মালিনীর বাণী শুনি, আনন্দিত নৃপমণি,
তুষ্ট হয়ে গেল তার বাসে।
আয়োজন আনি দিল, নৃপতি রন্ধন কৈল,
বঞ্চে রায় কৌতুক বিমেষে।।
এইরূপে নৃপবর, রহিল মালিনী ঘর,
আছে রায়, কেহ নাহি জানে।
শুন ধর্ম্ম মহাশয়, শুভকাল যবে হয়,
শুভ তার হয় দিনে দিনে।।
অপূর্ব্ব বিধির কর্ম্ম, কেবা তার বুঝে মর্ম্ম,
সৃজন পালন পুনঃ পাত।
একবার হয় অংশ, আরবার করে ধ্বংস,
কর্ম্মযোগে করে যাতায়াত।।
পুনঃ জন্মে পুনঃ মরে, এইরূপে ঘুরে ফিরে,
তথাচ না বুঝে মূঢ় জন।
লোভ করে, অপহরে, কুকর্ম্ম যতেক করে,
সাধুকর্ম্ম নহে একক্ষণ।।
আশ্চর্য্য শুনহ রাজা, সেই দেশে মহাতেজা,
বাহুদেব নামে নৃপবর।
ভদ্রা নামে তাঁর কন্যা, রূপে গুণে মহীধন্যা,

সৌজন্যেতে দ্রৌপদী সোসর।।
রূপ গুণ বর্ণিবারে, কার শক্তি কেবা পরে,
তিলোত্তমা জিনি রূপবতী।
ক্ষমায় পৃথিবী সম, গুণে সরস্বতী সম.
তপে যেন অগ্নি স্বাহা সতী।।
জন্মাবধি কর্ম্ম তার, শুন মুন গুণাধার,
হরগৌরী করে আরাধন।
কঠোর তপস্যা যত, বিস্তারিয়া কব কত,
আরধয়ে করি প্রাণপণ।।
স্তবে তুষ্টা হৈমবতী, ডাকি বলে ভদ্রাবতী,
বর মাগ চিত্তে যাহা লয়।
শুনিয়া রাজার সুতা, হইল আনন্দযুতা,
প্রণমিয়া করযোড়ে কয়।।
শুন মাতা ব্রহ্মময়ি, গতি নাই তোমা বই,
তরাইতে হবে এ দাসীরে।
বর যদি দিবে তুমি, শ্রীবৎস নৃপতি স্বামী,
এই বর দেহ মা আমারে।।
তুষ্টা হয়ে হরপ্রিয়া, কহিলেন আশ্বাসিয়া,
তব ভাগ্যে হবে নৃপবর।
তত্বকথা কহি শুন, আসিয়াছে সেই জন,
রম্ভাবতী মালিনীর ঘর।।
তারে বরমাল্য দিয়া, সুখে ঘর কর নিয়া,
বর দিনু বাঞ্ছামত তব।
বর পেয়ে নৃপসুতা, হইয়া আনন্দযুতা,
দেবী পূজে করিয়া উৎসব।।
শ্রীবৎস চিন্তার কথা, আরণ্যপর্ব্বতে গাথা,
শুনিলে অধর্ম্ম হয় নাশ।
কমলাকান্তের সুত, সুজনের মনঃপূত,
বিরচিল কাশীরাম দাস।।

www.bengaliebook.com

শ্রীবৎস রাজার সহিত ভদ্রার বিবাহ

শুন শুন মহারাজ অপূর্ব্ব কথন।
মালিনী ভবনে বঞ্চে শ্রীবৎস রাজন।।
মালা গাঁথি করে রাজা কালের হরণ।
ফুল ফল জলে রাজা পূজে নারায়ণ।।
কায়মনোবাক্যে রাজা ধর্ম্ম নাহি ত্যজে।
আপনা গোপন করি রহে ধর্ম্মকাজে।।
শুন ধর্ম্ম মহীপাল অপূর্ব্ব ঘটন।
ভদ্রাবতী কন্যার শুনহ বিবরণ।।
ভোজনে বসেছে বাহুদেব মহীপাল।
পরিবেশনে আসে ভদ্রা, হাতে স্বর্ণথাল।।
রাণীজ্ঞান করি রাজা করে হরিহাস।
কান্দিয়া কহিল ভদ্রা জননীর পাশ।।
শুনি রাণী ক্রোধচিত্তে করেন গমন।
ভৎসয়া নৃপতি প্রতি কহিছে বচন।।
শুন মহারাজ তুমি রাজপদে মজি।
সকলি করিলে নষ্ট ধর্ম্মপথ ত্যজি।।
পরকালবন্ধু ধর্ম্ম তাহে করি হেলা।
বিষয়ে হইলে মত্ত, রাজভোগে ভোলা।।
জান না যে মহারাজ আছয়ে শমন।
কি বোল বলিবে কালে না ভাব এখন।।
এমন কুকর্ম্ম রাজা কেহনা আচরে।
আপনার তনয়ারে পরিহাস করে।।
সুপাত্র আনিয়া যদি কন্যা কর দান।
চিরদিন স্বর্গভোগ, বৈকুণ্ঠেতে স্থান।।
ইহা না করিয়া তারে কর পরিহাস।
ধিক্ ধিক্ রাজ তব জীবনে কি আশ।।
এমত শুনিয়া রাজা রাণীর বচন।
লজ্জিত হইয়া রাজা কহিছে তখন।।
শুন শুন মহাদেবি আমার বচন।
মিথ্যাভাষে মোরে তুমি করহ লাঞ্ছন।।
এত বড় যোগ্য কণ্যা আছে মম ঘরে।
এক দিন মহাদেবি না কহ আমারে।।
আমি ধর্ম্ম হেলা নাহি করি যে কখন।
জানেন আমার মন সেই নারায়ণ।।
আজি আমি কন্যার কবির স্বয়ম্বর।
এত বলি বাহিরে চলিল নৃপবর।।
ডাকাইয়া পাত্র মন্ত্রী আনিয়া সকল।
সবারে কহিল আমন্ত্রহ ভূমণ্ডল।।
ইচ্ছাবরী হইবেক আমার নন্দিনী।
আনন্দিত হৈল সবে এই কথা শুনি।।
আজ্ঞা পেয়ে নিমন্ত্রণ করিল সবার।
যতদূর পাইলেক মনুষ্য সঞ্চার।।
নিমন্ত্রণ পাইয়া যতেক রাজগণ।
বাহুদেব রাজ্যে সবে করিল গমন।।
নিরবধি আসে রাজা, কত লব নাম।
কলিঙ্গ তৈলঙ্গ আর সৌরাষ্ট্র ভূধাম।।
দ্রাবিড় মগধ মৎস্য কর্ণাট ভূপাল।
গুজরাট মহারাষ্ট্র কাশ্মীর পাঞ্চাল।।
চতুরঙ্গ দলে আসে যত নৃপগণ।
উপযুক্ত গৃহ দিল করি নিরূপণ।।
হর্ষিত হইল সবে পেয়ে রম্যস্থান।
ভক্ষ্য ভোজ্য যত দিল, নাহি পরিমাণ।।
কেবা খায়, কেবা লয়, কেবা দেয় আনি।
খাও খাও, লও লও, এই মাত্র শুনি।।

আড়ে দীর্ঘে দশ ক্রোশ পুরী পরিমাণ।
প্রতি মঞ্চে প্রতি রাজা করে অধিষ্ঠান।।
সবাকারে বিধিমতে পূজিল রাজন।
আনন্দ সাগর নীরে ভাসে রাজগণ।।
নানা কথা আলাপনে বসে সর্ব্বজন।
অধিবাস হেতু রাজা করিল গমন।।
কন্যা অধিবাস করি ষষ্ঠ্যাদি অর্চ্চন।
ঘোড়শ মাতৃকা পূজা গন্ধাধিবাসন।।
অগ্নি পূজি গেল রাজা সভায় তখন।
মালিনীর মুখে শুনে শ্রীবৎস রাজন।।
শুনিয়া দেখিব বলি বাঞ্ছা কৈল চিত্তে।
রাজকন্যা ইচ্ছাবরী হয় কোন পাত্রে।।
যতেক নৃপতিগণ সভায় আসিল।
কদম্ব তরুর মূলে শ্রীবৎস বসিল।।
মনোযোগ কর রাজা ধর্ম্মের নন্দন।
বিধির নির্ব্বন্ধ কর্ম্ম কে করে খণ্ডন।।
হাতে চন্দনের পাত্র মালার সহিত।
সভামধ্যে ভদ্রাবতী হৈল উপনীত।।
ভদ্রার রূপের কথা বর্ণন না যায়।
তিলোত্তমা শচীদেবী তার তুল্য নয়।।
লক্ষ্মী-অংশে জন্মি ভদ্রা আইলা অবনী।
রাজার ঋণেতে মুক্তি বাঞ্ছি নারায়ণী।।
সভামধ্যে আসি ভদ্রা করে নিবেদন।
এ সভাতে দেব দ্বিজ আছ যত জন।।
সকলে জানিবে যে আমার নমস্কার।
আজ্ঞা কর, আমি পাই পতি আপনার।।
এত বলি চতুর্দ্দিকে করে নিরীক্ষণ।
হেনকালে শূন্যবাণী হইল তখন।।
কদম্ব-তরুর তলে তোমার ঈশ্বর।
যার লাগি কৈলে তপ দ্বাদশ বৎসর।।
শুনি স্মিতমুখী ভদ্রা করিল গমন।
যথায় বসিয়া আছে শ্রীবৎস্য রাজন।।
নিকটেতে গিয়া ভদ্রা প্রদক্ষিণ করে।
দিলেক চন্দন মাল্য চরণ উপরে।।
দণ্ডবৎ করি ভদ্রা রহে দাণ্ডাইয়া।
যতেক সভার লোক উঠিল হাসিয়া।।
ছি ছি করি দুষ্ট রাজা নিন্দিল অপার।
শিষ্টজন কহে এই কর্ম্ম বিধাতার।।
কাহার ইচ্ছায় কিবা হইবারে পারে।
বিধির নির্ব্বন্ধ কেহ খণ্ডাইতে নারে।।
কায়ার সহিত যেন ছায়ার গমন।
কর্ম্মের নির্ব্বন্ধ এই জানিবে তেমন।।
এইরূপে কথার আলাপে সর্ব্বজন।
যার যেই দেশে যাত্রা কৈল রাজগণ।।
বাহুদেব রাজা চিত্তে অনুতাপ করি।
শীঘ্রগতি উঠি যান নিজ অন্তঃপুরী।।
কহেন কান্দিয়া রাজা মহাদেবী স্থান।
ভদ্রার কপালে হেন কৈল ভগবান।।
এত রাজগণ ছিল, না বরিল কায়।
অন্টত্যজ দেখিয়া চিত্ত মজাইল তায়।।
পুরুষে পুরুষে মোর রহিল অখ্যাতি।
হেন ইচ্ছা হয় মোর, গলে দিই কাতি।।
রাণী কহে, মহারাজ করহ শ্রবণ।
তব চিন্তা মম চিন্তা সব অকারণ।।
হইবে যখন যাহা ঈশ্বরের ইচ্ছা।
তুমি আমি যত চিন্তি, এ সকল মিছা।।
হেলায় সৃজন যার, হেলায় সংহার।
বুঝিবে তাঁহার মায়া, হেন শক্তি কার।।

ভদ্রা তনয়ার বুদ্ধি দিয়াছেন তিনি।
চিন্তা করি কি করিব এবে তুমি আমি।।
রাণীর প্রবোধ বাক্য শুনিয়া রাজন।
মন্ত্রীকে করিল আজ্ঞা শুন সর্ব্বজন।।
বাহিরে আবাস করি দেহত ভদ্রার।
ভক্ষ্য ভোজ্য দেহ শীঘ্র যাহা চাহি তার।।
পুরীর ভিতর আর নাহি প্রয়োজন।
হয়েছে সভার মধ্যে মস্তক মুণ্ডণ। ।
ভদ্রা কন্যা মুখ আমি না দেখিব আর।
বিধাতা করিল মোরে অন্তঃপুরী সার।।
এত কাল ভগবতী করি আরাধন।
কুজাতি কুরূপ বরে বরিল এখন।।
এ সব ভাবিয়া নাহি রুচে অন্নজল।
ইচ্ছা করি আজি মরি প্রবেশি অনল। ।
লোক মাঝে মুখ দেখাইব কোন লাজে।
এ ছার জীবন মোর থাকে কোন কাজে।।
হায় হায় বিধি কেন কৈল হেন রূপ।
ভদ্রা কন্যা লিাগি এল কত শত ভূপ।।
কারে না বরিয়া কৈল দরিদ্রে বরণ।
এমত ভাবিয়া রাজা কান্দয়ে তখন।।
রাণী বলে, মহারাজ হলে হতজ্ঞান।
কারণ করণ কর্ত্তা সেই ভগবান।।
হেলায় সৃজন যাঁর, হেলায় সংহার।
কে বুঝিতে পারে চিত্ত চরিত্র তাঁহার।।
তুমি আমি কর্ম্মপাশে আছি যে বন্ধনে।
মায়ার কারণ এত চিন্তা করি মনে।।
কেবা কার ভাই বন্ধ, কেবা কার পিতা।
অনর্থের হেতু মাত্র বিষয়কামিতা। ।
মায়া মোহ ত্যজ রাজা, ধর্ম্ম কর সার।
যাহা হতে সংসার সমুদ্র হবে পার। ।
এইমত বুঝাইয়া মহিষী রাজনে।
বাহির উদ্যানে গেলা ভদ্রা সন্নিধানে।।
দেখিল আছয়ে ভদ্রা স্বামী বিদ্যমানে।
ইষ্টলাভে মুগ্ধা, নাহি চাহে কারো পানে।।
দেখিয়া রাণীর অতিশয় দুঃখ হৈল।
কোলে নিয়া নিজ বস্ত্রে মুখ মুছাইল।।
জামাতা কন্যাকে নিয়া বাহির আবাসে।
রাখিয়া মধুর ভাষে দোঁহাকারে তোষে।।
এক গৃহে থাক ভদ্রা না ভাবিহ দুঃখ।
দিন কত হৈলে গত পাবে বড় সুখ।।
গৌরী আরাধনা ফল মিথ্যা না হইবে।
কতদিন পরে ভদ্রা রাজরাণী হবে।।
এইরূপে নন্দিনীকে তুষি মহারাণী।
ভিতর মহলে যান যথা নৃপমণি।।
রাজা বলে, মোর ভদ্রা গেল কোথাকারে।
রাণী বলে, রেখে এনু বাহির আগারে।।
ভক্ষ্য ভোজ্য নিয়োজিত করি দিল লোকে।
নিত্য নিত্য পুরী হৈতে নিয়া দিবে তাকে।।
এই মত দুই জন রহিল বাহিরে।
দেখ যুধিষ্ঠির রাজা দৈবে কি না করে।।
বনপর্ব্বে অপূর্ব্ব শ্রীবৎস উপাখ্যান।
কাশী কহে, শুনিলে জন্ময়ে দিব্যজ্ঞান।।

শ্রীবৎস রাজার সহিত চিন্তাদেবীর মিলন

শ্রীবৎসের দুঃখ কথা কহে যদুরায়।
পঞ্চ ভাই জিজ্ঞাসেন কাতর হিয়ায়। ।

দ্রৌপদী কহেন, দেব কহ পুনর্ব্বার।
চিন্তার কি হৈল গতি কেমন প্রকার।।
কিরূপে ভদ্রারে লয়ে বঞ্চিল রাজন।
কহ দেব, শুনিতে ব্যাকুল বড় মন।।
শ্রীকৃষ্ণ বলেন, সবে শুন সেই কথা।
রাজগৃহে মানহীন বঞ্চে রাজা তথা।।
পরগৃহে বঞ্চে, পর অন্নেতে পালিত।
তাঁহার জীবনে ধিক্ মরণ উচিত।।
কষ্টেতে বঞ্চেন রাজা দিবস রজনী।
সান্ত্বনা করেন ভদ্রা কহি প্রিয়বাণী।।
বহুকাল গেল দুঃখে, আছে অল্পকাল।
অচিরে পাইবে রাজ্য শুন মহীপাল।।
জ্ঞানবান্ লোক কভু কাতর না হয়।
স্থির হয়ে ধর্ম্ম করে, ঈশ্বরে ধেয়ায়।।
সুখ দুঃখ দেখ রায় সহযোগে কর্ম্ম।
সুখে উপার্জ্জয়ে ধর্ম্ম, দুঃখেতে অধর্ম্ম।।
ইহা বুঝি মহারাজ শান্তচিত্ত হও।
নিরবধি রামনাম বদনেতে লও।।
না জানহ মহাশয় আছয়ে শমন।
ইহা জানি নরপতি তত্ত্বে দেহ মন।।
ভদ্রার বিনয় বাক্য শুনিয়া রাজন।
অহর্নিশ করে রাজা ঈশ্বরে স্মরণ।।
এরূপে দ্বাদশ বর্ষ হৈল অবশেষ।
শনির ভোগান্ত গত, শুভেতে প্রবেশ।।
হেনকালে একদিন শ্রীবৎস রাজন।
ভদ্রা পতি কহে রায় মধুর বচন।।
তব বাপে কহি কিছু কর্ম্ম দেহ মোরে।
ক্ষীরোদ নদীর তটে দান সাধিবারে।।
শুনিয়া ইঙ্গিতে ভদ্রা মায়েরে কহিল।
রাণীর ইঙ্গিতে রাজা সেইক্ষণে দিল।।
পাইয়া নৃপের আজ্ঞা শ্রীবৎস নৃপতি।
নদীকূলে বসে রাজা হইয়া জগাতি।।
শত শত মহাজন নৌকা বাহি যায়।
তল্লাসী লইয়া তারে পুনঃ ছাড়ি দেয়।।
দেখ যুধিষ্ঠির রাজা দৈবের ঘটনে।
কত দিনে সেই সাধু আইসে ঐ স্থানে।।
দেখিয়া তরণী তার শ্রীবৎস চিনিল।
আটক করিয়া তরী ঘাটেতে রাখিল।।
নিজ জনে আজ্ঞা দিল শ্রীবৎস রাজন।
নৌকা হতে কূলে তোল আছে যত ধন।।
আজ্ঞামাত্র স্বর্ণপাট যতেক আছিল।
তরী হৈতে নামাইয়া কূলে উঠাইল।।
দেখি সদাগর গিয়া নৃপে জানাইল।
তোমার জামাতা মোর সর্ব্বস্ব লুটিল।।
শুনি রাজা ক্রোধচিত্তে জামাতারে বলে।
কে হেতু সাধুর সব স্বর্ণপাট নিলে।।
শ্রীবৎস বলেন, রাজা করহ শ্রবণ।
সাধু নহে, এই বেটা দুষ্ট মহাজন।।
এই স্বর্ণপাট যদি করে দুইখান।
তবেত উহার স্বর্ণ সকলি প্রমাণ।।
শুনি সদাগরে ডাকি কহেন নৃপতি।
স্বর্ণপাট দুইখণ্ড কর শীঘ্রগতি।।
একখানি পাট যদি দুইখানি হয়।
তবেত তোমার স্বর্ণ হইবে নিশ্চয়।।
এ কথা শুনিয়া সাধু কুঠার আনিয়া।
খুলিতে করিল যত্ন স্বর্ণপাট নিয়া।।
খুলিতে নারিল সাধু, মহালজ্জা পায়।
তবেত শ্রীবৎস রাজা কহিছে সভায়।।

খুলিতে নারিল সাধু, পাইলে প্রমাণ।
আমি খুলি স্বর্ণপাট করি দুইখান।।
স্বর্ণপাট হাতে করি শ্রীবৎস রাজন।
তাল বেতালেরে তবে করেন স্মরণ।।
স্মরণ করিবামাত্র দুইখান হয়।
দেখিয়া সভার লোক মানিল বিস্ময়।।
সম্ভ্রমে উঠিয়া রাজা যোড়করে কয়।
কহ বাপু কেবা তুমি হও মায়াময়।।
দেবতা গন্ধর্ব্ব যক্ষ কিবা নাগ নর।
মায়া করি ভদ্রা নিতে এলে গুণাকর।।
বুঝি মোর ভদ্রার ভাগ্যের নাহি সীমা।
সত্য করি কহ বাপু, না ভাণ্ডিহ আমা।।
শ্বশুরের বাক্য শুনি শ্রীবৎস নৃপতি।
কহিতে লাগিল তবে মধুর ভারতী।।
শুন শুন মহারাজ মম নিবেদন।
নীচে কি উত্তম বিধি করান মিলন।।
সমানে সমানে ধাতা করান সংযোগ।
সুখ দুঃখ হয় রাজা শরীরের ভোগ।।
মৃত্যু সম বনে দুঃখ দ্বাদশ বৎসর।
শনির পীড়নে আইনু তোমার নগর।।
ধাতার নির্ব্বন্ধে করি ভদ্রারে গ্রহণ।
ভয় নাহি মহারাজ, নহি নীচ জন।।
শুন নরপতি তুমি মোর বিবরণ।
প্রাগদেশ পতি আমি শ্রীবৎস রাজন।।
চিরদিন ধর্ম্ম ন্যায়ে রাজ্য পালি আমি।
দৈব্যের বিপাক রাজা, জ্ঞাত হও তুমি।।
একদিন শনি সহ জলধি কুমারী।
দোঁহে দ্বন্দ্ব করি আসে মম বরাবরি।।
লক্ষ্মী কহে, আমি পূজ্যা সকল সংসারে।
শনি বলে, আমি শ্রেষ্ঠ যত চরাচরে।।
এইমত দ্বন্দ্ব করি আসিদুই জন।
আমারে কহিল, কহ শ্রেষ্ঠ কোন্ জন।।
শুনিয়া হৃদয়ে মোর হৈল বড় ভয়।
কাহারে কহিব শ্রেষ্ঠ, কি হবে উপায়।।
উভয়ে বলিনু, কল্য আসিহ প্রভাতে।
ইহার প্রমাণ কালি বুঝিব মনেতে।।
বিদায় হইয়া দোঁহা করিল গমন।
আমার ভাবনা হৈল, কি করি এখন।।
কেবা ছোট, কেবা বড় কহিতে না পারি।
অনেক ভাবিয়া চিত্তে অনুমান করি।।
স্বর্ণ রৌপ্য সিংহাসন করি দুইখানি।
দুইভিতে সিংহাসন, মধ্যে থাকি আমি।।
সভা করি উপবিষ্ট রহিনু তথায়।
দুই জন আইলেন প্রভাত সময়।।
দোঁহে দে সম্ভ্রমেতে বসাই ঝটিতি।
কাতর অন্তরে আমি করি বহু স্তুতি।।
তুষ্ট হয়ে দুই জন বসে সিংহাসনে।
শনি বসে বামে আর কমলা দক্ষিণে।।
আমারে জিজ্ঞাসে দোঁহে সহাস্য বদন।
শুনিয়া উত্তর আমি করিনু তখন।।
আপনা আপনি দোঁহে ভাবি দেখ মনে।
দক্ষিণেতে শ্রেষ্ঠ বলি, বামে সাধারণে।।
এত শুনি ক্রোধী হয়ে শনি মহাশয়।
অল্পদোষে গুরুদণ্ড করিল আমায়।।
রাজ্যনাশ বনবাস স্ত্রী বিচ্ছেদ হৈল।
মরণ অধিক দুঃখ মোরে ডুবাইল।।
শ্রীবৎস মুখেতে শুনি এ সব ভারতী।
এস্ত হয়ে বাহুরাজ উঠে শীঘ্রগতি।।

যোড়হাত করি রাজা করেন স্তবন।
ক্ষমহ আমার দোষ, অজ্ঞাত কারণ।।
শুভক্ষণে ভদ্রাকন্যা কুলে উপজিল।
তাহার কারণে তোমা দরশন হৈল।।
সার্থক সেবিল গৌরী আমার নন্দিনী।
এতদিনে আপনাকে ধন্য বলে মানি।।
ধন্য মোর কুলে ভদ্রা তনয়া হইল।
ঘরে বসি তোমা হেন রত্ন মিলাইল।।
এত দিন আছিলাম হইয়া অস্থির।
অমৃতাভিষিক্ত আজি হইল শরীর।।
পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত পুণ্য কতেক আছিল।
সেই ফলে ভদ্রা কন্যা তোমারে পাইল।।
কাতর হইয়া রাজা পড়িল ধরণী।
শ্রীবৎস কহিছে, তব শুন মম বাণী।।
লঘুজনে এতাদৃশ নহে ত উচিত।
শীঘ্র করি মহারাজ চিন্ত মম হিত।।
নৌকাপরে চিন্তা মম আছেন বন্ধন।
শীঘ্র করি তারে রাজা করহ মোচন।।
শুনি বাহু নরপতি উঠে শীঘ্রগতি।
পাত্র মিত্রগণ সবে চলিল সংহতি।।
নদীতীরে গিয়া দেখে নৌকার উপরে।
চিন্তাদেবী আছে তথা কাতর অন্তরে।।
কহিতে লাগিল রাজা চিন্তাদেবী প্রতি।
দুঃখকাল গেল মাতা, উঠ শীঘ্রগতি।।
তোমার বিচ্ছেদ দুঃখী শ্রীবৎস রাজন।
উঠ মাতা, দোঁহে গিয়া কর গো মিলন।।
জরাযুত চিন্তা অঙ্গ দেখিয়া রাজন।
জিজ্ঞাসিল চিন্তা প্রতি তার বিবরণ।।
পলিত গলিত কেন পতিব্রতা দেহ।
জয়াযুত অঙ্গ কেন বিস্তারিয়া কহ।।
শুনি চিন্তা ধীরে ধীরে কহে মৃদুভাষে।
জরাযুত অঙ্গ কথা শুন ইতিহাসে।।
এই সদাগর যায় বাণিজ্য করিতে।
আটক হইল তরী দৈবের দোষেতে।।
হেনকালে দৈবজ্ঞ এক আসিল তথা।
সদাগর পুছে দৈবজ্ঞ তরীর কথা।।
দৈবজ্ঞ কহে, সতী হইবে যে রমণী।
সে স্পর্শিলে তরী তবে উঠিবে এখনি।।
কাঠুরে রমণীগণ যতেক আছিল।
ক্রমে ক্রমে সদাগর সবে আনাইল।।
সকলে ছুঁইল তরী, না হৈল উদ্ধার।
পশ্চাতে আমারে গিয়া ডাকে বারবার।।
বিস্তর বিনয় করি আমারে কহিল।
কাতর দেখিয়া মোর দয়া উপজিল।।
দয়া করি উদ্ধারিয়া দিনু যদি তরী।
দুষ্ট দুরাচার চিত্তে দুষ্টবুদ্ধি করি।।
আমাকে তুলিয়া নিল নৌকার উপর।
ভয় পেয়ে মম অঙ্গ কাঁপে থর থর।।
অতি ভয়ে সূর্য্যদেবে করিলাম স্তুতি।
স্তবে তুষ্ট হইলেন সূর্য্য মম প্রতি।।
আমি কহিলাম, দেব মোর রূপ লহ।
জরাযুত অঙ্গে এবে মোরে দান দেহ।।
স্তবে তুষ্ট হয়েবর দিল সেইক্ষণ।
মায়া অঙ্গ দিয়া মোরে কহিল তখন।।
স্মরণ করিবামাত্র নিজরূপ পাবে।
চিন্তা না করিহ চিন্তা মাহরাণী হবে।।
দৈবগ্রহ ঘুচিলে পাইবে নৃপবর।
কিছুদিন শুদ্ধচিত্তে ভাবহ ঈশ্বর।।

শুন মহারাজ মম জরার ভারতী।
দুঃখ শুনি কান্দে তবে বাহু নরপতি।।
তুমি সতী পতিব্রতা, পতি অনুরতা।
ত্রিভুবন তব গুণ স্মরিবেক মাতা।।
সূর্য্যের চিন্তায় চিন্তা নিজরূপ পাইল।
যেমন পূর্ব্বের রূপ তেমতি হইল।।
রাজা কহে, চতুর্দ্দোল আন শীঘ্রগতি।
চিন্তা কহে, চল যাই প্রভুর বসতি।।
এত বলি পদব্রজে চলিলেন সতী।
যথায় উদ্বেগ চিত্ত শ্রীবৎস নৃপতি।।
নিকটেতে গিয়া চিন্তা প্রদক্ষিণ করে।
প্রণিপাত করি কহে স্বামী বরাবরে।।
দেখি তবে আস্তে ব্যাস্তে উঠিয়া রাজনে।
বামপার্শ্বে বসাইল নিজ সিংহাসনে।।
চিরদিন বিচ্ছেদেতে ছিল দুই জন।
দোঁহার মিলনে দোঁহে আনন্দিত মন।।
প্রেমাবেশে অবসন্ন হৈল দুই জন।
পুনঃ পুনঃ আলিঙ্গন বদন চুম্বন।।
বিনোদ শয্যায় রাজা করিল শয়ন।
চিন্তা ভদ্রা পদ সেবা করে দুই জন।।
নানা হাস্যে নানা রসে শ্রীবৎস রাজন।
অতি আনন্দেতে করে নিশা সমাপন।।
প্রভাত সময়ে বার দিয়া বাহু রাজা।
শ্রীবৎস চিন্তারে তবে করে বহু পূজা।।
আনন্দেতে সভাতলে বসে সর্ব্বজন।
নানা শাস্ত্র আলাপন করে জনে জন।।
পুণ্যশ্লোক শ্রীবৎস চিন্তা মিলন-কথা।
শ্রীব্যাসদেব বিরচিত অপূর্ব্ব গাথা।।
কাশীরাম দাস রচে পয়ার প্রবন্ধে।
ভক্তিতে শুনিলে দিব্যচক্ষু লভে অন্ধে।।

স্বরূপ মূর্ত্তিতে শনির আবির্ভাব ও শ্রীবৎস রাজাকে বরদান

প্রভাতে বাহুক রাজা, লইয়া যতেক প্রজা,
বসিয়াছে সানন্দ বিধানে।
এ হেন সময় শনি, করিছে আকাশবাণী,
শুন সভাপাল সর্ব্বজনে।।
দেবতা গন্ধর্ব্ব যক্ষ, সকলি আমার পক্ষ,
সকলে আমারে শ্রেষ্ঠ জানে।
বিদ্যাধরী বিদ্যাধর, রাক্ষস কিন্নর নর,
সবে মানে, শ্রীবৎস না মানে।।
মনুষ্য হইয়া মোরে, অত্যন্ত অবজ্ঞা করে,
কত সব অবজ্ঞা তাহার।
সুরাসুর যারে ডরে, মনুষ্য অবজ্ঞা করে,
বুঝে সবে করিয়া বিচার।।

কহিতে কহিতে শনি, আইল মরতভূমি,
যথা সভামধ্যে সর্ব্বজন।
আরক্ত লোচন পিঙ্গ, মহাজ্যোতি কৃষ্ণ অঙ্গ,
পরিধান সুরক্ত বসন।।
তেজোময় দেখি আভা, উজ্জ্বল হইল সভা,
অতি ভয় পায় সভাজন।
আস্তে ব্যস্তে সর্ব্বজনে, দাণ্ডাইল বিদ্যামানে,
স্তব করে শ্রীবৎস রাজন।।
তুমি সকলের সার, তোমা বিনা নাহি আর,
ত্রিভুবনে করয়ে পূজন।
সর্ব্ব ঘটে ভুঞ্জ তুমি, তুমি সকলের স্বামী,
নবগ্রহরূপী জনার্দ্দন।।
আমি মূর্খ মুঢ় জন, কি জানি তোমার গুণ,
জ্ঞানহীন তোমারে না চিনি।
বারেক করহ দয়া, ত্যজিয়া কপট মায়া,
বরদাতা হও মহামানী।।
এরূপে শ্রীবৎস ভূপ, স্তব করে বহুরূপ,
স্তবে তুষ্ট হয়ে শনি কয়।
শুন ওহে মহারাজা, করহ আমার পূজা,
আর তব নাহি কিছু ভয়।।
দেশে যাহ নরবর, একচ্ছত্রে রাজ্যেশ্বর,
রবে দশ হাজার বৎসর।
পুত্র পাবে শত জন, কন্যারত্ন মহাধন,
অন্তেবাস বৈকুণ্ঠ নগর।।
মম সহ করি বাদ, হৈল তব এ প্রমাদ,
পৃথিবীতে রহিল ঘোষণ।
যে তোমার নাম লবে, তার মনোব্যথা যাবে,
শুন ওহে শ্রীবৎস রাজন।।
শ্রীবৎসেরে দিয়া বর, অন্তর্দ্ধান শনৈশ্চর,

চলিলেন আপন ভবনে।
ভবার্ণবে ভয় বাসি, বন্দনা করিল কাশী,
বনপর্ব্বে শ্রীবৎস রাজনে।।

www.bengaliebook.com

দুই রাজ্ঞী সহ শ্রীবৎস রাজার স্বরাজ্যে গমন

যুধিষ্ঠির জিজ্ঞাসেন, কহ গদাধর।
বরদাতা হয়েশনি গেল অতঃপর।।
তদন্তরে বাহু রাজা শ্রীবৎস নৃপতি।
কি করিল বিস্তারিয়া কহ লক্ষ্মীপতি।।
মাধব কহেন, রাজা কর অবধান।
বর দিয়া শান যদি গেল নিজ স্থান।।
আনন্দিত বাহু রাজা পুত্রের সহিত।
নট নটী আনাইয়া গাওয়াইল গীত।।
নানা বাদ্য মহোৎসব প্রতি ঘরে ঘরে।
হাস্য পরিহাসে কেহ পাশাক্রীড়া করে।।
অস্ত্র লোফালুফি করে, ধানুকী তবকী।
কেহ ভোজ বিদ্যা খেলে চক্ষে দিয়া ফাঁকি।।
বাদ্য অন্বেষণ কেহ করে কোন স্থানে।
কেহ নাচে, কেহ গায়, আনন্দ বিধানে।।
রোপাইল সারি সারি গুবাক কদলী।
চন্দনের ছড়া দিয়া নাশিলেক ধূলি।।
দিব্য রত্ন অলঙ্কারে বেশ ভূষা করে।
অগুরু চন্দন চূয়া পুষ্পমালা পরে।।
যতনে পরয়ে কেহ উত্তম বসন।
কোন নারী ত্বরা করি করিল রন্ধন।।
চর্ব্ব চুষ্য লেহ্য পেয় করি আয়োজন।
কোন কোন স্থানে হয় ব্রাহ্মণ ভোজন।।
নগরের মধ্যে এই হইল ঘোষণ।
মালিনীর গৃহে ছিল শ্রীবৎস রাজন।।
ধন্য বাহুরাজ ঘরে ভদ্রা জন্মেছিল।
যাহা হতে বাহুরাজা শ্রীবৎস পাইল।।
এইরূপে মহানন্দে রহে সর্ব্বজন।
কত দিন বঞ্চে তথা শ্রীবৎস রাজন।।
একদিন প্রভাতে করিয়া স্নান দান।
যান রাজা সানন্দে শ্বশুর সন্নিধান।।
করযোড়ে করি কহে শ্রীবৎস রাজন।
অবধান কর রায় মোর নিবেদন।।
আজ্ঞা কর নিজ দেশে করিব গমন।
বহুদিন দেখি নাই জ্ঞাতি বন্ধুগণ।।
বাহুরাজা কহে বাপু কি কথা কহিলে।
পূর্ব্ব পুণ্যফলে বিধি তোমারে মিলালে।।
এই রাজ্যে রাজা তাত হইবে আপনি।
কি কারণে হেন কথা কহ নৃপমণি।।
রাজা কহে, যত কহ স্নেহের কারণ।
অদ্য আমি নিজ রাজ্যে করিব গমন।।
নিশ্চয় বুঝিয়া মন বাহু নৃপবর।
সারথিরে আজ্ঞা তবে করিল সত্বর।।
আজ্ঞামাত্র সারথি চলিল শীঘ্রগতি।
রথ সাজি সেইক্ষণে আনিল সারথি।।
রাজা বলে, সৈন্যগণ সাজ সর্ব্বজন।
শ্রীবৎস কহিল রায় নাহি প্রয়োজন।।
দক্ষিণ সমুদ্র পারে আমার বসতি।
সৈন্য সেনা কেমনে যাইবে ঘোড়া হাতী।।
রাজা বলে কেমনে যাইবে তুমি তথা।
শ্রীবৎস বলিল, রাজা উপায় দেবতা।।
তাল বেতালের রাজা করিল স্মরণ।
স্মরণমাত্রেতে তারা আসে দুই জন।।
হাসিয়া কহিল দোঁহে কি আজ্ঞা করহ।
শ্রীবৎস কহিল, মোরে নিজ রাজ্যে লহ।।
শ্বশুরে প্রণাম করি উঠে রথোপরে।
চিন্তা ভদ্রা বলি নৃপ ডাকিল সত্বরে।।

www.bengaliebook.com

দোঁহে বাহুরাজ পদে বিদায় মাগিল।
চিন্তা ভ্রদা দোঁহে আসি রথে আরোহিল।।
চূড়ায় বসিল তাল বেতাল সারথি।
বায়ুবেগে যায় রথ সুললিত গতি।।
নিমেষেতে দশ হাজার যোজন যান।
রাজা কহে, কহ তাল এই কোন্ স্থান।।
তাল কহে, এই দেখ সুরভি আশ্রম।
কহিতে কহিতে পায় কাঠুরে ভবন।।
তাল কহে, মহারাজ কর অবধান।
পোড়া মৎস্য জলে গেল, দেখ সেই স্থান।।
ভাঙ্গা নায় শনি আসি কাঁথা হরে নিল।
নিমেষেতে সেই স্থান পশ্চাৎ হইল।।
ক্রমেতে পাইল আসি আপন ভবন।
তাল কহে, নিজ রাজ্যে আইলা রাজন।।
রথ হৈতে রাজা রাণী নামি তিন জন।
পদব্রজে ধীরে ধীরে করেন গমন।।
শুনিল নগরলোক আইল রাজন।
মত শরীরেতে যেন পাইল জীবন।।
বাম পার্শ্বে দুই রাণী সিংহাসনে রাজা।
পাত্র মিত্র সবে আসি করিলেক পূজা।।
পূর্ব্বের সুহৃদ বন্ধু যতেক আছিল।
ক্রমেতে আসিয়া সবে একত্র হইল।।
বান্ধব সানন্দ, নিরানন্দ রিপুগণ।
পূর্ব্বমত রাজা রাজ্য করেন শাসন।।
চিন্তা ভদ্রা দুই রাণী পরম সুশীলা।
ক্রমে ক্রমে শত পুত্র দোঁহে প্রসবিলা।।
দুই রাণী গর্ভে জন্মে দুই কন্যা ধন।
অমৃতেতে অভিষ্ক্তি হইল রাজন।।
বহুকাল রাজ্য করে শ্রীবৎস রাজন।
ধর্ম্ম কর্ম্ম করে যত না যায় বর্ণন।।
রাজসূয় অশ্বমেধ করে বার বার।
দানেতে দরিদ্র কেহ না রহিল আর।।
দীর্ঘকাল রাজ্য করি পরম কৌতুকে।
অন্তকালে রাণী সহ গেল বিষ্ণুলোকে।।
অতএব যুধিষ্ঠির করি নিবেদন।
দৈবাধীন কর্ম্মে শোক করা অকারণ।।
শ্রীবৎস চরিত্র আর শনির মাহাত্ম্য।
যেবা শুনে, যেবা পড়ে সে হয় পবিত্র।।
কদাচ শনির কোপ তাহারে না হয়।
শাস্ত্রের বচন এই নাহিক সংশয়।।
যে জন শনির ধ্যান করে বারো মাস।
বিপদ না হয় তার কহে কাশীদাস।।

শ্রীকৃষ্ণের দ্বারকায় প্রস্থান

এত বলি জগন্নাথ মাগেন মেলানি।
সবারে সম্ভাষ করিলেন চক্রপানি।।
সুভদ্রা সৌভদ্র দোঁহে সঙ্গেতে করিয়া।
দ্বারকা গেলেন হরি রথ চালাইয়া।।
ধৃষ্টদ্যুম্ন লয়ে ভাগিনেয় পঞ্চজন।
সসৈন্যে পাঞ্চাল দেশে করিল গমন।।
আর যেই দুই ভার্য্যা পাণ্ডবের ছিল।
নিজ নিজ ভ্রাতৃসহ ভ্রাতৃদেশে গেল।।
পুণ্যকথা ভারতের শুনে পুণ্যবান।
পৃথিবীতে সুখ নাহি ইহার সমান।।

পাণ্ডবগণে দ্বৈতবনে গমন ও মার্কণ্ডেয় মুনির আগমন

দ্বারকা নগরে চলিলেন যদুপতি।
যুধিষ্ঠির জিজ্ঞাসেন ভ্রাতৃগণ প্রতি।।
দ্বাদশ বৎসর আমি নিবসিব বনে।
যোগ্যবান দেখ যথা বঞ্চি হৃষ্টমনে।।
বহু মৃগ পক্ষী থাকে ফল পুষ্পরাশি।
সজল সুস্থল যথা আছে সিদ্ধ ঋষি।।
অর্জ্জুন বলেন, সব তোমাতে গোচর।
মুনিগণ হৈতে তুমি জ্ঞাত চরাচর।।
দ্বৈতনামে মহাবন অতি মনোরম।
সাধু সিদ্ধ ঋষি আদি মুনির আশ্রম।।
তথায় চলহ সবে যদি লয় মন।
এত শুনি আজ্ঞা দেন ধর্ম্মের নন্দন।।
নিজ নিজ যানারোহে চলেন পাণ্ডব।
সঙ্গেতে চলিল যত দ্বিজ মুনি সব।।
দ্বৈত কাননের গুণ না যায় বর্ণন।
গন্ধর্ব্ব চারণ থাকে মুনি অগণন।।
তমাল কদম্ব তাল শিরীষ পিয়াল।
অর্জ্জুন খর্জ্জুর জম্বূ আম্র সুরসাল।।
পারিজাত বকুল চম্পক কুরুবক।
নানা জাতি পশু হস্তিগণ মরূবক।।
ময়ূর কোকিল আদি পক্ষী সদা ভ্রমে।
ষড়ঋতুযুক্ত বন লোক মনোরমে।।
দেখিয়া উল্লাসযুক্ত পাণ্ডবের মন।
আশ্রম করিল তথা সব মুনিগণ।।
সেই বনে যত ছিল তাপস ব্রাহ্মণ।
যুধিষ্ঠিরে আসি সবে করে সম্ভাষণ।।
হেনকালে আসে মার্কণ্ডেয় মুনিবর।
জমদগ্নি সম তেজ দিব্য জটাধর।।
প্রণমিয়া যুধিষ্ঠির দিলেন আসন।
যুধিষ্ঠিরে দেখিয়া হাসিল তপোধন।।
দেখিয়া বিস্ময়চিত্ত কহেন ভূপতি।
কি হেতু হাসিলা, কহ মুনি মহামতি।।
সব ঋষিগণ দুঃখী দেখিয়া আমারে।
তোমার কি হেতু হাস্য, না বুঝি অন্তরে।।
মৃদু হাস্য করি মুনি বলেন তখন।
যে হেতু হাস্য, শুনহ রাজন।।
যেমতি রাজন তুমি ভার্য্যার সংহতি।
সর্ব্বভোগ ত্যজি বনে করিলে বসতি।।
এইরূপে পূর্ব্বে রাম রঘুর নন্দন।
সহিত জানকী আর অনুজ লক্ষ্মণ।।
পিতৃসত্য পালিবারে করি বনবাস।
অবহেলে দশস্কন্ধে করিলেন নাশ।।
অপ্রমেয় বল রাম অপ্রমেয় গুণ।
সত্যে বিচলিত নাহি হন কদাচন।।
তিন লোক জিনিবারে ইঙ্গিতেতে পারে।
সত্যের কারণ শিরে জটাভার ধরে।।
তাদৃশ দেখি যে রাজা তুমি সত্যবাদী।
মহাবল ধর্ম্মবন্ত সর্ব্বগুণনিধি।।
তথাপি বনেতে বাস সত্যের কারণ।
বিধির নিয়ম নাহি খণ্ডে মহাজন।।
যখন যে ধাতা আনি করয়ে সংযোগ।
ধর্ম্ম বুঝি সাধুজন তাহা করে ভোগ।।
বলে শক্ত হলে, সত্য নাহিক ত্যজিবে।
বিধির নির্ব্বন্ধ কর্ম্ম কভু না লঙ্ঘিবে।।

বড় বড় মত্ত হস্তী পর্ব্বত আকার।
পরাক্রমে দলিবারে পারয়ে সংসার।।
তথাপিহ পশু হয়ে বিধিবশ থাকে।
কিমতে খণ্ডিতে পারে তোমা হেন লোকে।।
ধন্য মহারাজ তুমি পাণ্ডুর নন্দন।
তোমার গুনেতে পূর্ণ হৈল ত্রিভুবন।।
এত বলি মুনিরাজ আশিস্ করিয়া।
আপন আশ্রম প্রতি গেলেন চলিয়া।।
মহাভারতের কথা অমৃত লহরী।
কাশী কহে, শুনিলে তরয়ে ভাববারি।।

দ্রৌপদীর খেদোক্তি

দ্বৈতবন মধ্যে পঞ্চ পাণ্ডুর নন্দন।
ফলমূলাহার জটা বাকল ভূষণ।।
একদিন কৃষ্ণা বসি যুধিষ্ঠির পাশে।
কহিতে লাগিল দুঃখ সকরুণ ভাষে।।
এ হেন নির্দ্দয় দুরাচার দুর্য্যোধন।
কপট করিয়া তোমা পাঠাইল বন।।
কিছুমাত্র তব দোষ নাহি তার স্থানে।
এ হেন দারুণ কর্ম্ম করিল কেমনে।।
কঠিন হৃদয় তার, লোহাতে গঠিল।
তিল মাত্র তার মনে দয়া না জন্মিল।।
তোমার এ গতি বনে দেখি নরপতি।
সহনে না যায়, মোর সন্তাপিত মতি।।
রতনে ভূষিত শয্যা, নিদ্রা না আইসে।
এখন শয়ন রাজা তীক্ষ্মধার কুশে।।
কস্তুরী চন্দনেতে লেপিত কলেবর।
এখন হইল ধনু ধূলায় ধূসর।।
মহারাজগণ যার বসিত চৌপাশে।
তপস্বী সহিত থাক তপস্বীর বেশে।।
লক্ষ লক্ষ দ্বিজ যার স্বর্ণপাত্রে ভুঞ্জে।
এবে ফলমূল ভক্ষ্য অরণ্যের মাঝে।।
এই সব ভ্রাতৃগণ ইন্দ্রের সমান।
ইহা সবা প্রতি নাহি কর অবধান।।
মলিন বদন ক্লিষ্ট দুঃখেতে দুর্ব্বল।
হেঁটমুখে সদা থাকে ভীম মহাবল।।
ইহা দেখি রাজা তব নাহি জন্মে দুখ।
সহনে না যায় মম, ভাসিতেছে বুক।।
ভীম সম পরাক্রমে নাহি ত্রিভুবনে।
ক্ষণমাত্রে সংহারিতে পারে কুরুগণে।।
সকলি ত্যজিল রাজা তোমার কারণ।
কিমতে এ সব দুঃখ দেখহ রাজন।।
এই যে অর্জ্জুন কার্ত্তবীর্য্যের সমান।
যাহার প্রতাতে সুরাসুর কম্পমান।।
পৃথিবীতে বসে যত রাজরাজেশ্বর।
রাজসূয়ে খাটাইল করিয়া কিঙ্কর।।
মলিন বসন রহে মলিন বদনে।
ইহা দেখি রাজা তব দুঃখ নাহি মনে।।
সুকুমার মাদ্রীসুত দুঃখী অধোমুখ।
ইহা দেখি রাজা তব নাহি জন্মে দুখ।।
ধৃষ্টদ্যুন্ন স্বসা আমি দ্রুপদ নন্দিনী।
তুমি হেন মহারাজ, আমি হই রাণী।।
মম দুঃখ দেখি রাজা তাপ না জন্ময়।
ক্রোধ নাহি তব মনে, জানিনু নিশ্চয়।।
ক্ষত্র হয়ে ক্রোধ নাহি, নাহি হেন জন।
তোমাতে নাহিক রাজা ক্ষত্রিয় লক্ষণ।।

সময়েতে যেই বীর তেজ নাহি করে।
হীন জন বলি কহে সকলে তাহারে।।
এই অর্থে পূর্ব্বে রাজা আছয়ে সম্বাদ।
দৈত্যপতি বলি প্রতি বলিছে প্রহ্লাদ।।
করযোড়ে বলি জিজ্ঞাসিল পিতামহে।
ক্ষমা তেজ উভয়ের ভাল কারে কহে।।
সর্ব্বধর্ম্ম অভিজ্ঞ প্রহ্লাদ মহামতি।
কহিতে লাগিল শাস্ত্রমত পৌত্র প্রতি।।
সদা ক্ষম না হইবে, সদা তেজোবন্ত।
সদা ক্ষমা করে, তার দুঃখে নাহি অন্ত।।
শত্রুর আছুক কার্য্য মিত্র নাহি মানে।
অবজ্ঞা করিয়া কেহ, বাক্য নাহি শুনে।।
কার্য্যে অবহেলা করে, নাহি কিছু ভয়।
যথা স্থানে যাহা করে, ক্রমে হয় লয়।।
পুত্র কন্যা আর যত আত্ম পরিজন।
অতি ক্ষমাশীল দেখি করয়ে হেলন।।
অতি ক্ষমাশীল দেখি ভার্য্যা নাহি মানে।
সে কারণে সদা ক্ষমা ত্যজে বুধগণে।।
দোষমত দণ্ড দিবে শাস্ত্র অনুসারে।
মহাক্লেশ পায়, যেই সদা ক্ষমা করে।।
ক্ষমার কারণ তবে শুন নরপতি।
একবার করে ক্ষমা মূর্খ জন প্রতি।।
অবোধ অজ্ঞানে ক্ষমা করি একবার।
দুইবার দোষ কৈলে দণ্ড দিবে তার।।
দুইবার ক্ষমা কেহ না করে রাজন।
কত দোষ তোমার না কৈল দুর্য্যোধন।।
সে কারণে ক্ষমা রাজা না কর তাহারে।
তেজকালে কর তেজ, ক্ষমা ফেল দূরে।।
মহাভারতের কথা অমৃত সমান।
কাশীদাস কহে, ইহা বিনা নাহি আন।।

যুধিষ্ঠির- দ্রৌপদী সংবাদ

দ্রৌপদীর বাক্য শুনি ধর্ম্ম নরপতি।
করেন উত্তর তার ধর্ম্মশাস্ত্র নীতি।।
ক্রোধ সম পাপ দেবী নাহিক সংসারে।
প্রত্যক্ষে শুনহ, ক্রোধ যত পাপ ধরে।।
গুরু লঘু জ্ঞান নাহি থাকে ক্রোধকালে।
অকথ্য কথন দেবী ক্রোধ হৈলে বলে।।
আছুক অন্যের কার্য্য আত্মা হয় বৈরী।
বিষ খায়, ডুবে মরে, অঙ্গে অস্ত্র মারি।।
সে কারণে বুধগণ সদা ক্রোধ ত্যজে।
অক্রোধ যে লোক, তাকে সর্ব্বলোকে পূজে।।
ক্রোধে পাপ, ক্রোধে তাপ, ক্রোধে কুলক্ষয়।
ক্রোধে সর্ব্বনাশ হয়, ক্রোধে অপচয়।।
জপ তপ সন্ন্যাস ক্রোধীর অকারণ।
রজোগুণে ক্রোধী বিধি করিল সৃজন।।
হেন ক্রোধ যেই জন জিনিবারে পারে।
ইহলোক পরলোক অবহেলে তরে।।
সময়েতে তেজ দেখাইবে সমুচিত।
ক্রোধে মহাপাপ না করিবে কদাচিত।।
ক্ষমা সম ধর্ম্ম দেবী অন্য ধর্ম্ম নয়।
পূর্ব্বেতে কশ্যপ মুনি করিল নির্ণয়।।
অষ্টাঙ্গ বেদাঙ্গ যজ্ঞ মহাদান ধ্যান।
ক্ষমাশীল জনে সর্ব্বদা দীপ্যমান।।
পৃথিবীকে ধরিয়াছে ক্ষমাবন্ত জনে।

আমা সম জন ক্ষমা ত্যজিবে কেমনে।।
সেই হেতু দ্রৌপদী ত্যজহ ক্রোধ মন।
শত অশ্বমেধ ফর অক্রোধী যে জন।।
দুর্য্যোধন না ক্ষমিল, আমি না ক্ষমিব।
এইক্ষণে কুরুবংশ সকল মজাব।।
কুরুবংশ দেখ দেবী মম পুণ্যভার।
মোর ক্রোধ হৈলে বংশ হইবে সংহার।।
ভীষ্ম দ্রোণ বিদুরাদি বুঝাইবে সবে।
সবাকারে দুর্য্যোধন তিরস্কৃবে যবে।।
আপনার দোষে তারা হইবে সংহার।
পূর্ব্বে করিয়াছি আমি এমন বিচার।।
কৃষ্ণা বলে, সেই বিধাতারে নমস্কার।
যেই জন হেনরূপ করিল সংসার।।
সেইজন যাহা করে, সেইমত হয়।
মনুষ্যের শক্তিবলে কিছু সাধ্য নয়।।
যজ্ঞ দান তপ ব্রহ বহু আচরিলে।
দ্বিজসেবা দেবপূজা কতই করিলে।।
ধিক্ ধিক্ বিধি তার কৈল হেন গতি।
ধর্ম্ম হেতু পঞ্চ ভাই পাইলে দুর্গতি।।
ধর্ম্ম হেতু সব ত্যজি আইলে বনেতে।
চারি ভাই আমাকেও পারহ ত্যজিতে।।
তথাপিহ ধর্ম্ম নাহি ত্যজিলে রাজন।
কায়ার সহিত যেন ছায়ার গমন।।
যেই জন ধর্ম্ম রাখে , তারে ধর্ম্ম রাখে।
নাহিক সন্দেহ, শুনিয়াছি ব্যাস মুখে।।
তোমারে না রাখে ধর্ম্ম কিসের কারণে।
এই ত বিস্ময় ব হয় মম মনে।।
তোমার যতেক ধর্ম্ম বিখ্যাত সংসার।
সর্ব্ব ক্ষিতীশ্বর হয়ে নাহি অহঙ্কার।।
শ্রেষ্ঠ জন, হীন জন, দেখহ সমান।
সহাস্যবদনে সদা কর নানা দান।।
লক্ষ লক্ষ বিপ্রগণ স্বর্ণপাত্রে ভুঞ্জে।
আমি করি পরিচর্য্যা সেবা হেতু দ্বিজে।।
দিতাম সুবর্ণপাত্র দ্বিজে আজ্ঞামাত্রে।
এখন বনের ফল ভুঞ্জ বনপত্রে।।
রাজসূত্র অশ্বমেধ সুবর্ণ গো সব।
আর সব বহু যজ্ঞ দান মহোৎসব।।
সে সব করিতে বুদ্ধি হইল তোমায়।
সর্ব্বস্ব হারিলে রাজা কপট পাশায়।।
যে বনের মধ্যে রাজা চোর নাহি থাকে।
তথায় নিযুক্ত বিধি করিল তোমাকে।।
এখন সে ধর্ম্ম তুমি করিবে কেমনে।
রাজ্যহীন ধনহীন বসতি কাননে।।
ধিক্ বিধাতারে এই, করে হেন কর্ম্ম।
দুষ্টাচার দুর্য্যোধন করিল অধর্ম্ম।।
তাহারে নিযুক্ত কেন পৃথিবীর ভোগ।
তোমারে করিল বিধি এমন সংযোগ।।
যুধিষ্ঠির কহে, কৃষ্ণা উত্তম কহিলে।
কেবল করিলে দোষ, ধর্ম্মেরে নিন্দিলে।।
আমি যত কর্ম্ম করি, ফলাকাঙ্ক্ষা নাই।
যাহা করি সমর্পি যে ঈশ্বরের ঠাঁই।।
কর্ম্ম করি যেই জন ফলাকাঙ্ক্ষা নাই।
বণিকের মত সেই বাণিজ্য করয়।।
ফললোভে ধর্ম্ম করে লুব্ধ বলি তারে।
লোভে পুনঃ পুনঃ পড়ে নরক দুস্তরে।।
এই ত সংসার সিন্ধু উর্ম্মি কত তায়।
হেলে তরে সাধুজন ধর্ম্মের নৌকায়।।
ধর্ম্মকর্ম্ম করি ফলাকাঙ্ক্ষা নাহি করে।

ঈশ্বরেতে সমর্পিলে অবহেলে তরে।।
ধর্ম্মফল বাঞ্ছা করি ধর্ম্মগর্ব্ব করে।
ধর্ম্মেরে করিয়া নিন্দা অধর্ম্ম আচরে।।
এই সব জনগণে পশুমধ্যে গণি।
বৃথা জন্ম যায় তার পেয়ে নরযোনি।।
ধর্ম্মশাস্ত্র বেদনিন্দা করে যেই জন।
তির্য্যগের মধ্যে তারে করয়ে গণন।।
পুনঃ পুনঃ তির্য্যক্ যোনিতে জন্ম হয়।
নরক হইতে তার কভু পার নয়।।
শিশু হয়ে ধর্ম্মচর্য্যা করে যেইজন।
বৃদ্ধের ভিতর তারে করয়ে গণন।।
প্রত্যক্ষে দেখহ কৃষ্ণা, ধর্ম্ম যাহা কৈল।
সপ্ত বৎসরের আয়ু মার্কণ্ডের ছিল।।
ধর্ম্মবলে সপ্ত কল্প জীয়ে মুনিরাজ।
আর যত দেখ মুনি ঋষির সমাজ।।
মুখে যাহা কহে, তাহা হয় সেইক্ষণে।
ধর্ম্মবলে ভ্রমিবারে পারে ত্রিভুবনে।।
ইন্দ্র চন্দ্র নক্ষত্রাদি যত স্বর্গবাসী।
ধর্ম্ম আচরিয়া সবে স্বর্গমধ্যে বসি।।
তপ জপ যজ্ঞ দান ব্রত শ্রেষ্ঠাচার।
বাঞ্ছা না করিলে নাহি ফল পায় তার।।
আমারে বলিলে তুমি সদা কর ধর্ম্ম।
আজন্ম আমার দেবি সহজ এ কর্ম্ম।।
পূর্ব্বে সাধুগণ সব গেল যেই পথে।
মম চিত্ত বিচলিত না হয় তাহাতে।।
তুমি বল, বনে ধর্ম্ম করিবে কেমনে।
যথাশক্তি তত আমি করিব কাননে।।
অন্য পাপ কৈলে প্রায়শ্চিত্ত আছে তার।
ধর্ম্মনিন্দা কৈলে প্রায়শ্চিত্ত নাহি আর।।
হর্ত্তা কর্ত্তা ধাতা যেই সবার ঈশ্বর।
যাঁহার সৃজন এই যত চরাচর।।
আমি কোন্ জন তারে অমান্য করিতে।
ভ্রম নাহি আমার ইহাতে কোন মতে।।
মহাভারতের কথা সুধার সাগর।
কাশীদাস কহে, সদা শুনে সাধুর নর।।

যুধিষ্ঠিরের প্রতি দ্রৌপদীর উক্তি

দ্রৌপদী বলেন, রাজা কর অবধান।
আর কিছু নিবেদন আছে তব স্থান।।
পূর্ব্বে শুনিয়াছি আমি জনকের গৃহে।
দ্বিজ এক বৈল ইন্দ্র গুরু যাহা কহে।।
সংসারেতে যত লোক কর্ম্মভোগ করে।
কর্ম্ম অনুসারে ধাতা ফল দেয় তারে।।
সে কারণে কর্ম্ম রাজা অবশ্য কর্ত্তব্য।
কর্ম্ম না করিলে কোথা হতে হয় লভ্য।।
কর্ম্ম নাহি করিলে স্থাবর মধ্যে গণি।
স্থাবরের শক্তি কর্ম্ম নাহি নৃপমণি।।
পশু পক্ষী আদি যত কৃতকর্ম্ম ভুঞ্জে।
কর্ম্মে বাধ্য সবে তবু বিধাতারে গঞ্জে।।
মাতৃ স্তন্যপান হতে কর্ম্মেতে প্রবেশে।
ফলে বা না ফলে কর্ম্ম, করে ফল আশে।।
কর্ম্ম নাহি করে, আর গৃহে বসি খায়।
সমুদ্র প্রমাণ দ্রব্য থাকিলে যে যায়।।
কোন কোন জন দ্রব্য পায় আচম্বিতে।
বিনাকর্ম্মে নহে সেই পূর্ব্ব কর্ম্মার্জ্জিতে।।

যে জন যেমত করে শুভাশুভ কর্ম্ম।
বিধাতা তাহার ফল দেন জন্ম জন্ম।।
বান্ধিয়া ভুঞ্জায় ধাতা কর্ম্মেতে থাকিলে।
কাষ্ঠ হেতে অগ্নি যেন, তৈল হয় তিলে।।
বিবিধ প্রকার কর্ম্ম করয়ে সংসারে।
কর্ম্ম অনুসারে ফল না হয় তাহারে।।
পূর্ব্বে লোক যে করিল অবশ্য করিবে।
ভক্ষ্য পান শয়নাদি আলস্য ত্যজিবে।।
এত যে নৃপতি কর্ম্ম করিলে এখন।
ইথে কোন ফলসিদ্ধি করিবে রাজন।।
এই চারি ভাই তব কর্ম্মে ন্যূন নয়।
এই সবাকারে কর্ম্ম করিলে কি হয়।।
তোমার কর্ম্মেতে চারি ভাই অনুগত।
এ সব কৃষক, তুমি জলধর মত।।
চষিয়া কৃষক যেন বীজ তায় ফেলে।
জল বিনা শস্য তায় কিছু নাহি ফলে।।
বিধির সৃজন আর কহে মুনিগণ।
যার যেবা ধর্ম্ম তাহা করিবে পালন।।
মহাভারতের কথা অমৃত সমান।
কাশীরাম দাস কহে, শুনে পুণ্যবান।।

যুধিষ্ঠিরের প্রতি ভীমের উক্তি

দ্রৌপদীর বাক্য শুনি ভীম ক্রুদ্ধতর।
করেন ধর্ম্মের প্রতি কর্কশ উত্তর।।
শুন মহারাজ আমি করি নিবেদন।
বীর পুরুষের ধর্ম্ম ত্যজ কি কারণ।।
ক্ষত্রিয় প্রধান ধর্ম্ম তেজ দেখাইবে।
ভুজবলে রিপু জিনি পৃথিবী ভুঞ্জিবে।।
পর রাজ্যে আছ তুমি নিজ রাজ্য ত্যজি।
কি কর্ম্ম করিবে বনে তরুগণ ভজি। ।
তুমি ত স্থাপিলে রাজ্য, লইল সে জিনি।
কোন্ ধর্ম্মবলে নিল, কহ দেখি শুনি।।
দ্যূতপণে নিল কিবা বলিষ্ঠ তোমায়।
অধর্ম্মে নিলেক রাজ্য কপট পাশায়।।
লেশমাত্র ধর্ম্মে তব ছন্ন হৈল জ্ঞান।
শ্রেষ্ঠ ধর্ম্মে নৃপতি না কর অবধান।।
আমি জীত তোমার বিভবর অন্যে লয়।
সিংহ ভক্ষ্য মাংস যেন শৃগালেতে খায়।।
মম দ্রব্য লয়ে কেবা বাঁচয়ে মানুষে।
দিকপাল সহায় করিয়া যদি আইসে।।
কহ দেখি কোন রাজা করিছে সন্ন্যাস।
কেবা করে এই হীনকর্ম্ম বনবাস।।
তুমি যে করিলে ক্ষমা সেই দুষ্টজনে।
হীনশক্তি সে যে ভাবে তাই এলে বনে।।
ইহা হতে মৃত্যু শ্রেষ্ঠ হয় শতগুণে।
শত্রুগণ হাসে রাজা নাহি সহে প্রাণে।।
ধর্ম্ম হেন বুঝ রাজ তব আচরণ।
ধর্ম্ম নহে, ইহা বড় অধর্ম্ম গণন।।
ভার্য্যা অনুগত ভ্রাতৃ যাহে দুঃখী হয়।
হেন কর্ম্ম আচরণ কভু ভাল নয়।।
কুটুম্ব আত্নীয় জনে না করি পালন।
অনুব্রত কর্ম্ম করে সংসারী যে জন।।
পিতৃগণ নিন্দা করে, সেই পায় তাপ।
সেই দোষে হয় তার ব্রহ্মহত্যা পাপ।।
প্রথমে কামনা ধন, দ্বিতীয়ে অর্জ্জন।
তৃতীয়ে সঞ্চয় ধন, কহে মুনিগণ।।
ধন হতে ধর্ম্ম হয় যজ্ঞ দান পূজা।
তীর্থসেবি ভিজ্ঞায় কি ধর্ম্ম হবে রাজা।।
কহ রাজা এই কর্ম্ম সম্মত কাহার।
গোবিন্দের মত, কিংবা দ্রুপদরাজার।।
অর্জ্জুন সম্মতি কিবা করিল নৃপতি।
আমা আদি করি ইথে কাহার পীরিতি।।
ক্ষত্রধর্ম্ম নহে এই দ্বিজ আচরণ।
ক্ষত্রধর্ম্মে যুদ্ধে অরি করিবে নিধন।।
দুষ্টকর্ম্মা দুষ্টবুদ্ধি রাজা দুর্য্যোধন।
তাহারে মারিলে পাপ নাহিক রাজন।।
তাহারে মারিলে যদি কিছু পাপ হয়।
যজ্ঞ দান করিয়া খণ্ডাব মহাশয়।।
আজ্ঞা কর নরপতি প্রসন্ন হইয়া।
এক্ষণে পৃথিবী দিব শত্রুকে মারিয়া।।
ভারতের পুণ্যকথা শুনে পুণ্যবান।
কাশী কহে, সুখ নাহি ইহার সমান।।

ভীমের প্রতি যুধিষ্ঠিরের প্রবোধ বাক্য

যুধিষ্ঠির বলে, ভীম কহিলে প্রমাণ।
পীড়িলে আমারে তুমি দিয়া বাক্যবাণ।।

আমা হতে দুঃখেতে পড়িলে তোমা সব।
আমা হেতু সহিলে শত্রুর পরাভব।।
ক্রোধের সমান শত্রু নাহিক সংসারে।
ক্রোধ হৈলে ভাল মন্দ বিচার না করে।।
মায়াবী শকুনি সহ খেলিনু যখন।
যত হারি, ক্রোধ করি তত করি পণ।।
না হৈল আমার শক্তি নিবৃত্ত হইতে।
আগু পাছু বিচার না করিলাম চিতে।।
এত অপকর্ম্ম করিবেক দুর্য্যোধন।
আমার এতেক জ্ঞান না হয় তখন।।
যত অপমান কৈল সাক্ষাতে দেখিলে।
মম হেতু স্থির হৈয়া সকলি সহিলে।।
দ্বাদশ বৎসর বনবাস করি পণ।
অজ্ঞাত বৎসর এক জান ভ্রাতৃগণ।।
হারিয়া কাননে আমি করিনু প্রবেশ।
কোন মুখে পুনর্ব্বার যাব আমি দেশ।।
কুরুসভা মধ্যে যাহা করেছি নির্ণয়।
অন্যথা করিতে তাহা মম শক্তি নয়।।
মম বাক্যে সবে যদি আছ অবস্থিত।
তবে হেন কহিবারে না হয় উচিত।।
রণ সাধ ছিল যদি তোমা সবা মন।
সেই কালে না করিলে কিসের কারণ।।
পাশার সময়ে তবে কেন না করিলে।
তাহে পরাভব হয়ে কি হেতু ক্ষমিলে।।
পুনঃ বনবাস পুনঃ খেলিবার কালে।
তখন আমারে কেন ক্ষান্ত না করিলে।।
সময়ে না করি কর্ম্ম অসময়ে চাহ।
অকারণে বাক্যবাণে আমারে পোড়াহ।।
এইক্ষণে প্রাণ আমি ছাড়িবারে পারি।
তথাপিহ সত্য আমি করিব লঙ্ঘন।
অপযশ অধর্ম্ম ঘুষিবে ত্রিভুবন।।
রাজ্য ধন পুত্র আদি বহু যজ্ঞ দান।
সত্যের নিকটে নহে শতাংশ সমান।।
পুরুষ হইয়া যার বাক্য সত্য নয়।
ইহলোকে তারে কেহ না করে প্রত্যয়।।
অন্তকালে হয় তার নরকেতে গতি।
ইহা জানি ভ্রাতৃগণ স্থির কর মতি।।
কাল কাটি পুনরপি লব রাজ্যভার।
কষ্টেতে সুজন ভ্রষ্ট, নহে সত্যাচার।।
নৃপতির বাক্য শুনি বলে বৃকোদর।
হেন নীতি করে রাজা দীর্ঘজীবী নর।।
নির্ণয় করিয়া যেবা নিজ আয়ু জানে।
সে জন কদাপি বর্ত্তে এই আচরণে।।
নিরন্তর কালচক্র ভ্রমিছে উপর।
জলবিম্ব সম দেখি নর কলেবর।।
বৎসরের প্রায় এক দিবস কাটিয়া।
দ্বাদশ বৎসর রব এ কষ্ট পাইয়া।
বৎসরেক অজ্ঞাত থাকিব কোন মতে।
মহেন্দ্র পর্ব্বতে চাহ তৃণে লুকাইতে।।
আমারে কে নাহি জানে পৃথিবী ভিতর।
বাল বৃদ্ধ যুবা মধ্যে খ্যাত বৃকোদর।।
অর্জ্জুনেরে কিরূপে লুকাবে নৃপবর।
হস্ত দিয়া আচ্ছাদিতে চাহি দিনকর।।
দ্রুপদ নন্দিনী কৃষ্ণা কিরূপে লুকাবে।
কদাচিৎ ইহা হৈতে যদি পার পাবে।।
সদ্ভাবে কদাপি রাজ্য না দিবে দুরন্ত।
আমি হই হীনবল, সে যে বলবন্ত।।
তখন উপায় রাজা কি করিবে তার।

শক্তি বৃদ্ধি হেতু রাজা বিচার তোমার।।
হীনবল হৈল শত্রু তারে নাহি ক্ষমে।
উপায় করয়ে সদা নিজ পরাক্রমে।।
শক্তিমন্ত হয়ে যদি না করে উপায়।
লোকে কাপুরুষ বলে, বৃথা জন্ম যায়।।
সত্য হেতু মনে যদি করহ নিশ্চয়।
আছয়ে উপায় তার, শাস্ত্রে হেন কয়।।
সোম পূতিকার মত কহে মুনিগণ।
এক মাসে বৎসরেক করিবে গণন।।
ত্রয়োদশ মাস রহি বনের ভিতরে।
উপায় করহ রাজা শত্রু মারিবারে।।
ভীমের বচন শুনি ধর্ম্ম নরপতি।
স্তব্ধ হয়ে ক্ষণকাল চিন্তে মহামতি।।
রাজা বলে, ভীম যাহা করিলে বিচার।
কপট এ ধর্ম্ম, চিত্তে না লয় আমার।।
মেরুসম ধর্ম্ম আমি লঙ্ঘিব কেমনে।
কবু নহে বৈরীজয় পাপ আচরণে।।
কর্ণ সখা তার, যারে যম করে ভয়।
তিন লোক বিজয়ী সে রাধেয় দুর্জ্জয়।।
ভুবন ভিতরে যত জন ধরে ধনু।
অভেদ্য কবচে যার আবরিত তনু।।
মদগর্ব্বে অহঙ্কারী ক্রোধী সদাকাল।
হেন জনে বিধাতা করিল মহীপাল।।
ভীষ্ম দ্রোণ কৃপাচার্য্য এই তিন জন।
তাহার যেমন ভাবে, আমারে তেমন।।
তথাপি সবাই বশ হৈল দুর্য্যোধনে।
বহু মান্য পূজা সদা নিকটে সেবনে।।
আর যত মহারাজ আছে বলবান।
মম স্থান হৈতে প্রীতি পায় তার স্থান।।
সবে প্রাণ দিবে দুর্য্যোধনের কারণে।
কেমনে মারিবে তুমি হেন দুর্য্যোধনে।।
এই চিন্তা সদা মম জাগে রাত্রি দিনে।
কিমতে লইব রাজ্য ভাবিতেছি মনে।।
এই সে কারণে মম হৃদয় চিন্তিত।
বিনা সখা দুর্য্যোধন না হয় বিজিত।।
ধর্ম্ম সখা বিনা নহে সমরে বিজয়।
বেদের লিখন, যথা ধর্ম্ম তথা জয়। ।
হেন ধর্ম্ম ত্যজিয়া অধর্ম্ম আচরিলে।
কহ ভীম, শত্রু জয় হইবে কি ভালে। ।
ভুজগর্ব্ব বলে তুমি কর অহঙ্কার।
সাহসিক কর্ম্ম সেই, নহে সুবিচার।।
সুমন্ত্রণা সুবিক্রম গুপ্ত রাখি মনে।
দেবতা প্রসন্ন হৈলে, তবে শত্রু জিনে।।
এত শুনি বৃকোদর হইল বিমন।
ক্রোধেতে নিশ্বাস বহেল প্রলয় পবন।।
যুধিষ্ঠির ভীম সহ কথার সময়।
আইলেন তথা সত্যবতীর তনয়।।
মহাভারতের কথা জ্ঞানের প্রকাশ।
শ্রবণে অধর্ম্ম হরে, কহে কাশীদাস।।

শিব আরাধনার্থ অর্জ্জুনের হিমালয়ে গমন

ব্যাসদেবে দেখি পূজে পাণ্ডু পুত্রগণে।
আশীর্ব্বাদ করি মুনি বসেন আসনে। ।
যুধিষ্ঠির প্রতি তরে কহে মুনিবর।
শত্রুগণে ভয় তব হয়েছে অন্তর।।

তোমার হৃদয় তত্ত্ব জানিলাম আমি।
সে কারণে হেথা আইলাম শীঘ্রগামী।।
শত্রুর যে ভয়, তাহা ত্যজ নৃপবর।
আমি যাহা বলি, তাহা করহ সত্বর।।
অশুভ সময় গেল, হইল সুকাল।
এক বিদ্যা দিব আমি, লহ মহীপাল।।
এই বিদ্যা হৈতে হবে শিব দরশন।
তোমারে সদয় হইবেন ত্রিলোচন।।
নর ঋষি মূর্ত্তি তব ভাই ধনঞ্জয়।
এই মন্ত্রবলে ক্ষিতি করিব বিজয়।।
এই বন ত্যজি রাজা যাহ অন্য বন।
এক স্থানে বহু বধ হয় মৃগগণ।।
বনে এক ঠাঁই বসি কোন কর্ম্ম নাই।
তীর্থ দরশন করি ভ্রম ঠাঁই ঠাঁই।।
এত বলি একান্তে লইয়া মহামতি।
যুধিষ্ঠিরে দেন বিদ্যা নাম প্রতিস্মৃতি।।
মন্ত্র দিয়া মুনিরাজ গেলেন স্বস্থান।
মন্ত্র পেয়ে যুধিষ্ঠির হরিষ বিধান।।
ব্যাস অনুমতি পেয়ে কুন্তীর নন্দন।
দ্বৈতবন ত্যজিয়া গেলেন সেইক্ষণ।।
উত্তর মুখেতে সরস্বতী নদীতীরে।
গিয়া উত্তরিনে কাম্যক বনান্তরে।।
কাম্যক বনের মধ্যে নিলেন আশ্রয়।
বড়ই নিগম বন, নাহি কোন ভয়।।
মৃগয়া করেন নিত্য, পোষেণ ব্রাহ্মণ।
বড়ই নিগম বন, নাহি কোন ভয়।।
মৃগয়া করেন নিত্য, পোষেন ব্রাহ্মণ।
পিতৃশ্রাদ্ধ দেবার্চ্চন করে অনুক্ষণ।।
কতদিনে মুনিবাক্য করিয়া স্মরণ।
নিকটে ডাকিয়া পার্থে বলেন বচন।।
ভীষ্ম দ্রোণ ভূরিশ্রবা কৃপ কর্ণ দ্রৌণি।
সর্ব্বশাস্ত্রে বিশারদ জানহ আপনি।।
যত বলবান রাজা আছে পৃথিবীতে।
সবাই হইল ভাই দুর্য্যোধন ভিতে।।
আমার কেবল ভাই তোমার ভরসা।
দুঃখে তুমি উদ্ধারিবে করিয়াছি আশা।।
সে সবারে জিনিতে হইল উপদেশ।
উগ্রতপ কর গিয়া, সেবহ মহেশ।।
যেই বিদ্যা আমারে দিলেন পিতামহ।
ইহা জপ ত্বরিতে মিলহ শিব সহ।।
ইন্দ্র আদি দেবগণ দিবেন দর্শন।
তাঁ সবারে সেবিয়া পাইবে অস্ত্রগণ।।
পূর্ব্বে বৃত্রাসুর হেতু যত দেবগণ।
আপনার অস্ত্র ইন্দ্রে দিল সর্ব্বজন।।
পাইবে সকল অস্ত্র ইন্দ্রে তুষ্ট কৈলে।
সর্ব্বত্র হইবে জয় শিবেরে ভজিলে।।
হিমালয় গিরি আজি করহ গমন।
নিকটে তথায় দেখা পাবে ত্রিলোচন।।
এত বলি দিব্য বিদ্যা দিয়া সেইক্ষণ।
আশিস্ করিয়া শিরে করেন চুম্বন।।
আজ্ঞা পেয়ে বাহির হৈলেন ধনঞ্জয়।
গাণ্ডীব নিলেন তূণ যুগল অক্ষয়।।
চতুর্দ্দিকে দ্বিজগণ শুভ শব্দ কৈল।
বাহির হবার কালে দ্রৌপদী বলিল।।
জন্মকালে যা বলিল যত দেবগণ।
সে সকল প্রাপ্তি হৌক সেবি ত্রিলোচন।।
যত কটু ভাষায় বলিল দুর্য্যোধন।
সেই অগ্নি তাপে অঙ্গ হয়েছে দহন।।

উপায় করহ তারে সমুচিত ফলে।
নির্ব্বিঘ্ন হইয়া পুনঃ আইস মঙ্গলে।।
এতেক বলিয়া দেবী করিল বিদায়।
অর্জ্জুন বিচ্ছেদে বড় মনস্তাপ পায়।।
দেব দ্বিজ গুরুজনে বন্দিয়া তখন।
বাহির হৈলেন পার্থ হরষিত মন।।
চলিলেন ধনঞ্জয় উত্তর মুখেতে।
অল্পদিনে উত্তরেন হেমন্তপর্ব্বতে।।
হিমাদ্রির পারে গন্ধমাদন ভূধর।
ইন্দ্রকীল গিরি হয় তাহার উত্তর।।
বহু কষ্টে তথায় গেলেন ধনঞ্জয়।
শূণ্যবাণী হৈল, ইথে করহ আশ্রয়।।
আগে পথ নাহি আর মানুষ যে যায়।
শুনি পার্থ মহাবীর রহেন তথায়।।
হেনকালে একজন জটিল তপস্বী।
ডাকিয়া অর্জ্জুনে বলে নিকটেতে আসি।।
কে তুমি, কবচ খড়্গ ধনু অস্ত্র ধরি।
কি হেতু আইলে তুমি পর্ব্বত উপরি।।
অস্ত্রধারী হয়ে তুমি এলে কি কারণ।
এ পর্ব্বতে নিবসে নিষ্কাম যত জন।।
ধনু অস্ত্র ফেলহ, ফেলহ শর তুণ।
দিব্যগতি পেলে অস্ত্রে কোন্ প্রয়োজন।।
বড় তেজোবন্ত তুমি, আইলে সে কারণ।
শুনিয়া নিঃশব্দ হয়ে রহেন অর্জ্জুন।।
উত্তর না পাইয়া বলয়ে জটাধর।
বর মাগ ধনঞ্জয়, আমি পুরন্দর।।
করযোড়ে অর্জ্জুন মাগেন বর দান।
কৃপা যদি কর তবে দেহ অস্ত্রগণ।।
ইন্দ্র বলে, হেথা আসি কি কাজ অস্ত্রেতে।
দেবত্ব লইয়া ভোগ করহ স্বর্গেতে।।
পার্থ বলে যদি হেথা ইন্দ্রপদ পাই।
তথাপি ত্যজিতে আমি নারি চারি ভাই।।
দুর্গম অরণ্যে রাখি আসি ভ্রাতৃগণে।
অস্ত্র বাঞ্ছা করি আমি শত্রুর নিধনে।।
সে সবারে ত্যজি আমি রহিব কেমনে।
সতত করিবে চিন্তা আমার কারণে।।
অস্ত্র দেহ পুরন্দর কৃপা যদি মনে।
ইন্দ্র বলে, আগে তুষ্ট কর ত্রিলোচনে।।
তাঁর অনুগ্রহে সব সিদ্ধ হবে কাজ।
এত বলি অন্তর্হিত হন দেবরাজ।।
মহাভারতের কথা অমৃত সমান।
কাশীরাম দাস কহে, শুনে পুণ্যবান।।

কিরাতার্জ্জুনের যুদ্ধ ও অর্জ্জুনের পাশুপত অস্ত্র লাভ

হিমালয় গিরিবরে ইন্দ্রের নন্দন।
করেন তপস্যা আরাধিতে ত্রিলোচন।।
গলিত বৃক্ষের পত্র ভক্ষ্য পক্ষান্তরে।
কত দিনে মাসেকেতে খান একবারে।।
কতদিন দুই চারি মাসে একদিনে।
কতদিন অর্জ্জুন থাকেন বায়ুপানে।।
এক পদাঙ্গুলিভরে রহেন দাঁড়ায়ে।
ঊর্দ্ধ দুই বাহু করি নিরালম্ব হয়ে।।
তাঁর তপে সন্তাপিত হল গিরিবাসী।
গন্ধর্ব্ব চারণ সিদ্ধ যত মহাঋষি।।
হরের চরণে গিয়া নিবেদিল সব।
হিমালয়ে কেমন থাকিব বল ভব।।

পর্ব্বত তাপিত দেব অর্জ্জুনের তপে।
আজ্ঞা কর, মোরা সবে থাকি কোন রূপে।।
গিরিশ বলেন, সবে যাহ নিজাশ্রয়ে।
আমি বর দিয়া শান্ত করি ধনঞ্জয়ে। ।
এত বলি মেলানি দিলেন সর্ব্বজনে।
মায়ায় কিরাতরূপে ধরে ততক্ষণে।।
কিরাত গৃহিণীরূপা নগেন্দ্র নন্দিনী।
সে রূপেতে হইলেন তাঁহার সঙ্গিনী।।
শ্রীমন্ত পিনাক ধনু পৃষ্ঠে শরাসন।
অর্জ্জুনের সম্মুখে গেলেন ত্রিলোচন।।
হেনকালে এক মহা বরাহ আইল।
গর্জ্জিয়া অর্জ্জুন পানে ত্বরিত ধাইল।।
বরাহ দেখিয়া পার্থ গাণ্ডীব লইয়া।
সন্ধান পূরেন ধনুগুণ টঙ্কারিয়া। ।
বলিলেন ডাকিয়া কিরাত ভগবান।
বরাহে তপস্বী তুমি না মারহ বাণ। ।
দূর হৈতে তাড়িয়া আনিলাম বরাহ।
তুমি কেন বরাহেরে মারিবারে চাহ। ।
না শুনিয়া পার্থ তহে করি অনাদর।
বরাহের উপরে মারেন তীক্ষ্ণশর।।
কিরাত যে দিব্য অস্ত্র মারিল শূকরে।
দুই অস্ত্রে যেন বজ্র পর্ব্বত বিদরে।।
গিরিশৃঙ্গে শরবৃষ্টি দেখি ভয়ঙ্কর।
মায়া ত্যজি হইল দারুণ কলেবর।।
পার্থ বলে, কে তুমি কিরাত নারী সঙ্গ।
আমারে তিলেক তোর নাহিক ভ্রভঙ্গ। ।
বরাহরে অস্ত্র আমি মারি আগুয়ান।
তুমি কি কারণে তারে প্রহারিলে বাণ।।
এই দোষে তোর আজি লইব পরাণ।
হাসিয়া উত্তর করিলেন ভগবান।।
কোথা হৈতে কে তুমি আইলে তপচারী।
এ ভূমিতে মৃগয়ার আমি অধিকারী।।
মারিলাম আমি বাণ, পড়িল শূকর।
তুমি অস্ত্র মার কেন শূকর উপর।।
অনুচিত কৈলে আর চাহ মারিবারে।
যত শক্তি আছে তব দেকাও আমারে।।
ক্রোধে ধনঞ্জয় অস্ত্র করেন প্রহার।
ডাকিয়া কিরাত বলে, আমি আছি মার। ।
পুনঃ পুনঃ ধনঞ্জয় প্রহারয়ে শর।
জলদ বরিষে যেন পর্ব্বত উপর।।
পাষাণে সরিষা যেন পড়িল ঠিকরে।
তিলমাত্র মোহ না হইল কলেবরে।।
বায়ব্য অনল অস্ত্র ছিল পার্থ স্থানে।
সব অস্ত্র প্রহার করেন ত্রিলোচনে।।
কিরাতের অঙ্গে বাণ বিদ্ধ নাহি হয়।
তাহা হেরি পার্থের চিত্তে জাগে বিস্ময়।।
এত বাণ বরিষণে কিছু নাহি হয়।
বিস্ময় মানিয়া মনে ভাবে ধনঞ্জয়। ।
কিবা যম পুরন্দর কিবা ভূতনাথ।
অন্য কে সহিতে পারে এই অস্ত্রাঘাত।।
যে হউক আমি আমি করিব সংহার।
ক্রোধেতে নিলেন বীর খড়্গ তীক্ষ্ণধার।।
শিবের মস্তকে বাজি হৈল দুই খণ্ড।
পাষাণে বাজিয়া যেন পড়ে ইক্ষুদণ্ড।।
খড়্গ ব্যর্থ গেল, হাতে অস্ত্র নাহি আর।
গাণ্ডীব ধনুক লয়ে করেন প্রহার।।
হাসিয়া নিলেন ধনু কাড়ি ত্রিলোচন।
ক্রোধে পার্থ শিলাবৃষ্টি করে বরিষণ।।

পর্ব্বত উপরে যেন শিলা চূর্ণ হয়।
ক্রোধে প্রহারেন মুষ্টি বীর ধনঞ্জয়।।
করিলেন ক্রোধে মুষ্টি প্রহার ধূর্জ্জটি।
মুষ্ট্যাঘাতে শব্দ যেন হৈল চটচটি।।
ভুজে ভুজে ঊরু ঊরু চরণে চরণে।
মল্লযুদ্ধ ক্ষণকাল হৈল দুই জনে। ।
দুই অঙ্গ ঘরষণে অগ্নি বাহিরায়।
অতি ক্রোধে ধূর্জ্জটি প্রহারিলেন তাঁয়।।
মৃতবৎ হয়ে পার্থ পড়েন ভূতলে।
ক্ষণেক চেতন পেয়ে থাক থাক বলে।।
যাবৎ না পূজি মম ইষ্ট ত্রিলোচন।
তাবৎ থাকহ তুমি কিরাত দুর্জ্জন। ।
এত বলি শিবলিঙ্গ করিয়া রচন।
নানাবিধ পুষ্পরাশি কৈলেন চয়ন।।
পূজিয়া মৃত্তিকা লিঙ্গে দেন পুষ্পমালা।
সেই মাল্যেতে শোভিল কিরাতের গলা।।
দেখিয়া অর্জ্জুন হইলেন সবিস্ময়।
নিশ্চয় জানিলেন যে এই মৃত্যুঞ্জয়।।
বিনয় কহেন পার্থ করি প্রণিপাত।
করিলাম দুষ্কৃতি যে ক্ষম ভূতনাথ।।
শিব বলে, যে কর্ম্ম করিলে ধনঞ্জয়।
দেবাসুর মানুষে কাহার শক্তি নয়। ।
আমার সহিত সম করিলে সমর।
তুমি আমি সমশক্তি নাহিক অন্তর।।
দিব্যচক্ষু দিব তোমা দৃষ্ট হৈবে সব।
এত বলি দিব্যচক্ষু দেন দেবদেব।।
দিব্যচক্ষু পাইয়া দেখেন ধনঞ্জয়।
উমার সহিত উমাকান্ত দয়াময়।।
অর্জ্জুন করেন স্তুতি যড়ি দুই কর।
জয় শিব, জয় শম্ভু, জয় ভূতেশ্বর। ।
ত্রিনেত্র ত্রিগুণময় ত্রিলোকের নাথ।
ত্রিবিক্রমপ্রিয় হর ত্রিপুরনিপাত।।
হেলায় করিলা প্রভু দক্ষযজ্ঞ নাশ।
ইঙ্গিতে বিজয় কৈলা মৃত্যু কামপাশ।।
নমো বিষ্ণুরূপ তুমি, বিধাতার ধাতা।
ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষ চতুর্ব্বর্গদাতা।।
অজ্ঞানে করিনু প্রভু কাজ অবিহিত।
চরণে শরণ লৈনু, ক্ষম গঙ্গানাথ।।
হাসিয়া অর্জ্জুনে দেব দেন আলিঙ্গণ।
ক্ষমিলেন অজ্ঞাতের প্রহার পীড়ন। ।
শিব বলে, আপনারে নাহি জান তুমি।
পূর্ব্বকথা কহি শুন যাহা জানি আমি।।
নারায়ণ সহ তুমি নর ঋষি রূপে।
সংসার ধরিলে অতিশয় উগ্রতপে।।
এই যে গাণ্ডীব ধনু আছয়ে তোমার।
তোমা বিনা ধরিবারে শক্তি আছে কার।।
তোমা হৈতে কাড়িয়া লইনু মায়াবলে।
মায়ায় হরিনু আমি এ তূণ যুগলে।।
পুনরপি সেই অস্ত্রে পূর্ণ হৌক তূণ।
নিজ ধনু তূণ তুমি ধরহ অর্জ্জুন। ।
প্রীত হইলাম আমি মাগি লহ বর।
শুনিয়া কহেন পার্থ যুড়ি দুই কর। ।
যদি কৃপা আমারে করিলা গঙ্গাব্রত।
আজ্ঞা কর, পাই আমি অস্ত্র পাশুপত।।
শঙ্কর বলেন, তাহা লহ ধনঞ্জয়।
অন্য জনে নহে শক্ত পাশুপত লয়।।
ইন্দ্র চন্দ্র কুবের এ অস্ত্র নাহি জানে।
পৃথিবী সংহার হেতু আছে মম স্থানে।।

যে অস্ত্র যুড়িলে লক্ষ লক্ষ অস্ত্র হয়।
শক্তিশেল কোটি কোটি অস্ত্র বরিষয়।।
প্রীতিতে তোমার বশ হইলাম আমি।
ধরিবার যোগ্য হও, অস্ত্র লহ তুমি।।
বিধাতার বাক্যে লহ নরালোকে জন্ম।
এই অস্ত্রে বীরবর সাধ দেবকর্ম্ম।।
এত বলি মন্ত্র সহ দেন ত্রিলোচন।
মূর্ত্তিমন্ত হয়ে অস্ত্র আইল তখন।।
অস্ত্র দিয়া মহেশ বলেন পুনর্ব্বার।
এ অস্ত্রে কারে পাছে করহ সংহার।।
এ অস্ত্রে রক্ষা নাহি পায় ত্রিভুবন।
স্বযোগ্য পাইলে অস্ত্র করিবে ক্ষেপণ।।
অর্জ্জুন বলেন, দেব করি নিবেদন।
কুরুক্ষেত্র যুদ্ধেতে করিবা আগমন।।
শিব কন, সখা তব বৈকুণ্ঠের পতি।
হরিহর এক আত্মা জান মহামতি।।
কুরু পাণ্ডবের যুদ্ধ হইবে যখন।
তাহাতে সাহায্য আমি করিব তখন।।
এত বলি হর হইলেন অন্তর্দ্ধান।
অস্ত্র পেয়ে ধনঞ্জয় আনন্দ বিধান।।
আপনারে প্রশংসা করেন ধনঞ্জয়।
এত কৃপা কৈল হর, শত্রুকে কি ভয়।।
মহাভারতের কথা সুধার সাগর।
কাশীরাম দাস কহে, শুনে সাধু নর।।

অর্জ্জুনের ইন্দ্রালয়ে গমন

হেনকালে তথা আসি যত দেবগণ।
অর্জ্জুন উপর করে পুষ্প বরিষণ।।
দক্ষিণে থাকিয়া ডাকি বলে প্রেতপতি।
মম বাক্য ধনঞ্জয় কর অবগতি।।
বর দিতে তোমারে আইনু দেবগণে।
লইয়াছ জন্ম তুমি শত্রু নিবারণে।।
দেব দৈত্য অসুর যতেক পৃথিবীতে।
সবে পরাভব হবে তোমার অস্ত্রেতে।।
তব শত্রু আছে যেই কর্ণ ধনুর্দ্ধর।
তব হস্তে হত হবে সেই বীরবর।।
হের লহ এই অস্ত্র অব্যর্থ সংসারে।
আমার প্রধান অস্ত্র দণ্ড নাম ধরে।।
এত বলি মন্ত্র সহ দিল প্রেতপতি।
পশ্চিমে থাকিয়া ডাকি বলে জলপতি।।
আমার বরুণ পাশ অর্ব্যর্থ সংসারে।
এই যে দেখহ, যম নিবারিতে নারে।।
প্রীতিতে তোমারে দিনু ধরহ অর্জ্জুন।
ইহা হৈতে কর সদা বিপক্ষ দলন।।
উত্তরে থাকিয়া ডাকি কুবের বলিল।
অর্জ্জুন তোমারে যম বরুণ অস্ত্র দিল।।
এবে মম স্থানে লহ অস্ত্র অন্তর্দ্ধান।
এই অস্ত্রে হর কৈল ত্রিপুরে নিধন।।
মৃত্যুপতি জলপতি দিল যক্ষপতি।
ডাকি বলে সুরপতি অর্জ্জুনের প্রতি।।
কুন্তীগর্ভে জাত তুমি আমার নন্দন।
অসুর বধিতে আমি দিব অস্ত্রগণ।।
এখনি পাঠাব রথ তোমারে লইতে।
স্বর্গেতে আসিবে তুমি মাতলি সহিতে।।
হেথা এলে পূর্ণ হবে তব প্রয়োজন।
এত বলি চলি গেল সব দেবগণ।।

কতক্ষণে রথ লৈয়া আইল মাতলি।
ঘোর মেঘ মধ্যে যেন স্ফুরিত বিজলী।।
বায়ুবেগে অদ্ভূত তুরঙ্গ রথ বয়।
নিশাকালে হৈল যেন রবির উদয়।।
ডাকিয়া মাতলি বলে অর্জ্জুনের প্রতি।
ইন্দ্রের আজ্ঞায় রথে চড় শীঘ্রগতি।।
তোমা দরশনে বাঞ্ছা করে দেবরাজ।
আর যত আছে তথা দেবের সমাজ।।
আনন্দে করেন পার্থ রথ আরোহণ।
মাতলি চালায় রথ পবন গমন।।
পথেতে দেখিল পার্থ দেব ঋষিগণ।
বিমানেতে আরোহণ যত পুণ্যজন।।
গন্ধর্ব্ব অপ্সর যত আনন্দে বিহরে।
কতক পড়িছে তারা দেখে বীরবরে।।
বিস্ময় মানিয়া কহে অর্জ্জুন তখন।
কত শুনি মাতলি এ সব কোন জন।।
মাতলি বলিল, এই পুণ্যবানগণ।
পৃথিবীতে সুকর্ম্ম করিল অগণন।।
রাজসূয় অশ্বমেধ আদি যত কৈল।
সম্মুখ সংগ্রাম করি শরীর ছাড়িল।।
সত্যবাদী জিতেন্দ্রিয় দিল বহু দান।
দেবপূজা উগ্র তপ কৈল তীর্থস্নান।।
সেই সব জন এই বিমানে বিহরে।
বিনা পুণ্যে নাহি শক্তি আসে স্বর্গপুরে।।
তারা বলি ত্রৈলোক্যেতে ঘোষয়ে মানুষে।
পুণ্যক্ষয় হয়ে গেল হের দেখ খসে।।
সুরা পিয়ে, মাংস খায়, গুরুপত্নী হরে।
কদাচিৎ সে জন না আসে স্বর্গপুরে।।
আনন্দে অর্জ্জুন সব করেন দর্শন।
কোটি কোটি বিমানেতে ভ্রমে পুণ্যজন।।
শত শত বরাঙ্গনা সেবয়ে তাঁহারে।
সুগন্ধ সহিত বায়ু সদা মন হরে।।
সিদ্ধ সাধ্য সেবে দেব মরুৎ অনল।
সপ্ত বসু রুদ্রগণ আদিত্য সকল।।
দিলীপ নহুষ আদি যত মহীপতি।
দেবঋষি রাজঋষি বহু সিদ্ধ যতি।।
অর্জ্জুনে দেখিয়া জিজ্ঞাসিল সর্ব্বজন।
কহ ত মাতালি এই কাহার নন্দন।।
পরিচয় দিয়া তবে মাতলি চলিল।
বায়ুবেগে ইন্দ্রালয়ে উপনীত হৈল।।
ইন্দ্রালয়ে যান তবে ইন্দ্রের নন্দন।
সভাস্থ সকল দেবে করেন বন্দন।।
ইন্দ্রের বিচিত্র সভা বর্ণন না যায়।
যেন শত চন্দ্র, শত সূর্য্যের উদয়।।
রথ হৈতে অবতরি যান বীরবর।
দুই হাত ধরি তাঁরে তুলে পুরন্দর।।
আলিঙ্গন চুম্ব দিল মস্তক উপর।
আসনেতে বসাইল সভার ভিতর।।
ইন্দ্র বিনা বসিবারে নারে অন্য জন।
দেব ঋষি মান্য যেই ইন্দ্রের আসন।।
আপন আসনে ইন্দ্র বসালেন কোলে।
মুহুমুহুঃ সহস্রেক নয়নে নেহালে।।
আসনে বসিয়া পার্থ পাইলেন শোভা।
মঘবার কোলে যেন দ্বিতীয় মঘবা।।
পুণ্যকথা ভারতের আনন্দ লহরী।
শুনিলে অধর্ম্ম ক্ষয়, পরলোকে তরি।।
মহাভারতের কথা অমৃত সমান।
কাশীরাম দাস কহে, শুনে পুণ্যবান।।

www.bengaliebook.com

ইন্দ্রসভায় ঊর্ব্বশী প্রভৃতির নৃত্যগীত

হেনকালে শতক্রতু, অর্জ্জুনের প্রীতি হেতু,
আজ্ঞা কৈল নৃত্যের কারণ।
বিশ্বাবসু হাহা হুহু, ইত্যাদি গন্ধর্ব্ব বহু,
চিত্রসেন তুম্বুরু গায়ন।।
নানা ছন্দে বাদ্য বায়, মধুর সুস্বর গায়,
নৃত্য করে যতেক অপ্সর।
ঊর্ব্বশী ঘৃতাচী গৌরী, মিশ্রকেশী বিভাবরী,
গাহে গান মধুর সুস্বর।।
অলম্বষা ধন্যা অম্বা, গোপালী মেনকা রম্ভা,
বিপ্রচিত্তি সুধা সুধাপ্রভা।
চিত্রসেনা চিত্ররেখা, অপ্সরী মৃদঙ্গমুখা,
বুদ্ধুদা রোহিণী সুরলোভা।।
নৃত্যগীতে সপ্রতিভা, পূর্ণচন্দ্র মুখপ্রভা,
অঙ্গ ঢাকি অম্লান অম্বরে।
ইষৎ নয়ন কোণে, নিরখয়ে যেইজনে,
অন্য থাক, মুনি মন হরে।।
জঘন কুঞ্জরকর, ক্ষীণ মাজা মৃগবর,
নিতম্ব ভূধর পয়োধর।
বিনাশে মুনির তপ, বর্ণন না যায় রূপ,
দিতে নাহি অন্য পাঠান্তর।।
নৃত্যগীত বাদ্যে সবে, মোহিত যতেক দেবে,
আনন্দিত হৈল সুরগণ।
অর্জ্জুনের ম্লানমুখ, ভাবিয়া পূর্ব্বের দুখ,
ভ্রাতা মাতা করিয়া স্মরণ।।
ক্ষণেক নয়নকোণে, চাহিলা ঊর্ব্বশী পানে,
জানিলেন সহস্রলোচন।
নৃত্যগীত নিবারিল, সবারে বিদায় দিল,

নিজধামে গেল দেবগণ।।
দিব্য সুধারস কথা, আরণ্যপর্ব্বের গাথা,
শুনিলে অধর্ম্ম হয় নাশ।
কমলাকান্তের সুত, হেতু সুজনের প্রীত,
বিরচিল কাশীরাম দাস।।

অর্জ্জুনের প্রতি ঊর্ব্বশীর অভিশাপ

চিত্রসেনে ডাকি তবে কহে পুরন্দর।
পার্থেরে থাকিতে স্থান দেহ মনোহর।।
ঊর্ব্বশীরে পাঠাইবে অর্জ্জুনের স্থানে।
তুষ্ট যেন করে পার্থে বিবিধ বিধানে।।
আজ্ঞা পেয়ে চিত্রসেন পার্থে লয়ে গেল।
দিব্য মনোহর স্থান রহিবারে দিল।।
বিচিত্র উত্তম শয্যা রত্নে আসন।
পরিচর্য্যা হেতু নিয়োজিল বহুজন।।
তবে চিত্রসেন গেল ঊব্বশীর স্থান।
অর্জ্জুনের গুণ কহে করিয়া বাখান।।
রূপে গুণে শৌর্য্যে বীর্য্যে পার্থ বীরবর।
অর্জ্জুনের তুল্য নাহি বিশ্বে কোন নর।।
তার প্রীতি হেতু আজ্ঞা কৈল পুরন্দর।
আজি নিশি ঊর্ব্বশী তাহার সেবা কর।।
ঊর্ব্বশী বলিল, পার্থে ভালরূ জানি।
কামেতে কাতর অঙ্গ তাঁর কথা শুনি।।
আপনার গৃহে তুমি যাহ মহাশয়।
এই আমি চলিলাম যথা ধনঞ্জয়।।
এত বলি স্নান করি পরে দিব্যবাস।
পারিজাত মাল্যে বান্ধে দিব্য কেশপাশ।।
চন্দন কস্তূরি অঙ্গে করিল লেপন।
রত্ন অলঙ্কার অঙ্গে করিল ভূষণ।।
সহজ রূপেতে মুনিজন মন মোহে।
মন সঙ্গে হরে প্রাণ যার পানে চাহে।।
সুবেশা সুকেশা, হইয়া অর্দ্ধ নিশিতে।
পার্থালয়ে চলে ঊব্বর্শী গজগতিতে।।
দ্বারপাল জানাইল অর্জ্জুন গোচরে।
ঊর্ব্বশী অপ্সরী আসি রহিয়াছে দ্বারে।।
ভীত হইলেন শুনি কুন্তীর নন্দন।
নিশাকালে ঊর্ব্বশী আইল কি কারণ।।
উঠিয়া গেলেন তবে ইন্দ্রের কুমার।
ঊব্বশীরে বিনয়ে করেন নমস্কার।।
কি করিব, আজ্ঞা তুমি করহ আমায়।
এত রাত্রে কি কারণে আসিলে হেথায়।।
বিস্ময় মানিয়া মনে ঊব্বর্শী চাহিল।
কামনা পূরিল নাহি, হৃদয় জ্বলিল।।
চিত্রসেন যা বলিল ইন্দ্র অনুমতি।
একে একে সব কথা কহে পার্থ প্রতি।।
ইন্দ্রের আজ্ঞায় আমি আইনু হেথায়।
আজি নিশি ক্রীড়া কর লইয়া আমায়।।
যখন করিল নৃত্য বিদ্যাধরীগণ।
সবে এড়ি মোরে তুমি করিলে দর্শন।।
জানিয়া আমারে পাঠাইল পুরন্দর।
ইন্দ্র আজ্ঞা মোর প্রতি, নিজ প্রীতি কর।।

শুনিয়া অর্জ্জুন বীর কর্ণে হাত দিয়া।
হেঁটমাথে স্নানমুখে কহে শিহরিয়া।।
শুনিবার যোগ্য নহে তোমার এ বাণী।
কেন হেন দুষ্ট কথা কহ ঠাকুরাণী।।
তব কর্ম্ম আমি কভু না দেখি না শুনি।
হে ঊর্ব্বশী তোমায় জননী সমা গণি।।
কহিলে যে তুমি মোরে চাহিলে সভায়।
যে হেতু চাহিনু আমি কহিব, তোমায়।।
পূর্ব্বে মুনিগণ মুখে ইহা শ্রুত ছিল।
তোমার উদরে পুরুবংশ বৃদ্ধি হৈল।।
পুরু আদি করি তার যতেক পুরুষে।
ক্ষয় হৈল, তুমি আছ নবীন বয়সে।।
এ হেতু বিস্ময় বড় মানিলাম মনে।
পুনঃ পুনঃ চাহিলাম তাহার কারণে।।
পূর্ব্ব পিতামহী তুমি, মোর গুরুজন।
হেন অসম্ভব কথা কহ কি কারণ।।
ঊর্ব্বশী বলিল, আমি নহি যে কাহার।
স্বইচ্ছায় যথা তথা করি যে বিহার।।
অকারণে গুরু বলি পাতিলে সম্বন্ধ।
ভ্রান্তিবশে কিবা হেতু চিত্তে রাখ ধন্দ।।
যাত সব মহারাজ হৈল পুরুবংশে।
তপঃ পুণ্যফলে সবে স্বর্গেতে আইসে।।
ক্রীড়ারস করে সবে সহিত আমার।
সে সব বচন কেহ না করে বিচার।।
তুমি কেন হেন কথা কহ ধনঞ্জয়।
করহ আমার প্রীতি, খণ্ডাও বিস্ময়।।
অজ্জুন কহেন, তুমি মোর ঠাকুরাণী।
তুমি যে পরম গুরু কুলের জননী।।
যথা কুন্তী, যথা মাদ্রী, যথা শচীন্দ্রাণী।
ইহা সব হৈতে তোমা গরিষ্ঠেতে গণি।।
নিজগৃহে যাও মাতা করি যে প্রণাম।
পুত্রবৎ জ্ঞান মোরে কর অবিরাম।।
শুনি ঊর্ব্বশীর হৃদে হৈল মহাতাপ।
ক্রোধমুখে অর্জ্জুনের প্রতি দিল শাপ।।
তব পিতৃ আদেশেতে আসি তব গৃহে।
নিস্ফলে ফিরিয়া যাই, প্রাণে নাহি সহে।।
না করিলে কামপূর্ণ পুরুষের কাজ।
এই দোষে নপুংসক হবে নারী মাঝ।।
নর্ত্তক রূপেতে রবে মোর এই শাপ।
এত বলি নিজালয়ে গেল করি তাপ।।
শাপ করি চিন্তিত অন্তর ধনঞ্জয়।
শোকে দুঃখে নিশি বঞ্চে নিদ্রা নাহি হয়।।
প্রাতঃকালে চিত্রসেনে লইয়া সংহতি।
দেবরাজ চরণে ভক্তিতে করে নতি।।
নিশার বৃত্তান্ত যত কহেন অর্জ্জুন।
শুনিয়া বিস্ময়ে কন সহস্রলোচন।।
ধন্য কুন্তী, তোমা পুত্র গর্ভেতে ধরিল।
তোমা হৈতে কুরুবংশ পবিত্র হইল।।
মহর্ষি তপস্বী দেবর্ষি জিনিলে সবারে।
তোমা পুত্র শ্লার্ঘ্য করি মানি আপনারে।।
শাপ হেতু চিত্তে দুঃখ না ভাব অর্জ্জুন।
শাপ নহে, তব পক্ষে ইথে লাভ জেন।।
অবশ্য অজ্ঞাত এক বৎসর রহিবে।
সেই কালে নপুংশক নর্ত্তক হইবে।।
বৎসরেক পূর্ণ হৈলে শাপ হবে ক্ষয়।
শুনিয়া অর্জ্জুন অতি সানন্দ হৃদয়।।
অর্জ্জুনের চরিত্র যে জন শুনে গায়।
কদাচিৎ তার চিত্ত পাপে নাহি যায়।।

পূর্ব্বার্জ্জিত যত পাপ ভস্ম হয়ে যায়।
আরণ্যকপর্ব্ব গীত কাশীদাস গায়।।

ইন্দ্রালয়ে লোমশ ঋষির আগমনইন্দ্রের নগরে পার্থ ইন্দ্রের সমান।

নানা অস্ত্র শিক্ষা করিলেন ইন্দ্রস্থান।।
নৃত্য গীত বাদ্য শিখে চিত্রসেন স্থানে।
মাতা ভ্রাতা না দেখিয়া বড় দুঃখ মনে।।
একদিন তথায় লোমশ মহাশয়।
ইন্দ্র দরশন হেতু আসে সুরালয়।।
করযোড়ে প্রণমিল দেব পুরন্দরে।
ইন্দ্রদত্ত দিব্যাসনে বসে মুনিবরে।।
ইন্দ্রের আসনে পার্থে দেখি মুনিবর।
বিস্ময় মানিয়া মুনি ভাবে যে অন্তর।।
যে আসনে বসিতে না পান দেব মুনি।
কোন কর্ম্মে ক্ষত্র হয়ে বসিল ফাল্গুনি।।
ঋষির বিচার জ্ঞাত হয়ে পুরন্দর।
বলিলেন ব্রহ্মঋষি কি ভাব অন্তর।।
মনুষ্য দেখিয়া পার্থে ভ্রম হৈল মনে।
তুমি কি না জান মুনি, পাসরহ কেনে।।
নর নারায়ণ যেই ঋষি পুরাতন।
ভার নিবারনে জন্ম নিলেন দুজন।।
বাসুদেব নারায়ণ অজিত যে বিষ্ণু।
নরঋষি পাণ্ডবের মধ্যে হল জিষ্ণু।।
কুন্তীগর্ভে জন্ম হল আমার অংশেতে।
কেবল মনুষ্য নাম দেবতার হিতে।।
হেথায় আইল অস্ত্র শিক্ষার কারণ।
দেবের অনেক কার্য্য করিবে সাধন।।
নিবাতকবচ দৈত্য নিবসে পাতালে।
তার সম যোদ্ধা নাহি পৃথিবী মণ্ডলে।।
সুরাসুর যত লোক জিনিলেক বলে।
বহুকাল নিবসতি করে রসাতলে।।
তাহারে বধিতে শক্তি ধরে ধনঞ্জয়।
পার্থ বিনা কার শক্তি তার অগ্রে হয়।।
এ হেতু হেথায় পার্থ থাকি কত দিনে।
করিবে গমন পুনঃ মনুষ্য ভবনে।।
আমার আরতি এক শুন তপোধন।
কাম্যক বনেতে তুমি করহ গমন।।
আমার সন্দেশ যুধিষ্ঠিরে যে কহিবে।
অর্জ্জুনের কারণ উৎকণ্ঠা না হইবে।।
পৃথিবীতে তীর্থ যত আছে স্থানে স্থানে।
যত্নের সহিত তথা করে স্নান দান।।
ভীষ্ম দ্রোণ দুই যদি জিনিবার মন।
তীর্থ স্নান করি ধর্ম্ম কর উপার্জ্জন।।
বিষম সঙ্কট স্থানে আছে তীর্থগণ।
আপনি থাকিবা সঙ্গে রক্ষার কারণ।।
স্বীকার করিল মুনি ইন্দ্রের বচন।
ডাকিয়া মুনিরে তবে বলেন অর্জ্জুন।।
চলিলা কাম্যকবনে শুন তপোধন।
ভ্রাতৃস্থানে কহিবেন মোর বিবরণ।।
আপনি থাকিয়া সঙ্গে সব তীর্থে লবে।
যথা যে বিহিত স্নান দান করাইবে।।
রাক্ষস দানবগণ থাকে তীর্থ স্থানে।
সঙ্কটে করিবে রক্ষা সতত আপনে।।
মহাভারতের কথা অমৃতের ধার।

কাশী কহে, ইহা বিনা সুখ নাহি আর।।

পাণ্ডবের বিক্রম শ্রবণে ধৃতরাষ্ট্রের দুশ্চিন্তা

মুনিরে জন্মেজয় জিজ্ঞাসে তখন।
ধৃতরাষ্ট্র শুনিল কি সব বিবরণ।।
মনি বলে, মহারাজ কর অবধান।
অর্জ্জুনের চরিত্র শুনিল বহু স্থান।।
লোকেতে অদ্ভূত রাজা অর্জ্জুন কাহিনী।
ব্যাসমুখে শুনিলেন অন্ধ নৃপমণি।।
আশ্চর্য্য শুনিয়া রাজা সঞ্জয়ে ডাকিল।
ব্যাসের কথানুসারে জিজ্ঞাসা করিল।।
শুনিলাম আশ্চর্য্য সে অর্জ্জুন কথন।
শুনেছ কি সঞ্জয় সে সব বিবরণ।।
সঞ্জয় বলেন, রাজা আমি সব জানি।
অর্জ্জুনের কথা রাজা অদ্ভূত কাহিনী।।
হেমন্ত পর্ব্বতে শিব সহ যুদ্ধ কৈল।
পাশুপত অস্ত্র শিবে তুষ্ট করি নিল।।
কুবের বরুণ যম যাচি দিল বর।
নিজ রথ দিয়া স্বর্গে নিল পুরন্দর।।
ইন্দ্র অর্দ্ধাসনেতে বসিল সুরমাঝে।
আদর করিয়া ইন্দ্র বসাইল মাঝে।।
মনুষ্য কি ছার, যারে দেবগণ পূজে।
মুনিগণ সন্তাপিত যার তপঃ তেজে।।
বীর মধ্যে শিব সম যাহার গণনা।
তাহার বৈরিতা করি জীবে কোন জনা।।
দিব্য অস্ত্র মন্ত্র যত মঘবা শিখায়।
কত দিনে দৈত্য মারি আসিবে হেথায়।।
এত শুনি চমকিত অন্ধ নৃপমণি।
আশ্চর্য্য মানিল রাজা পার্থ কথা শুনি।।
দুষ্ট দুর্য্যোধন কাল হইল আমার।
শোকসিন্ধু মাঝেতে পড়িনু পাকে তার।।
অর্জ্জুনের অগ্রেতে রহিবে কোন জন।
দ্রৌণি কর্ণ কৃপাচার্য্য বৃদ্ধ গুরু দ্রোণ।।
দিব্য মন্ত্র দিব্য অস্ত্র লভয়ে অর্জ্জুন।
বিশেষ দেবের বর পূর্ণ শতগুণ।।
দ্রৌপদীর কষ্টানলে অনুক্ষণ দহে।
অবশ্য হইবে যুদ্ধ, নিবারণ নহে।।
সঞ্জয় বলিল, রাজা কি বলিলে তুমি।
শুন কহি যেই বার্ত্তা পাইলাম আমি।।
যুধিষ্ঠির বনে গেল, শুনি নারায়ণ।
সেইক্ষণে যদুবলে করিল গমন।।
ধৃষ্টদ্যুম্ন ধৃষ্টকেতু কেকয় নৃপতি।
শ্রুতমাত্রে বনমাঝে গেল শীঘ্রগতি।।
যুধিষ্ঠির বিভূষণ দেখি জটাচীর।
শ্রীকৃষ্ণ কহেন ক্রোধে কম্পিত শরীর।।
যেই জন হেন গতি করিল তোমার।
রাজ্য ধন নিল আর অঙ্গ অলঙ্কার।।
সে সকল দ্রব্য তার সহিত জীবন।
আনি দিব, যবে আজ্ঞা করহ রাজন।।
দ্রৌপদীর কেশে ধরি, শুনিনু শ্রবণে।
সভামধ্যে উপহাস কৈল দুষ্টগণে।।
শৃগাল কুক্কুর মাংসাহারী যে সকল।
কুরুকুল মাংস ভক্ষ্যে হবে কুতূহল।।
যে যে উপহাস কৈল কৃষ্ণা কষ্ট দেখি।
তীক্ষ্ণ অস্ত্রে সে সবার উপাড়িব আঁখি।।

কৃষ্ণ ভীমার্জ্জুন ধৃষ্টদ্যুম্ন আদি যত।
একে একে সবাই কহিল এইমত।।
যুধিষ্ঠির ধর্ম্ম রাজা কহনে না যায়।
কত দিন রক্ষা পেলে তাহার কৃপায়।।
যুধিষ্ঠির কহিলেন, সকলি প্রমাণ।
এয়োদশ বৎসর হইলে সমাধান।।
কুরুসভা মধ্যে আমি করিনু নির্ণয়।
আমার শকতি তাহা খণ্ডণ না হয়।।
এত শুনি নির্ণয় করিল সর্ব্বজন।
প্রতিজ্ঞা করিল কুরু করিতে নিধন।।
নিয়ম করিয়া পূর্ণ রাজ্যে গেল সবে।
কেমনে নৃপতি শান্ত করিবে পাণ্ডবে।।
ধৃতরাষ্ট্র বলে, সত্য কহিলে সঞ্জয়।
কিছুতেই পাণ্ডুপুত্র শান্ত আর নয়।।
যখন ধরিল দুষ্ট দ্রৌপদীর কেশে।
তখনি জানিনু বংশ মজিল বিশেষে।।
বিধি মম কৈল অন্ধ যুগল নয়ন।
সে কারণে আমারে না মানে দুর্য্যোধন।।
দুর্য্যোধন দুঃশাসন দোঁহে দুরাচার।
আর দুই দুষ্ট দেয় যুক্তি কদাচার।।
আর আমি দৈবগতি পুত্রবশ হৈনু।
সাধুজন বচন শুনিয়া না শুনিনু।।
পশ্চাতে এ সব কথা করিব স্মরণ।
এইরূপ অনুশোচ অম্বিকা নন্দন।।
মহাভারতের কথা হইল প্রকাশ।
পাঁচালি প্রবন্ধে কহে কাশীরাম দাস।।

অর্জ্জুনের নিমিত্ত পাণ্ডবদিগের আক্ষেপ

হেথায় কাম্যক বনে ধর্ম্মের নন্দন।
মৃগয়া করিয়া নিত্য পোষেন ব্রাহ্মণ।।
পূর্ব্বে রাজা যুধিষ্ঠির, যাম্যে বৃকোদর।
উত্তর পশ্চিমে দুই মাদ্রীর কোঙর।।
মৃগয়া করিয়া আনি দেন কৃষ্ণা স্থানে।
দ্রৌপদী জননী প্রায় ভুঞ্জায় ব্রাহ্মণে।।
সহস্র সহস্র দ্বিজ সবে ভুঞ্জি যায়।
স্বামিগণে ভুঞ্জাইয়া পিছে কৃষ্ণা খায়।।
হেনমতে সেই বনে অর্জ্জুন বিহনে।
পঞ্চবর্ষ কৃষ্ণা সহ ভাই চারিজনে।।
একদিন একান্তে বসিয়া সর্ব্বজনে।
শোকেতে আকুল হয় স্মরিয়া অর্জ্জুনে।।
চারি ভাই কৃষ্ণা সহ কান্দেন সঘনে।
জলধারা বহে সদা যুগল নয়নে।।
রোদন সম্বরি ভীম রাজা প্রতি কয়।
পার্থের বিচ্ছেদ তাপ না সহে হৃদয়।।
পার্থের বিচ্ছেদ তাপ না সহে হৃদয়।
পার্থের যতেক গুণ প্রশংসে সংসারে।।
বীর ধীর কত গুণ প্রশংসে সংসারে।
বীর ধীর কত গুণ ধনঞ্জয় ধরে।।
তোমার আজ্ঞাতে সেই পার্থ বীরবর।
না জানি কোন বলে গেল সে সত্বর।।
শোক দুঃখ গেল সে অগম্য বনস্থল।
বহুদিন তাহার না জানি যে কুশল।।
বনমধ্যে তাহার বিপদ যদি হয়।
শ্রুতমাত্র প্রাণ আমি ছাড়িব নিশ্চয়।।
কৃষ্ণ প্রাণ ছাড়িবেক আর যদুগণ।
পাঞ্চাল দেশেতে যত পাঞ্চাল নন্দন।।

সবে প্রাণ দিবে রাজা অর্জ্জুন বিহনে।
পার্থ বিনা শরীর ধরিব কি কারণে। ।
যত কর্ম্ম কৈল ধৃতরাষ্ট্র পুত্রগ।
অন্য জন হলে প্রাণ ত্যজি ততক্ষণ।।
ক্ষণেকে মরিতে পারি ঘৃণায় না মরি।
যে ভায়ের তেজে রাজা হেন মনে করি।।
ইন্দ্র আদি নাহি গণি যে ভায়ের তেজে।
ভৃত্য প্রায় খাটাইল যত মহারাজে। ।
তব পাশাক্রীড়া হেতু শুন মহারাজ।
ভাই ভাই ঠাঁই ঠাঁই হৈনু বনমাঝ।।
অধর্ম্ম করিলে রাজা, ধর্ম্ম না বুঝিলে।
ক্ষত্রধর্ম্ম রাজ্যরক্ষা তাহা তেয়াগিলে।।
এখনো সদয় হয়ে ক্ষমিছ কৌরবে।
ত্রয়োদশ বৎসরান্তে অবশ্য মরিবে। ।
তবে কেন দুষ্টজনে এবে ক্ষমা করি।
বনে কত দুঃখ পাই তাহারে না মারি।।
যদি কদাচিৎ পাপ জ্ঞাতি বধে হয়।
যজ্ঞ দান করিয়া খণ্ডিব মহাশয়।।
নতুবা এ বনবাস করিব তখন।
আগে সব শত্রুগণে করিব নিধন।।
কপটে কপটী মারি, পাপ নাহি তায়।
আজ্ঞা কর দূত গিয়া আনে যদুরায়।।
জগন্নাথে সাথে করি মারি কুরুকুল।
যথা কৃষ্ণ তথা জয়, কিসে অপ্রতুল।।
এত শুনি ভীমসেন করিয়া চুম্বন।
শান্ত করি কহে রাজা মধুর বচন।।
যে কহিলে বৃকোদর সকলি প্রমাণ।
কিসের আপদ যার সখা ভগবান।।
কিন্তু হেন বেদবাণী মুনিগণে কয়।
যথা ধর্ম্ম তথা কৃষ্ণ, তথায় বিজয়।।
অধর্ম্মী লোকের কৃষ্ণ সহায় না হয়।
ভাই বন্ধু বহু তার, কেহ কিছু নয়।।
হেন ধর্ম্ম না আচরি অধর্ম্ম করিলে।
নহিবে গোবিন্দ সখা, আমি জানি ভালে।।
অবশ্য মারিবে তুমি কৌরব দুরন্তে।
এক্ষণে নহেক, ত্রয়োদশ বৎসরন্তে। ।
যে নিয়ম করিলাম খণ্ডিবারে নারি।
নিয়ম করিয়া পূর্ণ, মার সব অরি।।
হেনমতে ভ্রাতৃসহ কথোপকথন।
হেনকালে আসে বৃহদশ্ব তপোধন।।
যথোচিত পূজিলেন পাণ্ডুর নন্দন।
বসিবারে দেন আনি কুশের আসন।।
শ্রান্ত হয়ে মুনিরাজ বসিল তখন।
যুধিষ্ঠির কহেন আপন বিবরণ।।
মহাভারতের কথা অমৃত সমান।
কাশীরাম দাস কহে, শুণে পুণ্যবান।।

নল রাজার উপাখ্যান

যুধিষ্ঠির বলে মুনি কর অবধান।
আমারে দুঃখের কথা নাহি পরিমাণ।।
কপটে সকল মম নিল রাজ্য ধন।
জটাচীর পরাইয়া পাঠাইল বন।।
যত ক্লেশ দুঃখে আমি বঞ্চি যে হেথায়।
রাজপুত্র হয়ে এত দুঃখ নাহি পায়। ।
রাজার বচন শুনি হাসে মুনিবর।
কতক্ষণে বৃহদশ্ব করিল উত্তর।।

কি দুঃখ তোমার রাজা অরণ্য ভিতর।
ইন্দ্র চন্দ্র সম তব সঙ্গে সহোদর।।
ব্রহ্মার সদৃশ দ্বিজ সঙ্গে শত শত।
দাস দাসী আর যত তব অনুগত।।
এই হেতু দুঃখ নাহি দেখি যে তোমার।
তোমা হৈতে নল দুঃখ পাইল অপার।।
এত শুনি জিজ্ঞাসেন ধর্ম্মের নন্দন।
কহ শুনি মুনি সেই নল বিবরণ।।
রাজপুত্র হয়ে আমা সমান দুঃখিত।
অবশ্য শুনিতে হয় তাঁহার চরিত।।
কহ শুনি মুনিরাজ তাঁহার কথন।
কোন দেশে ঘর তাঁর, কাহার নন্দন। ।
বৃহদশ্ব বলে, শুন ধর্ম্মের নন্দন।
তোমা হতে বড় দুঃখী নিষধ রাজন।।
নল নামে নরপতি বীরসেন সুত।
ইন্দ্রের সদৃশ রাজা মহাগুণযুত।।
রূপেতে কন্দর্প তুল্য অতি জিতেন্দ্রিয়।
যশস্বী তেজস্বী ধীর, অক্ষে বড় প্রিয়।।
নিষধ রাজ্যেতে নল মহাগুণবান।
বিদর্ভেতে ভীম রাজা তাঁহার সমান।।
বংশের কারণ রাজা বড় চিন্তা মন।
কত দিনে আসে তথা মহর্ষি দমন।।
পুত্র হেতু ভার্য্যা সহ তাঁহারে পূজিল।
হৃষ্ট হয়ে মুনি তাঁরে এই বর দিল।।
রূপেতে সংসারে নারী করিবে দমন।
দময়ন্তী কন্যা পাবে বড় সুলক্ষণ। ।
দমনের বরে কন্যা হল দময়ন্তী।
যক্ষ রক্ষ দেব নর না দেখে সে কান্তি।।
নাহিক সমান রূপে, গুণে লক্ষ্মী সমা।
নলের কারণে হৈল অতি নিরুপমা।।
সমান বয়স্কা যত আছে সখীগণ।
দময়ন্তী পাশে তারা থাকে অনুক্ষণ।।
দময়ন্তী সাক্ষাতে সখীরা পুনঃপুনঃ।
নিরবধি বাখানে নলের রূপ গুণ।।
নলের চরিত্র শুনি ভীমের নন্দিনী।
বংশীরব শুনি মুগ্ধা যেমন হরিণী। ।
দময়ন্তী রূপ গুণ লোকমুখে শুনি।
হেরিতে ব্যাকুল হন নল নৃপমণি।।
দময়ন্তী চিন্তাতে নলের মগ্ন মন।
কত দিনে দেখ তার দৈবের ঘটন।।
অন্তঃপুর উদ্যানে বিহরে দুঃখমতি।
জলতটে হংস এক দেখে নরপতি।।
নিকটে পাইয়া হংস ধরিল তখন।
রাজা প্রতি বলে হংস বিনয় বচন।।
ছাড়হ আমারে রাজা, না কর নিধন।
করিব তোমার প্রীতি চিন্ত যে কারণ।।
তব অনুরূপ রূপা ভীমের নন্দিনী।
তার সহ মিলন করাব নৃপমণি।।
এতেক শুনিয়া রাজা হংসেরে ছাড়িল।
অন্তরীক্ষ গতি পক্ষী বিদর্ভেতে গেল।।
অন্তঃপুর মধ্যে যথা সরোবর ছিল।
সেইখানে গিয়া হংস খেলিতে লাগিল। ।
এইকালে দময়ন্তী সহচরী সনে।
পুষ্প তুলিবার তরে আইল সেখানে।।
সরোবর মধ্যে হংস দেখি রূপবতী।
ধরিবার আশে যান মন্দ মন্দ গতি।।
চতুর্দ্দিকে বেড়ি হংসে ধরিল স্ত্রীগণে।
বৈদর্ভীরে হংস কহে মনুষ্য বচনে। ।

নিষধ রাজ্যেতে রাজা নল মহামতি।
অশ্বিনীকুমার রূপে নিন্দে রতিপতি।।
নরলোকে তার সম নাহি রূপে গুণে।
করাইব মিলন তোমার তাঁর সনে।।
যদি ভাগ্যে থাকে, তব ভর্ত্তা হবে নল।
তোমার যৌবন রূপ হইবে সফল।।
সার্থক হইবে রূপ শুনহ বচন।
নল নৃপতিরে যদি করহ বরণ।।
এতেক শুনিয়া ভৈমীর মন মোহিল।
বিধাতা আমার হেতু নলেরে সৃজিল।।
নল নৃপতিরে আমি করিব বরণ।
এত বলি হংসে পাঠাইল সেইক্ষণ।।
কহে হংস সব কথা নলের গোচর।
ভৈমী কথা শুনি আকুল হৈল নৃপবর।।
হেথা হংস কথা ভৈমী যে হৈতে শুনিল।
সেই হইতে বৈদর্ভী সকলি ত্যজিল।।
ত্যজিল আহার নিদ্রা, সদাই হুতাশ।
সদা চিন্তাযুতা, বহে সঘনে নিশ্বাস।।
দময়ন্তী দুঃখ দেখি সব সখীগণ।
ভীম নরপতি পাশে করে নিবেদন।।
শুনিয়া নৃপতি বড় হৈল চিন্তিত।
কোন হেতু দময়ন্তী হইল দুঃখিত।।
মহাদেবী কন, কিবা চিন্ত নৃপবর।
যুবতী হইল কন্যা কর স্বয়ম্বর।।
শুনিয়া বিদর্ভপতি উদযোগী হইল।
রাজ্যে রাজ্যে দূত গিয়া নিমন্ত্রণ দিল।।
দেশে দেশে বার্ত্তা পেয়ে যত রাজগণ।
বিদর্ভ নগরে সবে করিল গমন।।
হয় হস্তী পদাতিকে পূরিল মেদিনী।
বার্ত্তা পেয়ে আসিলেন যত নৃপমণি।।
বিদর্ভে আইল যত রাজ্যের ঈশ্বর।
যথাযোগ্য স্থানে সব বসে নৃপবর।।
মহাভারতের কথা অমৃত সমান।
কাশীরাম দাস কহে, শুনে পুণ্যবান।।

দময়ন্তীর স্বয়ম্বর

দময়ন্তী স্বয়ম্বর লোকমুকে শুনি।
সুরোলোকে আসেন নারদ মহামুনি।।
যথাবিধি তাঁরে পূজে দেব সুরেশ্বর।
জিজ্ঞাসিল কোথা ছিলে ওহে মুনিবর।।
ঋষি বলে গিয়াছিনু পৃথিবী মণ্ডল।
আশ্চর্য্য দেখিনু তথা, শুন আখণ্ডল।।
বিদর্ভ রাজার কন্যা দময়ন্তী নামা।
দেব যক্ষ নাগ নরে দিতে নারে সীমা।।
তার রূপে সুশোভিত হল ভূমণ্ডল।
চন্দ্র ম্লান হৈল দেখি বদন কমল।।
ভীমরাজা করিল কন্যার স্বয়ম্বর।
নিমন্ত্রিয়া আনিলেন যত নৃপবর।।
দময়ন্তী রূপগুণ শুনিয়া শ্রবণে।
দেখিতে আইল কত বিনা নিমন্ত্রণ।।
নারদের এই বাক্যে শুনি দেবগণ।
দময়ন্তী রূপে মুগ্ধ হৈল সেইক্ষণ।।
দময়ন্তী প্রাপ্তি বাঞ্ছা করি দেবগণ।
স্বয়ম্বর স্থানে সবে করিল গমন।।
পৃথিবীতে বসে যত রাজরাজেশ্বর।
অহির্নিশি আসিতেছে বিদর্ভ নগর।।

সসৈন্যে চলিল নল পেয়ে নিমন্ত্রণ।
পথে নল সহ ভেট হৈল দৈবগণ।।
দেখিয়া নলের রূপ বিস্ময় অন্তর।
দময়ন্তী বাঞ্ছা ত্যাগ কিরল অমর।।
নলে দেখি অন্যে না বরিবে কদাচন।
এত চিন্তি নল প্রতি বলে দেবগণ।।
সাধু সর্ব্বগুণাশ্রয় তুমি মহারাজ।
সহায় হইয়া তুমি কর এক কাজ।।
কৃতাঞ্জলি করি বলে নিষধ নন্দন।
কে তোমরা আমা হৈতে কিবা প্রয়োজন।।
ইন্দ্র বলে, আমি ইন্দ্র, ইনি বৈশ্বানর।
শমন বরুণ এই জলের ঈশ্বর।।
সবে আসিয়াছি দময়ন্তী লভিবারে।
সবাকার দূত হয়ে যাহ তথাকারে।।
কি বলে বৈদর্ভী, জানি আইস সত্বর।
নলেরে এতেক বাক্য কহে পুরন্দর।।
রাজা বলে, দ্রুতগতি যাইতেছি আমি।
কেমনে ভেটিব কন্যা, অগম্য সে ভূমি।।
রক্ষকেরা পুররক্ষা করিছে যতনে।
এ বেশে পুরুষ আমি যাইব কেমনে।।
দেবগণ বলে, আমা সবার প্রভাবে।
না হবে বারণ, তুমি অলক্ষেতে যাবে।।
দেবগণ বাক্য নল করিয়া স্বীকার।
চলিয়া গেলেন দময়ন্তীর আগার।।
সখীগণমধ্যে দময়ন্তীরে দেখিল।
দেখিয়া তাঁহার রূপ মোহিত হইল।।
অতি সুকুমাররূপা অনঙ্গ মোহিনী।
কৃশোদরা মনোহরা বিশাল লোচনী।।
পূর্ব্বে হংসমুকে রাজা যতেক শুনিল।
সত্য সত্য বলি রাজা সকল মানিল।।
নলে দেখি দময়ন্তী হল চমকিত।
কেবা এ পুরুষবর হেথা উপনীত।।
ইন্দ্র কিম্বা কামদেব অশ্বিনীকুমার।
ধন্য ধাতা, হেন রূপ সৃজিল ইহার।।
বসিতে আসন দিতে হৃদয়ে বিচারে।
সাহস করিয়া কিছু কহিতে না পারে।।
কতক্ষণে মৃদু হাসি কহে মৃদুভাষে।
কে তুমি আসিলে হেথা বল কিবা আশে।।
কেমনে আসিলে হেথা, কেহ না দেখিল।
লক্ষ লক্ষ রক্ষকেতে যে পুরী রাখিল।।
পবনাদি দেবে মোর পিতা দণ্ড করে।
এত দূর্গ পার হয়ে এলে কি প্রকারে।।
রাজা বলে আমি নল জান বরাননে।
হেথা আইলাম দেবতার দূতপণে।।
ইন্দ্রাগ্নি বরুণ যম পাঠান আমারে।
সবাকার ইচ্ছা বড় তোমা লভিবারে।।
এ চারি জনের মধ্যে যারে হয় মন।
আজ্ঞা কর, তারে গিয়া করি নিবেদন।।
এই হেতু তব পুরে করি আগমন।
দেবের প্রভাবে না দেখিল কোন জন।।
কন্যা বলে, দেবগণ বন্দিত সবার।
সে কারণে তা সবায় মম নমস্কার।।
নিস্ফলে হেথায় আসিছেন দেবগণ।
পূর্ব্বে নল নৃপতিরে করেছি বরণ।।
হংসমুখে পূর্ব্বে আমি বরেছি তোমায়।
কেমনে আমারে ত্যাগ কর নররায়।।
কায়মনোবাক্যে রাজা তুমি মম পতি।
তোমা ভিন্ন বিষ অগ্নি জলে মোর গতি।।

নল বলে, যেই দেবে পূজে সর্ব্বজন।
তপস্যা করিয়া বাঞ্ছে যাঁর দরশন। ।
মুহূর্ত্তেকে ভূমণ্ডল বিনাশিতে পারে।
হেন জন বাঞ্ছে তোমা, ত্যজ কোন তাঁরে।।
ইন্দ্র দেবরাজ দৈত্য দানব মর্দ্দন।
ত্রৈলোক্যের উপরে যাঁহার প্রভুপণ।।
শচীর সমান হবে যাঁহারে বরিলে।
হেন দেব ত্যজি কেন মনুষ্য ইচ্ছিলে।।
দিকপাল বৈশ্বানর সবাকার গতি।
যাঁর ক্রোধে মুহূর্ত্তেকে ভস্ম হয় ক্ষিতি।।
বরুণ জলেশ, যম নর অন্তকারী।
কেমনে বরিবে অন্যে তাঁকে পরিহরি।।
কন্যা বলে, অন্যে মোর নাহি প্রয়োজন।
তুমি ভর্ত্তা তুমি কর্ত্তা করিনু বরণ।।
শুভকার্য্যে বিলম্ব না কর মহামতি।
গলে মাল্য দিতে রাজা দেহ অনুমতি।।
নল বলে, ইহা সম নাহিক অধর্ম্ম।
দূত হয়ে কেমনে করিব হেন কর্ম্ম। ।
এত শুনি বৈদর্ভীর বিষণ্ণ বদন।
দুই চক্ষু অশ্রুপূর্ণ, করেন রোদন।।
পুনঃ বলে দময়ন্তী চিন্তিয়া উপায়।
বরিব তোমায় দোষ না হবে তাহায়।।
দেবগণ সহ তুমি এস স্বয়ম্বরে।
তাঁ সবার মধ্যে আমি বরিব তোমারে।।
এত শুনি নল রাজা করেন গমন।
দেবগণ পাশে গিয়া করে নিবেদন।।
কেহ না দেখিল মোরে তব অনুগ্রহে।
দেখিলাম সে কন্যারে অন্তঃপুর গৃহে।।
কহিলাম সবাকারে যে সব সন্দেশ।
প্রবন্ধেতে রূপ গুণ বিভব বিশেষ। ।
কারেও না চাহি কন্যা আমারে ইচ্ছিল।
আসিবার কালে পুনঃ এমত বলিল।।
দেবগণ সঙ্গে এস স্বয়ম্বর স্থানে।
তোমারে বরিব তাঁ সবার বিদ্যমানে।।
বৈদর্ভীর চিত্ত বুঝি সব দেবগণ।
নলের সমান রূপ ধরেন তখন। ।
এইরূপে দেবগণ নলের সংহতি।
স্বয়ম্বর স্থানে চলি গেল শীঘ্রগতি।।
মহাভারতের কথা অমৃত সমান।
শ্রবণে অধর্ম্ম নাশে শাস্ত্রের বিধান।।

দময়ন্তীর নল বারণ

স্বয়ম্বর উপনীত যত রাজগণ।
যথাযোগ্য আসনেতে বসে সর্ব্বজন।।
কুশে শীলে রূপে গুণে একই প্রকার।
বিবিধ রতন অঙ্গে শোভে সবাকার।।
সিংহগ্রীব গজস্কন্ধ গমনে সিন্ধুজ।
পঞ্চমুখ ভুজঙ্গ সদৃশ ধরে ভুজ।।
তবে বিদর্ভের রাজা শুভক্ষণ দিনে।
দময়ন্তী আনাইল সভা বিদ্যমানে।।
দেখিয়া মোহিত হৈল সব রাজগণ।
দৃষ্টিমাত্র হরিলেক সবাকার মন।।
যত যত মহারাজ আছিল সভায়।
চিত্রের পুত্তলি প্রায় একদৃষ্টে চায়।।
নল বিনা বৈদর্ভীর অন্যে নাহি মন।
কোথায় আছেন নল করে নিরীক্ষণ।।

এক স্থানে দেখে ভৈমী সভার ভিতর।
নলের আকার পঞ্চ পুরুষ সুন্দর।।
আকারে নলের সম, নাহি কিছু ভেদ।
দেখি দময়ন্তী চিত্তে করে বড় খেদ।।
পঞ্চজন নল দেখি, বরিব কাহারে।
হৃদয়ে করিল চিন্তা বঞ্চিল অমরে। ।
দেবতা মানব মূর্ত্তি কভু এক নয়।
তথাপি দেব মায়ায় সব এক হয়।।
উপায় না দেখি ভৈমী বিচারিল মনে।
করযোড়ে স্তুতিবাদ করে দেবগণে।।
তোমরা যে অন্তর্য্যামী জানহ সকল।
পূর্ব্বে হংসমুখে আমি বরিয়াছি নল।।
প্রসন্ন হইয়া সবে মোরে দেহ বর।
জ্ঞাত হয়ে পাই আমি আপন ঈশ্বর।।
সত্যেতে সংসার বর্ত্তে আমি যদি সতী।
তোমা সবা মধ্যে যেন চিনি নিজ পতি।।
বৈদভীর মনোভাব জানি দেবগণ।
আপন আপন চিহ্ন করান দর্শন।।
অনিমেষ নয়ন, স্বেদাম্বুহীন কায়া।
অম্লান কুসুম অঙ্গে, নাহি অঙ্গচ্ছায়া।।
বৈদর্ভী জানিল তবে এ চারি অমর।
নল নরপতি দেখে ভূমির উপর।।
হৃষ্টা হয়ে শীঘ্রগতি মালা দিল গলে।
দেবতা গন্ধর্ব্ব সবে সাধু সাধু বলে।।
তবে নল নরপতি প্রসন্ন হইয়া।
দময়ন্তী প্রতি বলে আশ্বাস করিয়া।।
যাবৎ শরীরে মম থাকিবেক প্রাণ।
তাবৎ ধরিব তোমা প্রাণের সমান।।
নলেরে বৈদর্ভী তবে করিল বরণ।
দেখিয়া সন্তুষ্ট হৈল যত দেবগণ।।
তুষ্ট হয়ে ইষ্টবর দিল চারিজন।
অলক্ষিত বিদ্যা দিল সহস্রলোচন।।
অমৃত দিলেন তবে জলের ঈশ্বর।
যথায় চাহিবে জল পাবে নরবর।।
অগ্নি বলে, যাহা ইচ্ছা করিবে রন্ধন।
বিনা অগ্নি রন্ধন হইবে ততক্ষণ।।
প্রাণীবধ বিদ্যা দিল সূর্য্যের নন্দন।
অস্ত্র তূণ ধনু দিয়া করিল গমন।।
নিবর্ত্তিয়া স্বয়ম্বর সবে গেল ঘর।
দময়ন্তী লয়ে গেল নল নৃপবর।।
দময়ন্তী বিনা রাজা অন্যে নাহি মতি।
কুতূহলে ক্রীড়া করে যেন কাম রতি।।
বহু যজ্ঞ সমাধিল, কৈল বহু দান।
পুণ্যবলে নাহি কেহ নলের সমান।।
মহাভারতের কথা পরম পবিত্র।
আরণ্যকে অনুপম নলের চরিত্র।।

নল ও পুষ্করের দ্যূতক্রীড়া

স্বয়ম্বর নিবর্ত্তিয়া যায় দেবগণ।
পথেতে দ্বাপর কলি ভেটে দুই জন।।
পুছিল দুজনে ইন্দ্র যাহ কোথাকারে।
কলি বলে, যাই বৈদর্ভীর স্বয়ম্বরে।।
সে কন্যার রূপ গুণ শুনিয়া শ্রবণে।
প্রাপ্তি ইচ্ছা করি তথা যাই দুই জনে।।
হাসি ইন্দ্র বলে, সাঙ্গ হৈল স্বয়ম্বর।
নলেরে বরিল ভৈমী সভার ভিতর।।

এত শুনি বলে কলি মহাক্রোধভরে।
দেব স্বামী ত্যজি দুষ্টা বরিল নরেরে।।
এই হেতু দণ্ড আমি করিব তাহারে।
প্রতিজ্ঞা করিনু আমি করিব তাহারে।।
প্রতিজ্ঞা করিনু আমি করিব তাহারে।
প্রতিজ্ঞা করিনু আমি তোমার গোচরে।।
দেবগণ বলে, তার দোষ নাহি তিলে।
আমা সবাকার বাক্যে বরিলেক নলে।।
নলের চরিত্র কিছু কহনে না যায়।
দেবতার যত গুণ নল নৃপে হয়।।
সমুদ্র গভীর ছিল, স্থির ছিল মেরু।
পৃথিবীতে ক্ষমা ছিল, চন্দ্র ছিল চারু।।
সবারে ছাড়িয়া নলে করিল আশ্রয়।
যজ্ঞ সভা তৃপ্ত দেব যাহার আলয়।।
সত্যব্রত দৃঢ়ব্রতী তপঃশৌচ দানী।
আমা সবাকার মাঝে নলেরে বাখানি।।
হেন নলে দুঃখদাতা হবে যেই জন।
বিপুল দুঃখেতে মজিবেক সেই জন।।
এত বলি দেবগণ করিল গমন।
দ্বাপর কলিতে দোঁহে চিন্তে মনে মন।।
নলের যতেক গুণ বলে সুরপতি।
হেন যনে দিবে দণ্ড কাহার শকতি।।
কলি বলে, তুমি মোর হইবে সহায়।
যেমনে দণ্ডিব মনে করিব উপায়।।
রাজ্যভ্রষ্ট করাব, বিচ্ছেদ দুই জনে।
পাশায় করিয়া মত্ত নৈষধ রাজনে।।
অক্ষপাটি হবে তুমি সহায় আমার।
কলি বাক্যে দ্বাপর করিল অঙ্গীকার।।
এতেক বিচারি দোঁহে করিল গমন।
নলের সহিত কলি থাকে অনুক্ষণ।।
নৃপতির পাপছিদ্র খুঁজে নিরন্তর।
হেনমতে গেল দিন দ্বাদশ বৎসর।।
একদিন নরপতি সন্ধ্যার কারণে।
অল্প শৌচ কৈল পদে, ভ্রম হৈল মনে।।
ছিদ্র পেয়ে কলি প্রবেশিল তাঁর দেহে।
নিজ বুদ্ধি হীন হৈল রাজার হৃদয়।।
পুষ্কর নামেতে ছিল রাজার সোদর।
তাহার সদনে কলি চলিল সত্বর।।
কলি বলে, অবধান করহ পুষ্কর।
বৈভব বাঞ্ছব যদি মম বাক্য ধর।।
নলের সহিত পাশা খেল গিয়া তুমি।
সহায় হইয়া তোরে জিতাইব আমি।।
কলির আশ্বাস পেয়ে পুষ্কর চলিল।
খেলিব দেবন, বলি নলে আহ্বানিল।।
এতেক শুনিয়া নল পুষ্করের দম্ভ।
অহঙ্কারে ক্ষণেক না করিল বিলম্ব।।
পণ করি খেলিতে লাগিল দুই জন।
হিরণ্য বিবিধ আর রজত কাঞ্চন।।
পুষ্করের বশ অক্ষ দ্বাপর প্রভাবে।
নাহি হয় অন্যথা সে, যাহা মাগে যবে।।
পুনঃ ক্রোধে পণ করিলেন রাজা নল।
মতিচ্ছন্ন হইল, না বুঝে মায়াবল।।
সুহৃদ বান্ধব মন্ত্রী যত পৌরজন।
কার শক্তি না হৈল করিতে নিবারণ।।
তবে যত বন্ধুগণ একত্র হইয়া।
দময়ন্তী স্থানে সবে জানাইল গিয়া।।
মহাদুঃখ উৎপাত আনেন নৃপতি।
কর গিয়া আপনি নিবৃত তুমি সতী।।

এত শুনি দময়ন্তী বিষণ্ণ বদন।
অতিশীঘ্র নৃপস্থানে করিল গমন।।
রাজারে বলেন ভৈমী বিনয় বচন।
মন্ত্রীসহ দ্বারে আছে অমাত্যের গণ।।
আজ্ঞা কর, সবে আসি করুক দর্শন।
ত্যজহ দেবন প্রভু, রাজ্যে দেহ মন।।
কলিতে আচ্ছন্ন রাজা, নাহি শুনে বাণী।
মাথা তুলি ভৈমীরে না চাহে নৃপমণি।।
পুনঃ পুনঃ কহি ভৈমী বারিতে নারিল।
জ্ঞানহত হৈল রাজা, নিশ্চয় জানিল।।
নিজ নিজ গৃহে তবে গেল পুরজন।
অন্তঃপুরে গেল ভৈমী করিয়া রোদন।।
হেনমতে নলরাজা খেলে বহু দিন।
ক্রমে ক্রমে বৈভবাদি সব হৈল হীন।।
অক্ষ বিনা নৃপতির নাহি অন্য মন।
সকল ত্যজিয়া রাজা খেলে অনুক্ষণ।।
দেখিয়া বৈদর্ভী মনে আতঙ্ক পাইল।
বৃহৎসেনা নামে ধাত্রী প্রতি সে বলিল।।
শীঘ্র আন বার্ষ্ণেয় সারথিকে ডাকিয়া।
আজ্ঞামাত্র গেল ধাত্রী আরতি বুঝিয়া।।
সেইক্ষণে আইল সারথি বিচক্ষণ।
সারথি দেখিয়া ভৈমী বলেন বচন।।
সর্ব্বনাশ হেতু পথ করিল রাজন।
এ মহাবিপদে তুমি করহ তারণ।।
ইন্দ্রসেন পুত্র আর কন্যা ইন্দ্রসেনা।
মম জ্ঞাতিগৃহে রাখি এস দুই জনা।।
বিলম্ব না কর রথ আন শীঘ্রগতি।
আজ্ঞামাত্র রথ সাজি আনিল সারথি।।
রথে চড়াইল দুই কুমার কুমারী।
মুহূর্ত্তেকে উত্তরিল কুণ্ডিন নগরী।।
রথ অশ্ব সহিত থুইল রাজপুরে।
পুনঃ গেল বার্ষ্ণেয় সে নিষধ নগরে।।
পুণ্যকথা ভারতের শুনে পুণ্যবান।
কাশীদাস বিরচিল নলের আখ্যান।।

নল-দময়ন্তীর বন গমন ও নলের দময়ন্তী ত্যাগ

পুষ্করের সহ পাশা খেলে রাজা নল।
একে একে রাজ্য ধন হারিল সকল।।
বসন ভূষণ আর রত্ন অলঙ্কার।
সকল হারিল রাজা, কিছু নাহি আর।।
হাসিয়া পুষ্কর তবে বলিল বচন।
দেখিব কি আছে আর, শীঘ্র কর পণ।।
অবশেষে তব কিছু নাহি দেখি আর।
রাণী দময়ন্তী পণ করহ এবার।।
এত শুনি নল ক্রোধে আরক্তিম নেত্র।
পুষ্করের বাক্য যেন পৃষ্ঠে মারে বেত্র।।
তবে রাজা বস্ত্র রত্ন যা ছিল শরীরে।
বাহির করিয়া সব দিলেন পুষ্করে।।
একবস্ত্র পরিধানে বাহির হইল।
অন্তঃপুরে থাকি সব বৈদর্ভী শুনিল।।
অঙ্গের ভূষণ যত ফেলিল খুলিয়া।
চলিল রাজার সহ একবস্ত্রা হৈয়া।।
আজ্ঞা দিল পুষ্কর আপন অনুচরে।
এই কথা জ্ঞাত কর নগরে নগরে।।
নল নৃপেরে যে জন দিবেক আশ্রয়।
সবংমে সংহার আমি করিব তাহায়।।

আজ্ঞামাত্র রাজ্যে রাজ্যে জানাইল চর।
রাজাজ্ঞা শুনিয়া সবে হৃদে পায় ডর।।
তিন দিন নল নৃপ নগরে রহিল।
দণ্ড ভয়ে কেহ তাঁরে আশ্রয় না দিল।।
কেহ না জ্ঞিজ্ঞাসে, কেহ না যায় নিকটে।
ক্ষুধায় তৃষ্ণায় নল গেল নদীতটে। ।
তিন রাত্রি দিনান্তরে করি জলপান।
তারপর বনমধ্যে করিল প্রয়াণ।।
পাছু পাছু দময়ন্তী করিল গমন।
অরণ্যের মধ্যে প্রবেশিল দুই জন। ।
বহুদিন ক্ষুধা তৃষ্ণা শরীর পীড়িত।
বনমধ্যে স্বর্ণপক্ষী দেখে আচম্বিত।।
পক্ষী দেখি আনন্দেতে ভাবিল রাজন।
মাংস ভক্ষি পক্ষ বেচি পাব বহুধন।।
ধরিবার উপায় চিন্তিলেন মনে মন।
পক্ষীর উপর ফেলে পিন্ধন বসন।।
বস্ত্র লয়ে উড়িল মায়াবী বিহঙ্গম।
আকাশে উড়িয়া বলে, আর মতিভ্রম।।
সর্ব্বনাশ কৈনু অক্ষে ভ্রষ্ট করি জ্ঞান।
আমি কলি দ্বাপর বলিয়া এবে জান।।
আমা সবা এড়ি ভৈমী বরিল তোমারে।
তাহার উচিত ফল দিলাম তোমারে।।
এত শুনি নরপতি ভৈমী প্রতি বলে।
যতেক কহিল পক্ষী শ্রবণে শুনিলে। ।
অক্ষে যেই হারাইল, সেই বস্ত্র নিল।
নিশ্চয় আমার প্রিয়ে জ্ঞান হত হৈল।।
এখন যে বলি শুন তাহার কারণে।
এই যে যাইতে পথ দেখহ দক্ষিণে। ।
অবন্তী-নগরে লোক যায় এই পথে।
এই যে দেখহ পথ কোশল যাইতে।।
এই পথে যাই প্রিয়ে বিদর্ভ নগর।
শুনিয়া হৈল ভৈমী কম্পিত অন্তর।।
রোদন করিয়া ভৈমী কহে রাজা প্রতি।
তব বাক্য শুনি মোর স্থির নহে মতি।।
রাজ্যনাশ বনবাস বিবস্ত্র হইলে।
মহা দুঃখার্ণবেতে নিমর্জ্জিত হইলে।।
সব পাসরিবে আমি থাকিলে সংহতি।
আমারে ত্যজিতে কেন চাহ নরপতি।।
ভার্য্যার বিহনে রাজা নাহি সুখলেশ।
আমারে ত্যজিলে বনে পাবে বহু ক্লেশ।।
নল বলে, সত্য তুমি যতেক কহিলে।
ভার্য্যা সম মিত্র আর নাহি ক্ষিতিতলে।।
ত্যজিবারে পারি আমি আপন জীবন।
তোমা ত্যাগ না করিব আমি কদাচন।।
ভৈমী বলে, মোরে যদি ত্যাগ না করিবে।
বিদর্ভের পথ কেন দেখাইয়া দিবে।।
এই হেতু, শঙ্কা মম হতেছে রাজন।
তোমা ছাড়ি গেলে মোর নিশ্চয় মরণ। ।
এক বাক্য বলি রাজা, যদি লয় মনে।
বিদর্ভ নগরে চল যাই দুই জনে।।
তোমারে দেখিলে পিতা হবে হরষিত।
দেবতুল্য তোমারে পূজিবে নিত্য নিত্য।।
নল বলে, নহে দেবি যাবার সময়।
এ বেশে কুটুম্বগৃহে উচিত না হয়। ।
আপনি জানহ তুমি স্বয়ম্বর কালে।
তব পিতৃগৃহে গেনু চতুরঙ্গ দলে।।
এখন এ বেশে গেলে হাসিবেক লোক।
বৈরীর হইবে হর্ষ, সুহৃদের শোক।।

পরম বন্ধুর গৃহে যায় যদি দীন।
মহাগুণী হইলেও হয় মানহীন।।
অনাহারে থাকি তপ করিব কাননে।
দুঃখী হয়ে বন্ধুগৃহে, না যাব কখনে।।
তবে পুনঃ পুনঃ ভৈমী যতেক কহিল।
না শুনিল সে নল সঙ্কল্প না টালিল।।
যেই বস্ত্র ছিল ভৈমী করিয়া পিন্ধন।
সেই বস্তই পিন্ধন কৈল দুই জন।।
ছাড়িয়া যাবেন স্বামী ভয় করি মনে।
এক বস্ত্র বৈদর্ভী পরিল সে কারণে।।
বেগেতে চলিতে নারে, যায় ধীরে ধীরে।
ক্ষুধায় তৃষ্ণায় ভ্রমে দুর্ব্বল শরীরে।।
দিব্য এক স্থান রাজা হেরিল কাননে।
শ্রান্ত হইয়া তথা শুইল দুই জনে। ।
বাহু বন্ধনে ভৈমী ধরি রহে রাজারে।
পাছে স্বামী যায় ছাড়ি, সভয় অন্তরে।।
একে সুকুমারী, বহুদিন নিরাহারা।
শোবামাত্র দময়ন্তী হৈল জ্ঞানহারা।।
দুঃখে সন্তাপিত নল, নিদ্রা নাহি যায়।
মনে বিচারিল, যে বৈদর্ভী নিদ্রা যায়।।
এ ঘোর অরণ্যে ভৈমী সঙ্গে যদি থাকে।
মম দুঃখ দেখি, নিত্য মজিবেক শোকে।।
আমারে না দেখি কোন পথিক সংহতি।
ক্রমে ক্রমে যাইবেক পিতার বসতি। ।
এ দুঃখ সমুদ্র হৈতে হইবে মোচন।
আমিহ একক হৈলে যাব যথা মন।।
একাকী রাখিয়া যাব, ঘোর বনস্থল।
সেই ভয় নাহি, কেহ করিবে না বল।।
তপস্বিনী পতিব্রতা, ভকতি আমাতে।
এরে কে করিবে বল নাহি ত্রিজগতে। ।
কলিতে আচ্ছন্ন রাজা, হত নিজ জ্ঞান।
দময়ন্তী ত্যজিবারে করে অনুমান।।
এক বস্ত্র আচ্ছাদন দোঁহাকার গায়।
মনে চিন্তে কি করিব ইহার উপায়।।
পাছে জাগে দময়ন্তী চিন্তিত রাজন।
ভাবিত হইল বড় কি করি এখন।।
কেমনে ত্যজিব আমি এক বস্ত্র পরা।
শরীরে আছিল কলি দুষ্ট খরতরা।।
জানিয়া রাজার মন হৈল খড়্গরূপ।
সম্মুখে হেরিয়া খড়্গ হরষিত ভূপ। ।
অস্ত্র লয়ে অর্দ্ধবাস ছেদন করিল।
মায়াতে মোহিত রাজা আকুল হইল।।
ধীরে ধীরে তথা হৈতে গমন করিল।
কতদূর হতে তবে বাহুড়ি আইল।।
দেখিল বৈদভী নিদ্রা যায় অচেতন।
ব্যাকুল হইয়া রাজা করয়ে ক্রন্দন।।
সিংহ ব্যাঘ্র লক্ষ লক্ষ এ ঘোর কাননে।
কি গতি হইবে প্রিয়া আমার বিহনে। ।
হে সূর্য্য পবন চন্দ্র বনের দেবতা।
তোমা সবে রক্ষা কর আমার বনিতা।।
এত বলি নরপতি গমন করিল।
পুনঃ কতদূর হৈতে ফিরিয়া আইল।।
কলিতে আচ্ছন্ন রাজা দুই দিক মন।
ভার্য্যা স্নেহ ছাড়িতে না পারে কদাচন।।
দময়ন্তী দুঃখে দুঃখী কহিছে অন্তরে।
অনাথা করিয়া প্রিয়ে যাই যে তোমারে।।
পুনরপি বিধি যদি করায় ঘটন।
দেখিব তোমারে নহে শেষ দরশন।।

এত চিন্তি নরপতি আকুল হৃদয়।
পাছে দময়ন্তী জাগে পুনঃ হৈল ভয়।।
অতিবেগে চলিয়া যাইল সেইক্ষণ।
প্রবেশ করিল গিয়া নির্জ্জন কানন।।

দময়ন্তীর সর্প গ্রাস হইতে মুক্তি ও ব্যাধকে অভিশাপে ভস্ম করণ

কতক্ষণে দময়ন্তী নিদ্রা অবশেষে।
সজাগ হইয়া দেখে, স্বামী নাহি পাশে।।
মূর্চ্ছিত হইয়া ভৈমী ভূমিতলে পড়ি।
ধূলায় ধূসর হয়ে যায় গড়াগড়ি।।
উঠিয়া সঘনে চতুর্দ্দিকে ধায় রড়ে।
নাথ নাথ বলি উচ্চৈঃস্বরে ডাক ছাড়ে।।
অনাথা ডাকয়ে কেন না দেহ উত্তর।
কোন দিক গেলে প্রভু নিষধ ঈশ্বর।।
কোন দোষে দোষী আমি নহি তপ পায়।
তবে কেন আমারে ত্যজিলা মহাশয়।।
ধার্ম্মিক বলিয়া তোমা কহে সর্ব্বলোকে।
তবে কেন নিদ্রিতা ছাড়িয়া গেলে মোকে।।
লোকপাল মধ্যে পূর্ব্বে সত্য কৈলে প্রভু।
শরীর থাকিতে আমা না ছাড়িবে কভু।।
সত্যবাদী হয়ে সত্য ছাড় কি কারণ।
লুক্কায়িত আছ কোথা, দেহ দরশন।।
দুঃখ সিন্ধু মধ্যে প্রভু কেন দেহ দুখ।
অতি শীঘ্র এস নাথ, দেখি তব মুখ।।
ক্ষুধার্ত্ত ফলের হেতু গিয়াছ কি বনে।
তৃষ্ণার্ত্ত হইয়া কিবা গেলে জলপানে।।
এত বলি বনে বনে ভৈমী পর্য্যাটিয়া।
ক্ষণে উঠে, ক্ষণে বসে, ক্ষণে যায় ধাইয়া।।
সিংহ ব্যাঘ্র মহিষ শূকর যতি ছিল।
লক্ষ লক্ষ চতুর্দ্দিকে তাহারা বেড়িল।।
স্বামী অন্বেষিয়া ভৈমী করে বনভ্রম।
অকস্মাৎ সম্মুখেতে দেখে ভুজঙ্গম।।
বিকট দর্শন আর বিকট গর্জ্জন।
ভৈমীরে দেখিয়া অহি বিস্তারে বদন।।
বিপরীত মূর্ত্তি অহি দেখিয়া নিকটে।
হা নাথ বলিয়া ডাকে পড়িয়া সঙ্কটে।।
আর না দেখিব প্রভু তোমার বদন।
নিশ্চয় হইনু অজগরের ভক্ষণ।।
উচ্চৈঃস্বরে কান্দে দেবী বলিয়া হা নাথ।
দূরেতে থাকিয়া তাহা শুনে এক ব্যাধ।।
শীঘ্রগতি আসি ব্যাধ দেখি অজগর।
দুইখান করিল মারিয়া তীক্ষ্ণ শর।।
সর্প মারি মৃগজীবী কহে বৈদর্ভীরে।
কে তুমি একাকী ভ্রম এ কানন ঘোরে।।
সকল বৃত্তান্ত তারে বৈদর্ভী কহিল।
বৈদর্ভীর রূপে ব্যাধ আকুল হইল।।
সম্পূর্ণ চন্দ্রমামুখ পীন পয়োধর।
বচন অমৃতে ব্যাধে বিন্ধে স্মরশর।।
কামাতুর হয়ে যায় ভৈমী ধরিবারে।
ব্যাধেরে দেখিয়া ভৈমী কহিছে অন্তরে।।
সত্যশীল নল রাজা যদি মোর পতি।
নল বিনা অন্যে যদ নাহি থাকে মতি।।
এ পাপিষ্ঠ পরশিতে না পারে আমায়।
এখনি হইক অস্মরাশি দুরাশয়।।

এতেক বলিতে ব্যাধ ভস্ম হয়ে গেল।
স্বামীর উদ্দেশে সতী বৈদর্ভী চলিল।।

দময়ন্তীর পতি অন্বেষণ ও সুবাহু-নগরে সৈরিন্ধ্রী বেশে অবস্থিতি

গভীর অরণ্যে ভৈমী করিল প্রবেশ।
নানাজাতি পশু তথা দেখয়ে বিশেষ।।
সিংহ কোল ব্যাঘ্র দ্বিপ খড়্গী কৃষ্ণসার।
মৃগ মৃগী দেখে আর মহিষ মার্জ্জার।।
শল্লকী নকুল গোধা মূষিক বানর।
নানা জাতি নভোমার্গ স্পর্শে তরুবর।।
শাল তাল পিয়াল যে অর্জ্জুন চন্দন।
শিমুল খর্জ্জুর জাম কদম্ব কাঞ্চন।।
আম্রতক বিভীতক ফল আমলকী।
পলাশ ডম্বুর ভল্লাতক হরীতকী।।
খদির পাণ্ডবী পিচুমর্দ্দ কোবিদার।
শাখোট কপিত্থ বট অশ্বত্থ যে আর।।
নোয়াড়ি বদরী বিঞ্চি বহেড়া পর্কটী।
অশোক চম্পক কেন্দু তিন্তিড়ীক ঝাঁটি।।
বাপী সর তড়াগ সিন্ধুর সম নদী।
নানা ঋতু, রম্যস্থান বহু রত্ন নিধি।।
যত যত দেখে ভৈমী অন্যে নাহি মন।
স্বামী অন্বেষণে ভ্রমে গহন কানন।।
যারে দৃষ্টি করে ভৈমী জিজ্ঞাসে তাহারে।
দেখিয়াছ মম প্রভু গেল কোথাকারে।।
সিংহগ্রীব প্রভু মম বিশাল লোচন।
দীর্ঘতর যুগ্ম ভুজ অর্দ্ধেক বসন।।
ওহে সিংহ মহাতেজা বনের ঈশ্বর।
বনের বৃত্তান্ত যত তোমার গোচর।।
সত্য কহ প্রাণনাথ গেল কোন্ দিগে।
অনাথা তোমার স্থানে এই ভিক্ষা মাগে।।
অনন্তর এক মহা সরিৎ দেখিল।
প্রণাম করিয়া তারে ভৈমী জিজ্ঞাসিল।।
তরঙ্গিণী করিয়া স্বামীর সমাচার।
শীতল করহ তুমি হৃদয় আমার।।
ক্ষুধায় বিশেষ শ্রমে আকুল শরীর।
জলপান হেতু কি আসেন তব তীর।।
তথা হৈতে গেল ভৈমী না পেয়ে উত্তর।
অতি উচ্চতর এক দেখে গিরিবর।।
তাহাকে জিজ্ঞাসে ভৈমী করিয়া রোদন।
অতি উচ্চতর শৃঙ্গ পরশে গগন।।
বহুদূর তব দৃষ্টি যায় শৈলবর।
কহ মোর কোথায় আছেন প্রাণেশ্বর।।
পঙ্কজকেশর অঙ্গ, কর স্পর্শে জানু।
কর্ণান্তে নয়ন, মুখশোভা শীতভানু।।
বীরসেনসুত প্রভু নিষধ ঈশ্বর।
দেখেছ কি প্রাণনাথে কহ গিরিবর।।
এইমত গিরিপৃষ্ঠে ভ্রমে কত দিন।
ক্ষুধায় তৃষ্ণায় ক্লিষ্টা, বদন মলিন।।
যুগল নয়নে বহে জলধারা প্রায়।
অর্দ্ধবাসা মুক্তকেশা ধূলি সর্ব্ব গায়।।
তথা হৈতে চলি যায় উত্তর মুখেতে।
মুনির আশ্রমে যায় তৃতীয় দিনেতে।।
অনাহারী বাতাহারী দীর্ঘ গোঁপ দাড়ি।
কর পদ সর্পবৎ, নখ যেন বেড়ি।।

দেখি দময়ন্তী তাঁরে ভূমিষ্ঠ হইয়া।
প্রণতি করিয়া রহে অগ্রে দাঁড়াইয়া।।
ভৈমীরে জিজ্ঞাসে মুনি মধুর বচনে।
কে তুমি, কি হেতু কর ভ্রমণ কাননে।।
দময়ন্তী বলে, আমি পতি বিরহিণী।
এই বনে হারাইনু মম পতিমণি।।
অন্বেষণ করি তাঁরে, করি সেই ধ্যান।
হারাধন পাই যদি, তবে রহে প্রাণ।।
আজ্ঞা কর মুনিরাজ কোন দেশে যাব।
নিশ্চয় কি পুনরপি দরশন পাব।।
এত শুনি মুনিরাজ আশ্বাস করিল।
না কর রোদন, তব দুঃখ শেষ হৈল।।
পাইবে স্বামীরে পুনঃ পাবে রাজ্যভার।
পুত্র কন্যা সহ সুখে বঞ্চিবে অপার।।
এত বলি ঋষিবর অন্তর্ধান হৈল।
বিস্ময় মানিয়া তবে বৈদর্ভী চলিল।।
নদ নদী কন্টক পর্ব্বত ঘোর বনে।
রাত্রি দিন যায় নিরানন্দ মনে।।
যাইতে যাইতে দেখে এক নদীকূলে।
বহুদ্রব্য সঙ্গে লয়ে বহু লোক চলে।।
ভৈমীকে দেখিয়া লোক বিস্ময় মানিল।
বিপরীত দেখি কেহ ভয়ে পলাইল।।
কভু হাসে, কভু নাচে, চিত্রের পুত্তলী।
রাক্ষসী পিশাচী কিবা মানুষী বাতুলী।।
জিজ্ঞাসে দয়ার্দ্র হয়ে তবে কোন জন।
কে তুমি, একাকী ভ্রম নির্জ্জন কানন।।
বৈদর্ভী বলিল, নহি রাক্ষসী পিশাচী।
স্বামী অন্বেষিয়া ভ্রমি আমি ত মানুষী।।
অরণ্যের মধ্যে স্বামী ছাড়ি গেল মোরে।
সত্য কহ তোমরা কি দেখিয়াছ তাঁরে।।
এতেক শুনিয়া বলে বণিকের গণ।
তোমা ভিন এ বনে না দেখি অন্য জন।।
চেদিরাজ্যে যাই মোরা বাণিজ্য কারণ।
আইস মোদের সঙ্গে যদি লয় মন।।
আশ্বাস পাইয়া ভৈমী চলিল সংহতি।
সেই পথে অন্বেষিয়া যায় নিজপতি।।
হেনমতে কত পথে এক রম্যস্থলে।
একটি যে সরোবর শোভিত কমলে।।
কাতর হৈয়া শ্রমে যত বণিকগণ।
সেই নিশি তথায় বঞ্চিল সর্ব্বজন।।
নিশাকালে হস্তিগণ জলপানে এল।
নিদ্রিত আছিল পথে চরণে চাপিল।।
দশনে চিরিল কারে, শুণ্ডে জড়াইল।
বণিকগণের মধ্যে মহারোল হৈল।।
প্রানভয়ে পলাইয়া যায় কোন জন।
দময়ন্তী করিলেন বৃক্ষে আরোহণ।।
বৃক্ষোপরি আরোহিয়া করেন রোদন।
হায় বিধি মোর ভাগ্যে ছিল এ লিখন।।
জন্মকাল হৈতে আমি জানি নিজ মনে।
এমন দুষ্কৃতি আমি না করি কখনে।।
তবে কেন বিধি মোর কৈল হেন গতি।
অধিক সন্তাপ মোর উপজিল নিতি।।
মোর স্বয়ম্বরে এসেছিল দেবগণ।
নিরাশ হইয়া ক্রোধ কৈল সর্ব্বজন।।
সেই হেতু আমার না দেখি শ্রেয়ঃ আর।
এত কষ্টে পাপ আত্মা না যায় আমার।।
রজনী প্রভাত হৈলে যে যেখানে ছিল।
চারিদিক হতে আসি একত্র মিলিল।।

ভয় পেলে তথা হতে যায় শীঘ্রগতি।
কত দিনে চেদিরাজ্যে উত্তরিল সতী।।
বিবর্ণ বদনা কৃশা অঙ্গে অর্দ্ধ বাস।
ধূলিতে ধূসর কায়, ঘন বহে শ্বাস।।
বন হৈতে নগরেতে করিল প্রবেশ।
চতুর্দ্দিকে ধায় লোক দেখি তার বেশ।।
যুবা বৃদ্ধ নগরেতে যত শিশুগণ।
চতুর্দ্দিকে বেড়িয়া চলিল সর্ব্বজন।।
কেহ বা কর্দ্দম দেয়, কেহ দেয় ধূলা।
বৈদর্ভীরে বেড়িয়া হইল লোকমেলা।।
সুবাহু রাজার মাতা প্রাসাদে আছিল।
দময়ন্তী দেখিয়া ধাত্রীরে আজ্ঞা দিল।।
দেখ দেখ নারী এক নগরে আইসে।
মলিনা বিবর্ণরূপা বেষ্টিতা মানুষে।।
শীঘ্র গিয়া তাহারে আনহ মোর স্থানে।
আজ্ঞামাত্র ভৈমীকে আনিল সেইক্ষণে।।
ভৈমীকে দেখিয়া জিজ্ঞাসিল রাজমাতা।
কহ নিজ পরিচয়, কাহার বনিতা।।
নিজরূপ আচ্ছাদন করেছ কি কারণ।
মেঘে ঢাকিয়াছে যেন রবির কিরণ।।
দময়ন্তী বলে, শুন কহি রাজমাই।
জাতিতে মানুষী আমি, সৈরিন্ধ্রী বলাই।।
দ্যূতে হারি স্বামী মোর পশিল কাননে।
অপ্রমিত শুণ তাঁর, না যায় কথনে।।
সঙ্গেতে ছিলাম আমি, ছাড়িলেন মোরে।
তাঁরে অন্বেষিয়া আমি আইনু নগরে।।
এত বলি দময়ন্তী করেন রোদন।
আশ্বাদিয়া রাজমাতা বলেন বচন।।
না কান্দহ কন্যে তুমি, চিত্ত কর স্থির।
তব দুঃখ দেখি মম বিদরে শরীর।।
পাইবে স্বামীর দেখা, থাক মোর বাসে।
লোক পাঠাইব তব পতির উদ্দেশে।।
ভৈমী বলে, এত যদি করুণা আমারে।
তবে সে থাকিতে পারি তোমার মন্দিরে।।
পুরুষ সহিত দেখা না হবে কখন।
পুরুষের স্থানে না পাঠাবে কদাচন।।
না ছুঁইব উচ্ছিষ্ট, না পদে দিব হাত।
পূর্ব্বাপর ব্রত মম, কহি রাজমাতঃ।।
বৃদ্ধ দ্বিজ পাঠাইবে স্বামী অন্বেষণে।
এতেক কহিলে রহি তোমার সদনে।।
সেইরূপ হইবে বলিয়া রাজমাতা।
ডাকিল সুনন্দা নামে আপন দুহিতা।।
রাজমাতা বলে তবে তনয়ার প্রতি।
সখ্য কর তুমি এই সৈনিন্ধ্রী সংহতি।।
অসম্মান যেন না করিও কদাচন।
হীনকার্য্যে না করিও কভু নিয়োজন।।
মাতৃ আজ্ঞা মানি লৈল রাজার নন্দিনী।
ভৈমী রৈল তথা হৈয়া সুনন্দা সঙ্গিনী।।
বনপর্ব্বে পুণ্যশ্লোকে নলের চরিত্র।
পুণ্যকথা ভারতের শুনিলে পবিত্র।।

কর্কোটক নাগের দংশনে নলের বিকৃতাকার

হেথা ভৈমী ছাড়ি, পরি অর্দ্ধ শাড়ী,
চলিল নৃপতি নল।

বায়ুবেগে ধায়, পাছু নাহি চায়,
অঙ্গে বহে শ্রমজল।।
দেখে হেনকালে, দাবানল জ্বলে,
যেন ডাকে আর্ত্তস্বরে।
বলয়ে পুণ্যাত্মা নল, পোড়ায় মোরে অনল,
রক্ষা করহ আমারে।।
শুনি নৃপবরে, কহে উচ্চস্বরে,
স্মরণ কে করে মোরে।
শুনি ফণিপতি, কহে নল প্রতি,
নিবেদি দুঃখ তোমারে।।
আমি নাগরাজ, অনন্ত অনুজ,
কর্কোট নামে ভুজঙ্গ।
নারদের শাপে, সদ্য পুড়ি তাপে,
অচল হইল অঙ্গ।।
নিষ্পাপ যে তুমি, তোমা স্পর্শে আমি,
মুক্ত হৈব শাপ হৈতে।
বিলম্ব না কর, সত্বর উদ্ধার,
পুড়িয়া মরি অগ্নিতে।।
পর্ব্বত আকার, শরীর আমার,
দেখি না করিও ভয়।
পরশিতে তুমি, ক্ষুদ্র হইব আমি,
না হবে শ্রম তায়।।
শুনি নরপতি, দয়ামত অতি,
আনিল অনল হৈতে।
পাইয়া অভয়, নাগরাজ কয়,
সখ্য হৈল তব সাথে।।
কর এক কাজ, শুন মহারাজ,
কোলে করি মোরে লহ।
বিপুল শবদে, গণি পদে পদে,

কত দূরে লয়ে যাহ।।
তার বাক্য শুনি, পদে পদে গণি,
দশ চরণ চলিল।
দশ ডাক শুনি, দংশিলেক ফণি,
ছাড়িয়া অন্তর হৈল।।
নল বলে ভাল, সখ্য ধর্ম্ম রৈল,
সখারে দংশন কর।
নাহি দোষ তব, জাতির স্বভাব,
উপকারী জনে মার।।
বলে নাগপতি, না ভাব দুর্গতি,
করিয়াছি উপকার।
কুৎসিত মূরতি, হৈলে নরপতি,
অঙ্গ দেখ আপনার।।
দুঃখের সময়, কভু ভাল লয়,
ভূপতি লক্ষণ রূপ।
কেহ না লক্ষিবে, যথায় যাইবে,
সে হেতু হৈল বিরূপ।।
যবে ইচ্ছা মনে, আমার স্মরণে,
আপন রূপ পাইবে।
না চিন্ত রাজন, তুমি পুণ্য জন,
পুনঃ রাজ্যেশ্বর হবে।।
কলি বাম হৈল, এ দশা সে কৈল,
দ্বাপর তার সহায়।
মোর এই বিষে, কলি অহর্ণিশে,
জ্বলিবে জেনহ রায়।।
আমার বচন, শুনহ রাজন,
অযোধ্যায় ত্বরা রায়।।
আমার বচন, শুনহ রাজন,
অযোধ্যায় ত্বরা যাও।

রাজা ঋতুপর্ণ, পালে চতুর্ব্বর্ণ,
সারথি তাঁহার হও।।
বৈদর্ভী রূপসী, তোমার প্রেয়সী,
আরো তনয় তনয়া।
কুশলে ভেটিবে, পুনঃ রাজা হবে,
নিষধ রাজ্যেতে গিয়া।।
এতেক কহিয়া, বস্ত্র এক দিয়া,
অন্তর্ধান হয়ে গেল।
নাগের বচন, শুনিয়া রাজন,
অযোধ্যাপুরী চলিল।।
ভারত কমল, শ্রবণ মঙ্গল,
সাধুজন করে আশ।
কৃষ্ণদাসানুজ, কৃষ্ণপদাম্বুজ,
বন্দি কহে কাশীদাস।।

ঋতুপর্ণালয়ে বাহুক নামে নল রাজার অবস্থিতি

তবে নল নরপতি দশম দিবসে।
অযোধ্যায় প্রবেশিল বহু পথক্লেশে।।
রাজার দুয়ারে গিয়া বলে নরপতি।
মম তুল্য কেহ নাহি অশ্ব শিক্ষাকৃতী।।
বাহুক আমার নাম শুন নরপতি।
নিষধ রাজার আমি ছিলাম সারথি।।
আর এক মহাবিদ্যা জানি যে রাজন।
বিনা অনলেতে পারি করিতে রন্ধন।।
এত শুনি কহে রাজা করিয়া আশ্বাস।
যথোচিত বৃত্তি দিব, রহ মম পাশ।।
যত অশ্বপালোপরে হবে তুমি পতি।
যা বাঞ্ছিবে তাহা দিব, থাকিবে সংহতি।।
এত শুনি নল রাজা রহিল তথায়।
দিবস রজনী রাজা নিদ্রা নাহি যায়।।
অন্ন জল নাহি রুচে পত্নীরে ভাবিয়া।
সদা ভাবে দময়ন্তী কোথা গেল প্রিয়া।।
গভীর কাননে তোমা ছাড়িয়া আইনু।
তোমারে ছাড়িয়া হায় কি কাজ করিনু।।
না জানি সে কি করিল আমার বিহনে।
নিরাহারে নিরাশ্রয়ে আছে কোন স্থানে।।
কতেক কান্দিল প্রিয়া মোরে না দেখিয়া।
কি কুকর্ম্মা করিলাম নিষ্ঠুর হইয়া।।
ভয়ঙ্কর সিংহ ব্যাঘ্র নির্জ্জন কাননে।
একাকিনী বনে নারী বঞ্চিবে কেমনে।।
পতিব্রতা অনুরক্তা আমাতে সতত।
হেন স্ত্রী ছাড়িয়া আমি বাঁচি মৃতবত।।

বনপর্ব্বে নলাখ্যান যেই জন শুনে।
অশেষ দুঃখেতে পার হয় যেই জনে।।
পাপকর্ম্মে তার মন কভু নাহি যায়।
মদ দম্ভ রাগ দ্বেষ তাহারে না পায়।।
ব্যাসের বচন, ইথে নাহিক সংশয়।
পাঁচালী প্রবন্ধে কাশীরাম দাস কয়।।

বিদর্ভ-ভূপতি ভীম কর্ত্তৃক নল দময়ন্তীর উদ্দেশে দ্বিজগণ প্রেরণ ও চেদিরাজ্যে দময়ন্তীর সন্ধান প্রাপ্তি

ভার্য্যাসহ গেল নল অরণ্য ভিতর।
দূতমুখে বার্ত্তা পায় ভীম নৃপবর।।
শুনিয়া শোকার্ত্ত বড় ভীম নরপতি।
সহস্র সহস্র দ্বিজ আনি শীঘ্রগতি।।
দ্বিজগণ প্রতি রাজা বলিল বচন।
নল দময়ন্তী দোঁহে কর অন্বেষণ।।
অন্বেষণ করিয়া কহিবে বার্ত্তা আসি।
সহস্র সহস্র গবী দিব রত্নে ভূষি।।
গ্রাম দেশ ভূমি দিব, নানা রত্ন ধন।
দুই জন মধ্যে যে দেখিবে এক জন।।
এত বলি দ্বিজগণে মেলানি করিল।
সেইক্ষণে দ্বিজগণ চতুর্দ্দিকে গেল।।
সুদেব নামেতে দ্বিজ ভ্রমে নানাদেশ।
সুবাহু রাজার পুরে করিল প্রবেশ। ।
দৈবাৎ ভৈমীরে তথা কৈল দরশন।
সুনন্দা সহিত সতী করেন গমন।।
চন্দ্রানন বিশালক্ষী দীর্ঘ মুক্তকেশা।
চারু পীনপয়োধরা সুনাসা সুবেশা।।
পদ্ম যেন বিদলিত হস্তীদন্তাঘাতে।
চন্দ্র যেন বিদলিত রাহুগ্রহ দাঁতে।।
ক্ষিতিমধ্যে নাহিক ইহার রূপসীমা।
এই যে সৈরিন্ধ্রী হবে বিদর্ভ চন্দ্রিমা।।
স্বামীর বিচ্ছেদে কৃশা বিবর্ণ বদনী।
ভৈমী পাশে দিয়া শেষে বলে দ্বিজমণি।।
মোর বাক্যে বরাননে কর অবধান।
সুদেব ব্রাহ্মণ আমি ভ্রাতৃসখা জান।।
তোমারে চাহিয়া ভ্রমি দেশ দেশান্তর।
চারিদিকে গিয়াছেন দ্বিজ বহুতর।।
কন্যা পুত্র দুই তব আছে শুভ তরে।
তব শোকে পিতা মাতা প্রাণ মাত্র ধরে।।
এত শুনি দময়ন্তী করেন রোদন।
শুনিয়া আইল অন্তঃপুর-নারীগণ।।
ব্রাহ্মণের বাক্য শুনি সৈরিন্ধ্রী কান্দিল।
বার্ত্তা পেয়ে রাজমাতা বিপ্রে জিজ্ঞাসিল।।
কাহার তনয়া এই, কাহার গৃহিণী।
কি কারণে স্থানভ্রষ্টা হৈল এ ভামিনী।।
যদি তুমি জানহ, জানাও দ্বিজবর।
শুনিয়া সুদেব তাঁরে করিল উত্তর। ।
বিদর্ভ ঈশ্বর ভীম, তাঁহার দুহিতা।
পুণ্যশ্লোক নলরাজা তাহাঁর বনিতা।।
নিজভর্ত্তা রাজ্য দেশ পাশায় হারিল।
অরণ্যে পশিল গিয়া, কেহ না দেখিল।।
এই হেতু সহস্র সহ্র দ্বিজগণ।
দেশ দেশান্তরে গিয়া করে পর্য্যটন।।
মম ভাগ্যে তব গৃহে পাই দেখিবারে।
ভ্রূমধ্যেতে তিল দেখি চিনিনু ইহারে।।

বিশেষতঃ ক্ষিতিমধ্যে নাহিক উপমা।
মুনিগণ বলে, দোঁহে কান্ত কান্তা সমা।।
নল দময়ন্তী মহাভারতোপাখ্যান।
জীবাদ্ধার হেতু ব্যাসদেবের রচন।।

দময়ন্তীর পিত্রালয়ে গমন

এত শুনি রাজমাতা আপনা পাসরে।
দময়ন্তী কোলে করি অশ্রুজল ঝরে।।
এত কাল গুপ্তভাবে আছ মম ঘরে।
কি কারণে পরিচয় না দিলে আমারে।।
তোমার জননী হয় মম সহোদরা।
সুদাম রাজার কন্যা ভগিনী আমরা।।
বীরবাহু মম পতি, ভীম তব পিতা।
সে কারণে তুমি মোর ভগিনী দুহিতা।।
এই রাজ্য ধন যে আপন করি জান।
এত বলি বৈদর্ভীর করিল সম্মান।।
শুনি দময়ন্তী তাঁরে প্রণাম করিল।
বিনয় পূর্ব্বক তাঁরে কহিতে লাগিল।।
নন্দিনী সমান মোরে রাখিলা ভবনে।
না হইব কভু মাতা মুক্ত তব ঋণে।।
তোমায় আমায় আছে রক্তের যে টান।
তাই মোরে এত স্নেহ করেছিলা দান।।
এবে পিত্রালয়ে মাতা করিব গমন।
পিতৃ মাতৃহীন আছে নন্দিনী নন্দন।।
আজ্ঞা কর আমারে গো করিতে গমন।
শুনি রাজমাতা আজ্ঞা দিল সেইক্ষণ।।
দিব্য বস্ত্র অলঙ্কারে করিয়া সুবেশ।
দিব্য রথ দিয়া পাঠাইল নিজদেশ।।
সুদেব ব্রাহ্মণ সঙ্গে চলিল তখন।
নানাদেশ ভ্রমি আসে পিতার ভবন।।
শুনিয়া ভীমের পত্নী আইল তনয়া।
ঊর্দ্ধমুখে ধায় রাণী মুক্তকেশী হৈয়া।।
পিতা মাতা পুত্র কন্যা কৈল সম্ভাষণ।
একে একে মিলিলেক যত বন্ধুজন।।
ভোজন করিয়া ভৈমী করিল শয়ন।
একান্তে মায়েরে কহে করিয়া ক্রন্দন।।
জীয়ন্ত আছি যে আমি, না করিহ মনে।
কেবল আছয়ে তনু নল দরশনে।।
নিশ্চয় নলের যদি না পাই উদ্দেশ।
অনেলের মধ্যে আমি করিব প্রবেশ।।
এত শুনি মহাদেবী রাজস্থানে গিয়া।
কন্যারে যতেক কথা কহিল কান্দিয়া।।
শুন শুন নরপতি মোর নিবেদন।
চতুর্দ্দিকে পুনর্ব্বার যাক্ দ্বিজগণ।।
নলের বিচ্ছেদে কন্যা প্রাণ না রাখিবে।
কন্যার বিচ্ছেদে মম প্রাণ কিসে রবে।।
এত শুনি নরপতি আনে দ্বিজগণে।
চতুর্দ্দিকে পাঠাইল নল অন্বেষণে।।
সব দ্বিজগণে তবে বৈদর্ভী ডাকিল।
সবাকারে এইরূপে বচন বলিল।।
একাকী নির্জ্জন চিরি লয়ে অর্দ্ধ শাড়ী।
কোন দোষে ছাড়ি গেলা অনুরক্তা নারী।।
যেই দেশে যেই গ্রামে করিবে প্রয়াণ।
এই কথা জিজ্ঞাসিহ সবে সেই স্থান।।
ইহার উত্তর যদি দেয় কোন জন।
শীঘ্র আসি মম পাশে কহিবে তখন।।

ইহার সম্বাদ মোরে যেই আসি দিবে।
নিশ্চয় জানহ, সেই ভৈমীকে কিনিবে।।
এত শুনি চলিলেন যত দ্বিজগণ।
দেশে দেশে রাজ্যে রাজ্যে করে অন্বেষণ।।
মহাভারতের কথা অমৃত সমান।
শুনিলে পরম সুখ, জন্মে দিব্য জ্ঞান।।

দময়ন্তীর পুনঃ স্বয়ম্বর শ্রবণে ঋতুপর্ণের বিদর্ভ যাত্রা ও নলের দেহ হইতে কলি ত্যাগ

তবে বহু দিনেতে পর্ণাদ নামধর।
দময়ন্তী নিকটে কহিল দ্বিজবর।।
ভ্রমিলাম বহু রাজ্য, কত লব নাম।
ঋতুপর্ণ নামে রাজা অযোধ্যায় ধাম।।
যেমন বলিলে তুমি, শানাইনু তায়।
না করিল প্রত্যুত্তর ঋতুপর্ণ রায়।।
সভায় বসিয়া যারা করিল শ্রবণ।
উত্তর না প্রদানিল মোরে কোন জন।।
বাহুক নামেতে এক রাজার সারথি।
বিনা অগ্নি পাক করে বিকৃত আকৃতি।।
শুনিয়া কহিল মোরে সকরুণ ভাষে।
কেমন আছে ভৈমী পুনঃ পুনঃ জিজ্ঞাসে।।
পশ্চাৎ আমারে সেই করিল উত্তর।
কুলস্ত্রীর ধর্ম্ম এই, শুন দ্বিজবর।।
সতী সাধ্বী পতিব্রতা নারী বলি তারে।
কদাচ পতির দোষ প্রকাশ না করে।।
মূর্খ কিম্বা ধনহীন যদি হয় পতি।
অধর্ম্ম অসৎ কর্ম্ম করে নিতি নিতি।।
সতী নারী পতি দোষ কখন না ধরে।
সে দোষ ঢাকিয়া পুনঃ গুণ ব্যক্ত করে।।
সার ধর্ম্ম হয় তার, এই সে বিধান।
স্বামী হৈতে অতি কষ্ট নারী যদি পান।।
তথাপি স্বামীর নিন্দা কদাচ না করে।
নিজকর্ম্ম নিন্দে কিম্বা নিন্দে আপনারে।।
শুনি তার বাক্যে আইলাম শীঘ্রগতি।
করহ উপায় যেই মনে লয় সতী।।
এত শুনি দময়ন্তী অশ্রুপূর্ণমুখী।
কহিল সকল কথা জননীরে ডাকি।।
শুন গো জননী মোর যদি হিত চাও।
সুদেব ব্রাহ্মণে শীঘ্র অযোধ্যা পাঠাও।।
পর্ণাদেরে কহে দিয়া বহু রত্ন গ্রাম।
নিজগৃহে গিয়া দ্বিজ করহ বিশ্রাম।।
যে করিলে তুমি, তাহা কেহ নাহি করে।
নল এলে বাঞ্ছা যাহা, দিব তো তোমারে।।
প্রণাম করিয়া দ্বিজে বিদায় করিল।
সুদেব ব্রাহ্মণে ডাকি বৈদর্ভী বলিল।।
অযোধ্যা নগরে বিপ্র যাহ একবার।
অসময়ে তুমি মম কর উপকার।।
এই পত্র দেহ গিয়া ঋতুপর্ণ প্রতি।
বিশেষিয়া রাজারে করাহ অবগতি।।
দময়ন্তী ইচ্ছিল দ্বিতীয় স্বয়ম্বর।
যতেক নৃপতি গেল বিদর্ভ নগর।।
বহুদিন হৈল স্বয়ম্বয়ের আরম্ভ।
যদি চাহ যাহ শীঘ্র না কর বিলম্ব।।
যদি রাজা বলে, তার স্বামী নল ছিল।
ইহা তবে কহিবে, না জানি কোথা গেল।।

জীয়ে বা না জীয়ে নল, না পাইল বার্ত্তা।
সে কারণে বৈদর্ভী ইচ্ছিল অন্য ভর্ত্তা।।
আজি রাত্রি প্রভাতে হইবে স্বয়ম্বর।
পারিলে তথায় শীঘ্র যাহ নৃপবর।।
নল সম নাহি লোক চালাইতে রথ।
নিমিষেতে যায় শত যোজনের পথ।।
নিশ্চয় জানিব তথা যদি নল স্থিত।
তবে শীঘ্র বার্ত্তা পেলে আসিবে ত্বরিত।।
এত শুনি চলিল সুদেব দ্বিজবর।
কত দিনে উপনীত অযোধ্যা- নগর।।
কহিয়া ভৈমীর কথা পত্রখানি দিল।
পত্র পেয়ে ঋতুপর্ণ বাহুকে ডাকিল।।
অশ্বতত্ত্ব জান তুমি সর্ব্বলোকে জানে।
বিদর্ভ যাইতে কি পারিবে রাত্রি দিনে।।
আজি নিশি প্রভাতে উদয়ে তিমিরান্তে।
ভীমপুত্রী ভৈমী বরিবেক অন্য কান্তে।।
এত শুনি নল রাজা হইল বিস্মিত।
দময়ন্তী করে হেন কর্ম্ম কদাচিত। ।
মুর্হূর্ত্তেক নিজ চিত্তে করিয়া ভাবনা।
নিশ্চয় জানিল এই মিথ্যা প্রবঞ্চনা।।
কোন স্ত্রী এমন নাহি করে কোন দেশে।
তনয় তনয়া দুই আছয়ে বিশেষে।।
সতী সাধ্বী দময়ন্তী, ভক্তি যে আমায়।
আমার কারণে হেন করেছে উপায়।।
অসৎকর্ম্ম দ্যূতে আমি পশিলাম বনে।
তেঁই আমি মন্দ ভাষা শুনিনু শ্রবণে।।
মিথ্যা কথা ঋতুপর্ণ সত্য করি জানে।
সত্য কিম্বা মিথ্যা গিয়া জানিব সেখানে।।
এত চিন্তি নরপতি করিল উত্তর।
নিশাকালে লব রথ বিদর্ভ নগর।।
এত শুনি কহে রাজা হইয়া উল্লাস।
প্রসাদ যে চাহ তুমি, লহ মম পাশ। ।
নল বলে, কার্য্য সিদ্ধ করিয়া তোমার।
তবে রাজা মাগিব প্রসাদ আপনার।।
এত বলি অশ্বশালে প্রবেশ করিল।
একে একে সকল তুরঙ্গ নিরখিল।।
দেখিতে শরীর কৃশ, সিন্ধুদেশী ঘোড়া।
বাছিয়া বাহির কৈল নল দুই যোড়া।।
ঘোড়া দেখি ঋতুপর্ণ আরক্ত লোচন।
বাহুকের প্রতি বলে কঠিন বচন।।
সহস্র সহস্র মম আছে অশ্বগণ।
পার্ব্বতীয় ঘোড়া সব পবন গমন।।
তাহা ছাড়ি হীনশক্তি দুর্ব্বলে আনিলে।
কেমনে বহিবে রথ, কিমত বুঝিলে।।
পরিহাস কর মোরে বুঝি অনুমানে।
পুনঃ পুনঃ কহে রাজা কঠিন বচনে।।
বাহুক বলিল, যদি যাইবে রাজন।
আমার বচনে কর রথে আরোহণ।।
ইহা ভিন্ন অন্য ঘোড়া না পারে যাইতে।
এত বলি চারি ঘোড়া যুড়িলেক রথে।।
চতুরঙ্গে সাজে তবে যত সৈন্যগণ।
ঋতুপর্ণ রাজা কৈল রথে আরোহণ।।
চালাইয়া দিল রথ বাহুক সারথি।
শূন্যেতে উঠিল ঘোড়া বায়ুবেগগতি। ।
কোথায় রহিল রথ, কোথা সৈন্যগণ।
বিস্ময় মানিয়া রাজা ভাবে মনে মন।।
এই কি মাতলি যে সারথি পুরুহূত।
অশ্বিনীকুমার কিম্বা আপনি মরুৎ। ।

হেন শক্তি নাহি কারো পৃথিবীমণ্ডলে।
মানুষের মধ্যে শক্তি ধরে রাজা নলে।।
নলরাজা বিনা আর নহিবেক আন।
বীর্য্য ধৈর্য্য ভাষা গুণ নলের সমান।।
কেবল দেখিতে পাই কুৎসিত আকার।
ছদ্মবেশে হইয়াছে সারথি আমার।।
এই মতে ঋতুপর্ণ করিয়া বিচার।
বন নদী গিরি আদি হইলেন পার।।
হেনকালে নৃপতির পড়িল উত্তরী।
বাহুকে বলিল রথ রাখ অশ্ব ধরি।।
উত্তরী লইতে রাজা পাছু পানে চায়।
বাহুক বলিল হেথা উত্তরী কোথায়।।
পঞ্চ যোজনের পথ উত্তরী রহিল।
শুনি ঋতুপর্ণ রাজা বিস্ময় মানিল।।
রাজা বলে, বাহুক শুনহ মোর বাণী।
আমি এক দ্রব্যসংখ্যা বিদ্যা ভাল জানি।।
গণিতে সর্ব্বজ্ঞ, নাহি আমার সমান।
এই বৃক্ষে পত্র ফল বুঝ পরিমাণ।।
পঞ্চ কোটি পত্র আছে দুই কোটি ফল।
এত শুনি বলে তবে মহারাজ নল।।
হেন বিদ্যা নাহি, যাহা আমি নাহি জানি।।
পরীক্ষিব তব বিদ্যা ফল পত্র গণি।।
রাজা বলে, চল শীঘ্র বিলম্ব না সয়।
নিকট হইল স্বয়ম্বরের সময়।।
স্বয়ম্বর হইতে আসিব নিবর্ত্তিয়া।
তবে মম বিদ্যা তুমি বুঝিবে গণিয়া।।
বাহুক বলিল যে কুণ্ডিন অল্প পথ।
না পোহাবে রজনী, লইব আমি রথ।।
মুহূর্ত্তেক রথ অশ্ব ধর নৃপবর।
ফল পত্র গণি আমি আসিব সত্বর।।
এতেক বলিয়া গেল অশ্বথের তল।
গণিয়া বুঝিল যে হইল পত্র ফল।।
বিস্ময় মানিয়া বলে নল নরপতি।
এই বিদ্যা আমারে বিতর মহামতি।।
এমত শুনিয়া রাজা বাহুক বচন।
ক্ষণেক চিন্তিয়া তবে বলিল রাজন।।
অশ্ববিদ্যা মন্ত্র যদি শিখাও আমারে।
আমি এ গণনা বিদ্যা শিখাব তোমারে।।
স্বীকার করিল নল, করাইব শিক্ষা।
তবে ঋতুপর্ণ কাছে লৈল মন্ত্রদীক্ষা।।
মহামন্ত্র দীক্ষা যদি লইলেন নল।
শরীরে আছিল কলি, হইল বিকল।।
একে কর্কোটর বিষ জর জর দহে।
অধিক রাজার মন্ত্রে কলি স্থির নহে।।
সেইক্ষণে অঙ্গ হৈতে হইল বাহির।
মুখেতে গরল বহে, কম্পিত শরীর।।
কলি দেখি নরপতি ক্রোধে কম্পকায়।
হাতে খড়্গ করি রাজা কাটিবারে যায়।।
কৃতাঞ্জলি করি কলি বলে সবিনয়।
মোরে না করিহ নাশ, শুন মহাশয়।।
দময়ন্তী-শাপে মোর সদা দহে অঙ্গ।
বিশেষে দহিল দংশি কর্কট ভুজঙ্গ।।
তোমা হৈতে দুঃখ রাজা বিশেষ আমার।
বুঝি ক্রোধ কর ক্ষমা, না কর সংহার।।
আমারে না মার তব হইবেক কাজ।
এই কীর্ত্তি রবে তব পৃথিবীর মাঝ।।
যেই জন তব কীর্ত্তি করিবে ঘোষণ।
তাহারে আমার বাধা নাহি কদাচন।।

আর এক কথা বলি শুন নরবর।
কহিতে তোমার কীর্ত্তি নাহি অবসর।।
কর্কোটক ঋতুপর্ণ দময়ন্তী নল।
নাম নিলে আমি নাহি যাব সেই স্থল।।
এত শুনি কলিরে ছাড়িল নরবর।
রথে চড়ি গেল দোঁহে বিদর্ভ নগর।।
মহাভারতের কথা অমৃত লহরী।
শ্রবণে খণ্ডয়ে তাপ, ভবসিন্ধু তরি।।
কাশীরাম কহে প্রভু নীলশৈলারূঢ়।
দক্ষিণে অনুজাগ্র, সম্মুখে গরুড়।।

ঋতুপর্ণ রাজার সহিত নলের বিদর্ভ নগরে প্রবেশ

রথ চালাইয়া দিল নিষধ ঈশ্বর।
নিমিষে পাইল গিয়া বিদর্ভ নগর।।
আকাশে আইসে রথ মেঘের গর্জ্জনে।
মেঘ অনুমানে নৃত্য করে শিখিগণে। ।
তৃষ্ণার্থ চাতক সব করে কলবর।
ঊর্দ্ধমুখ করি চাহে, জলাকাঙ্ক্ষী সব।।
বিদর্ভের লোক সব একদৃষ্টে চায়।
রথশব্দ শুনি ভৈমী উল্লাস হৃদয়।।
রথ চালাইয়া হেন জন্মায় বিস্ময়।
নল বিনা হেন শক্তি অন্যের কি হয়।।
আজি যদি আমি নল প্রভু না পাইব।
জ্বলন্ত অনলে তবে প্রবেশ করিব।।
পরনিন্দা পরদ্বেষ কটুবাক্য লোকে।
কখনই যদি মোর নাহি ভাষে মুখে।।
কভু নাহি কহি কটু প্রভুরে উত্তর।
তবে আজি ভেটিব আপন প্রাণেশ্বর।।
এত বলি দময়ন্তী প্রাসাদে থাকিয়া।
গবাক্ষ দ্বারেতে রথ চাহে নিরখিয়া।।
রথ হৈতে নামে তবে ইক্ষবাকু নন্দন।
যথা ভীম নরপতি করিল গমন।।
না দেখিয়া স্বয়ম্বর বিস্ময় হইয়া।
কহে হায় কি করিনু হেথায় আসিয়া।।
ঋতুপর্ণ রাজা দেখি ভীম নরপতি।
বসিতে আসন তাঁরে দিল শীঘ্রগতি।।
ভীম রাজা বলে, শুন অযোধ্যার নাথ।
হেথা আগমন কেন হৈল অকস্মাৎ।।
শুনিয়া নৃপতি মনে মানিল বিস্ময়।
মিথ্যা স্বয়ম্বর হেন জানিল নিশ্চয়।।
স্বয়ম্বর হইলে আসিত রাজগণ।
ভাবিয়া নৃপতি তবে বলিল বচন।।
আসিয়াছিলাম, অন্য আছিল কারণ।
আসিলাম করিবারে তোমা সম্ভাষণ।।
ভীম রাজা বলিলেন, কিভাগ্য আমার।
সে কারণে আগমন হেথায় তোমার।।
শ্রমযুক্ত আছ আজি থাক মম বাস।
এত বলি দিল এক অপূর্ব্ব আবাস।।
আবাস ভিতরে উত্তরিল নরপতি।
অশ্বশালে উত্তরিল বাহুক সারথি।।
অশ্বগণে পরিচর্য্যা করিয়া বান্ধিল।
প্রাসাদ উপরে থাকি বৈদর্ভী দেখিল।।
ঋতুপর্ণ রাজা আর সারথি তাহার।
নল রাজা না দেখি যে, কেমন বিচার।।
এত ভাবি পাঠাইল কেশিনী দূতীরে।
যাহ শীঘ্র কেশিনী, জিজ্ঞাস সারথিরে।।
দেখিয়া উহার মুখ ভ্রম হয় মন।
শীঘ্র আসি কহ ইহা বুঝিয়া কারণ।।
এত শুনি কেশিনী চলিল শীঘ্রগতি।
মধুর বচনে কহে সারথির প্রতি।।
রাজকন্যা দময়ন্তী পাঠাইল হেথা।
কে তুমি, কি হেতু এলে, জিজ্ঞাসিতে কথা।।
বাহুক বলিল মোর অযোধ্যায় স্থিতি।
ঋতুপর্ণ নৃপতির হই যে সারথি।।
হেথা হৈতে গিয়াছিল এক দ্বিজবর।
শুনিলেন ভৈমীর দ্বিতীয় স্বয়ম্বর।।
রজনী প্রভাতে বরিবেক অন্য স্বামী।
এই হেতু ঋতুপর্ণ আসে শীঘ্রগামী। ।

www.bengaliebook.com

শতেক যোজন হতে আসিল নৃপতি।
বাহুক আমার নাম, তাহার সারথি।।
পুণ্যশ্লোক নল বীরসেনের কুমার।
পূর্ব্বেতে ছিলাম আমি সারথি তাঁহার।।
তাঁর ভার্য্যা যে ভৈমীর স্বয়ম্বর কথা।
দ্বিজ মুখে শুনিয়া পাইনু বড় ব্যথা।।
দ্বিতীয় বয়সে এই, তৃতীয়ে কি হবে।
দৈবে যাহা করে, তাহা কে আর খণ্ডিবে।।
এত শুনি কেশিনী বাহুক প্রতি কয়।
তুমি যদি সারথি, নৃপতি কোথা রয়।।
অর্দ্ধবাসা একাকিনী রাখি ঘোর বনে।
অনুরক্তা নারী ছাড়ি গেলেন কেমনে।।
সেই বস্ত্র পরিধিয়া আছয়ে অদ্যাপি।
নাহি রুচে অন্ন জল পুণ্যশ্লোকে জপি।।
এত শুনি ব্যথিত হইল রাজা নল।
বারিধারা নয়নেতে বহে অশ্রুজল।।
রাজা বলে, যেই হয় কুলবতী নারী।
স্বামীর বিশ্বাস কথা রাখে গুপ্ত করি।।
আপন মরণ বাঞ্ছে স্বামীর কারণ।
তথাপি স্বামীর নিন্দা না করে কখন।।
বিবস্ত্র হইয়া যেই পশিল কানন।
অল্প ভাগ্য নহে তার, পাইল জীবন।।
হেনজনে ক্রোধ করিবার যোগ্য নয়।
রাজ্যনষ্ট জ্ঞানভ্রষ্ট প্রাণমাত্র রয়।।
এত বলি শোকাকুল কান্দে পরপতি।
কেশিনী সকল জানাইল ভৈমী প্রতি।।
ভৈমী বলে, নল এই, নহে অন্যজন।
পুনরপি যাহ তুমি, বুঝহ লক্ষণ।।
কি আচার, কি বিচার, কোন কর্ম্ম করে।
বুঝিয়া আমারে আসি কহিবে সত্বরে।।
আজ্ঞা পেয়ে দাসী তবে করিল গমন।
দেখিয়া সকল কর্ম্ম আইল তখন।।
কেশিনী বলিল, শুন রাজার নন্দিনী।
বাহুকের যত কর্ম্ম দেবমধ্যে গণি।।
রন্ধন সামগ্রী যত ঋতুপর্ণ নৃপে।
মাংস আদি পাঠাইয়া দিল তব বাপে।।
সে সব সামগ্রী দিল বাহুকের স্থান।
দেখিয়া তাহার কর্ম্ম হয়েছি অজ্ঞান।।
শূন্যকুম্ভে কিঞ্চিৎ করিল দৃষ্টিপাত।
পূর্ণকুম্ভ তখনি হইল অকস্মৎ।।
সেই জলে সব দ্রব্যজাত প্রক্ষালিল।
তৃণকাষ্ঠ ছিল, কিন্তু অনল না ছিল।।
তৃণমুষ্টি হস্তে করি কাষ্ঠমধ্যে দিল।
দৃষ্টিমাত্রে তৃণ কাষ্ঠ আপনি জ্বলিল।।
ক্ষণমাত্রে সব দ্রব্য করিল রন্ধন।
ভৈমী বলে, আর কেন বুঝেছি কারণ।।
কেশিনী এখনি তুমি যাহ আরবার।
ব্যঞ্জন আনহ তুমি রন্ধন তাহার।।
কেশিনী মাগিল গিয়া বাহুকে ব্যঞ্জন।
দময়ন্তী স্থানে গিয়া দিল সেইক্ষণ।।
খাইয়া ব্যঞ্জন ভৈমী হরষিত মন।
নিশ্চয় জানিনু এই নলের রন্ধন।।
তবে কন্যা পুত্রে দিল কেশিনী সংহতি।
কি বলে, বুঝিয়া তুমি এস শীঘ্রগতি।।
কেশিনীর সঙ্গে দেখি নন্দন নন্দিনী।
শীঘ্রগতি উঠি কোলে করে নৃপমণি।।
দোঁহা মুখ দেখি রাজা কান্দে উচ্চৈঃস্বরে।
পুনঃ পুনঃ চুম্ব দিয়া আলিঙ্গন করে।।

কতক্ষণে কেশিনীরে বলিল রাজন।
দুই শিশু দেখি মোর স্থির নহে মন।।
এই মত কন্যা পুত্র আছে যে আমার।
বহুদিন দেখা নাহি সঙ্গে দোঁহাকার।।
সেই কথা স্মরিয়া করিনু যে রোদন।
অপত্য বিচ্ছেদ তাপ নহে সম্বরণ।।
পাছে কেহ দেখিয়া কহিবে কোন কথা।
লয়ে যাহ দুই শিশু, কার্য্য নাহি হেথা।।
এতেক শুনিয়া তবে কেশিনী চলিল।
বাহুকের যত কথা ভৈমীরে কহিল।।
শুনিয়া বৈদর্ভী ব্যগ্র হইল দর্শনে।
শীঘ্র গিয়া জানাইল জননীর স্থানে।।
আজ্ঞা যদি কর যাই নলে দেখিবারে।
শুনিয়া বৃত্তান্ত রাণী আজ্ঞা দিল তারে।।
তনয় তনয়া সঙ্গে করিয়া কামিনী।
পতি দরশনে যায় মরালগামিনী।।
আরন্যেতে উত্তম নলের উপাখ্যান।
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান।।

নলের সহিত দময়ন্তীর মিলন

অশ্বশালে গিয়া ভৈমী. নিকটে দেখিল স্বামী,
পরিধান জীর্ণ ছিন্ন বাস।
দুঃখানলে অঙ্গ দহে, চক্ষে অশ্রুজল বহে,
সকরুণে কহে মৃদু ভাষ।।
শুন হে বাহুক নাম, দেখিয়াছ কোন ঠাম,
ধর্ম্মিষ্ঠ পুরুষ একজনে।
ক্ষুধা তৃষ্ণা পরিশ্রমে, স্ত্রীলোক আছিল ঘুমে,
একা ছাড়ি পলাইল বনে।।
বিনা নল পুণ্যশ্লোক, পৃথিবীর অন্য লোক,
কে করিল কহ নাম ধরি।
সদাকাল অনুব্রতা, বিশেষ পুত্রের মাতা,
কোন দোষে নহে দোষকারী।।
যমাগ্নি বরুণ ইন্দ্র, ত্যজিয়া অমরবৃন্দ,
করিল বরণ যেই জনে।
সদা বাঞ্ছা অনুবর্ত্তী, কি হেতু এমন বৃত্তি,
ত্যাগ করে নির্জ্জন কাননে।।
সভায় করিল সত্য, রাখিব তোমারে নিত্য,
না ছাড়িব জীবনে মরণে।

www.bengaliebook.com

নল হেন সত্যবাদী, এমন করিল যদি,
তবে আর কি করিবে অন্যে।।
দময়ন্তী বাক্য শুনি, লাজে কহে নৃপমণি,
পাইলে কে ছাড়ে হেন রামা।
রাজ্যভ্রষ্ট লক্ষ্মীভ্রষ্ট, করিলেক যেই দুষ্ট,
বিচ্ছেদ করায় তোমা আমা।।
প্রিয়াকে ছাড়িয়া বনে, এবে দেখ বরাননে,
অস্থিচর্ম্ম প্রাণমাত্র ভোগ।
ইহা না ভাবিয়া চিতে, দেখিয়া আমারে জীতে,
না বুঝিয়া কর অনুযোগ।।
কলি ছাড়ি গেল আমা, তেঁই দেখিলাম তোমা,
ক্রোধ সম্বরহ শশিমুখি।
যেই নারী পতিব্রতা, না ধরে স্বামীর কথা,
স্বামী দোষ নয়নে না দেখি।।
আর শুনিলাম বার্ত্তা, করিবা কি অন্য ভর্ত্তা,
কহিল তোমার দ্বিজবর।
রাজ্যে রাজ্যে দূত গেল, সর্ব্বলোকে বার্ত্তা দিল,
ভৈমীর দ্বিতীয় স্বয়ম্বর।।
কোশলে শুনিয়া কথা, তেঁই আইলাম হেথা,
কারে বর দেখিব নয়নে।
এমত কুৎসিত কর্ম্ম, রাজকুলে লয়ে জন্ম,
কহ করিয়াছে কোন্ জনে।।
শুনিয়া স্বামীর বাণী, করিয়া যুগলপাণি,
নিতম্বিনী কহে সবিনয়।
তব হেতু মহারাজ, ত্যজিলাম কুললাজ,
ত্যজিলাম গুরুজন ভয়।।
পূর্ব্বে তব অন্বেষণে, পাঠাইনু দ্বিজগণে,
পর্ণাদ কহিল সমাচার।
তেঁই এ উপায় করি, পাঠাই অযোধ্যাপুরী,

কোন স্থানে নাহি যায় আর।।
সদা কায় মন প্রাণে, তোমা বিনা অন্যজনে,
নাহি চাহি নয়নের কোণে।
যদি কর পাপজ্ঞান, তোমার সাক্ষাতে প্রাণ,
বাহির হউক এইক্ষণে।।
চন্দ্র সূর্য্য বায়ু সাক্ষী, এখনি বলিবে ডাকি,
যদি আমি হই পতিব্রতা।
ভৈমী বলে উচ্চৈঃস্বরে, পুষ্পবৃষ্টি দেবে করে,
ডাকি বলে পবন দেবতা।।
ত্যজ রাজা মনস্তাপ, বৈদর্ভীর নাহি পাপ,
স্বধর্ম্মেতে হয়েছে রক্ষিতা।
যাবৎ গিয়াছ তুমি, রক্ষা করিয়াছি আমি,
তোমা হেতু কেবল চিন্তিতা।।
অকস্মাৎ এই বাণী, শুনিল দুন্দুভি ধ্বনি,
গগনে হইল আচম্বিত।
দেখি মনে হৈল শান্তি, খণ্ডিল নলের ভ্রান্তি,
ভৈমীর বুঝিয়া ধর্ম্মচিত।।
ধরিয়া যুগল করে, বসাইল ঊরু পরে,
আশ্বাস করিল মৃদুভাষে।
কর্কোটক নাগে স্মরি, কুৎসিত রূপ ছাড়ি,
পূর্ব্বরূপ তখনি প্রকাশে।।
অপূর্ব্ব ভারত-কথা, বিচিত্র নলের গাথা,
শ্রবণে সর্ব্বপাপ বিনাশে।
কমলাকান্তের সুত, হেতু সুজনের প্রীত,
বিরচিল কাশীরাম দাসে।।

ঋতুপর্ণ রাজার স্বদেশ প্রত্যাগমন ও নলের পুনর্ব্বার রাজ্যপ্রাপ্তি

পরে কর্কোটক দত্ত বসন পরিয়া। | লভে নিজ পূর্ব্বরূপ নাগেরে স্মরিয়া।।

www.bengaliebook.com

স্বরূপেতে নলরাজে দেখিয়া তখন।
পতিব্রতা হইলেন আনন্দে মগন।।
চারি বৎসরান্তে দোঁহে মিলন হইল।
উভয়ে পুনঃ পুনঃ আলিঙ্গন করিল।।
দোঁহে দোঁহাকার দুঃখের কথা কহিল।
প্রভাতে উভয়ে ভীম নৃপেরে ভেটিল।।
জামাতা দেখিয়া নৃপে আনন্দ অপার।
আলিঙ্গন দিয়া বলে সকলি তোমার।।
ঋতুপর্ণ শুনিল এ সব সমাচার।
জানিল যে নল রাজা বাহুক আমার।।
দময়ন্তী প্রত্যাশা ছাড়িল নৃপবর।
শীঘ্রগতি গেল যথা নিষধ ঈশ্বর।।
ঋতুপর্ণ বলে, ভাগ্য আছিল আমার।
তেঁই সে মিলন হইল দোঁহাকার।।
অজ্ঞাতের দোষ যত ক্ষমিবে আমারে।
শুনিয়া নিষধ রাজ বলিল তাহারে।।
কখনই দোষী তুমি নহ মম স্থানে।
কখন আমার ক্রোধ নাহি হয় মনে।।
কলির পীড়নেতে বড় দুঃখ পাইয়া।
ছিলাম তোমার পাশে আনন্দিত হৈয়া।।
তোমার আশ্রয়ে থাকি বিপদ সময়।
সুখেতে ছিলাম যেন আপন আলয়।।
বিপদ সময়ে রাজা যারে যেই রাখে।
ধর্ম্মেতে বাড়য়ে সেই, ধর্ম্ম রাখে তাকে।।
এতএব শুন রায় করি নিবেদন।
এমন বিপদে স্থান দেয় কোন জন।।
হইলে পরম সখা, আর কি বলিব।
গাইব তোমার গুণ যতকাল জীব।।
যাহ সখা, নিজ রাজ্যে করহ গজন।
এত বলি উভয়ে করিল আলিঙ্গন।।
সারথি করিয়া অন্যে কোশলের রায়।
আপনার রাজ্যে গেল হইয়া বিদায়।।
তবে নল নরপতি শ্বশুরে কহিয়া।
নিষধরাজ্যেতে গেল কত সৈন্য লৈয়া।।
এক রথ, ষোল হাতী, পঞ্চাশ তুরঙ্গ।
দুই শত পদাতিক নৃপতির সঙ্গ।।
নিজ রাজ্যে আইলেন নল নরপতি।
পুষ্কর সমীপে যান অতি শীঘ্রগতি।।
পুষ্করে বলিল, তোরে নিজরাজ্যে দিয়া।
অরণ্যে গেলাম আমি দেবনে হারিয়া।।
পুনঃ তব সহিত খেলিব একবার।
আপনার আত্মা পণ করিব এবার।।
জিনিলে তোমার আত্মা হইবে তোমার।
দ্যূতক্রীড়া করিব, আনহ পাশাসারি।
নহিলে উঠহ শীঘ্র ধনুঃশর ধরি।।
নলের বচন শুনি পুষ্কর হাসিয়া।
বলে, বড় ভাগ্য মানি তোমারে দেখিয়া।।
দময়ন্তী সহ তুমি প্রবেশিলে বনে।
এই তাপ অনুক্ষণ জাগে মোর মনে।।
দময়ন্তী দেবনে না কৈলে রাজা পণ।
আমার বাঞ্ছিত বিধি করিল ঘটন।।
এত ভাবি পুষ্কর আনিল পাশাসারি।
দুই জনে বসে তবে আত্মা পণ করি।।
দেখহ ধর্ম্মের গতি বিচিত্র কেমন।
দুষ্ট কলি দ্বাপর ত নাহিক এখন।।
এত বলি দেবন ফেলিল নররায়।
অবশ্য হয়েন পার ধর্ম্মের নৌকায়।।
জিনিল নৃপতি নল, হারিল পুষ্কর।

পুষ্কর ভাবিল মনে জীবন দুষ্কর।।
হারিয়া নলের হাতে উড়িল জীবন।
পুষ্কর কম্পিত তনু সজল নয়ন।।
ধার্মিক অধর্ম্মভীরু দয়ার সাগর।
অনুজে চাহিয়া তবে বলে নৃপবর।।
না ডরিহ পুষ্কর, নাহিক তব দোষ।
যতেক করিলে, তাতে নাহি করি রোষ।।
কলিতে করিল সব দৈব নিবন্ধন।
পূর্ব্বমত নির্ভয়ে থাকহ হৃষ্টমন।।
তব প্রতি প্রীতি মোর যেইরূপ ছিল।
সন্দেহ নাহিক তায়, সেরূপ রহিল।।
এত শুনি করপুটে বলিছে পুষ্কর।
তব কীর্ত্তি ঘুষিবেক দেব দৈত্য নর।।
বহুদোষে দোষী আমি, ক্ষমিলে আমারে।
তোমার সদৃশ ক্ষমী নাহি চরাচরে।।
এত বলি প্রণমিয়া পড়িল ধরণী।
আশ্বাস করিল তারে নল নৃপমণি।।
পাত্রমিত্রগণ আর নগরের প্রজা।
সর্ব্বলোকে আনন্দিত, নল হৈল রাজা।।
দ্বিজগণে পাঠাইয়া বৈদর্ভী আনিল।
দীর্ঘকাল মহাসুখে রাজত্ব করিল।।
কতদিনে নরপতি চিন্তি মনে মন।
ইন্দ্রসেনে রাজ্যভার করিল অর্পণ।।
নিজ পুত্রে করি রাজা নল নরপতি।
স্বর্গলোক গেল দময়ন্তীর সংহতি।।
বৃহদশ্ব বলে, রাজা শুনিলে সকল।
তোমার অধিক দুঃখ পেয়েছিল নল।।
সম্পদ কাহার কভু নাহি রহে স্থির।
ক্ষনমাত্র রহে যেন জোয়ারের নীর।।
আসিতে না হয় সুখ, যাইতে না দুখ।
সদাকাল সমান ভুঞ্জিবা দুঃখ সুখ।।
পরমার্থ চিন্তা রাজা কর অনুক্ষণ।
সুখ দুঃখ হয় সব কর্ম্ম নিবন্ধন।।
নলের চরিত্র, আর কলির শাসন।
একমন হয়ে যদি শুনে কোন জন।।
খণ্ডয়ে বিপদ ভয়, স্ববাঞ্ছিত পায়।
বংশবৃদ্ধি হয় তার, সুখে কাল যায়।।
কদাচ কলির বাধা নাহি হয় তারে।
যতেক সঙ্কট ভয়, তাহা হৈতে তরে।।
তব দুঃখ নরপতি যাবে অল্পদিনে।
এত বলি অক্ষবিদ্যা দিলেন রাজনে।।
সবা সম্ভাষিয়া মুনি করিল গমন।
প্রণাম করেন তাঁরে ধর্ম্মের নন্দন।।
কাম্যবনে ধর্ম্মপুত্র চারি সহোদর।
অর্জ্জুন বিচ্ছেদে সদা কাতর অন্তর।।
পুণ্যকথা ভারতের শুনে পুণ্যবান।
পৃথিবীতে সুখ নাহি ইহার সমান।।
হরির ভাবনা বিনা অন্যে নাহি মন।
সদাকাল হয় তার গোলোকে গমন।।

জন্মেজয়ের বৈশম্পায়নকে কাম্যকবনস্থ পাণ্ডবগণের বৃত্তান্ত জিজ্ঞাসা

বলেন জনমেজয় কহ মুনিরাজ।
পার্থ বিনা কাম্যবনে পাণ্ডব সমাজ।।

কি করিল কি মতে বঞ্চিল দুঃখ শোকে।
বিস্তারিয়া মুনিবর কহিবে আমাকে।।
মুনি বলে, পাণ্ডুপুত্র অর্জ্জুন বিহনে।
অনুশোচে, পক্ষী যেন পক্ষের কারণে।।
বিষ্ণু বিনা যথা নাহি শোভে সুরগণ।
কুবের বিহনে যথা চৈত্ররথ বন।।
কান্দিয়া দ্রৌপদী বলে রাজার গোচর।
পার্থে না দেখিয়া স্থির না হয় অন্তর।।
যে অর্জ্জুন বহুবাহু কার্ত্তবীর্য্য সম।
বলবান রণে মত্ত গজেন্দ্র বিক্রম।।
তাহা বিনা সকলি যে দেখি শূন্যময়।
ক্ষণমাত্র নাহি হয় স্বচ্ছন্দ হৃদয়।।
অগ্রসর হয়ে তবে বলে বৃকোদর।
শোকানলে নিরন্তর দহিছে অন্তর।।
যত দিন নাহি দেখি অর্জ্জুনের মুখ।
মুহূর্ত্তেক নরপতি, নাহি মম সুখ।।
সর্ব্ব শূন্য দেখি আমি অর্জ্জুন বিহনে।
দশদিক অন্ধকার দেখি রাত্রি দিনে।।
যার ভূজাশ্রিত কুরু পাঞ্চাল পাণ্ডব।
দৈত্য মারি দেবে যেন পালয়ে বাসব।।
রাজ্যভ্রষ্ট হয়ে ঘুরি করিয়া সন্ন্যাস।
পুনঃ রাজ্য পাব বলি, যার করি আশ।।
যার ভূজে গন্ধ হবে যত কুরুবর।
সে অর্জ্জুন বিনা মম দহিছে অন্তর।।
অনন্তর নকুল বলেন সকরুণ।
দেবাসুরে নাহি তুল্য অর্জ্জুনের গুণ।।
জিনিল উত্তর দিকে রাজসূয় কালে।
ভৃত্যবৎ খাটাইল নৃপতি সকলে।।
কোন স্থানে নাহি সুখ না দেখি তাঁহায়।
আহার শয়ন আদি লাগে কটুপ্রায়।।
সহদেব কান্দিয়া বলিছে নৃপ আগে।
যতদিন নাহি দেখি পার্থ মহাভাগে।।
নিমিষে না হয় সুস্থ আমার শরীর।
গরলে ব্যাপিত যেন, অঙ্গ নহে স্থির।।
যাদব নিকরে বীর পরাজয় করি।
হরিয়া আনিল বলে সুভদ্রা সুন্দরী।।
আজি গৃহ শূন্য দেখি তাঁহার বিহনে।
কোনমতে শান্তি নাহি হয় মম মনে।।

যুধিষ্ঠিরের নিকট মহর্ষি নারদের আগমন ও তীর্থস্নানের আগমন ও তীর্থস্নানের ফল বর্ণন

এইমতে রোদন করয়ে ভ্রাতৃগণ।
শোকাকুল অধোমুখ ধর্ম্মের নন্দন।।
হেনকালে নারদ করেন আগমন।
আশীর্ব্বাদ করি বৈসে মহা তপোধন।।
নারদেরে যুধিষ্ঠির কহেন বিনয়।
কহ মুনিবর মম খণ্ডুক বিস্ময়।।
তীর্থস্নান করি ক্ষিতি প্রদক্ষিণ করে।
কোন ফল লভে নর, কহ তা আমারে।।
নারদ কহেন, পূর্ব্বে ভীষ্ম সত্যব্রত।
পৌলস্ত্যের কহিল যাহা তব পিতামহে।।
সে সকল কহি শুন, অন্যমত নহে।
যার হস্ত পদ মন সদা পরিষ্কৃত।
বিদ্যা কীর্ত্তি তপস্যাতে যেই হয় রত।।
প্রতিগ্রহ নাহি করেম সর্ব্বদা সানন্দ।
অহঙ্কার নাহি যার, নহে ক্রোধে অন্ধ।।

অল্পাহরী জিতেন্দ্রিয় সত্য ব্রতাচার।
আত্মতুল্য সর্ব্বপ্রাণী দৃষ্টিতে যাহার।।
ঈদৃশ হইলে সেই তীর্থফল পায়।
পদে পদে যজ্ঞফল ত্যজি তীর্থে যায়।।
দরিদ্রের শক্য নাহি হয় যজ্ঞকর্ম্ম।
যজ্ঞাপেক্ষা তীর্থস্নানে লভে অতি ধর্ম্ম।।
দৃঢ়ভক্তি তিন রাত্রি তীর্থে যদি থাকে।
সর্ব্ব যজ্ঞফল পায়, যায় ইন্দ্রলোকে।।
পুষ্কর নামেতে তীর্থে যদি করে স্নান।
সর্ব্বপাপে মুক্ত সেই দেবতা সমান।।
একগুণ দানে কোটিগুণ ফল লাভে।
অমর কিন্নর দৈত্য সেই তীর্থ সেবে।।
দশ কোটি তীর্থ আছে পৃথিবী ভিতর।
নৈমিষকানন পরে চম্পানদীবর।।
তদন্তরে দ্বারাবতী যায় যেই জন।
দশকোটি যজ্ঞফল পায় সেইক্ষণ।।
তদন্তরে যায় গঙ্গা সাগরসঙ্গম।
তাহে স্নানে কোন কালে নাহি দণ্ডে যম।।
শঙ্কুকর্ণেশ্বর দেবে কৈলে দরশন।
দশ অশ্বমেধ ফল পায় সেইক্ষণ।।
কামাখ্যা নামেতে তীর্থে যদি করে স্নান।
সিদ্ধিপদ পায় আর জন্মে দিব্যজ্ঞান।।
তদন্তরে কুরুক্ষেত্রে যায় যেই জন।
যাহার নামেতে সর্ব্বপাপ বিমোচন।।
বায়ুতে ক্ষেত্রের ধূলি যদি লাগে গায়।
সর্ব্বপাপে মুক্ত হয়ে সুরপুরে যায়।।
স্নানে ব্রহ্মলোকে যায়, নাহিক সংশয়।
সরস্বতী স্নানেতে নিষ্পাপ অঙ্গ হয়।।
গোকর্ণে করিয়া স্নান দেখে নারায়ণ।
সদাকাল নিবসয়ে বৈকুণ্ঠ ভুবন।।
বাচা নামে তীর্থ যথা জন্মিল বরাহ।
স্নান কৈলে মুক্ত হয়, পাপশূন্য দেহ।।
রামহ্রদ নামে মহাতীর্থ গুণধর।
যাহাতে করিলে স্নান হয় পুণ্যবর।।
পূর্ব্বেতে পরশুরাম মারি ক্ষত্রগণ।
ক্ষত্রিয় রক্তেতে সেই করিল তর্পণ।।
তুষ্ট হয়ে পিতৃগণ তারে দিল বর।
পুণ্যতীর্থ হৌক যে বলিল ভৃগুবর।।
ইথে যে করিবে পিতৃলোকের তর্পণ।
ব্রহ্মলোকে বসিবে তাহার পিতৃগণ।।
কপিল নামেতে তীর্থ তাহার অন্তর।
সরযূর স্নানে সূর্য্যলোকে যার নর।।
স্বর্গদ্বার আদি করি যত তীর্থ সার।
সপ্তঋষ্যাশ্রম মহাসরযূ কেদার।।
গোদাবরী বৈতরণী নর্ম্মদা কাবেরী।
জাহ্নবী যমুনা জয়া জয়া সর্ব্বদাতা বারি।।
অশ্বমেধ বাজপেয় রাজসূয় আদি।
যত যত যজ্ঞ বেদে করিয়াছে বিধি।।
সর্ব্ব যজ্ঞফল লভে তীর্থগণ স্নানে।
সর্ব্বপাপ ধৌত হয়, বৈসে দেবাসনে।।
এত বলি চলিল নারদ তপোধন।
তীর্থযাত্রা ইচ্ছিলেন ধর্ম্মের নন্দন।।
মহাভারতের কথা অমৃত লহরী।
কাহার শকতি ইহা বর্ণিবারে পারি।।
কহে কাশীরাম, প্রভু নীলশৈলারূঢ়।
দক্ষিণে অনুজাগ্রজ সম্মুখে গরুড়।।

শ্রীতীর্থক্ষেত্র মাহাত্ম্য

বামে সিন্ধুতনয়া নিকটে সুদর্শন।
জলদ অঙ্গেতে শোভে তড়িত বসন।।
বদন নয়ন শোভে জগমন ফাঁদ।
নির্ম্মল গগনে যেন শোভে পূর্ণচাঁদ।।
যে মুখ দেখিলে মুক্তি আঁখির নিমিষে।
সেইক্ষণে মুক্ত হয় জন্ম কর্ম্মপাশে।।
জন্মে জন্মে তপব্রতে ক্লেশ করে কায়।
ক্ষিতি প্রদক্ষিণ করে, সব্বতীর্থে যায়।।
যাহাতে না পায় যজ্ঞ দানে সেবি দেবে।
নিমিষেতে শ্রীমুখ দেখিয়া তাহা লভে।।
ব্রহ্মা শিব শচীপতি আদি দেবগণ।
নিত্য নিত্য আসে মুখ দর্শন কারণ।।
তাহা যে দেখয়ে লোক পশ্চাতে থাকিয়া।
বেত্রের প্রহারে লোক জর্জ্জর হইয়া।।
যার অংশে অবতার হয পৃথিবীতে।
যুগে যুগে দুষ্ট নাশে, শিষ্টেরে পালিতে।।
অজ ভগ অগোচর যাঁহার মহিমা।
দেবগণ পুরাণে না পায় যাঁর সীমা।।
ব্রহ্মাণ্ড ডুবায় ব্রহ্ম প্রলয়ের কালে।
সপ্ত কল্পজীবী মুনি ভাসি সিন্ধুজলে।।
বিশ্রাম পাইল মুনি প্রভুর নিকটে।
সেই হতে রহিল আপনি বৃক্ষবটে।।
কে বর্ণিতে পারে মার্কণ্ডেয় হ্রদ গুণ।
যার জলে স্নানে ভূমে জন্ম নহে পুনঃ।।
দক্ষিণেতে শ্বেতগঙ্গা মাধব সমীপে।
যাহে স্নানে ভূমি জন্ম নহে পুনঃ।।
দক্ষিণেতে শ্বেতগঙ্গা মাধব সমীপে।
যাহে স্নানে স্বর্গে নর বৈসে দেবরূপে।।
রোহিণীকুণ্ডের গুণ কি বলিতে পারি।
তৃষ্ণায় পীড়িত হয়ে পীয়ে যার বারি।।
গরুড়ে আরূঢ় কাক বৈকুণ্ঠেতে গেল।
সেই হৈতে জন্মক্ষেত্রে পত্র ত্যাগ কৈল।।
কোটি কোটি তীর্থ লয়ে যথা মহানদী।
নানাশব্দ বাদ্যে প্রভু সেবে নিরবধি।।
যার বায়ে সকল পাপীর পাপ খণ্ডে।
যার নাম শুনিলে এড়ায় যমদণ্ডে।।
সর্ব্বপাপে মুক্ত হয়, যার দরশনে।
সদাকাল বৈসে স্বর্গে সহ দেবগণে।।
সমুদ্রে করিয়া স্নান যদি পূজা দেখে।
চতুর্ভূজ হয়ে রহে ইন্দ্রের সম্মুখে।।
ইন্দ্রদ্যুম্ন সরোবরে যদি করে স্নান।
পুনর্জ্জন্ম নহে তার দেবতা সমান।।
অশ্বমেধ দান যত করিল ভূপতি।
কোটি কোটি ধেনুখুরে ক্ষুণ্ণা বসুমতী।।
গোমূত্র ফেণায় ইন্দ্রদ্যুম্ন সরোজন্ম।
যাহে স্নাহে খণ্ডে কোটি জন্মের অধর্ম্ম।।
এই পঞ্চ তীর্থ নীলশৈল মধ্যে বৈসে।
পাপলেশ নাহি থাকে তাহার পরশে।।
ভাগ্যবন্ত লোক যেই সদা করে স্নান।
কাশীরাম দাস তার প্রণমে চরণ।।

ইন্দ্রের আজ্ঞায় লোমশ মুনির কাম্যক বনে আগমন

মুনি বলে, শুন পরীক্ষিৎ বংশধর।

কাম্যবনে নিবসরে চারি সহোদর।।
হেনকালে আইল লোমশ মুনিবর।
দীপ্তিমান তেজ যেন দীপ্ত বৈশ্বানর।।
মুনি দেখি যুধিষ্ঠির সহ ভ্রাতৃগণ।
প্রণাম করিয়া দেন বসিতে আসন।।
জিজ্ঞাসেন কি হেতু আইলা মুনিবর।
আশিস্ করিয়া মুনি করিল উত্তর।।
ইচ্ছা অনুসারে আমি করি পর্য্যটন।
একদিন সুরপুরে করিনু গমন।।
দেখিয়া আশ্চর্য্যবোধ করিলাম মনে।
ইন্দ্রসহ ধনঞ্জয় বৈসে একাসনে।।
আমারে কহিল তবে সহস্র লোচন।
যুধিষ্ঠির স্থানে তুমি করহ গমন। ।
কহিবে সংবাদ এই তাঁহার গোচরে।
কুশলে নিবসে পার্থ অমর নগরে।।
দেবকার্য্য সাধি অস্ত্র পারগ হইলে।
আসিবেন ধনঞ্জয় কতদিন গেলে।।
ভ্রাতৃগণ সহ তুমি তীর্থে কর স্নান।
তপ আচরণ কর, দ্বিজে দেহ দান।।
তপের উপর আর অন্য কর্ম্ম নাই।
যাহা ইচ্ছা হয় তাহা তপোবলে পাই। ।
কিন্তু আমি কর্ণেরে যে ভালমতে জানি।
অর্জ্জুনের ষোল অংশে তারে নাহি গণি।।
তার ভয় অন্তরে যে আছে ধর্ম্মরায়।
তাহা ত্যজ, ধর্ম্ম তার করিবে উপায়।।
তব ভ্রাতা পার্থ যে কহিল সমাচার।
নিবেদন করি শুন কুন্তীর কুমার।।
হিমালয়ে হৈমবতী করিয়া সেবন।
সুরাসুরে অগোচর পাইয়াছে ধন।।
সমুদ্র মথনে যেই অস্ত্র উপজিল।
মন্ত্র সহ পাশুপত পশুপতি দিল।।
যে অস্ত্র থাকিলে হস্তে ত্রৈলোক্য বিজিত।
হেন অস্ত্র দিল হর হয়ে হরষিত।।
কুবের বরুণ যম দিল অস্ত্রগণ।
সম্প্রীতে আছে সে সুখে ইন্দ্রের ভবন।।
নৃত্য গীত বিশ্বাবসু তনয়া শিখায়।
তার হেতু তাপ নাহি ভাব সর্ব্বদায়।।
আমারে বলিল পুণঃ বিনয় বচন।
আপনি থাকিয়া তীর্থ করাবে ভ্রমণ। ।
তীর্থে নিবসয়ে দৈত্য দানব দুর্জ্জন।
তুমি রক্ষা করিবে গো মোর ভ্রাতৃগণ।।
রাখিল দধীচি যথা দেব পুরন্দরে।
অঙ্গিরা রাখিল যথা দেব দিবাকরে। ।
ইন্দ্রের বচনে তব অনুজ সম্মতি।
তীর্থস্থানে নরপতি চল শীঘ্রগতি। ।
দুইবার দেখিয়াছি তীর্থ আছে যথা।
তব সহ যাইব তৃতীয়বার তথা।।
বিষম সঙ্কট স্থানে আছে তীর্থগণ।
বিনা সব্যসাচী যেতে নারে অন্যজন।।
তুমিও যাইতে রাজা পার ধর্ম্মবলে।
পরাক্রম বিশেষ অনুজগণ মিলে।।
হইবে বিপুল ধর্ম্ম, অধর্ম্মের ক্ষয়।
নিজরাজ্য পাবে শেষে, হবে শত্রু জয়।।
লোমশের বচন শুনিয়া যুধিষ্ঠির।
আনন্দেতে পুলকিত হইল শরীর।।
বিনয় পূর্ব্বক করিলেন সদুত্তর।
কহে নহে, সুধাবৃষ্টি কৈলা মুনিবর।।
কি বলিব প্রত্যুত্তর মুখে না আইসে।

বাঞ্ছা পূর্ণ লাগি মোর তব কৃপাবশে।।
যে অর্জ্জুন লাগি মোর নাহি ক্ষণ সুখ।
চক্ষু মেলি নাহি চাহি ভ্রাতৃগণ মুখ।।
পাইলাম তাহার কুশল সমাচার।
ইহার অধিক লাভ কি আছে আমার।।
সবার ঈশ্বর যেইইন্দ্র দেবরাজ।
আপনি করেন বাঞ্ছা অর্জ্জুনের কাজ।।
যে আজ্ঞা করিলে মুনি তীর্থের কারণ।
পূর্ব্ব হইতে আমি এই করিয়াছি পণ।।
বিশেষ আমার সঙ্গে যাবেন আপনি।
তীর্থযাত্রা মোর পক্ষে বহু লাভ গণি।।
লোমশ বলেন, রাজা যাইবে কি মতে।
এই দ্বিজগণ আছে তোমার সঙ্গেতে।।
বিষম দুর্গম পথ পর্ব্বত কানন।
ফল মূল নাহি মিলে, দুষ্ট জন্তুগণ।।
যাইতে নারিবে সবে থাকিলে সংহতি।
ইহা সবে বিদায় করহ নরপতি।।
যুধিষ্ঠির কহে তবে শুন দ্বিজগণ।
হস্তিনা নগরে সবে করহ গমন।।
যেই যাহা বাঞ্ছ, ধৃতরাষ্ট্রেরে মাগিবে।
নিজ নিজ বৃত্তি যদি তথা না পাইবে।।
পাঞ্চাল দেশেতে সবে করিবে গমন।
যথোচিত পূজা তথা পাবে সর্ব্বজন।।
এত বলি সবারে পাঠান হস্তিনায়।
যোগ্য বৃত্তি দিল ধৃতরাষ্ট্র সে সবায়।।
অল্প দ্বিজ সঙ্গে নিয়া ধর্ম্ম নরপতি।
তিন রাত্রি বঞ্চি তথা লোমশ সংহতি।।
চারি ভাই কৃষ্ণা সহ ধৌম্য পুরোহিত।
তীর্থ করিবারে যাত্রা করেন ত্বরিত।।
হেনকালে উপনীত কৃষ্ণদ্বৈপায়ন।
নারদ পর্ব্বত আর বহু মুনিগণ।।
যথোচিত পূজিলেন ধর্ম্মের নন্দন।
আশিস্ করিয়া কহিছেন মুনিগণ।।
তীর্থযাত্রা করিবারে যদি আছে মন।
মন শুদ্ধ কর রাজা করিয়া যতন।।
নিয়মী সুবুদ্ধি হৈলে তীর্থফল পায়।
মন শুদ্ধ কর রাজা করিয়া যতন।।
নিয়মী সুবুদ্ধি হৈলে তীর্থফল পায়।
মন শুদ্ধ নহিলে সকলি মিথ্যা হয়।।
চারি ভাই কৃষ্ণা সহ করিয়া স্বীকার।
মুনিগণ চরণে করেন নমস্কার।।
অভেদ্য কবচ সবে অঙ্গেতে পরিল।
দ্রৌপদী সহিত রাজা রথে আরোহিল।।
পুরোহিত আদি আর যত ভ্রাতৃগণ।
চতুর্দ্দশ রথে আরোহিল সর্ব্ব জন।।
মার্গশীষ মাস গেল, পূর্ব্বমুখে গতি।
তীর্থযাত্রা করিলেন পাণ্ডব সুকৃতী।।
মহাভারতের কথা পুণ্যফল দাতা।
কাশীদাস রচে পয়ার প্রবন্ধে গাঁথা।।

যুধিষ্ঠিরের তীর্থযাত্রা ও অগস্ত্যোপাখ্যান

চলিলেন ধর্ম্মরাজ সহ মুনিগণে।
কত দিনে উপনীত নৈমিষ কাননে।।
গোমতীতে স্নান করি, করি বহু দান।
তথা হৈতে পরতীর্থে করেন প্রয়াণ।।

যেখা প্রয়াগ তীর্থ যমুনা সঙ্গম।
কত দিনে উপনীত অগস্ত্য আশ্রম।।
লোমশ কহিল তবে পূর্ব্ব বিবরণ।
দৈত্য মারি আশ্রম করিল তপোধন।।
স্বচ্ছন্দে সকল পৃথ্বী করিল ভ্রমণ।
এক দিন শুন রাজা তার বিবরণ।।
এক দিন এক গর্ত্তে দেখে মুনিরাজ।
পিতৃগণ অধোমুখে আছে তার মাঝ।।
দেখিয়া হইল শঙ্কা জিজ্ঞাসে সবারে।
কি হেতু পড়িলে সবে গর্ত্তের ভিতরে।।
সবে বলে, না করিলে বংশের উৎপত্তি।
তেঁই আমা সবাকার হৈল হেন গতি।।
যদি শ্রেয়ঃ চাহ তুমি আমা সবাকার।
বংশ জন্মাইয়া তুমি করহ উদ্ধার।।
পিতৃগণ বচন শুনিয়া মুনিরাজ।
বংশ হেতু চিন্তিত হইল হৃদিমাঝ।।
বিদর্ভ রাজার কন্যা অতি অনুপমা।
রূপে গুণে মনোহরা লোপামুদ্রা নামা।।
যৌবন সময় তার দেখিয়া রাজন।
কারে দিব লোপামুদ্রা চিন্তে মনে মন।।
হেনকালে উপনীত মহা তপোধন।
যথোচিত পূজা করি জিজ্ঞাসে রাজন।।
কি হেতু আসিলে, আজ্ঞা কর মুনিবর।
শুনি মুনিরাজ তবে করিল উত্তর।।
পিতৃগণ আদেশে জন্মাব সন্ততি।
তব কন্যা লোপামুদ্রা দেহ নরপতি।।
এত শুনি নরপতি হৈল অচেতন।
প্রত্যুত্তর দিতে মুখে না আসে বচন।।
উঠিয়া গেলেন রাজ মহাদেবী স্থানে।
রাণীকে কহেন রাজা করুণ বচনে।।
মাগে লোপামুদ্রারে অগস্ত্য মহাঋষি।
নাহি দিলে শাপেতে করিবে ভস্মরাশি।।
এত বিচারিয়া দোঁহে সন্তাপিত শোকে।
শুনি লোপামুদ্রা কহে জননী জনকে।।
মম হেতু তাপ কেন ভাবহ হৃদয়।
আমারে অগস্ত্যে দিয়া খণ্ডাহ এ ভয়।।
তবে লোপামুদ্রার বুঝিয়া যে অন্তর।
বিধিমতে মুনি করে দেন নৃপবর।।
লোপামুদ্রা প্রতি তবে কহে তপোধন।
মম ভার্য্যা হৈলে, কর মম আচরণ।।
দিব্য বস্ত্র ত্যজ রত্ন ভূষণ সকল।
শিরেতে ধরহ জটা, পিন্ধহ বাকল।।
মুনিবাক্যে সেইক্ষণে সকলি ত্যজিল।
জটাচীর লোপামুদ্রার ভূষণ করিল।।
তবে ত অগস্ত্য মুনি ভার্য্যারে লইয়া।
গঙ্গাতীরে মহামুনি রহিলেন গিয়া।।
নিরন্তর করে কন্যা মুনির সেবন।
তপ শৌচ আচমন মুনি আচরণ।।
হেনমতে তথা থাকি বহুদিন গেল।
এক দিন মুনিরাজ ভার্য্যারে কহিল।।
পুত্র হেতু করিয়াছি তোমারে গ্রহণ।
বংশ না হইল তোমার কিসের কারণ।।
এত শুনি লোপামুদ্রা যুড়ি দুই কর।
বিনয় পূর্ব্বক কহে মুনির গোচর।।
কামদেবে কৈল ধাতা সৃষ্টির কারণ।
বিনা কামে নাহি হয় বংশের সৃজন।।
জটাচীর ফলাহার ধূলাতে ধূসর।
ইথে কাম কি মতে জন্মিবে মুনিবর।।

আপনি কি জান মুনি এই বংশকাজ।
বংশ হেতু ইচ্ছা যদি শুন মুনিরাজ।।
পূর্ব্বে যথা ছিল মম বস্ত্র অলঙ্কার।
দিব্য গৃহ দাসগণ ভক্ষ্য উপহার।।
সে সকল বস্তু যদি পাই পুনর্ব্বার।
তবে ত জন্মিবে পুত্র উদরে আমার।।
এত শুনি অগস্ত্যের চিন্তা হৈল মনে।
উপায় চিন্তিল পুনঃ কন্যার বচনে।।
শ্রুতপর্ব্বা নামে রাজা ইক্ষবাকু নন্দন।
ভার্য্যা সহ তথাকারে গেল তপোধন।।
দেখি শ্রুতপর্ব্বা রাজা পূজে বহুতর।
জিজ্ঞাসিল কি হেতু আইলা মুনিবর।।
মুনি বলে, বৃত্তিহেতু আসিলাম আমি।
বৃত্তি অর্থ কিছু রাজা মোরে দেহ তুমি।।
যে কিছু মাগিল মুনি, সব দিল রাজা।
পাত্র মিত্র সহিত করিল বহু পূজা।।
দিব্য গৃহ আসন ভূষণ দাসগণ।
বাঞ্ছামত পাইয়া রহিল তপোধন।।
তবে যত প্রজাগণ রাজার সংহতি।
অগস্ত্যেরে কহে তারা, করিয়া মিনতি।।
ইল্বল নামেতে দৈত্য মায়ার সাগর।
বাতাপি নামেতে আছে তার সহোদর।।
মায়াবলে ধরে ধুষ্ট গাড়ল মূরতি।
কাটিয়া রন্ধন করি ভুঞ্জিয়া যে থাকে।।
এইমতে মারে দুষ্ট বহু দ্বিজগণ।
অদ্যাবধি হিংসা করে পাপিষ্ঠ দুর্জ্জন।।
ইল্বলের ভয়েতে তাপিত এ নগর।
শুনিয়া অগস্ত্য মুনি চিন্তিত অন্তর।।
আশ্বাসিয়া সবাকারে করিল নির্ভয়।
একাকী চলিল মুনি ইল্বল আলয়।।
মুনি দেখি ইল্বল পূজিল বহুতর।
জিজ্ঞাসিল সবিনয়ে করিয়া আদর।।
কি হেতু আসিলে, আজ্ঞা কর তপোধন।
শুনিয়া উত্তর কৈল কুম্ভক নন্দন।।
বহু পরিশ্রমে আসিলাম তব পুর।
বহুদিন উপবাসী, ভুঞ্জাও প্রচুর।।
সম্পূর্ণ করিয়া মোরে করাহ ভোজন।
হাসিয়া ইল্বল বলে, বৈস তপোধন।।
কাটিয়া মায়াবী মেষ করিল রন্ধন।
অগস্ত্য মুনিরে দিল করিতে ভোজন।।
মুনি বলে, এই মাংসে কি হবে আমার।
সকলি আনিয়া দেহ যত আছে আর।।
শির কটি চারি পদ আনি দেহ মেষ।
তাবৎ খাইব আমি না রাখিব শেষ।।
মুনিবাক্য শুনিয়া ইল্বল আনি দিল।
অস্থি সহ মুনিবর সকলি খাইল।।
কতক্ষণে ইল্বল ডাকিল সহোদরে।
বাহিরাও বাতাপি, ডাকিল বারে বারে।।
হাসিয়া বলেন মুনি কেন ডাক পাপী।
অগস্তের ঠাঁই কোথা পাইবে বাতাপি।।
বাতাপি পাইবে আর না করিহ আশ।
এত দিনে হৈল দুরাচারের বিনাশ।।
এত শুনি ইল্বল যুড়িয়া দুই কর।
স্তুতি করি কহে তবে মুনির গোচর।।
কি করিব প্রিয় তব, কহ মুনিবর।
মুনি বলে, প্রাণী হিংসা করিলে বিস্তর।।
যত রত্ন ধন তুমি পাইয়াছ তায়।
সকলি আমায় দিয়া রাখ আপনায়।।

সেইক্ষণে দুষ্ট দৈত্য আনি সব দিল।
দ্রব্য লয়ে মুনিরাজ আশ্রমে চলিল।।
বসন ভূষণ দিব্য রত্ন অলঙ্কার।
দেখি লোপামুদ্রা হৈল আনন্দে অপার।।
সন্তুষ্টা হইয়া কন্যা ভাবে মনে মন।
বংশ হেতু মুনিবরে করে নিবেদন।।
মুনি বলে, পুত্র বাঞ্ছা কতেক তোমার।
লোপামুদ্রা বলে হৌক একটী কুমার।।
এক পুত্র গুণবান হোক তপোধন।
অকৃতি সহস্র পুত্রে নাহি প্রয়োজন।।
তবে প্রীত হয়ে কাম বাড়িল দোঁহার।
মুনির ঔরসে তাঁর জন্মিল কুমার।।
অগস্ত্য সমান হৈল পরম পণ্ডিত।
শুনিলে পূর্ব্বের কথা অগস্ত্যা চরিত।।
অগস্ত্য মুনির কথা অদ্ভূত মানুষে।
হেলায় সমুদ্র পান করিল গণ্ডূষে।।
সূর্য্য পথ রুদ্ধ করিলেক বিন্ধ্যাচল।
অন্ধকারে ব্যাপিলেক পৃথিবীমণ্ডল।।
অগস্ত্য প্রভাবে লোকে সে ভয় ঘুচিল।
অন্ধকার দূর হৈল, সূর্য্য পথ পাইল।।
এত শুনি জিজ্ঞাসেন ধর্ম্মের নন্দন।
কহ মুনিরাজ সে অগস্ত্য বিবরণ।।
কি কারণে মুনিরাজ সমুদ্র শুষিল।
কোন হেতু অন্ধকার, কিরূপে খণ্ডিল।।

অগস্ত্যযাত্রার বিবরণ ও বিন্ধ্যাপর্ব্বতের দর্প চূর্ণ

লোমশ বলেন, শুন ধর্ম্মের কুমার।
যেমতে খণ্ডিল মুনি গোর অন্ধকার।।
গিরিমধ্যে আছয়ে সুমেরু গিরিবর।
প্রদক্ষিণ করি তারে ভ্রমে দিনকর।।
তাহা দেখি বিন্ধ্যাগিরি সক্রোধ হইয়া।
দিনমণি প্রতি তবে বলিল ডাকিয়া।।
যেমত আবর্ত্ত কর সুমেরু শিখরে।
সেইমত প্রদক্ষিণ করহ আমারে।।
সূর্য্য বলে, রথে বসি আবর্ত্তন করি।
সৃষ্টি সৃজিলেন যেই সৃষ্টি অধিকারী।।
তাঁর নিয়োজিত পথে করিব ভ্রমণ।
শক্তি নাহি, অন্য পথে করিতে গমন।।
এত শুনি বিন্ধ্য বলে সক্রোধ বচনে।
দেখি, মেরু প্রদক্ষিণ করিবে কেমনে।।
বাড়িল বিষম বিন্ধ্য করিয়া আক্রোশ।
না হয় রবির গতি, না হয় দিবস।।
ক্রোধ করি কামরূপী বাড়াইল অঙ্গ।
ব্যাপিল আকাশপথ না চলে বিহঙ্গ।।
ঢাকিল সূর্য্যের তেজ, হৈল অন্ধকার।
প্রলয় হইল, যেন মানিল সংসার।।
দেবগণ মিলি সবে করে নিবেদন।
না শুনিল বিন্ধ্যাগিরি কাহার বচন।।
তবে যত দেবগণ একত্র হইয়া।
অগস্ত্য মুনির আগে নিবেদিল গিয়া।।
চন্দ্র সূর্য্যপথ রুদ্ধ বিন্ধ্যাগিরি করে।
তোমা বিনা নাহি দেখি তাহারে নিবারে।।
রক্ষা কর মুনিরাজ সৃষ্টি হৈল নাশ।
শুনিয়া অগস্ত্য মুনি করিল আশ্বাস।।
বিন্ধ্যাগিরি পাশে তবে যায় তপোধন।
মুনি দেখি প্রণাম করিল সর্ব্ব জন।।

নাগ নর পশু পক্ষী স্থাবর জঙ্গম।
অগস্ত্য মুনির তেজ জিনি সূর্য্য সম।।
মুনি দেখি বিন্ধ্যাগিরি প্রণাম করিল।
ঈষৎ হাসিয়া মুনি আশীর্ব্বাদ দিল।।
যাবৎ না আসি আমি দক্ষিণ হইতে।
তাবৎ পর্ব্বত তুমি থাক এইমতে।।
এত বলি মুনিরাজ করিল গমন।
পুনঃ যে উত্তরে নাহি গেল কদাচন। ।
তাঁর আজ্ঞা লঙ্ঘি গিরি কভু নাহি উঠে।
সৃষ্টি রক্ষা করিলেন অগস্ত্য কপটে।।
আরণ্যক পর্ব্বতে অগস্ত্য উপাখ্যান।
কাশী কহে, ধর্ম্ম পুণ্য লাভের সোপান।।

দধীচি মুনির অস্থিদান

পুনঃ জিজ্ঞাসেন তবে রাজা যুধিষ্ঠির।
কিরূপে শুষিল মুনি সাগর গভীর।।
লোমশ বলেন, পূর্ব্বে দৈত্য বৃত্রাসুর।
পরাক্রমে জিনিয়া বেড়ায় তিন পুর। ।
কালকেয় আদি যত দৈত্য ও দানব।
বৃত্রাসুর সহিত থাকয়ে দুষ্ট সব। ।
দৈত্যভয়ে দেবগণ রহিতে নারিল।
ইন্দ্রে আগে করিয়া ব্রহ্মারে নিবেদিল।।
ব্রহ্মা কন, যেই হেতু এলে দেবগণ।
পূর্ব্বে চিন্তিয়াছি আমি তাহার কারণ।।
লৌহ দারু মেরু যত অস্ত্র আছে সার।
কোন মতে নহে বৃত্রাসুরের সংহার। ।
দধীচি মুনির স্থানে করহ গমন।
সবে মিলি বর মাগ, শুন দেবগণ।।
প্রসন্ন হৈলে মুনি চাহিবে বরদান।
নিজ অস্থি দিয়া লোকে কর পরিত্রাণ।।
শরীর ত্যজিবে মুনি লোকের কারণ।
তাঁর অস্থি লয়ে কর বজ্রের সৃজন। ।
বজ্র অস্ত্রে ইন্দ্র তারে করিবে প্রহার।
বজ্রাঘাতে বৃত্রাসুর হইবে সংহার।।
এত শুনি দেবগণ করিল গমন।
সরস্বতী নদীতীরে আইল তখন।।
মহাতেজোময় মূর্ত্তি দেখি দধীচির।
চন্দ্র সূর্য্য অগ্নি জিনি জ্বলন্ত শরীর।।
মুনিরে বেড়িয়া ইন্দ্র আদি দেবগণ।
দণ্ডবৎ প্রণাম করিল অগণন।।
দেবতাসমূহ সব দিকপালগণে।
দেখিয়া দধীচি মুনি ভাবে মনে মনে।।
জানিয়া সকল তত্ত্ব কহে মুনিবর।
বুঝিনু যে হেতু এলে সকল অমর।।
সবাকার হেতু আমি ত্যজিব শরীর।
অস্থি মাংসময় তনু সহজে অচির।।
হয় হৌক, ইহাতে লোকের উপকার।
উপকার হীন ব্যর্থ রহে তনু ছার।।
পূর্ব্বভাগ্যে দেবকার্য্যে লাগিল শরীর।
এত বলি তনু ত্যাগ হৈল দধীচির।।
হেন উপকার কোথা নাহি করে কেহ।
পরোপকারের জন্য ত্যজে নিজ দেহ।।
দধীচি মুনির গুণ বর্ণন না যায়।
হেন উপকার বল কে করে কোথায়।।
যুধিষ্ঠির কন, প্রভু বল অতঃপর।
অস্থি নিয়া কি কর্ম্ম করিলা পুরন্দর।।

দধীচির অস্থিতে বজ্র নির্ম্মাণ ও ইন্দ্র কর্ত্তৃক বজ্রাঘাতে বৃত্রাসুর বধ

লোমশ বলেন, রাজা কর অবধান।
বৃত্রাসুরে যেইরূপে বধে মরুত্বান।।
অস্থি লয়ে দেবগণ করিল গমন।
দেবশিল্পী স্থানে দিল করিতে গমন।।
সে উগ্র প্রকারে বজ্র করিয়া নিস্মাণ।
শীঘ্রগতি আনি দিল ইন্দ্র বিদ্যামান।।
বজ্র নিয়া সাজি থাকে দেব পুরন্দর।
হেনকালে এল বৃত্রাসুর দৈত্যেশ্বর।।
প্রবল দানব দৈত্য সংহতি করিয়া।
সুমেরু শিখর যেন পর্ব্বত বেড়িয়া।।
মার মার শব্দ করি মহা কলরব।
প্রলয় সময়ে যেন উথলে অর্ণব।।
পর্ব্বত আয়ুধ কেহ ধরে দৈত্যগণ।
নানা অস্ত্র চতুর্ভিতে করে বরিষণ।।
গজেন্দ্র চড়িয়া ইন্দ্র বজ্র লয়ে হাতে।
দেবগণ সহ যায় বৃত্রেরে মারিতে।।
ইন্দ্রে দেখি ঘোরনাদে গর্জ্জে দৈত্যেশ্বর।
ভয়ঙ্কর শব্দে কাঁপে যত চরাচর।।
আকাশ পাতাল যুড়ি মুখ মেলি ধায়।
দেখিয়া অমরপতি ভয়েতে পলায়।।
দেবগণ সহ ইন্দ্র যায় রড়ারড়ি।
পাছু পাছু দৈত্যগণ ধায় তাড়াতাড়ি।।
কোথায় পাইব রক্ষা, করি অনুমান।
বিষ্ণুর সদনে গিয়া রাখে নিজ প্রাণ।।
ভয়ার্ত্ত দেখিয়া আশ্বাসিয়া নারায়ণ।
উপায় চিন্তেন দৈত্য নিধন কারণ।।
দিলেন আপন তেজ হরি পুরন্দরে।
বিষ্ণুতেজ পেয়ে পুনঃ চলিল সমরে। ।
অন্য দেবগণে তেজ হরি পুরন্দরে।
বিষ্ণুতেজ পেয়ে পুনঃ চলিল সমরে। ।
অন্য দেবগণে তেজ হরি পুরন্দরে।
বিষ্ণুতেজ পেয়ে পুনঃ চলিল সমরে। ।
অন্য দেবগণে তেজ দিল ঋষিগণ।
পুনঃ দেবাসুরে হয় ঘোরতর রণ।।
অনেক হইল যুদ্ধ লিখনে না যায়।
বৃত্রাসুরে বজ্র প্রহারিল দেবরায়।।
বজ্রের ভীষণ শব্দ, দৈত্যের গর্জ্জন।
ত্রৈলোক্যের লোক যত হৈল অচেতন।।
বজ্রাঘাতে অসুরের মুণ্ড হৈল চুর্ণ।
আর যত ছিল, সবে পলাইল তূর্ণ।।
যতেক দানব দৈত্য কালকেয়গণ।
সমুদ্র ভিতরে প্রবেশিল সর্ব্ব জন। ।

অগস্ত্য মুনির সমুদ্র পান এবং দেবগণের যুদ্ধে অসুরদিগের নিধন

লোমশ বলেন, শুন ধর্ম্মের নন্দন।
সমুদ্রে আশ্রয় নিল কালকেয়গণ।।
সমস্ত দিবস থাকে জলের ভিতর।
রাত্রিতে উঠিয়া খায় যত মুনিবর।।

বশিষ্ঠ আশ্রমে খাইল সপ্তশত ঋষি।
তিনশত খায় চ্যবনাশ্রমেতে বসি।।
ভরদ্বাজ আশ্রমেতে বিংশ মুনি ছিল।
রজনীর মধ্যে গিয়া সকলি খাইল।।
হেনমতে খায় তারা যত মুনিগণ।
অনাহারী বাতাহরী মহাতপোধন।।
আর যত দ্বিজগণ গেল পলাইয়া।
পর্ব্বত গহ্বরে রহে কোটরে বসিয়া।।
ভাঙ্গিল মুনির মেলা, কেহ নাহি আর।
যাগ যজ্ঞহীন হৈল সকল সংসার।।
উপায় না দেখি আর ব্যাকুল হইয়া।
নারায়ণ স্থানে সবে জানাইল গিয়া।।
সৃষ্টিকর্ত্তা হর্ত্তা তুমি, তুমি শ্রীনিবাস।
তুমি উদ্ধারিবা মোরা করিয়াছি আশ।।
বৃত্রাসুর মৈল, কিন্তু কালকেয়গণ।
লক্ষিতে না পারি, তারা আইসে কখন।।
করিল দ্বিজের নাশ, না দেখি নিস্তার।
আমরা উপায় বহু করিনু তাহার।।
না পারিয়া তব পদে করি নিবেদন।
তোমা বিনা সৃষ্টি রাখে, নাহি হেন জন।।
এত শুনি রোষভরে কহে পীতাম্বর।
ইহার উপায় আর নাহি পুরন্দর।।
বরুণ আশ্রিত হয়ে আছে দুষ্টগণ।
সিন্ধু শুখাইতে সবে করহ যতন।।
পাইয়া বিষ্ণুর আজ্ঞা তবে দেবগণ।
ব্রহ্মার সহিত গেল অগস্ত্য সদন।।
কর যুড়ি দেবগণ তাঁর স্তুতি করে।
সঙ্কটেতে তুমি রক্ষা কর বারে বরে।।
নহুষের ভয়ে পূর্ব্বে করিলা নিস্তার।
বিন্ধ্যাভয়ে বসুধার খণ্ডিলে আঁধার।।
রাক্ষস বধিয়া বিনাশিলা লোকভয়।
এবার করহ রক্ষা হইয়া সদয়।।
মুনি বলে, কোন কার্য্য করিব সবার।
যাহা বল করি তাহা, এই অঙ্গীকার।।
দেব বলে, অসুর করি সিন্ধু আশ্রয়।
মুনি ঋষি খাইয়া পুনঃ সাগরে লুকায়।।
হেরিতে না পায় কেহ, বধিবে কেমনে।
না বধিলে অসুর, কেহ না জীয়ে প্রাণে।।
ইহার উপায় তুমি চিন্তহ মহামুনি।
নিবেদি তোমায় সবে ঋষিশ্রেষ্ঠ গণি।।
শুনি কহে মুনি, চিন্তা নাহি দেবগণ।
জলধির জল আমি করিব শোষণ।।
এত বলি চলিল অগস্ত্য মুনিবর।
সঙ্গেতে চলিল সব অমর কিন্নর।।
অগস্ত্য সমুদ্র পীবে অদ্ভুত কথন।
দেখিতে চলিল যত ত্রৈলোক্যের জন।।
সমুদ্র নিকটে গিয়া বলে তপোধন।
তোমারে শুষিব আমি লোকের কারণ।।
দেবতা গন্ধর্ব্ব নাগ দেখিবে কৌতুকে।
নিমিষে সমুদ্র পান করিব চুমুকে।।
তবেত অগস্ত্য মুনি একই গণ্ডূষে।
ক্ষণমাত্রে সিন্ধুজল পান করি শোষে।।
কোথায় লহরী গেল, শব্দ হুড়াহুড়ি।
জলজন্তু ছটফটি শুষ্কস্থলে পড়ি।।
বিস্ময় মানিল তবে ত্রৈলোক্যের জন।
অগস্ত্য মুনিরে তবে করিল স্তবন।।
গন্ধর্ব্ব কিন্নর যত অপ্সরা অপ্সরী।
মুনির সম্মুখে তারা দেখায় মাধুরী।।

করিল কুসুম বৃষ্টি মুনির উপরে।
সাধু সাধু বলি শব্দ হল দিগন্তরে।।
জলহীন সিন্ধু দেখি যত দেবগণ।
যে যাহার অস্ত্র লয়ে ধাইল তখন।।
যতেক অসুরগণে বেড়িয়া মারিল।
কত দৈত্য ক্ষিতি বিদারিয়া প্রবেশিল।।
দৈত্য হত নিরখিয়া ক্ষান্ত দেবগণ।
পুনরপি অগস্ত্যেরে করিল স্তবন।।
তোমার প্রসাদে রক্ষা পাইল সংসার।
লোকের কণ্টক দৈত্য হইল সংহার।।
সমুদ্রের জল যে শুষিলা মুনিবর।
পুনরপি সেই জলে পর রত্নাকর।।
মুনি বলে, তোমরা উপায় কর সবে।
জলপান করিলাম আর কোথা পাবে।।
এত শুনি দেবগণ বিষণ্ণ বদন।
শীঘ্রগতি গেল সবে ব্রহ্মার সদন।।
দৈত্যনাশ হেতু সিন্ধু শুষিল বারুণি।
কিরূপে পূরিবে সিন্ধু, কহ পদ্মযোনি।।
ব্রহ্মা বলে, নিজালয়ে যাহ সর্ব্ব জন।
উপায় নাহিক সিন্ধু, পূরিতে এখন।।
শুষ্ক সিন্ধু রহিবেক দীর্ঘকাল ভবে।
জ্ঞাতি হেতু ভগীরথ গঙ্গাকে আনিবে।।
ভগীরথ হতে পূর্ণ হবে জলনিধি।
শুষ্ক রহিবেক সিন্ধু তাবৎ অবধি।।
ব্রহ্মার বচনে সবে গেল নিজালয়।
এই শুন পূর্ব্বকথা ধর্ম্মের তনয়।।

সগর বংশোপাখ্যান এবং কপিলের শাপে সগর সন্তান ভস্ম হওন

এত শুনি জিজ্ঞাসিল ধর্ম্মের নন্দন।
কহ শুনি মুনি সিন্ধু পূরণ কথন।।
কে বা ভগীরথ, জ্ঞাতি কারণ কি হয়।
বিস্তারিয়া মুনিরাজ কহ মহাশয়।।
লোমশ বলেন, শুন ধার্ম্মিক রাজন।
সগর নামেতে রাজা বাহুর নন্দন।।
তালজঙ্ঘ হৈহয়াদি রাজা বশ করি।
পৃথিবী পালন করে দুষ্টজনে মারি।।
পুত্র বাঞ্ছা করি রাজা হইল চিন্তিত।
তপস্যা করিতে গেল ভার্য্যার সহিত।।
শৈব্যা আর বৈদর্ভী যুগল ভার্য্যা তাঁর।
কৈলাস পর্ব্বতে তপ করে বহুবার।।
তাঁর তপে আর্বিভূত হয়ে মহেশ্বর।
বলিলেন সগরেরে, মাগি লহ বর।।
বংশ হেতু এই বর মাগিল রাজন।
দেহ ষাটি সহস্র তনয় ত্রিলোচন।।
হর বলিলেন, বর মাগিলে রাজন।
হইবে তোমার ষাটি সহস্র নন্দন।।
সময়ে সবাই এককালে হবে ক্ষয়।
বংশ রক্ষা করিবেক একই তনয়।।
শৈব্যার উদরে যেই এক পুত্র হবে।
তাহাতে ইক্ষ্বাকু বংশ উন্নতি পাইবে।।
এত বলি অন্তর্দ্ধান হইলেন হর।
সগর চলিয়া গেল আপনার ঘর।।
মিথ্যা না হয় কভু শঙ্করের বরদান।
কতদিনে দোঁহাকার হৈল গর্ভাধান।।

সময়ে প্রসব কৈল রাণী দুই জন।
শৈব্যা প্রসবিল এক সুন্দর নন্দন।।
বৈদর্ভীর গর্ভে এক অলাবু জন্মিল।
দেখিয়া নৃপতি ফেলাইতে আজ্ঞা দিল।।
হেনকালে ঘোরনাদে হৈল শূন্যবাণী।
কি কারণে বংশ ত্যাগ কর নৃপিমণি।।
যত বীচি আছে এই অলাবু ভিতর।
ঘৃতপূর্ণ হাঁড়ি মধ্যে রাখ নৃপবর।।
ইহাতে পাইবে ষাটি সহস্র নন্দন।
এই শুনি নরপতি রাখে সেইক্ষণ।।
ঘৃত হাঁড়ি প্রতি এক ধাত্রী নিয়োজিল।
ষাইট সহস্র পুত্র তাহাতে জন্মিল।।
তেজে বীর্য্যে রূপে সবে সগর সমান।
মদগর্ব্বে সবাকারে করে অল্প জ্ঞান।।
দেবতা গন্ধর্ব্ব যক্ষ নাগ নরগণ।
সবার করিল পীড়া সগর নন্দন।।
দেবগণ জানাইল ব্রহ্মার গোচরে।
সৃষ্টিনাশ কৈল প্রভু সগর-কুমারে।।
ব্রহ্মা বলিলেন, না চিন্তিহ দেবগণে।
কর্ম্মদোষে সকলে মরিবে অল্পদিনে।।
এত শুনি চলি গেল যতেক অমর।
কত দিনে যজ্ঞদীক্ষা লইল সগর।।
অশ্বমেধ আরম্ভিল বাহুর নন্দন।
অশ্ব রক্ষিবারে নিয়োজিল পুত্রগণ।।
সসৈন্যে তাহারা ষাটি সহস্র নন্দন।
ঘোড়া রক্ষিবারে গেল পর্ব্বত কানন।।
জলহীন সিন্ধুমধ্যে করয়ে ভ্রমণ।
ঘোড়ার রক্ষণে তবে থাকে সর্ব্বজন।।
দেবরাজ ভাবে, বুঝি মম রাজ্য যায়।
শত যজ্ঞ সাঙ্গ হৈলে কি হবে উপায়।।
যজ্ঞ বিঘ্ন না করিলে রাজা ইন্দ্র হয়।
মন্ত্রণা করিল ইন্দ্র চরি করি হয়।।
স্বপদ রাখিতে ইন্দ্র করিল চাতুরী।
আপনি আসিয়া শেষে অশ্ব করে চুরি।।
চুরি করি নিয়া ঘোড়া রাখে পাতালেতে।
যেখানে কপিল মুনি ছিলেন যোগেতে।।
যেখানে রাখিয়া ঘোড়া শত্রু পলাইল।
প্রাতঃকালে সেনাগণ জাগিয়া উঠিল।।
সিন্ধুমধ্যে ঘোড়া নাহি দেখি আচম্বিতে।
কেহ না জানিল ঘোড়া গেল কোন্ ভিতে।।
সমকে সমুদ্রে ঘোড়া করে অন্বেষণ।
নদ নদী গিরি গুহা নগর কানন।।
কোথা না দেখিয়া অশ্ব চিন্তিত হইয়া।
সগরের স্থানে সবে জানাইল গিয়া।।
শুনি রাজা দৈববশে করিল উত্তর।
ঘোড়া না আনিয়া কেন আইলি রে ঘর।।
খুঁজিয়া না পাও যদি পৃথিবী ভিতর।
তবে সিন্ধুমধ্যে ঘোড়া হইল অন্তর।।
যত্ন করি সেই স্থল খুঁজ গিয়া সবে।
ঘোড়া না আনিয়া গৃহে ফিরি না আসিবে।।
পিতৃ আজ্ঞা পাইয়া চলিল সর্ব্বজন।
কোদালি ধরিয়া পৃথ্বী করিল খনন।।
জলহীন জন্তুগণ মৃত্তিকাতে ছিল।
কোদালির প্রহারেতে অনেকে মরিল।।
স্কন্ধ শির হস্ত কার কাটা গেল পাদ।
প্রহারে সকল জন্তু করে ঘোর নাদ।।
পর্ব্বত প্রমাণ যত জন্তুগণ মৈল।
পুঞ্জ করি অস্থি সব স্থানে স্থানে থুইল।।

এইমত বারিনিধি খনিতে খনিতে।
অশ্ব অন্বেষণে গেল পৃথ্বী পূর্ব্বভিতে।।
তথায় খনিয়া ক্ষিতি বিদার করিল।
পাতালপুরেতে গিয়া সবে প্রবেশিল।।
তথা গিয়া দেখিল কপিল মহামুনি।
দীপ্তিমান তেজ যেন জ্বলন্ত আগুণি।।
তাঁহার আশ্রমেতে দেখিয়া হয়বর।
হৃষ্ট হয়ে ঘোড়া গিয়া ধরিল সত্বর।।
অহঙ্কারে মুনিবরে করে অনাদর।
দেখিয়া কপিল মুনি কুপিল অন্তর।।
বাহিরায় দুই চক্ষু হইতে অনল।
ভস্মরাশি করিলেক কুমার সকল।।
নারদের মুখে বার্ত্তা পাইল সগর।
শোকাকুল হয় রাজা বিরস অন্তর।।
স্তব্ধ হয়ে শোকাকুল চিন্তে নরপতি।
শিববাক্যে স্মরি শেষে স্থির করে মতি।।
অংশুমান পৌত্র অসমঞ্জের নন্দন।
তাহারে ডাকিয়া রাজা বলেন বচন।।
কপিলের ক্রোধে ভস্ম হৈল পুত্রগণে।
যজ্ঞ নষ্ট হইবেক অশ্বের বিহনে।।
পূর্ব্বে ত্যাগ করিয়াছি তোমার পিতায়।
তোমা বিনা অন্য নাহি যজ্ঞের উপায়।।
যুধিষ্ঠির জিজ্ঞাসিল, কহ মুনিবর।
কি হেতু অত্যাজ্য পুত্রে ত্যজিল সগর।।
মুনি বলে, অসমঞ্জ শৈব্যাগর্ভে জন্ম।
যৌবন সময়ে বড় করিল কুকর্ম্ম।।
দুগ্ধমুখ শিশুগণ ধরি হস্তে গলে।
উপরে তুলিয়া ভূমে আছাড়িয়া ফেলে।।
একত্র হইয়া তবে যত প্রজাগণ।
সগর রাজার প্রতি কৈল নিবেদন।।
তাতরূপে আমা সবে করহ পালন।
দুষ্ট দৈত্য পরচক্রে করহ তারণ।।
অসমঞ্জ ভয় হৈতে কর রাজা পার।
প্রজাদুঃখ শুনি দুঃখ হইল রাজার।।
ক্রুদ্ধ হয়ে আজ্ঞা দিল যত মন্ত্রীগণে।
অসমঞ্জে বাহির করহ এইক্ষণে।।
এইমতে নিজপুত্রে ত্যজিল সগর।
পৌত্রে যে কহিল রাজা, শুন নরবর।।
তোমা বিনা কুলত্রাণ কেহ নাহি আর।
যজ্ঞবিঘ্ন নরক হইতে কর পার।।
পিতামহ বচন শুনিয়া অংশুমান।
যথায় কপিল মুনি, গেল তাঁর স্থান।।
প্রণাম করিয়া বহু করিল স্তবন।
তুষ্ট হয়ে বলে, ইষ্ট মাগহ রাজন।।
এত শুনি অংশুমান বলে যোড়করে।
কৃপা যদি কর প্রভু, দেহ অশ্ববরে।।
দ্বিতীয়ে মাগিল পিতৃগণের সদগতি।
বাঞ্ছাপূর্ণ হৌক বলি বলে মহামতি।।
সত্যশীল ক্ষমাশীল ধর্ম্মে তব জ্ঞান।
তব পিতা হইতে সগর পুত্রবান।।
মম ক্রোধে দগ্ধ যত সগর কুমার।
তব পৌত্র করিবেক সবার উদ্ধার।।
শিবে তুষ্ট করিয়ে আনিবে সুরধুনী।
যজ্ঞ সাঙ্গ কর অশ্ব লইয়া এখনি।।
মুনিলে প্রণাম করি লয়ে অশ্ববর।
অংশুমান দিল পিতামহের গোচর।।
আলিঙ্গন দিয়া বহু করিল সম্মান।
অশ্বমেধ যজ্ঞ তবে কৈল সমাধান।।

পৌত্রে রাজ্য দিয়া শেষে গেল তপোবন।
অংশুমান শাসিলেক সকল ভুবন।।
হইল দিলীপ নামে তাঁহার নন্দন।
দেখি আনন্দিত বড় হইল বাহির।।
দিলীপ পাইল নিজ পিতৃ-সিংহাসন।
শুনিল কপিল কোপে দগ্ধ পিতৃগণ।।
গঙ্গাহেতু তপষ্যা করিল বহুকাল।
তথাপি আনিতে গঙ্গা নারিল ভূপাল।।
তাঁহার নন্দন মহারথ ভগীরথ।
যাঁর যশঃ কর্পূরে পূরিল ত্রিজগৎ।।
কপিলের কোপানলে দগ্ধ পিতৃগণ।
লোক মুখে শুনি কথা চিন্তিত রাজন।।
মন্ত্রীরে করিয়া রাজা রাজ্য সমর্পণ।
গঙ্গার উদ্দেশে গেল দিলীপ নন্দন।।
মহাভারতের কথা অমৃত-সমান।
কাশীরাম দাস কহে, শুনে পুণ্যবান।।

ভগীরথের ভূতলে গঙ্গা আনয়ন ও সগরবংশ উদ্ধার

হিমালয় গিয়া মহাতপ আরম্ভিল।
কঠোর তপেতে সব তপস্বী তাপিল।।
ফলাহার পত্রাহার কৈল বাতাহার।
অনাহারে কৈল তনু অস্থিচর্ম্ম সার।।
দেবমানে তপ কৈল সহস্র বৎসর।
তপে তুষ্টা গঙ্গা দিতে আইলেন বর।।
গঙ্গা বলিলেন, রাজা তপ কেন কর।
প্রীত হইলাম আমি, মাগ ইষ্টবর।।
জাহ্নবীর বাক্য শুনি হয়ে হৃষ্টমন।
করযোড় করি মাগে দিলীপ নন্দন।।
কপিলের কোপানলে পুড়ে পিতৃগণ।
তা সবার মুক্তি হেতু করি আরাধন।।
যাবৎ তোমার জলে না হয় সেচন।
তাবৎ সদগতি নাহি পাবে পিতৃগণ।।
তোমার চরণে করি এই নিবেদন।
উদ্ধার কর গো মাতা মম পিতৃগণ।।
যদি কৃপা করিলা গো, মাগি তব পায়।
আপনি তথায় গিয়া উদ্ধার সবায়।।
গঙ্গা বলে, তব প্রীতে যাইব তথায়।
মম বেগ সহে হেন করহ উপায়।।
ঊর্দ্ধ হৈতে মহাবেগে নামিব যখন।
মম বেগ সহে, হেন নাহি অন্য জন।।
বিনা নীলকণ্ঠ কারো শক্তি নাহি লোকে।
তপস্যায় বশ করি আনহ ত্র্যম্বকে।।
এত শুনি ভগীরথ করিল গমন।
কৈলাশ শিখরে শিবে করেন ভজন।।
তপস্যায় তুষ্ট হইলেন দিগম্বর।
গঙ্গা ধরিবারে ভগীরথ মাগে বর।।
নিজ ইষ্ট জানি তুষ্ট হয়ে মহেশ্বর।
প্রীতিতে বলেন, চল যাব নৃপবর।।
হিমালয় পর্ব্বতে কহেন উমাপতি।
আনহ, কোথায় আছে তব হৈমবতী।।
ভববাক্যে ভগীরথ গঙ্গা চিন্তা করে।
ব্রহ্মলোকে গঙ্গা তাহা জানিল অন্তরে।।
আকাশ হইতে গঙ্গা দেখি শূলপাণি।
পড়িলেন হরশিরে করি ঘোর ধ্বনি।।
মকর কুম্ভীর মীন পূর্ণ মহাজলে।
মুক্তামালা শোভে যেন চন্দ্রচূড় গলে।।

শিব শির হৈতে গঙ্গা হৈলেন ত্রিধারা।
এক ধারা আসিয়া পড়িল বসুন্ধরা।।
স্বর্গেতে যে ধারা, তার মন্দাকিনী খ্যাতি।
মর্ত্ত্যে অলকানন্দা পাতালে ভোগবতী।।
ভগীরথ প্রতি বলিলেন ভাগীরথী।
তোমার কারণে আমি আইলাম ক্ষিতি।।
পিতৃগণ তোমার আছয়ে কোন্ দিগে।
কোন্ পথে যাইব, চলহ মম আগে।।
আজ্ঞামাত্র আগে চলে দিলীপ নন্দন।
কল কল শব্দে গঙ্গা চলিল তখন।।
হিমালয় পর্ব্বতে হইলা উপনীত।
পথ না পাইয়া গঙ্গা হলেন ভাবিত।।
চিন্তিয়া কহেন দেবী দিলীপ নন্দনে।
গিরিবর পথ রুধিয়াছে নির্গমনে।।
শুনি ভগীরথ সুরধুনীর বচন।
বিনয়েতে কহে, মাতা পথ নির্দ্ধারণ।।
গঙ্গা বলেন, কর রাজা ঐরাবতে ধ্যান।
বিদারিয়া গিরি পথ করুক নির্ম্মাণ।।
মম বাক্যে ঐরাবতে করিলেন স্তুতি।
স্তবেতে হইয়া তুষ্ট আসে গজপতি।।
রাজা বলে, মহাশয় নিস্তার এ দায়।
গিরি বিদারিয়া পথ দেহ গঙ্গা মায়।।
শুনি করী দুষ্টমতি বলিল রাজারে।
পথ করি দিতে পারি যদি ভজে মোরে। ।
কর্ণে হাত দিয়া রাজা আইল সত্বর।
ছলেতে জানায় সব পশুর উত্তর।।
গঙ্গা বলে, ভগীরথ কহিবে করীরে।
সহে যদি মম বেগ, ভজিব তাহারে।।
দেখিবে দুর্গতি তার, কিবা দশা ঘটে।
শীঘ্রগতি আন তারে ছলিয়া কপটে।।
মাতঙ্গ নিকটে গিয়া বলে ভগীরথ।
শুনি করী শীঘ্রগতি করি দিল পথ।।
গিরি খণ্ড করি দন্তে টানিয়া ফেলিল।
মহাবেগে মহামায়া গমন করিল।।
সম্মুখে পড়িয়া হস্তী ভাসিয়া চলিল।
আছাড়ে বিছাড়ে তার প্রাণমাত্র ছিল।।
স্তব করে, গজবর, ত্রাহি ত্রাহি ডাকে।
বলে মাগো পশু আমি, কি চিনি তোমাকে।।
দয়াময়ী দয়া করি রাখিল জীবন।
প্রাণ লয়ে ঐরাবত পলায় তখন।।
বেগেতে চলিল গঙ্গা আনন্দিত মনে।
উপনীতা হৈল জহ্নুমুনির আশ্রমে।।
দেখিয়া গঙ্গারে মুনি করিলেন পান।
গঙ্গারে না দেখি রাজা হৈল হতজ্ঞান।।
মুনিবরে স্তব করে কাতর অন্তরে।
তুষ্ট হয়ে মুনিবর গঙ্গা দিল পরে।।
কল কল শব্দে হয় গঙ্গার প্রয়াণ।
কত শত লোক তরে নাহি পরিমাণ।।
তাহা দেখি হর্ষান্বিত নৃপ গুণবান।
বেগেতে আইল গঙ্গা কপিলের স্থান। ।
যথায় আছিল ভস্ম সগর সন্তান।
পরশে পরম জল বৈকুণ্ঠে প্রয়াণ।।
চতুর্ভূজ হয়ে স্বর্ণরথে আরোহিল।
ঊর্দ্ধবাহু করি সবে আশীর্ব্বাদ কৈল।।
পিতৃগণে মুক্ত দেখি আনন্দ অপার।
প্রণাম করিয়া নাচে দিলীপ কুমার। ।
ভগীরথ হইতে সমুদ্রে হৈল জল।
যাহা জিজ্ঞাসিলে রাজা কহিনু সকল।।

www.bengaliebook.com

শুনিলে পৃথিবীপাল সগরোপাখ্যান।
ভগীরথ তুল্য আর নাহি পুণ্যবান।।
মহাভারতের কথা অমৃত সমান।
কাশীদাস বিরচিল সগর আখ্যান।।

পরশুরামের দর্পচূর্ণ

লোমশ বলেন, এই মহাতীর্থ স্থান।
পরশনে হয় তার বৈকুণ্ঠে প্রস্থান।।
পূর্ণ গঙ্গা এই স্থানে বধূসর নাম।
যেই স্থানে হতবীর্য্য হইলেন রাম।।
যুধিষ্ঠির কহিলেন, কহ তপোধন।
হতবীর্য্য রাম হইলেন কি কারণ।।
লোমশ বলেন, পূর্ব্বে রাম দাশরথি।
বিষ্ণু অংশে চারি ভাই রঘুকুলপতি।।
লক্ষ্মী অংশে জন্মিলেন জনক নন্দিনী।
তাঁহার বিবাহে পণ কৈল নৃপমণি।।
ধূর্জ্জটীর ধনুর্ভঙ্গ যে জন করিবে।
তাহারে আমার কন্যা জানকী বরিবে।।
দেশে দেশে বার্ত্তা দিল জনক রাজন।
রাজগণ আসে সব সাগর সমান।।
রাক্ষসে যজ্ঞনাশে তেঁই বিশ্বামিত্র ঋষি।
সে হেতু নিয়ে যান রামে অযোধ্যা আসি।।
যজ্ঞ রক্ষা কৈল রাম রাক্ষসে মারিয়া।
সীতা লভিলেন রাম ধনুক ভাঙ্গিয়া।।
সীতা লয়ে যান রাম অযোধ্যা নগর।
পথেতে ভেটিল কুলান্তক ভৃগুবর।।
দুর্জ্জয় ধনুক বামে, দক্ষিণে কুঠার।
পৃষ্ঠে শর তূণ তাঁর, শিরে জটাভার।।
দুই চক্ষু রক্তবর্ণ, প্রকাণ্ড শরীর।
কর্কশ বচনে কহে চাহি রঘুবীর।।
জীর্ণ ধনু ভাঙ্গি তোর এত অহঙ্কার।
সীতারে লইয়া যাস্ অগ্রেতে আমার।।
না ডরিস্ ভৃগুরামে এত অহঙ্কার।
ক্ষণেক তিষ্ঠহ, বুঝি পরাক্রম তোর।।
দেহ মম ধনুতে গুণ, তবে বীর বলি।
এত বলি দুর্জ্জয় ধনুক দিল ফেলি।।
তবে শ্রীরামচন্দ্র ভৃগুর ধনু তুলি।
দিলেন ধনুকে গুন রাম মহাবলী।।
রাম বলিলেন, জমদগ্নির নন্দন।
ধনুকেতে গুণ দিনু, কি করি এখন।।
ইহা শুনি ভৃগুপতি দিল দিব্য শর।
শর সহ বিষ্ণুতেজ নিলা রগুবর।।
আকর্ণ পূরিয়া ধনু কহে দাশরথি।
কোথায় মারিব শর, কহ ভৃগুপতি।।
ব্রাহ্মণ বর্ণের গুরু, মম বধ্য নহ।
অব্যর্থ আমার লক্ষ্য কোথা মারি কহ।।
স্তুতি করি কহে তব ভৃগুর কুমার।
শর মারি স্বর্গপথ রোধহ আমার।।
একবাণে স্বর্গ রোধ করেন তাহার।
পরশুরামের চূর্ণ হৈল অহঙ্কার।।
মুনি বলে, কহিলাম রামের আখ্যান।
কাশীদাস বিরচিল, শুনে পুণ্যবান।।

উশীনর রাজা ও শ্যেন কপোতের উপাখ্যান

লোমশ বলেন, ডাকি ধর্ম্মের নন্দন।
শ্যেন কপোতের কথা করহ শ্রবণ।।
এই যে বিতস্তা নদী শিবিরাজ্য দেশে।
সারস সারসী ক্রীড়া করিছে উল্লাসে।।
জলা উপজলা দুই যমুনার পাশ।
মুনিগণ এই তটে করে অধিবাস।।
উশীনর নামে নৃপ আছিল তথায়।
যজ্ঞ অনুষ্ঠানে ইন্দ্র পরাভব পায়।।
যজ্ঞের প্রভাবে ধরা কাঁপে থর থর।
সুরাসুর যক্ষ রক্ষ ভাবিয়া কাতর।।
সুরপতি চিন্তাকুল স্বর্গের আসনে।
ইন্দ্রত্ব বা লয় বুঝি ভাবে মনে মনে।।
হেনকালে হুতাশন হন উপনীত।
উশীনর যজ্ঞ কথা করিল বিদিত।।
উভয়েতে যুক্তি করি অতি সঙ্গোপনে।
বিহগ মূর্ত্তিতে যান ছলিতে রাজনে।।
ধরিল কপোতরূপ দেব হুতাশন।
দেবরাজ শ্যেনরূপ করেন ধারণ।।
সভাতলে যজ্ঞে ব্রতী আছেন রাজন।
শ্যেনভয়ে কপোতক লইল শরণ।।
উশীনর ঊরুদেশে লুকায় ভয়েতে।
আক্রমণ করি শ্যেন আইল পশ্চাতে।।
ছদ্মবেশী কপোতক কহিল রাজায়।
লইনু শরণ প্রভু, রাখ ঘোর দায়।।
কপোতের অরি শ্যেন নিরদয় হয়ে।
নাশিতে জীবন মোর আসিয়াছে ধেয়ে।।
কপোতে ব্যাকুল হেরি কহে উশীনর।
তোমায় রক্ষিতে দিব নিজ কলেবর।।
আশ্রিতে রক্ষিতে যদি যায় মোর প্রাণ।
তথাপি এ পণ কভু নাহি হবে আন।।
শ্যেন কহে, মহারাজ এ কি আচরণ।
মোর ভক্ষ্যে রক্ষ তুমি কিসের কারণ।।
সবে কহে ধর্ম্মনিষ্ঠ রাজা উশীনর ।
ধর্ম্মহীন কর্ম্ম কেন কর নৃপবর।।
মহাপাপ খাদ্যে বাধা ক্ষুধার সময়।
ভক্ষ্য ছাড়ি দেহ মোর, হয়ে সদাশয়।।
রাজা বলে, পক্ষিরাজ কি করিব আমি।
অনর্থক না বুঝিয়া নিন্দ মোরে তুমি।।
কপোত প্রাণের ভয়ে লয়েছে শরণ।
কেমনে তোমার গ্রাসে করিব অর্পণ।।
পরিত্যাগ করে যেবা শরণ আগতে।
গো ব্রাহ্মণ বধ সম ভুঞ্জিবে পাপেতে।।
শ্যেন বলে, মহারাজ করহ শ্রবণ।
আহার বিহনে নাহি বাঁচে জীবগণ।।
ধন জন ছাড়ি বাঁচে যাবৎ জীবন।
আহার ছাড়িলে জীব না বাঁচে কখন।।
ক্ষুধায় আকুল আমি না সরে বচন।
ক্ষণেক বিলম্ব হৈলে যাইবে জীবন।।
আমি যদি মরি, এবে আহার বিহনে।
দারা পুত্র আদি মম মরিবে জীবনে।।
এক প্রাণী নিলে যদি বাঁচে বহু প্রাণী।
অধর্ম্ম না হয় তাহে, সত্য ধর্ম্ম গণি।।
সামান্য লাভেরে ত্যজি বহু লাভ যাহে।
লইবে আশ্রয় তার শাস্ত্রমতে কহে।।
রাজা বলে, যদি তব খাদ্যে প্রয়োজন।
অন্য খাদ্য খাও তুমি রহিবে জীবন।।
বৃষ মৃগ ছাগ মেষ মহিষ বরাহ।
এখনি আনিয়া দিব, যেই মাংস চাহ।।

শ্যেন বলে, অন্য মাংস মোরা নাহি খাই।
কপোত মোদের খাদ্য, দেহ মোরে তাই।।
কপোতের মাংস দেহ করিব ভোজন।
এত শুনি সকাতরে কহেন রাজন।।
শিবিরাজ্য চাহ কিম্বা যাহা মোর আছে।
এখনি দানিব তোমা, না ডরিব পাছে।।
যা বলিবে করিব তা, যাহে তুষ্ট তুমি।
আশ্রিত কপোতে কিন্তু নাহি দিব আমি।।
এত শুনি কহে শ্যেন, শুনহ রাজন।
কপোত যদ্যপি তব স্নেহের ভাজন।।
নিজ মাংস খণ্ড করি কপোত সমান।
দেহ মোরে তুলা যন্ত্রে করি পরিমাণ।।
তব মাংস কপোতের তুল্য যদি হয়।
সেই মাংসে তৃপ্ত হব, শুন মহাশয়।।
ছদ্মবেশে বহ্নি ইন্দ্র ছলেন রাজনে।
উশীনর মুগ্ধ হৈল দোঁহার ছলনে।।
পূণ্য ধর্ম্মময় মহাভারতের কথা।
কাশী রচে ছন্দে উশীনর-নৃপ-গাথা।।

উশীনরের তৌল হওন ও স্বর্গে গমন

উশীনর নৃপমণি, শ্যেনের বচন শুনি,
ভাসিলেন আহ্লাদ সাগরে।
আশ্রিতে রক্ষিনু জানি, আপনারে ধন্য মানি,
তুলা যন্ত্র আনিয়া সত্বরে।।
নিজ হস্তে তুলা ধরি, নিজ মাংস খণ্ড করি,
কপোতের তুল্য করিবারে।
নিজ মাংস যত দেয়, তবু নাহি তুল্য হয়,
হুতাশন কপোতের ভারে।।
মাংস দেয় রাশি রাশি, তবু ভার হয় বেশী,
কি করিব ভাবেন রাজন।
মাংস কাটি দিনু যত, না হয় কপোত মত,
অসম্ভব না হেরি এমন।।
ক্ষণকাল চিন্তা করি, ভক্তিভাবে স্মরে হরি,
তুলে বসে নিজে উশীনর।
হেরিয়া নৃপের মতি, শ্যেনরূপী সুরপতি,
কহিলেন শুন নৃপবর।।
সুরপতি মম নাম, রাজ্য করি সুরধাম,
কপোত বেশেতে হুতাশন।

ধার্ম্মিকতা দেখিবারে, মোরা দোঁহে ছল করে,
আসিয়াছি তোমার সদন।।
হেরি তোমা ধর্ম্মনিষ্ঠ, হইলাম বড় তুষ্ট,
বদ্ধ হৈনু তব ধর্ম্মফলে।
তোমার মহিমা ভবে, যাবত ধরণী রবে,
ধন্য ধন্য গাহিবে সকলে।।
নরজ্বালা হৈল নাশ, সশরীরে স্বর্গবাস,
হৈল তব শুন নরপতি।
ত্যজিয়া সংসার মায়া, ধরিয়া দেবের কায়া,
চল চল মোদের সংহতি।।
শূন্য হৈতে রথ আসে, চলিল অমর বাসে,
দয়ার প্রভাবে উশীনর।
অপ্সরা যোগিনী কত, দেবানী কিন্নরী যত,
পুষ্পবৃষ্টি করেন অমর।।

ভীমের পদ্মান্বেষণে গমন ও হনূমানের সহিত সাক্ষাৎ

জন্মেজয় জিজ্ঞাসিল, কহ মুনিবর।
চারি ভাই কি করিল বহ অতঃপর।।
স্বর্গেতে রহিয়া কিবা করে ধনঞ্জয়।
কত দিনে ভ্রাতৃসহ সমবেত হয়।।
আমারে বিশেষ করি কহ মুনিরাজ।
শুনিতে উল্লাস বড় হয় হৃদিমাঝ।।
বলেন বৈশম্পায়ন শুন নৃপবর।
কৃষ্ণা সহ কাম্যবনে চারি সহোদর।।
যত দ্বিজবর ধৌম্য লোমশ সংহতি।
ছয় রাত্রি তথা বাস করে ধর্ম্মমতি।।
এক দিন দেখ তথা দৈবের ঘটন।
বহিল উত্তর দিকে মন্দ সমীরণ।।
সুগন্ধি সুন্দর বায়ু অতি সুশীতল।
পদ্মগন্ধে প্রপূরিল সব বনস্থল।।
আমোদে করিল মুগ্ধ সবাকার মন।
পুনঃ পুনঃ প্রশংসা করিল সর্ব্বজন।।
উত্তর মুখেতে সবে করে অনুমান।
যোগের সাধনে যেন যোগীর ধেয়ান।।
কেহ কেহ স্বর্গ হৈতে আসিতেছে গন্ধ।
কেহ কহে পৃথিবীতে কে করে আনন্দ।।
কোন মতে কেহ না জানিল নিরূপণ।
লোমশেরে জিজ্ঞাসেন ধর্ম্মের নন্দন।।
জানহ বৃত্তান্ত যদি কহ মুনিবর।
কোথা হৈতে আসিতেছে গন্ধ মনোহর।।

কোথা ফুটে পুষ্প কার সেই উপবন।
চেষ্টায় পাইব কিম্বা অসাধ্য সাধন।।
মুনি বলে, আছে গন্ধমাদন পর্ব্বতে।
সরোবর আছে, তাহা পুষ্প শতে শতে।।
কুবেরের পুষ্প সেই অতি মনোহর।
রক্ষক আছয়ে লক্ষ যক্ষ অনুচর।।
সুবর্ণের পুষ্প সে গন্ধের অবধি।
চেষ্টায় হইবে প্রাপ্ত বাঞ্ছা কর যদি।।
এতেক বৃত্তান্ত যদি কহিলেন মুনি।
ব্যগ্র হয়ে বৃকোদরে বলে যাজ্ঞসেনী।।
আমা প্রতি প্রীতি যদি তোমার আছয়।
অষ্টোত্তর শত পুষ্প দেহ মহাশয়।।
পূজিব ঈশ্বরপদ করেছি বাসনা।
তোমায় কৃপায় যদিপূরে সে কামনা।।
তোমার অসাধ্য নাহি এ তিন ভুবনে।
মনোযোগ কর তুমি মোর নিবেদনে।।
কৃষ্ণারে আকুল দেখি বীর বৃকোদর।
অনুমতি লইলেন ধর্ম্মের গোচর।।
বন্দনা করিল যত ব্রাহ্মণ-মণ্ডলী।
ধর্ম্মের প্রণাম করে করি কৃতাঞ্জলি।।
যুধিষ্ঠির বলেন, সে দেবের আলয়।
কাহার সহিত যেন বিরোধ না হয়।।
যাহ শীঘ্র ত্বরা করি এস ভ্রাতৃবর।
শুনিয়া উত্তরে যান বীর বৃকোদর।।
দেখিল সুন্দর বন ছায়া সুশীতল।
দিব্য সরোবর তথা সুবাসিত জল।।
মধুর সুস্বাদু ফল, নানাবিধ ফুল।
মকরন্দ লোভে উড়ি ভ্রমর আকুল।।
কোন স্থান শোভিত গুবাক নারিকেলে।
পলাশ রসাল তাল পূর্ণ বনফলে।।
বিবধি কুসুমে দেখে বিচিত্র উদ্যান।
দেবের আশ্রম হেন করে অনুমান।।
কোকিলের কলবর বিনা নাহি আর।
মধুপানে মত্ত করে ভ্রমর ঝঙ্কার।।
সর্ব্বদা বসন্তঋতু নিবসে সে বনে।
বিহর যে বৃকোদর আনন্দিত মনে।।
পাসরে পুষ্পের কথা দেখি দিব্য বন।
দুই পাশে ভাঙ্গিল অনেক তরুগণ।।
বৃক্ষাঘাতে মারিলেক মৃগ রাশি রাশি।
প্রমাদ গণিল যত কানন নিবাসী।।
বারণে বারণ মারে মৃগেন্দ্রে মৃগেন্দ্র।
হরিণে হরিণ মারে সবে নিরানন্দ।।
সিংহনাদ ছাড়ি করে হুহুঙ্কার ধ্বনি।
গগণে গরজে যেন ঘোর কাদিম্বিনী।।
মহাশব্দে প্রপূরিল সব বনস্থল।
প্রাণভয়ে পশুপক্ষী পলায় সকল।।
ক্ষুদ্র মৃগ বরাহ ব্যাঘ্রাদি বনচরে।
পলায় মহিষ ব্যাঘ্র গজেন্দ্রের ডরে।।
গজেন্দ্র পলায় দূরে মৃগেন্দ্রেয় ভয়।
মৃগেন্দ্র পলায় বনে মানিয়া সংশয়।।
একেরে অন্যের ভয়, যত মৃগ পশু।
বিকল হইয়া ধায় যুবা বৃদ্ধ শিশু।।
পবন নন্দন ভীম মহাপরাক্রম।
বিহার করেন তথা নাহি মনোভ্রম।।
হেনমতে কতদিন পরম কৌতুকে।
স্বচ্ছন্দ গমনে বীর ভ্রমে মনসুখে।।
চলিতে উত্তর পথে পবন নন্দন।
কত দূরে দেখে বীর কদলীর বন।।

পরম সুন্দর বন দূরেতে আছয়।
যেমন মেঘের ঘটা গগনে উদয়।।
দেখি আনন্দিত হৈল ভীম মহাবল।
ত্বরান্বিত হয়ে বীর আইল সে স্থল।।
নানাপুষ্পে অলিকুল পিয়ে মকরন্দ।
শীতল সৌরভে অতি বাড়িল আনন্দ।।
প্রবেশিয়া দেখে বনে সুপক্ক কদলী।
করিল উদর পূর্ণ ভীম মহাবলী।।
পদাঘাতে ভাঙ্গে যত কদলীর বন।
মড়মড় শব্দেতে চমকে সর্ব্ব জন।।
মারিল যতেক পশু, নাহি তার অন্ত।
সেই বনে আছিল দুরন্ত হনূমন্ত।।
ভাঙ্গিল কদলী বন করি অনুমান।
ক্রোধভরে শীঘ্রগতি হৈল আগুয়ান।।
কুবুদ্ধি পাইল আজি কোন দেবতায়।
আপনারে না জানিয়া আমারে ঘাঁটায়।।
এতেক বলিয়া বীর যাইতে সত্বরে।
আসিতেছে বৃকোদর দেখে কত দূরে।।
দেখিয়া জানিল এই মম ভ্রাতৃবর।
নতুবা এমন দর্প করে কোন নর।।
জানি ছদ্ম করিল পবন অঙ্গজনু।
হইলা অশক্ত জীর্ণ অতি ক্ষীণ তনু।।
ব্যাধিতে পীড়িত অঙ্গ, অস্থিমাত্র সার।
পড়িল পথেতে গিয়া ভীম আগুসার।।
দুদিকে কণ্টক বন নাহি পরিমাণ।
মধ্য পথ যুড়ি রহে বীর হনূমান।।
হেনকালে উপনীত ভীম মহাবল।
দেখে পড়িয়াছে পথে বানর দুর্ব্বল।।
ভীম বলে, পথ ছাড়ি দেহ রে বানর।
আবশ্যক কার্য্য আছে, যাইব সত্বর।।
এতেক শুনিয়া বীর ভীমের বচন।
মায়া করি অতি কষ্টে মেলিল নয়ন।।
ধীরে ধীরে কহে তবে বিনয় আচরি।
জিজ্ঞাসা করয়ে অতি করিয়া চাতুরী।।
কে তুমি, কোথায় যাবে, কহ মহাবল।
জরাযুক্ত অঙ্গ মোর ব্যথায় বিকল।।
নড়িতে নাহিক শক্তি, অবশ শরীর।
লঙ্ঘিয়া গমন কর সুখে মহাবীর।।
এতেক শুনিয়া ভীম চিন্তে মনে মন।
সকল শরীরে আত্মরূপী নারায়ণ।।
ইহারে লঙ্ঘিয়া আমি যাইব কেমনে।
এতেক বিচারি তবে কহে হনূমানে।।
ধার্ম্মিক বানর তুমি, বৃদ্ধ পুরাতন।
অনীতি করিতে যুক্তি দেহ কি কারণ।।
শুনি যে শাস্ত্রেতে হেন আছে বিবরণ।
যত্র জীব তত্র শিবরূপে নারায়ণ।।
দেখিয়া শুনিয়া কেন করিব দুর্ণীতি।
লঙ্ঘিয়া যাইতে বল, নাহ ধর্ম্মে মতি।।
হনূমান বলে, আমি জাতিতে বানর।
ধর্ম্মাধর্ম্ম জ্ঞান কোথা পশুর গোচর।।
ব্যথায় কাতর অঙ্গ, দেখ মহাশয়।
কহিলাম বাক্যমাত্র, মনে যাহা লয়।।
তুমি ধর্ম্মবান বড়, হও সত্যবাদী।
পরম সুজন অতি দয়াগুণনিধি।।
অভিপ্রায়ে বুঝিলাম বড় বংশে জন্ম।
পথ ছাড়াইয়া রাখ, বাড়িবেক ধর্ম্ম।।
তবে ভীম হেলা করি নিজ বাম হাতে।
ধরিয়া তুলিতে যায়, নারিল নাড়িতে।।

বিস্ময় মানিয়া তবে বীর বৃকোদর।
শক্ত করি ধরিলেন দিয়া দুই কর।।
যতেক আছিল শক্তি, কৈল প্রাণপণ।
মহাশ্রমে নাড়িবারে নারে কদাচন। ।
বহিল অঙ্গেতে ঘাম হইল ফাঁফর।
বিনয় পূর্ব্বক কহে যুড়ি দুই কর। ।
কে তুমি দেবতা যক্ষ গন্ধর্ব্ব কিন্নর।
রাক্ষস মানুষ কিংবা নাগের ঈশ্বর।।
জানিলাম মোর দর্প নাশিতে বিশেষে।
ছলিতে আইলে বৃদ্ধ বানরের বেশে।।
অজ্ঞানের অপরাধ ক্ষম মহাশয়।
অবধানে শুন এবে মম পরিচয়।।
চন্দ্রবংশে জন্ম, রাজা পাণ্ডু মহামতি।
তাঁর ক্ষেত্রে জন্ম মোর পবন সন্ততি।।
ভীমসেন নাম মম, জান মহাশয়।
মম জ্যেষ্ঠ যুধিষ্ঠির, ধর্ম্মের তনয়।।
রাজ্য ধন নিয়া শত্রু পাঠাইল বনে।
তপস্বীর বেশে ভ্রমি ভাই পঞ্চ জনে।।
কহিলাম নিজ কথা তোমার অগ্রেতে।
সম্প্রতি যাইব গন্ধমাদন পর্ব্বতে।।
আনিব সুবর্ণ পদ্ম ঈশ্বরের হেতু।
আমারে পাঠাইলেন ভাই ধর্মসেতু।।
যে কিছু বৃত্তান্ত কহিলাম মহাশয়।
কৃপা করি দেহ মোরে নিজ পরিচয়।।
এতেক কহিল যদি ভীম মহামতি।
প্রসন্ন হইয়া তবে কহেন মারুতি।।
জিজ্ঞাসিলেন, শুন তবে মম বিবরণ।
কেশরীর ক্ষেত্রে জন্ম পবন নন্দন।।
রামকার্য্য হেতু মোরে সৃজিলা বিধাতা।
হনূমান নাম মোর রাখিলেন পিতা।।
রাবণ রামের সীতা হরিল যখন।
প্রাণপণে সাধিলাম রাম প্রয়োজন।।
সাগর লঙ্ঘিয়া কৈনু সীতার উদ্দেশ।
তবে রাম করিলেন সৈন্য সমাবেশ।।
সমুদ্রে বান্ধিয়া সেতু সৈন্য হৈল পার।
হইল রাবণ রাজা সবংশে সংহার।।
সীতা উদ্ধারিয়া রাম যান নিজ বাস।
আমারে করিয়া কৃপা করিলেন দাস।।
তুষ্টা হয়ে সীতা দেবী মোরে দিল বর।
এই হেতু চারি যুগ হইনু অমর।।
এই কদলীর বন মোরে দিল দান।
রামের সেবক আমি নাম হনূমান।।
এতেক শুনিয়া তবে ভীম মহাবল।
সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করে পড়ি ভূমিতল।।
ভীম বলে, অপরাধ ক্ষমহ গোঁসাই।
যুধিষ্ঠির তুল্য তুমি, মম জ্যেষ্ঠ ভাই।।
হনূমান বলে ভাই কেন হেন কহ।
প্রানের সমান তুমি কভু দোষী নহ। ।
পূর্ব্বে দেখিয়াছি আমি, জেনেছি কারণ।
করিলাম এত ছল জানিবারে মন।।
ভীমসেন বলে, যদি কৃপা হলো মোরে।
এক নিবেদন করি তোমার গোচরে।।
নিজমূর্ত্তি মহাশয় করিয়া প্রকাশ।
পূরাও আমার যে মনের অভিলাষ।।
শুনিয়া হাসিল তবে হনূমান বীর।
দেখিতে দেখিতে হৈল পূর্ব্বের শরীর।।
অতি তপ্ত স্বর্ণ জিনি কিবা অঙ্গশোভা।
বালসূর্য্য সম যেন চমৎকার প্রভা।।

মনের আবেশে বাড়ে বীর হনূমন্ত।
কি দিব উপমা যেন পর্ব্বত জ্বলন্ত।।
চক্ষু বুজি ভীমসেন ডাকে পরিত্রাহি।
নিস্পন্দ হইল অঙ্গ, আর নাহি চাহি।।
মুর্চ্ছাগত হয়ে ভীম পড়ে ভূমিতলে।
তথাপিহ মহাবীর বাড়ে কুতূহলে।।
ঊর্দ্ধে লক্ষ যোজন হইল পদ নখ।
ব্রহ্মাণ্ড উপরে গিয়া ঠেকিল মস্তক।।
বিশেষে দেখিয়া দুঃখী বীর বৃকোদর।
পূর্ব্বমত দেহ পুনঃ ধরে মায়াধর।।
আশ্বাসিয়া বৃকোদরে করে সচেতন।
মৃত দেহে সঞ্চারিল যেমন জীবন।।
বৃকোদর কহে, দাণ্ডাইয়া যোড়করে।
বিস্তর বিনয় করে বানর ঈশ্বরে।।
ভাগ্যেতে দেখিনু তোমা পূর্ব্বপুণ্যফলে।
মনের বাসনা পূর্ণ হৈল এত কালে।।
তোমার চরণে মম এই নিবেদন।
আমার পরম শত্রু আছে দুর্য্যোধন।।
বনবাস অবসান্তে যদি যুদ্ধ হয়।
সেই কালে সাহায্য করিবে মহাশয়।।
হাসিয়া বলিল তবে পবন সন্তান।
কাল দেশ পাত্র বুঝি করিব বিধান।।
যখন যাহার সঙ্গে করিবে বিবাদ।
তোমার সম্মুখে বীর হবে সিংহনাদ।।
অর্জ্জুনের কপিধ্বজে হয়ে অধিষ্ঠান।
দুই স্থানে নিজশক্তি করিব বিধান।।
দুই শব্দে যেমন একত্র বজ্রাঘাত।
শুনিয়া অনেক সৈন্য হইবে নিপাত।।
যাহ গন্ধমাদনেতে পুষ্প আছে যথা।
কার সঙ্গে দ্বন্দ্ব নাহি করিহ সর্ব্বথা।।
কুবেরের পুষ্প সেই রাখয়ে রক্ষক।
সাধিবে আপন কার্য বিনয় পূর্ব্বক।।
সবার বন্দিত দেব বেদে হেন কয়।
অনাদর করিলে যে পাপবৃদ্ধি হয়।।
এতেক কহিয়া বীর মধুর বচন।
বিদায় করিল ভীমে দিয়া আলিঙ্গন।।
কতদূরে আগুসরি পথ দেখাইল।
ভূমিতে পড়িয়া ভীম প্রণাম করিল।।
পরম কৌতুকে তবে বৃকোদর বীর।
চলিল উত্তর মুখে নির্ভয় শরীর।।
ভারত পঙ্কজ রবি মহামুনি ব্যাস।
পাঁচালি প্রবন্ধে রচিলেন তাঁর দাস।।

যক্ষগণের সহিত ভীমের যুদ্ধ ও সুবর্ণ পদ্ম আহরণ

অতঃপর ভীম, পরাক্রমে ভীম,
চলিল উত্তর পথে।
দুই ভিতে যত, আছয়ে পর্ব্বত,
নানাবর্ণ বৃক্ষ তাতে।।
পরম কৌতুকে, আপনার সুখে,
স্বচ্ছন্দ গমনে যায়।

মহাবলবান, কি করে সন্ধান,
কে বুঝিবে অভিপ্রায়।।
কত দিনান্তর, গন্ধ গিরিবর,
বন উপবন শোভা।
উচ্চ সব শাখা, বিস্তারে আলেখা,
নব জলধর আভা।।
সপ্ত শৃঙ্খ তথি, শোভা করে অতি,
তাহে নানা তরুগণ।
পবন নন্দন, আনন্দিত মন,
সুখে কৈল আরোহণ।।
প্রতি শৃঙ্গে পক্ষ, মৃগ লক্ষ লক্ষ,
পশুগণ অগণিত।
নানা পুষ্পবনে, মধুকর গণে,
মধুপানে আনন্দিত।।
কোকিল কাকলি, গুঞ্জরিছে অলি,
বিবিধ পক্ষীর রব।
দেখে নানা স্থানে, সকল সোপানে,
দেবের আশ্রয় সব।।
তাহার উত্তর, রম্য সরোবর,
সুবর্ণ পঙ্কজ বন।
দক্ষিণ পবন, বহে অনুক্ষণ,
আমোদে মোহিত মন।।
গন্ধ অনুসারে, চলিল উত্তরে,
পুষ্প হেতু মহাবুদ্ধি।
দেখি সরোবর, বীর বৃকোদর,
জানিল কার্য্যের সিদ্ধি।।
সুবাসিত জলে, কনক কমলে,
মধুপান করে ভৃঙ্গ।
তথি লাখে লাখ, হংস চক্রবাক,

ভ্রমে সহচরী সঙ্গ।।
ডাহুকী ডাহুকে, ভ্রমে নানা সুখে,
সারস সরস মতি।
পুষ্প মকরন্দ সদা বহে গন্ধ,
বায়ু বহে মন্দগতি।।
কারণ্ডববৃন্দ, পরম আনন্দ,
সদাই সানন্দ হয়ে।
মজি মনোভাবে, কেলি করে সবে,
নিজ পরিবারে লয়ে।।
তথা লক্ষ লক্ষ, যক্ষরাজ পক্ষ
সশস্ত্র রক্ষক রয়।
অপূর্ব্ব শোভয়, দেবতা আলয়,
দেখি বীর মুগ্ধ হয়।।
নির্ভয় শরীর, বৃকোদর বীর,
দেখিয়া নির্ম্মল জল।
স্নান করি হৃষ্ট, পূজা কৈল ইষ্ট,
কৌতুকে তুলে কমল।।
দেখি পরস্পর, কহে অনুচর,
কুবের কিঙ্কর যত।
দেবের উদ্যানে, ভয় নাহি মনে,
দেখি যে অজ্ঞান মত।।
কেহ বলে দুষ্ট, না করহ নষ্ট,
কনক কমল ফুল।
অল্পতর প্রাণ, মানুষ অজ্ঞান,
কি জানে ইহার মূল।।
কেহ সাধুজন , মধুর বচন,
কহে ভীমসেন প্রতি।
কহ মহামতি, কাহার সন্ততি,
কি হেতু হেথায় গতি।।

এই সরোবর, যক্ষের ঈশ্বর,
অধিপ ইহার হয়।
দেখি সাধ হেন, ভাল মন্দ জ্ঞান,
তারে নাহি কর ভয়।।
ভীম বলে মোর, নাম বৃকোদর,
তারে নাহি কর ভয়।।
ভীম বলে মোর, নাম বৃকোদর,
পাণ্ডুর নন্দন আমি।
ভয় নাহি মনে, এ তিন ভুবনে,
স্বচ্ছন্দে সর্ব্বত্র ভ্রমি।।
ক্ষিতিপালশ্রেষ্ঠ, মম ভাই জ্যেষ্ঠ,
যুধিষ্ঠির মহারাজা।
পুষ্প অনুসারে, পাঠাইলা মোরে,
করিবেন দেবপূজা।।
পুষ্প লয়ে আমি, যাব শীঘ্রগামী,
করিতে ঈশ্বরসেবা।
অন্য কর্ম্ম নয়, কি কারণে ভয়,
এমত দুর্ব্বল কেবা।।
অনুচর কয়, শুন মহাশয়,
যক্ষরাজে গিয়া বল।
নহিলে বলহ, করিবে কলহ,
তবে কি হইবে ভাল।।
হাসি বৃকোদর, কহে ওহে চর,
কি হেতু যাইব তথা।
আসিয়া পাণ্ডব, পুষ্প নিল সব,
কহ গিয়া এই কথা।।
ভীম মহাবল, তোলয়ে কমল,
না মনিল যদি মানা।
কুবের কিঙ্কর, হাতে ধনুঃশর,

রুষিল সকল সেনা।।
ভীমের উপর, সবে এড় শর,
বৃষ্টিবৎ পড়ে গায়।
ক্রোধে বৃকোদর, উঠিয়া সত্বর,
মারিল বৃক্ষের ঘায়।।
মারিলেক যতেক, কহিব কতেক,
যে কিছু আছিল শেষ।
কান্দি উচ্চৈঃস্বরে, কহিল কুবেরে
নিশ্চয় মজিল দেশ।।
নর একজন, অতি বলবান,
মারিয়া রক্ষককুল।
করিলেক হত, সরোবরে যত,
আছিল কমল ফুল।।
কহে নাম মোর, বীর বৃকোদর,
পাণ্ডু নৃপতি সুত।
শুন মহাশয়, কহিনু নিশ্চয়,
যক্ষকুল হৈল হত।।
কহে যক্ষরাজ, দ্বন্দ্বে নাহি কাজ,
তনয় অধিক হয়।
আমার উত্তর, কহিয়া সত্বর,
পুষ্প দেহ যত চায়।।
আসি চরগণে, মধুর বচনে,
সান্ত্বাইল ভীমসেনে।
হেথা ধর্ম্মসুত, ত্রিবিধ উৎপাত,
দেখয়ে শর্ব্বরী দিনে।।
উচাটন মতি, মুনিগণ প্রতি,
করিলেন নিবেদন।
কহ মুনিবর, ভাই বৃকোদর,
না আইল কি কারণ।।

মুনিগণ কয়, না করিহ ভয়,
ভীমে কে হিংসিতে পারে।
কহে যুধিষ্ঠির, প্রাণ নহে স্থির,
যাবৎ না দেখি তারে।।
ভারতের কথা, অতি সুখদাতা,
কহিলেন মুনি ব্যাস।
পাঁচালির ছন্দে, মনের আনন্দে,
বিরচিল তাঁর দাস।।

ভীমান্বেষণে যুধিষ্ঠিরাদির যাত্রা

যুধিষ্ঠির বলে, মুনি কর অবধান।
ভীমের বিলম্বে মোর আকুল পরাণ।।
কেমন কুবুদ্ধি প্রভু হৈল মম মনে।
ভীমেরে পাঠানু আমি পুষ্পের কারণে।।
যখন বিপদকাল হয় উপস্থিত।
পাপযুক্ত বুদ্ধিতে আচ্ছন্ন হয় চিত।।
কুকর্ম্ম যতেক বুঝে সুকর্ম্মের প্রায়।
নহে প্রবর্ত্তিত কেন কপট পাশায়। ।
আশ্চর্য্য দেখহ আর বিধির ঘটন।
পঞ্চ ভাই কৃষ্ণা সহ আইলাম বন।।
অস্ত্রশিক্ষা হেতু পার্থ স্বর্গেতে রহিল।
মিছা কার্য্যে পুষ্প হেতু ভীমসেন গেল।।
ব্যস্ত প্রাণ না দেখিয়া দোঁহাকার মুখ।
বিধি দেয় দুঃখের উপরে আর দুখ।।
এত বলি ঘটোৎকচে করেন স্মরণ।
স্মরণ করিবামাত্র ভীমের নন্দন।।
আসিয়া সবার পদে করিল প্রণতি।
আশীর্ব্বাদ করিয়া বলেন নরপতি।।
ভাগ্যে আজি দেখিলাম বদন তোমার।
মন দিয়া শুন বাপু কহি সমাচার।।
পুষ্প হেতু গেল ভীম জনক তোমার।
বহুদিন না পাই তাহার সমাচার।।
এই হেতু চিন্তা সদা হতেছে আমার।
ঘটোৎকচ এ সঙ্কটে করহ উদ্ধার।।
প্রাণের অধিক মম বৃকোদর ভাই।
শীঘ্রগতি চল সবে, তথাকারে যাই। ।
আমারে লইবে আর ভাই দুই জন।
সকল বর্ণের গুরু লইবে ব্রাহ্মণ। ।
দ্রুপদ নন্দিনী কৃষ্ণা জননী তোমার।
সে কারণে লইবারে, মোর অঙ্গীকার। ।
ঘটোৎকচ বলে, দেব তোমার আজ্ঞায়।
পৃথিবী বহিতে পারি কত বড় দায়।।
মোর পৃষ্ঠে আরোহণ কর সব জনে।
তোমার প্রসাদে তথা যাব এইক্ষণে। ।
এত শুনি তুষ্ট হয়ে ধর্ম্মের নন্দন।
প্রশংসা করিয়া বহু দেন আলিঙ্গন। ।

www.bengaliebook.com

আরোহণ কৈল আগে ব্রাহ্মণ মণ্ডলী।
কৃষ্ণা সহ তিন ভাই বৈসে কুতূহলী।।
চলিল ভীমের পুত্র ভীম পরাক্রম।
অনায়াসে গমনে তিলেক নাহি শ্রম।।
দেখিয়া বনের শোভা আনন্দিত সবে।
কুসুমিত কাননে কোকিল কলবরে।।
মধুপানে মত্ত হয়ে ভ্রমর ঝংঙ্কার।
অনঙ্গ মোহিত অঙ্গ রঙ্গে সবাকার।।
পশু পক্ষী মৃগেতে পূরিত বনস্থল।
দিব্য সরোবর, তাহে শোভিত কমল।।
বিহরে কৌতুকে রাজহংস চক্রবাক।
নানাবর্ন মৎস্য বিহরে লাখে লাখ।।
বিবিধ তড়াগ কূপ বহু নদ নদী।
স্থাবর জঙ্গম যত, কে করে অবধি।।
প্রতি ডালে নানা পক্ষী করে কলবর।
কৌতুকে দেখিছে যেন মহামহোৎসব।।
লঙ্ঘিয়া উদ্যান সব উপবন যত।
উদ্দেশ পাইল গন্ধমাদন পর্ব্বত।।
নানা কথা কহিতে লাগিল মুনিগণ।
শুনিয়া সানন্দ বড় ধর্ম্মের নন্দন।।
এইমত অল্পক্ষণে রাজা যুধিষ্ঠির।
উপনীত যথা আছে বৃকোদর বীর।।
দেখিল অনেক সৈন্য কুবের কিঙ্কর।
যুদ্ধেতে লইল প্রাণ বীর বৃকোদর।।
দিব্য সরোবর দেখে অগাধ সলিল।
কমল কুমুদ রক্ত শ্বেত পীত নীল।।
জলজন্তু বিহঙ্গম অতি মনোহর।
কুসুম উদ্যান চারি তটের উপর।।
ক্রীড়ায় কৌতুকী মন ভীম মহামতি।
হেনকালে দেখিল আগত ধর্ম্মপতি।।
লোমশ ধৌম্যের কৈল চরণ বন্দন।
মাদ্রীপুত্র দুই জনে কৈল আলিঙ্গন।।
মধুর সম্ভাষে তুষ্টা কৈল যাজ্ঞসেনী।
ভীমে সম্বোধিয়া কহে ধর্ম্ম নৃপমণি।।
শুন ভাই, তব যোগ্য নহে এই কর্ম্ম।
দেব দ্বিজ হিংসা নহে ক্ষত্রিয়ের ধর্ম্ম।।
হেন কর্ম্ম কভু নাহি করিবে সর্ব্বথা।
কিছু না কহিয়া ভীম রহে হেঁট মাথা।।
বিদায় লইল তবে ঘটোৎকচ বীর।
দিন কত তথায় রহেন যুধিষ্ঠির।।
সুবর্ণ পঙ্কজ পুষ্প তুলি সর্ব্বজনে।
ইষ্টের অর্চ্চনা করে আনন্দিত মনে।।
ছায়া সুশীতল জল, স্থল মনোরম।
সহজে সুখের স্থান, দেবের আশ্রম।।
মৃগয়া করেন নিত্য ভীম মহাবল।
আনয়ে বনের ফল ব্রাহ্মণ সকল।।
ভক্তিভাবে দ্রুপদ নন্দিনী ভক্তিমনা।
ব্রাহ্মণ পালনে রতা জননী সমানা।।
এমনি কৌতুকযুক্ত আছে সর্ব্বজন।
একদিন শুন তথা দৈবের ঘটন।।
মৃগয়া করিতে ভীম গেল দূর বনে।
ধৌম্য পুরোহিত গেল সরোবর স্নানে।।
লোমশ পুষ্পের হেতু প্রবেশিল বন।
নিঃসহায় আশ্রমে থাকেন চারিজন।।
হেনকালে জটাসুর বকের বান্ধব।
বন্ধুর পরম শত্রু জানিয়া পাণ্ডব।।
হিংসা হেতু আশ্রয় করিল সেই বন।
ছিদ্র চাহি সাবধানে থাকে অনুক্ষণ।।

না পারে হিংসিতে দুষ্ট ভীমে করি ভয়।
বিশেষ রক্ষক মন্ত্র ব্রাহ্মণ পঠয়।।
দৈবযোগে সেই দি দেখি শূন্যালয়।
শীঘ্রগতি আসে তথা দুষ্ট দুরাশয়।।
ভয়ঙ্কর মূর্ত্তি অতি গভীর গর্জ্জনে।
কহিতে লাগিল দুষ্ট ধর্ম্মের নন্দনে।।
আরে পাপমতি দুষ্ট পাপিষ্ঠ পাণ্ডব।
হিড়িম্বক আদি মোর বন্ধু ছিল সব।।
সবারে মারিল দুষ্ট ভীম তোর ভাই।
সেই অনুতাপে আমি নিদ্রা নাহি যাই।।
স্ববাঞ্ছিত ফল আজি বিধাতা ঘটাল।
সে কারণে চারি জনে একান্তে মিলিল।।
নিশ্চয় নিধন আজি করিব সবাকে।
ভীমার্জ্জুন মরিবেক তোমাদের শোকে।।
নিপাত হইল শত্রু, কাল হৈল পূর্ণ।
এতেক বলিয়া দুষ্ট ধরিলেক তূর্ণ।।
পৃষ্ঠে আরোপিয়া সবে উঠি শীঘ্রগতি।
ভীমে ভয় করিয়া পলায় দুষ্টমতি।।
মহাভারতের কথা অমৃত সমান।
কাশীরাম দাস কহে, শুনে পুণ্যবান।।

জটাসুর বধ এবং পাণ্ডবদিগের বদরিকাশ্রমে যাত্রা

যুধিষ্ঠির বলে, পাপ রাক্ষস অধম।
বুঝিলাম আজি তোরে স্মরিলেক যম।।
অহিংসক জনেরে হিংসয়ে যেই জন।
অল্পকালে দণ্ড তারে করয়ে শমন।।
না বুঝিয়া কি কারণে করিস্ কুকর্ম্ম।
পাপেতে পড়িলি দুষ্ট, মজাইলি ধর্ম্ম।।
ধর্ম্ম নষ্ট করি যার সুখে অভিলাষ।
সর্ব্ব ধর্ম্ম নষ্ট হয়, নরকেতে বাস।।
ফলিবে এখনি দুষ্ট তোর দুষ্টাচার।
হইবি ভীমের হাতে সবংশে সংহার।।
দ্রুপদ নন্দিনী কৃষ্ণা এই সব দেখি।
পরিত্রাহি ডাকে দেবী মুদি দুই আঁখি।।
হা কৃষ্ণ করুণাসিন্ধু কৃপার নিধান।
করহ কমলাকান্ত কষ্টে পরিত্রাণ।।
তোমারে পাণ্ডব বন্ধু বলি লোকে কয়।
সেই কথা পালন করিতে যোগ্য হয়।।
কোথা গেলে ভীমসেন, করহ উদ্ধার।
তোমা বিনা এ দুস্তরে কে তারিবে আর।।
কোথায় রহিলে গিয়া বীর ধনঞ্জয়।
রক্ষা কর, পাণ্ডুবংশ মজিল নিশ্চয়।।
বিকলা হইয়া কৃষ্ণা কান্দে উচ্চরায়।
কত দূরে ভীমসেন শুনিবারে পায়।।
বুঝিল অমনি বীর, কান্দে যাজ্ঞসেনী।
ব্যগ্র হয়ে বীরবর ধাইল তখনি।।
দেখিল, পলায় দুষ্ট হরি চারি জনে।
ডাকিয়া কহিল ভীম আশ্বাস বচনে।।
তিলার্দ্ধ মনেতে ভয় না কর রাক্ষসে।
এখনি মারিব দুষ্টে চক্ষুর নিমিষে।।
এত বলি উপাড়িয়া দীর্ঘ তরুবর।
ডাকি বলে, রহরে পাপিষ্ঠ দুরাচার।।
ভীমের পাইয়া শব্দ বেগে ধায় জটা।
গগনমণ্ডলে যেন নবমেঘ ঘটা।।
অসুরের কর্ম্ম দেখি বেগে বীর ধায়।
ঘুরায়ে বৃক্ষের বাড়ি মারিল মাথায়।।
বৃক্ষাঘাতে ব্যথা পেয়ে অতি ক্রোধমনে।
ভীমেরে ধরিল দুষ্ট ছাড়ি চারি জনে।।
ধাইয়া ভীমের হাতে দিল এক টান।
চলিতে নারিল ভীম, পায় অপমান।।
ক্রোধে কম্পমান তনু, বৃক্ষ লয়ে হাতে।
প্রহার করিল দুষ্ট মারুতির মাথে।।
পরশি ভীমের মাথে বৃক্ষ হৈল চূর।
বক্ষেতে চাপড় ক্রোধে মারিল অসুর।।
করাঘাতে কম্পমান বৃকোদর বীর।
অঙ্গে বহে শ্রমজল, হইল অস্থির।।
মারিল জটার বুকে দৃঢ় মুষ্ট্যাঘাত।
পর্ব্বত উপরে যেন হৈল বজ্রাঘাত।।
ভীমের ভৈরব নাদ, অসুরের শব্দ।
কানন নিবাসী যত শুনি হৈল স্তব্ধ।।
বৃক্ষাঘাতে করাঘাতে আর পদাঘাতে।
দ্বিতীয় প্রহর যুদ্ধ হৈল হেনমতে।।
মল্লযুদ্ধে বিশারদ দোঁহে মহাবল।
সিংহনাদে প্রপূরিল সর্ব্ব বনস্থল।।
ধরাধরি করি দোঁহে ক্ষিতিমধ্যে পড়ি।
যুগল হস্তীর প্রায় যায় গড়াগড়ি।।
ক্ষণেক উপরে ভীম, ক্ষণেক রাক্ষস।
সমান শকতি দোঁহে সমান সাহস।।

www.bengaliebook.com

তবে বীর বৃকোদর পেয়ে অবসর।
ত্বরিতে উঠিল জটাসুরের উপর।।
বুকের উপরে বসি পদে চাপে কর।
বাম হাতে গলা চাপি ধরিল সত্বর।।
তুলিয়া দক্ষিণ কর মুষ্ট্যাঘাত মারি।
ভাঙ্গিয়া ফেলিল তার দন্ত দুই সারি।।
পদাঘাতে শিরোদেশ করিলেক চূর।
ত্যজিল পরাণ পাপ দুরন্ত অসুর।।
দেখিয়া আনন্দযুক্ত ধর্ম্মের নন্দন।
শিরোঘ্রাণ করি ভীমে দেন আলিঙ্গন।।
কৌতুকে লোমশ ধৌম্য করে আশীর্ব্বাদ।
মরিল অসুর দুষ্ট, ঘুচিল বিষাদ।।
আসিয়া আশ্রমে সবে হরিষ বিধানে।
নিত্য নিয়মিত কাজ কৈল জনে জনে।।
পরদিন প্রাতঃকালে ধর্ম্ম অধিকারী।
কহেন লোমশ প্রতি করযোড় করি।।
মম এক নিবেদন, শুন মহাশয়।
অতঃপর এইস্থানে থাকা যোগ্য নয়।।
দেখ দুষ্ট জটাসুর মরিল পরাণে।
শুনিয়া রুষিবে আসি তার বন্ধুজনে।।
সে কারণে এই স্থান বাসযোগ্য নয়।
বুঝিয়া করহ কর্ম্ম উচিত যে হয়।।
লোমশ বলেন, সত্য কহিলে সুমতি।
এই যুক্তি সার বলি লয় মম মতি।।
ব্যাসের আশ্রম বদরিকা পুণ্যস্থানে।
তথায় চলহ, সবে থাকি প্রীত মনে।।
এতেক শুনিয়া সবে লোমশের স্থানে।
প্রশংসা করিয়া তথা যায় সর্ব্বজনে।।
পর্ব্বত উপরে বৃক্ষচ্ছায়া সুশীতল।
কমলে শোভিত রম্য সরোবর জল।।
দেখেন অনেকবিধ কৌতুক বিহিত।
বদরিকা পুণ্যাশ্রমে সবে উপনীত।।
আনন্দে রহেন তথা চারি সহোদর।
অর্জ্জুন বিচ্ছেদে সবে কাতর অন্তর।।
অমৃত সমান মহাভারতের কথা।
কাশীরাম রচিল পয়ার পুণ্য গাঁথা।।

পাণ্ডবগণের বদরিকাশ্রম হইতে গন্ধমাদন পর্ব্বতে গমন

কহেন জনমেজয়, কহ তপোধন।
বদরিকাশ্রমে যান পাণ্ডুর নন্দন।।
কেমনে রহেন তথা অর্জ্জুন বিহনে।
বিস্তারিয়া কহ মুনি শুনিব শ্রবণে।।
মুনি বলে, অবধান কর নৃপবর।
বনবাসে গত হয় চতুর্থ বৎসর।।
পঞ্চ বর্ষ প্রবেশিয়া সপ্তমাস গেল।
একদিন পঞ্চজনে একান্তে বসিল।।
অর্জ্জুন বিহনে সবে নিরানন্দ মন।
কহিল লাগিল কৃষ্ণা করিয়া রোদন।।
দেখ মহারাজ এই দৈবের কারণ।
সর্ব্বসুখ বিলাসে বঞ্চিত এই জন।।
যে হেতু অর্জ্জুন গেল অস্ত্র শিখিবারে।
হইল বৎসর পঞ্চ, না দেখি তাহারে।।
প্রাণের বিহনে যেন শরীর ধারণ।
অর্জ্জুন বিচ্ছেদে তেন আছি পঞ্চজন।।
তোমা সবাকার মনে না জানি কি লয়।
পার্থের বিহনে মম প্রাণ স্থির নয়।।

ভীম বলে, যা কহিলে দ্রুপদ নন্দিনী।
শীর্ণ মম কলেবর, এই সব গণি।।
সূর্য্যের সমান সেই সর্ব্ব গুণাধার।
শাসিলাম মহী বাহুবলেতে যাহার।।
যাহার তেজেতে হৈল সুরাসুর বশ।
এ তিন ভুবনে যার প্রকাশিল যশ।।
তাহার বিহনে প্রাণ শান্ত কিবা হয়।
হেনকালে কহে দোঁহে মাদ্রীর তনয়।।
যত দিন নাহি দেখি পার্থ মহাবীর।
আহারে অরুচি, চিত্ত সদাই অস্থির।।
কোথা দিব তুলনা সে অর্জ্জুনের গুণ।
পাণ্ডব কুলের চক্ষু কেবল অর্জ্জুন।।
তবে যদি পার্থ সহ নহে দরশন।
আমরা ত্যজিব প্রাণ এই নিরূপণ।।
এত শুনি কহিলেন ধর্ম্ম নৃপমণি।
কহিলে যতেক কথা, সব আমি জানি।।
অসাধ্য সাধন হেতু যেই ভাই মূল।
তাহার বিচ্ছেদে মম পরাণ আকুল।।
কিন্তু আমি শুনিয়াছি মুনির বচন।
অর্জ্জুন অজেয়, হেন কহে সর্ব্বজন।।
চিন্তা না করিহ কিছু আমার কারণে।
পূর্ব্বকথা স্মরণ হইল এতদিনে।।
আমারে কহিল পার্থ গমনের কালে।
আশীর্ব্বাদ করিহ যে আসি ভালে ভালে।।
চিন্তা না করিহ কিছু তাহার কারণে।
পঞ্চবর্ষে আসি পুনঃ নমিব চরণে।।
গন্ধমাদনেতে সবে করিবে গমন।
সেইখানে আসি আমি মিলিব তখন।।
চলহ তথায় শীঘ্র, যাই সর্ব্বজন।
অবশ্য অর্জ্জুন সনে হবে দরশন।।
এত বলি নম্রভাবে ধর্ম্মের নন্দন।
লোমশ মুনিরে করিলেন নিবেদন।।
মুনি আশ্বাসিয়া কহিলেন এই কথা।
চল শীঘ্র, অবশ্য যাইব সবে তথা।।
চলিল লোমশ আগে ধৌম্যের সহিত।
কৃষ্ণাসহ চারি ভাই যান হরষিত।।
দুর্গম কানন পথ লঙ্ঘি শত শত।
উদ্দেশিয়া যান গন্ধমাদন পর্ব্বত।।
নানাবিধ গিরি বন বহু নদ নদী।
পশু পক্ষী বৃক্ষ লতা কে করে অবধি।।
নানা মিষ্ট আলাপনে হর্ষযুক্ত মন।
ছাড়ি মৈনাকাদি করিলেন গমন।।
উত্তরেতে হিমালয় পর্ব্বতের শ্রেষ্ঠ।
কত দূরে গন্ধমাদন হৈল যে দৃষ্ট।।
পরম সুন্দর শুক্ল স্ফটিক সঙ্কাশ।
দেখিয়া সবার হৈল পরম উল্লাস।।
যত্নে উঠিলেন সবে অতি উচ্চগিরি।
তথা থাকি দেখিলেন কুবেরের পুরী।।
দূরেতে নগরবর অতি শোভা ধরে।
হইল অমরাবতী ভ্রম সবাকারে।।
বিবিধ প্রশংসা তার করি সর্ব্বজন।
কৌতুকে দেখয়ে সবে গিরি উপবন।।
কুবের শাসন সেই হয় গিরিবর।
রক্ষা হেতু আছে লক্ষ যক্ষ অনুচর।।
একদিন প্রাতঃকালে উঠি যুধিষ্ঠির।
কৃষ্ণা সহ চারি ভাই হৈলেন বাহির।।
সহিত লোমশ ধৌম্য আদি মুনিগণ।
পরম কৌতুকে প্রবেশের পুষ্পবন।।

শীতল সৌরভ বহে মন্দ সমীরণ।
প্রফুল্ল হইল গন্ধে সবাকার মন।।
নানা পুষ্পে মধুপান করিছে ভ্রমর।
কোকিল ঝঙ্কার করে বসন্ত কিঙ্কর। ।
দেখিয়া প্রশংসা করি সাধু সাধু বলি।
মনের মানসে সবে নানাপুষ্প তুলি।।
গতায়াতে ভগ্ন হৈল বহু পুস্পবন।
দেখিয়া কুপিল যত অনুচরগণ।।
ডাকিয়া বলিল শুন মনুষ্য অধম।
এতদিনে সবাকারে স্মরিলেক যম।।
আরে মন্দমতি এই কুবের আলয়।
ঈধৃশ করিলি কাজ, মনে নাহি ভয়।।
ইহার উচিত ফল এইক্ষণে দিব।
মুহূর্ত্তেকে যমালয়ে সবারে পাঠাব।।
এত বলি চতুর্দ্দিকে বেড়ে সর্ব্বজনে।
অন্ধকার করিলেক অস্ত্র বরিষণে।।
দেখিয়া কুপিল তবে ভীম মহাবল।
মুহূর্ত্তেকে নিবারিল রক্ষক সকল।।
মারিল কতেক, তাহা কে করে গণনা।
প্রাণভয়ে পলাইল শেষ যত জনা।।
অতি ত্রাসে ঊর্দ্ধশ্বাসে ধায় অতি বেগে।
কান্দিয়া কহিল গিয়া কুবেরের আগে।।
অবধান মহারাজ করি নিবেদন।
পুষ্পবনে আসিয়াছে নর কতজন।।
ভাঙ্গিয়া পুষ্পের বন মারিল রক্ষক।
কাহারে না করে ভয় অসীম সাহস।।
বলেতে সমান তার নহে কোন জন।
বিনয় করিলে তবু না শুনে বচন।।
যতেক রক্ষকগণ মারিল সকল।
তাহে রক্ষা পাইয়াছি আমরা কেবল।।
বিরোধ তাহার সাথে বড়ই সংশয়।
বুঝিয়া করহ কর্ম্ম, উচিত যে হয়। ।
শুনিয়া চরের মুখে এতেক ভারতী।
জ্বলন্ত অনল তুল্য কোপে যক্ষপতি।।
সাজিল অনেক সৈন্য, চতুরঙ্গ সেনা।
যক্ষ রক্ষ পিশাচ গন্ধর্ব্ব অগণনা।।
যথায় ধর্ম্মের সুত কুসুম কাননে।
উত্তরিল যক্ষপতি অতি ক্রোধমনে।।
দেখিয়া জানিল এই রাজা যুধিষ্ঠির।
মাদ্রীপুত্র দুই সহ বৃকোদর বীর। ।
নিকট হইল যবে ধর্ম্ম নরবর।
কহিতে লাগিল ক্রোধে গুহ্যক ঈশ্বর।।
বড় বংশে জন্ম রাজা, নহ ত অজ্ঞান।
কি কারণে কর কর্ম্ম নীচের সমান। ।
দেবতা ব্রাহ্মণ হেতু ক্ষত্রিয়ের জন্ম।
পুনঃ পুনঃ হিংসা কর ত্যজিয়া স্বধর্ম্ম।।
ক্ষমায় না কহি কিছু, ধর্ম্মভয় বাসি।
পুনঃ পুনঃ ক্ষিপ্ত মত কর্ম্ম কর আসি।।
নহি আমি হীনশক্তি, না হই দুর্ব্বল।
মুহূর্ত্তেকে দিতে পারি সমুচিত ফল।।
এতেক শুনিয়া তবে ধর্ম্মের তনয়।
করযোড় করিয়া কহেন সবিনয়।।
কৃপার সাগর তুমি, দয়ার নিধান।
বিশেষে বালক ভীম, কিবা তার জ্ঞান।।
জনক না লয় যথা বালকের দোষ।
কৃপা করি দূর কর মনের আক্রোশ।।
ইত্যাদি অনেক মতে করিয়া স্তবন।
যক্ষরাজে তুষিলেন ধর্ম্মের নন্দন।।

তুষ্ট হয়ে বর দিয়া মধুর সম্ভাষে।
মনুষ্য বাহনে গেল আপন নিবাসে।।
পরম কৌতুকে মনে ধর্ম্ম নরপতি।
মনোরম দেখি তথা করেন বসতি।।
নানাসুখে মহানন্দে রহে সর্ব্ব জন।
অনুক্ষণ ধ্যান অর্জ্জুনের আগমন।।
ভারত পঙ্কজ রবি মহামুনি ব্যাস।
পাঁচালি প্রবন্ধে বিরচিল তাঁর দাস।।

ইন্দ্রালয়ে অর্জ্জুনের সপ্ত স্বর্গ দর্শনাথ যাত্রা

এদিকে ইন্দ্রের পুরে বীর ধনঞ্জয়।
ইন্দ্রের আদরে পান সর্ব্বত্র বিজয়।।
নানা বিদ্যা পাইলেন, নাহি পরিমাণ।
নৃপে গুণে পরাক্রমে ইন্দ্রের সমান।।
দেবতা গন্ধর্ব্ব যক্ষ রক্ষ বিদ্যাধর।
আছিল ছত্রিশ কোটি যত পরাৎপর।।
শিখাইল অস্ত্র সহ সবে নিজ মায়া।
ইন্দ্রের নন্দন জানি সবে করে দয়া।।
নৃত্যগীতে বিশারদ ক্ষমী নম্র ধীর।
শান্ত মূর্ত্তি সদা সর্ব্বগুণেতে গভীর।।
হেনমতে মহাসুখে আছে কুন্তীসুত।
দেখিয়া আনন্দযুত দেব পুরুহূত।।
তবে ইন্দ্র জানিল অর্জ্জুন পরাক্রম।
সুরাসুর নাগ নরে কেহ নহে সম।।
নিবাতকবচ দৈত্য কালকেয় আদি।
অসাধ্য সাধন যত দেবের বিবাদী।।
বিনা পার্থ নাশিবারে নাহি অন্য জন।
আনিলাম অর্জ্জুনেরে এই সে কারণ। ।
প্রাণের অধিক প্রিয় পুত্র ধনঞ্জয়।
হেন সঙ্কটেতে পাঠাইতে যোগ্য নয়। ।
নহিলে না হয় কিন্তু বৈরী নিপাতন।
সাক্ষাতে কহিতে লজ্জা করে বিবেচন।।
এমন উদ্বেগচিত্ত অমরের পতি।
ডাকিয়া আনিল শীঘ্র মাতলি সারথি। ।
একে একে কহিল যতেক সমাচার।
পার্থ বিনা নাহি ইথে করিতে উদ্ধার।।
না কহিয়া ধনঞ্জয়ে এই বিবরণ।
ছলে পাঠাইব স্বর্গ করতে ভ্রমণ।।
সহিত যাইবে তুমি, জানাবে সকল।
প্রথমে যাইবে যত দেবতার স্থল।।
সপ্ত স্বর্গে বাস করে যত যত জন।
দেবতা গুহ্যক সিদ্ধ গন্ধর্ব্ব চারণ।।
ক্রমে ক্রমে দেখাইবে সবার আলয়।
প্রফুল্ল দেখিবে যবে বীর ধনঞ্জয়।।
আমার পরম শত্রু কহিবে অসুর।
গতায়াতে পথভ্রমে যাইবে সে পুর।।
জানিয়া বিরোধ পার্থ অবশ্য করিবে।
অর্জ্জুনের বাণে দুষ্ট সংহার হইবে।।
এমত হইলে তবে ঘুচিবে অনর্থ।
এইরূপে সাধ কার্য্য না জানিবে পার্থ।।
শুনিয়া মাতলি কহে, যে আজ্ঞা তোমার।
এরূপ হৈলে হইবে অসুর সংহার।।
মাতলিরে বিদায় করিল সুরমণি।
কোনমতে গেল দিন, প্রভাত রজনী।।
উঠিয়া সানন্দমতি সহস্রলোচন।
নিত্য নিয়মিত কর্ম্ম করি সমাপন। ।
বসিলা সভার মাঝে সহস্রলোচন।
মাতলি আসিয়া আগে করে নিবেদন।।
হেনকালে উপনীত পার্থ ধনুর্দ্ধর।
নিজ পার্শ্বে বসাইল শচীর ঈশ্বর। ।
প্রশংসা করিয়া অঙ্গে বুলাইল হাত।
কহিল পার্থের প্রতি বিবুধের নাথ।।
স্বকার্য্য সাধিলা পুত্র আপনার গুণে।
অনেক বিলম্ব হৈল সেই সে কারণে।।
না দেখি তোমার মুখ ধর্ম্মের তনয়।
চিন্তাযুক্ত থাকিবেন, মম মনে লয়।।

এখন বিলম্বে আর নাহি কিছু কাজ।
ভেটিতে উচিত হয় শীঘ্র ধর্ম্মরাজ।।
রথ আরোহণ করি মাতলি সংহতি।
স্বর্গের বৈভব দেখি এস শীঘ্রগতি।।
আজ্ঞা পেয়ে আনে রথা মাতলি সত্বর।
ইন্দ্রেরে প্রণাম করি পার্থ ধনুর্দ্ধর।।
সসজ্জ হইয়া ধনুর্ব্বাণ লয়ে হাতে।
গোবিন্দ বলিয়া বীর চড়িলেন রথে।।
মাতলি চালায় রথ, অতি বিচক্ষণ।
পবন অধিক বেগে রথের গমন।।
ক্রমে ক্রমে দেখে যত অমর আলয়।
নন্দন কাননে যান বীর ধনঞ্জয়।।
অতি সে সুন্দর বন মুনি মনোলোভা।
প্রফুল্লিত পুষ্পবন মনোহর শোভা।।
নিরন্তর মূর্ত্তিমন্ত আছে ছয় ঋতু।
মত্ত হয়ে বিহার, করয়ে মৎস্যকেতু।।
মধুপানে মদমত্ত ভ্রমর ঝঙ্কার।
কোকিলের রব বিনা নাহি শুনি আর।।
প্রতি ডালে কলরব করে নানা পক্ষ।
মৃগমৃগী মৃগেন্দ্রাদি চরে লক্ষ লক্ষ।।
নানা পক্ষী সুশোভিত, রম্য ফুল ফল।
মন্দ মন্দ সদা গতি বায়ু সুশীতল।।
দেখিয়া বনের শোভা পরম কৌতুকে।
দিন কত এই স্থানে রহে হেন সুখে।।
তথা হৈতে গেল পার্থ গন্ধর্ব্বের পুরী।
দেখিল নিবসে যত কৌতুকে বিহরি।।
নৃত্য গীতে আনন্দিত সবাকার মন।
সমান বয়স বেশ আছে যত জন।।
হেনমতে অপ্সর কিন্নর আদি যত।
ভ্রমণ করয়ে পার্থ চালাইয়া রথ।।
যথাক্রমে সপ্ত স্বর্গ দেখিয়া সকল।
আনন্দে বিহ্বল চিত্ত পার্থ মহাবল।।
আপনারে সাধুবাদ করিলেন মনে।
ধন্য আমি, এত সব দেখিনু নয়নে।।
তবেত মাতলি গেল যমের ভবন।
নানা কার্য্য দেখিলেন কুন্তীর নন্দন।।
দেখেন ধর্ম্মের সভা, ধর্ম্মের বিচার।
পুণ্যবন্ত সুখে আছে, দুঃখে পাপাচার।।
পুণ্যবন্ত লোক যত দিব্য সিংহাসনে।
করিছে বিবিধ ভোগ আনন্দ বিধানে।।
পাপীর কষ্টের কথা কহনে না যায়।
প্রহার করিয়া তারে নরকে ডুবায়।।
মহাপাপী যতজন পড়িয়া নরকে।
কৃমির কামড়ে পাপী পরিত্রাহি ডাকে।।
ঘোর অন্ধকার কূপে পাপী মারা যায়।
গোময় পোকায় তার মাথা খুলি খায়।।
দেখিয়া বিস্ময়াপন্ন পাণ্ডুর নন্দন।
মাতলি জানিয়া তবে করিল গমন।।
চোরের নিদ্রায় যথা নাহি প্রয়োজন।
ইন্দ্রকার্য্যে জাগে তথা মাতলির মন।।
সপ্ত স্বর্গে ছিল যত কৌতুক অশেষ।
অর্জ্জুনে দেখায়ে যায় দৈত্যগণ দেশ।।
মহাভারতের কথা অমৃত সমান।
কামীরাম দাস কহে, শুনে পুণ্যবাণ।।

নিবাতকবচ বধ

www.bengaliebook.com

ইন্দ্র বাক্য ম করি মাতলি সারথি।
দৈত্যের দেশেতে তবে যায় দ্রুতগতি।।
যাইতে দৈত্যের পুরী দেখি বামভাগে।
শীঘ্রগতি রথ তবে চালাইল বেগে।।
কালকেয় নিবাতকবচ যেই দেশে।
মাতলি চালায় রথ চক্ষুর নিমিষে।।
জিনিয়া অমরাবতী পুরীর নির্ম্মাণ।
বিস্ময় মানিয়া পার্থ করে অনুমান।।
দেবের বসতি নহে মম অগোচর।
ভুবন তিনের সার কাহার নগর।।
মাতলিবে জিজ্ঞাসেন বীর ধনঞ্জয়।
কহ সত্য, জান যদি কাহার আলয়।।
সর্ব্বলোক সুখী আছে, নানা পরিচ্ছদ।
ইন্দ্রের অধিক দেখি প্রজার সম্পদ।।
মাতলি কহেন, পার্থ কর অবধান।
নিবাতকবচ নামে, দৈত্যের প্রধান।।
দেবের অবধ্য হয় তপস্যার বলে।
সমান নাহিক স্বর্গ মর্ত্ত্য রসাতলে।।
ইন্দ্রের বিপক্ষ বড়, এই দৈত্যগণ।
ইন্দ্রের সমান তেজ সৈন্য পরাক্রম।।
মহাবলবন্ত সব নিবাতের দেশে।
ইন্দ্রত্ব লইতে পারে চক্ষুর নিমিষে।।
এই দুষ্ট দেবেন্দ্রের মহাশত্রু হয়।
নিদ্রা নাহি শচীনাথে এই দৈত্য ভয়।।
তোমার এ বধ্য বটে জানিয়া বিশেষে।
আনিনু তোমারে পার্থ শুন এই দেশে।।
মাতলি কহিল যদি এতেক ভারতী।
কহিতে আরম্ভ করে পার্থ মহামতি।।
পিতার পরম শত্রু এই দুরাচার।
কি হেতু বিলম্ব আর করিতে সংহার।।
নিশ্চয় পূরাব আজি পিতৃ-মনোরথ।
নির্ভয় হইয়া চালাইয়া দেহ রথ।।
মাতলি কহিল, রথ চালাইতে নারি।
রথী মাত্র একা তুমি, এ কারণে ডরি।।
লক্ষ লক্ষ সেনা আছে, বহু যোদ্ধৃবর।
একা তুমি কি প্রকারে করিবে সমর।।
চল শীঘ্র জানাইব অমরের নাথে।
অনুমতি দিলে কত সৈন্য লয়ে সাথে।।
পশ্চাৎ করিব যুদ্ধ আসিয়া হেথায়।
যে আজ্ঞা তোমার হয়, মনে যেই লয়।।
এতেক কহিল যদি সারথি মাতলি।
ক্রোধভরে গর্জ্জি উঠি কহে মহাবলী।।
একা মোরে দেখি বুঝি ঘৃণা কর মনে।
বিরোধ করিবে কেবা বল মম সনে।।
সুরাসুর একত্রেতে আসি যদি বাদে।
চক্ষুর নিমিষে নিবারিব অপ্রমাদে।।
এখনি মারিব যত অমরের বৈরী।
না মারিলে বৃথা আমি পার্থ নাম ধরি।।
ধনু টঙ্কারিয়া শঙ্খ বাজান সঘনে।
রোষে গুণ দেন পার্থ নিজ ধনুর্ব্বাণে।।
মহাক্রোধ সিংহনাদ করে মহাবল।
দেখি কম্পমান হৈল ত্রৈলোক্য মণ্ডল।।
শত বজ্রাঘাত জিনি বিপরীত শব্দ।
শুনিয়া দৈত্যের পতি হৈল মহাস্তব্ধ।।
কালকেয় নিবাতকবচ বীর আদি।
ক্রোধভরে ধায় যত অমর বিবাদী।।
সসজ্জ হইয়া যত অস্ত্র লয়ে হাতে।
আরোহণ করি সবে অশ্ব গজ রথে।।

বিবিধ বাদ্যের শব্দ সৈন্য কোলাহলে।
ভেটিল আসিয়া সবে পার্থ মহাবলে।।
মাতলি সারথি রথে, ইন্দ্রতুল্য রূপ।
দেখিয়া জানিল সবে অমরের ভূপ।।
চতুর্দ্দিকে বেড়ি সবে করে অস্ত্রবৃষ্টি।
প্রলয় কালেতে যেন মজাইতে সৃষ্টি।।
না হয় নিমেষ পূর্ণ ছাড়িতে নিশ্বাস।
শরজাল করিয়া পূরিল দিশপাশ।।
দিবা দ্বিপ্রহরে হৈল ঘোর অন্ধকার।
অন্যের থাকুক নাহি পবন সঞ্চার।।
অগ্নি অস্ত্র এড়িলেন পার্থ মহাবল।
মুহূর্ত্তেকে শরজালে পূরিল সকল।।
মেঘ হৈতে মুক্ত যেন হইল মিহির।
প্রকাশ পাইল তথা পার্থ মহাবীর।।
মেঘ অস্ত্র পার্থ করিলেন বরিষণ।
বায়ু অস্ত্রে দৈত্যবর করে নিবারণ।।
এড়িল পর্ব্বত অস্ত্র দৈত্যের ঈশ্বর।
অর্দ্ধচন্দ্র বাণে কাটে পার্থ ধনুর্দ্ধর।।
তবে দৈত্য ধনঞ্জয়ে মারে দশ বাণ।
বাজিল পার্থের বুকে বজ্রের সমান।।
মহাঘাতে পার্থ হৈয়া ব্যথায় ব্যথিত।
মুহূর্ত্তেকে উঠিলেন গর্জ্জি সিংহমত।।
ধনুকে টঙ্কার দিয়া ক্রোধের আবেশে।
সহস্র তোমর এড়ে দৈত্যের উদ্দেশে।।
গর্জ্জিয়া উঠিল বাণ গগণ মণ্ডলে।
প্রাণভয়ে দৈত্যগণ পলায় সকলে।।
সৈন্য ভঙ্গ দেখি ক্রুদ্ধ দৈত্যের ঈশ্বর।
ঐষিক বাণেতে কাটে সহস্র তোমর।।
বাণ ব্যর্থ দেখি পার্থ দুঃখিত অন্তরে।
দিব্য ভল্ল মারিলেন দৈত্যের উপরে।।
বাণাঘাতে মুর্চ্ছাগত হৈল দৈত্যপতি।
রথ চালাইয়া বেগে পলায় সারথি।।
পরে দৈত্যপতি জ্ঞান পায় কতক্ষণে।
কালকেয়গণ আসি বেড়িল অর্জ্জুনে।।
মহাবল মহাশিক্ষা যত বীরবর।
প্রাণপণে করে যুদ্ধ পার্থ একেশ্বর।।
মানুষী রাক্ষসী দৈবী গান্ধর্ব্বী পিশাচী।
দ্রোণ স্থানে যত অস্ত্র পায় সব্যসাচী।।
প্রহর পর্য্যন্ত যুঝি পার্থ মহাবল।
রুধির সহিত অঙ্গে বহে ঘর্ম্মজল।।
দেখিয়া আনন্দমতি দৈত্যের ঈশ্বর।
উপায় না দেখি পার্থ হলেন ফাঁফর।।
মনে ভাবে পরম সঙ্কট আজি হৈল।
মাতলি এতেক দেখি কহিতে লাগিল।।
নিশ্চয় জানিনু পার্থ হৈলে জ্ঞান হত।
প্রাণপণে দেখাইলে নিজ শক্তি যত।।
তথাপি দুরন্ত দৈত্য না হৈল সংহার।
বিনা ব্রহ্মঅস্ত্র ইথে নাহি প্রতিকার।।
পাশুপত অস্ত্র আছে পশুপতি দান।
এড়িলে ভুবন যার পতঙ্গ সমান।।
সে হেন আছয়ে তব মহারত্ননিধি।
এমত সংযোগে তারে নিয়োজিল বিধি।।
এই সে আশ্চর্য্য বড় লাগে মম মনে।
এ সময়ে সেই অস্ত্র নাহি ছাড় কেনে।।
শুনি বীর পাশুপত নিলেন তৎক্ষণে।
মন্ত্র পড়ি যুড়িলেন ধনুকের গুণে।।
কোটি সূর্য্য জিনি অস্ত্র হৈল তেজোময়।
থাকুক অন্যের কার্য্য দেবতা সভয়।।

অস্ত্র অবতারকালে ত্রিবিধ উৎপাত।
নির্ঘাত উল্কা সদা বহে তপ্তবাত।।
প্রলয় জানিয়া সবে স্বর্গের নিবাসী।
রহিল অস্ত্রের মুখে দৃষ্টি অভিলাষী।।
অস্ত্রমুখে যেই হৈল হুতাশন বৃষ্টি।
দহন করিল তাতে অসুরের সৃষ্টি।।
জ্বলন্ত অনলে যেন শিমূলের তূলা।
তাদৃশ হইল ভস্ম দুষ্ট দৈত্যগুলা।।
অস্ত্রজাত অনলের প্রচণ্ড বাতাসে।
জীব জন্তু না রহিল দানবের দেশে।।
হেনকালে শূন্যবাণী শুনি এই রব।
সম্বর সম্বর পার্থ মজিল যে সব।।
ভাল হৈল, দুষ্ট দৈত্য হইল নিধন।
মনুষ্যেরে ত্যাগ ইহা না কর কখন।।
সংহার কারণ সৃষ্টি বিধির সৃজন।
বিনাশ করিতে ইহা ধরে ত্রিলোচন।।
যাবৎ না দহে ক্ষিতি অস্ত্রের আগুনে।
মন্ত্রবলে সম্বরিয়া রাখ নিজ তূণে।।
পুনঃ পুনঃ এইমত হৈল শূন্যবাণী।
আনন্দে বিহ্বল পার্থ ইষ্টসিদ্ধি জানি।।
মন্ত্রবলে অস্ত্র সম্বরেন বীরবর।
আশীর্ব্বাদ করি সবে গেল নিজ ঘর।।
মহাভারতের কথা অমৃত সমান।
কাশীরাম দাস কহে, শুনে পুণ্যবান।।

অস্ত্রশিক্ষা করিয়া অর্জ্জুনের পুনর্ব্বার মর্ত্ত্যে আগমন

কার্য্যসিদ্ধি জানি তবে সারথি মাতলি।
বায়ুবেগে রথ চালাইল মহাবলী।।
নানা কাব্য কথায় হরিষ দুই জন।
মুহূর্ত্তেকে গেল তবে ইন্দ্রের ভুবন।।
অর্জ্জুনের আগমনে ইন্দ্রের আনন্দ।
সঙ্গেতে করিয়া যত দেবতার বৃন্দ।।
আগুসরি নিজে ইন্দ্র যান কত পথ।
হেনকালে উত্তরিল অর্জ্জুনের রথ।।
নিকটে দেখিয়া পার্থ শচীর ঈশ্বরে।
রথ হৈতে ভূমিতলে নামিয়া সত্বরে।।
প্রণাম করিলা পার্থ ইন্দ্রের চরণে।
সম্ভাষ করেন সবে যত দেবগণে।।
দেব পুনন্দর আদি হরিষে বিভোল।
প্রেমাবেশে কহিলেন পার্থে দিয়া কোল।।
ধন্য ধন্য পুত্র তুমি, ধন্য তব শিক্ষা।
ধন্য তারে, যেই জন তোমা দিল দীক্ষা।।
জানিনু তোমাতে ধন্য ভোজরাজ সুতা।
তোমা হেন পুত্র হেতু আমি ধন্য পিতা।।
তোমা হৈতে নাশ হৈল আমার অরিষ্ট।
এত দিনে পরিপূর্ণ হইল অভীষ্ট।।
এত বলি কুতূহলী দেব পুরন্দর।
দিলেন যুগল তূণ আর দিব্য শর।।
মস্তকে কিরীট দিল কর্ণেতে কুণ্ডল।
দশ নাম নিরূপণ করে আখণ্ডল।।
আছিল অর্জ্জুন নাম দ্বিতীয় ফাল্গুনি।
নক্ষত্রানুসারে নাম রাখিল জননী।।
খাণ্ডব দহিলে যবে আমা সবে জিনি।
সেইকালে জিষ্ণু নাম দিয়াছি আপনি।।
আমা হৈতে কিরীট পাইলে সুশোভন।
এই হেতু কিরীটি কহিবে সর্ব্বজন।।

করিছে রথের শোভা শ্বেত চারি হয়।
লোকে শ্বেতবাহন বলিয়া তোমা কয়।।
দিবেন বীভৎস নাম গোবিন্দ আপনি।
যথায় যাহ তথা আইস যুদ্ধ জিনি।।
এই হেতু তব নাম হইল বিজয়।
বর্ণভেদে সবে যেন কৃষ্ণ নাম কয়।।
উভয় হস্তেতে তব সমান সন্ধান।
সব্যসাচী নাম তেঁই করি অনুমান।।
ধনঞ্জয় নাম পেলে ধনপতি জিনি।
যোগের সাধন এই সর্ব্বলোকে জানি।।
কাম্য করি দশ নাম নরে যদি জপে।
অশুভ বিনাশ হয়, তরে সর্ব্ব পাপে।।
হেনমতে আনন্দে রহিল সর্ব্বজন।
প্রভাতে উঠিয়া তবে সহস্রলোচন।।
মাতলিরে ডাকি আজ্ঞা দিল মহামতি।
সুসজ্জ করিয়া রথ আন শীঘ্রগতি।।
আজ্ঞামাত্র আনিল সারথি বিচক্ষণ।
বিচিত্র সাজন, গতি নর্ত্তক খঞ্জন।।
অমর ঈশ্বর তবে অর্জ্জুনে ডাকিল।
মধুর সম্ভাষ করি কহিতে লাগিল।।
শুন পুত্র বিলম্বেতে নাহি প্রয়োজন।
শীঘ্রগতি ভেট গিয়া ধর্ম্মের নন্দন।।
নানাবিধ বিভূষণে করি পুরষ্কার।
কোলে করি চুম্বিলেন পার্থে বারে বার।।
অর্জ্জুন পড়িল তবে ইন্দ্রের চরণে।
প্রণাম করিয়া দাণ্ডাইল বিধ্যমানে।।
করযোড়ে কহে পার্থ সকরুণ ভাষে।
তোমার আজ্ঞায় যাই ধর্ম্মরাজ পাশে।।
তোমার চরণে মম এই নিবেদন।
আপনি জানহ যত কৈল দুষ্টগণ।।
তা সবারে দিব আমি সমুচিত ফল।
কৃপা করি তুমি পিতা রবে অনুবল।।
ইন্দ্র বলে, যা বলিলে বৎস ধনঞ্জয়।
যথা তুমি তথা আমি, জানিও নিশ্চয়।।
মনের বাসনা পূর্ণ হইবে তোমার।
ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠির ধর্ম্ম অবতার।।
বসুমতী পতি যোগ্য সেই সে ভাজন।
কালেতে উচিত ফল পাবে দুর্য্যোধন।।
এতেক শুনিয়া পার্থ হরষিত মন।
অমরাবতীতে বাস করে যত জন।।
বিদায় সবার কাছে করিয়া গ্রহণ।
রথে আরোহিয়া যান পুলকিত মন।।
পথেতে কৌতুক নানা কথার আবেশে।
কতক্ষণে উপনীত ভারত প্রদেশে।।
এইমতে যাইতে মাতলি ধনঞ্জয়।
দেখিলেন কত দূরে গিরি হিমালয়।।
পরে যথা ধর্ম্ম, গন্ধমাদন পর্ব্বত।
মুহূর্ত্তেকে উত্তরিল অর্জ্জুনের রথ।।
চিন্তায় ব্যাকুল চিত্ত ধর্ম্ম নৃপবর।
অর্জ্জুনে দেখিয়া হৈল প্রফুল্ল অন্তর।।
ভূমে নামিলেন পার্থ ত্যজি ইন্দ্র রথ।
যুধিষ্ঠির চরণে হৈলেন দণ্ডবৎ।।
অর্জ্জুনে করিয়া বক্ষে ধর্ম্মের নন্দন।
মহা হরষেতে হইলেন নিমগন।।
পূর্ণচন্দ্র শোভা দেখি হর্ষে জলনিধি।
দরিদ্র পাইল যেন মহারত্ন নিধি।।
ধর্ম্ম আনন্দাশ্রুজলে পার্থ করি স্নান।
ভীমের চরণে নতি করেন বিধান।।

আলিঙ্গন করি দুই মাদ্রীর নন্দনে।
দ্রৌপদীরে তুষিলেন মধুর বচনে।।
শুনিয়া লোমশ মুনি ধৌম্য পুরোহিত।
শীঘ্রগতি তথা আসি হন উপনীত।।
সম্ভ্রমে উঠিয়া পার্থ পড়েন চরণে।
প্রশংসিয়া আশীর্ব্বাদ কৈল দুই জনে।।
হেনমতে মহানন্দে বসে সর্ব্ব জন।
কৌতুক বিধানে যত কথোপকথন।।
ভারত-পঙ্কজ-রবি মহামুনি ব্যাস।
পাঁচালি প্রবন্ধে রচিলেন তাঁর দাস।।

যুধিষ্ঠিরের নিকট অর্জ্জুনের অস্ত্রলাভ বৃত্তান্ত কথন

মধুর সম্ভাষে তবে ধর্ম্ম নরপতি।
সবিনয়ে কহিলেন মাতলিব প্রতি।।
তোমার সমান বন্ধু নাহি কোন জন।
দেবেন্দ্রে কহিবে তুমি মম নিবেদন।।
রাজপুত্র হয়ে মম সমান দুঃখেতে।
আমার না লয় মনে, আছে পৃথিবীতে।।
সহায় সম্পদ মাত্র তাঁহার চরণ।
আপনি কহিবে মোর, এই নিবেদন।।
মাতলি চলিল তবে ত্বরিত গমনে।
ধর্ম্ম কহিছেন পার্থে মধুর বচনে।।
কহ ভাই, এবে নিজ শুভ সমাচার।
যে কর্ম্ম করিলে, তাহা লোকে চমৎকার।।
শুনিতে উৎসুক বড় আছে মম মন।
ক্রমে ক্রমে কহ ভাই সব বিবরণ।।
শুনিয়া লোমশ ধৌম্য দেন অনুমতি।
কহিতে লাগিল পার্থ সবাকার প্রতি।।
বিদায় হইয়া গিয়া সবার চরণে।
চলিতে উত্তর মুখে প্রবেশিয়া বনে।।
তপস্যার অনুসারে হইয়া বিকল।
হিমালয়ে দেখিলাম অতি রম্য স্থল।।
দেখিয়া বনের শোভা করিতে ভ্রমণ।
দিলেন জটিল বেশে ইন্দ্র দরশন।।
ছল করি কহিলেন যত ছল কথা।
কদাচিত ভাবিত না হইবে সর্ব্বথা।।
দিলেন প্রকাশ্যরূপে পাছে পরিচয়।
আমি ইন্দ্র, বর মাগ বীর ধনঞ্জয়।।
শুনি কহিলাম মম এই নিবেদন।
প্রসন্ন হইলে যদি দেহ অস্ত্রগণ।।
ইন্দ্র বলিলেন, অস্ত্র পাইবে পশ্চাৎ।
তপস্যায় আগে তুষ্ট কর বিশ্বনাথ।।
শুনিয়া ইন্দ্রের কথা হরিষ মানসে।
আরম্ভ করিনু তপ হরের উদ্দেশে।।
পর্ণাহার, ফলাহার, আহার ত্যজিয়া।
ঊর্দ্ধপদে অধোমুখে বৎসর ব্যাপিয়া।।
হেনমতে তুষ্ট করিলাম আশুতোষ।
আসিলেন শিব তবে কিরাতের বেশে।।
শিকার শূকর এক ধেয়ে যায় আগে।
পশ্চাৎ কিরাত বীর আসিতেছে বেগে।।
অসমর্থ দেখি তারে শ্রান্ত কলেবর।
ধনু ধরি অস্ত্র মারি বধিনু শূকর।।
দেখিয়া কিরাত হৈল ক্রোধপরায়ণ।
ছলেতে নিন্দিয়া বহু মাগিলেন রণ।।
ক্রোধে করিলাম যত অস্ত্রেতে প্রহার।
গিলিল ধনুক সহ সে অস্ত্র আমার।।

তবে মল্লযুদ্ধ করিলাম প্রাণপণে।
তুষ্ট হয়ে পরিচয় দিলেন সেক্ষণে। ।
মন্ত্র সহ দিলেন সে অস্ত্র পাশুপত।
এ তিন ভুবনে যার অতুল মহত্ত্ব। ।
বর দিয়া সদানন্দ করিলা গমন।
ইন্দ্র জানিলেন এইসব বিবরণ।।
রথ পাঠাইল তবে শচীর ঈশ্বর।
আমারে নিলেন স্বর্গে করিয়া আদর। ।
নানা নৃত্য গীত বাদ্যে হর্ষ কুতূহলে।
সভায় বসিয়া দেখি অমর সকলে।।
দেখি নৃত্য করিতেছে কৌতুকে অপ্সরী।
আছিল তাহার মাঝে ঊর্ব্বশী সুন্দরী।।
তারে দেখি পূর্ব্ব কথা হইল স্মরণ।
ঈষৎ হাসিয়া আমি করি নিরীক্ষণ।।
তাহাতে সঙ্কেত বুঝি আনন্দ বিশেষে।
ইন্দ্রের আদেশে সেই আসে মম পাশে।।
দেখিয়া অন্তরে বড় হইল বিস্ময়।
পূর্ব্ব পিতামহ মাতা এই নারী হয়।।
প্রণাম করিয়া তবে করি নিবেদন।
কহ গো জননি নিশাগমন কারণ।।
অন্যভাবে আসিয়া শুনিল বিপরীত।
কহিতে লাগিল তবে হইয়া দুঃখিত।।
যেইক্ষণে দেখিয়াছি তোমার বদন।
সেইক্ষণে হরিল মম অন্তর মন।।
সে কারণে আসিলাম ঘোর নিশাকালে।
এ হেন কুৎসিত ভাষা কি হেতু কহিলে।।
না করিলে আশা পূর্ণ পুরুষের কাজ।
ক্লীব হয়ে থাক তুমি স্ত্রীগণেরে মাঝ।।
এত বলি নিজ ঘরে চলিল দুঃখিত।
পুরন্দর শুনি পাছে হৈলেন লজ্জিত।।
ঊর্ব্বশীরে আজ্ঞা দিল সহস্রলোচন।
করহ অর্জ্জুনে শীঘ্র শাপ বিমোচন।।
উর্ব্বশী কহিল, শাপ খণ্ডন না যায়।
ক্লীব হবে বৎসরেক অজ্ঞাত সময়।।
উপকার হইবে অজ্ঞাতবাস যবে।
স্বস্তি স্বস্তি উচ্চারণ করে ইন্দ্র তবে।।
তারপর দেবরাজ কত দিনান্তর।
তব স্থানে পাঠান লোমশ মুনিবর।।
তবে ইন্দ্র করিলেন অস্ত্র সমর্পণ।
সেমত দিলেন আর যত দেবগণ।।
যক্ষ রক্ষ গন্ধর্ব্বাদি সবে করি দয়া।
অস্ত্র সহ শিখাইল সবে নিজ মায়া। ।
হেনমতে নিজ কার্য্য করিনু সাধন।
দেখিয়া আনন্দমতি সহস্রলোচন।।
আছিল দুরন্ত দৈত্য অমর বিবাদী।
কালকেয় নিবাতকবচ দৈত্য আদি।।
স্নেহের কারণ ইন্দ্র কিছু না কহিল।
নগর ভ্রমণ হেতু ছলে পাঠাইল।।
একে একে দেখিলাম অমর নিলয়।
সঞ্জীবনীপুরী যথা ব্রহ্মার আলয়। ।
দেখিয়া তাঁহার পুরী করিতে গমন।
মাতলি আনিল রথ যথা দৈত্যগণ।।
নগর প্রাচীর ঘর পুষ্পের উদ্যান।
জিনিয়া অমরাবতী পুরীর নির্ম্মাণ।।
দেখিয়া বিস্ময় বড় হইল আমার।
পূর্ব্বে না দেখিয়াছিনু হেন চমৎকার।।
মাতলি সারথি ছিল অতি বিচক্ষণ।
জিজ্ঞাসিতে কহিলেক সব বিবরণ।।

পিতৃবৈরী জানি তবে করিনু বিরোধ।
ধাইল দানব দুষ্ট করি মহাক্রোধ।।
অপ্রমেয় বল ধরে, অগণিত সেনা।
সমুদ্র সদৃশ্য তাহা, কে করে গণনা।।
নানা অস্ত্র ধরি আসে সর্ব্ব দৈত্যগণে।
দ্বিতীয় প্রহর যুদ্ধ কর প্রাণপণে।।
সন্ধান করিনু পাছে অস্ত্র পাশুপত।
ভস্ম হয়ে উড়ে যায় দুষ্ট দৈত্য যত।।
কার্য্যসিদ্ধি জানি তবে প্রফুল্ল হৃদয়।
আইলাম পুনঃ সুখে ইন্দ্রের আলয়।।
শুনিয়া সানন্দমতি অমর প্রধান।
অগ্রসর হয়ে বহু করিল সম্মান।।
দিল দিব্য কিরীট কুণ্ডল মনোহর।
অক্ষয় যুগল তূণ পূর্ণ দিব্য শর।।
আশ্বাস করিয়া কহিলেন এই কথা।
যেই আমি সেই তুমি, জানহ সর্ব্বথা।।
যেমতে আমার শত্রু করিলে নিধন।
সেইমত মরিবেক তব শত্রুগণ।।
আমা হৈতে তব কার্য্য হইবেক যেই।
শুনিলে করিব, মম অঙ্গীকার এই।।
মাতলি সহিত তবে পাঠাইয়া দিল।
পূর্ব্বের বৃত্তান্ত শুন, যথা যে হইল।।
কেবল ভরসামাত্র তোমার চরণ।
মুহূর্ত্তেকে বিনাশিতে পারি ত্রিভুবন।।
শত কর্ণ আসে যদি, দুর্য্যোধন শত।
স্বপক্ষ করিয়া সাথে দিকপাল যত।।
কেবল তোমার মাত্র চরণ প্রসাদে।
ক্ষুদ্র জন্তু সম জ্ঞানে বধিব নির্ব্বাদে।।
অর্জ্জুনের মুখে শুনি এতেক বচন।
যুধিষ্ঠির কহিলেন করি আলিঙ্গন।।
এ তিন ভুবনে তব অদ্ভুত চরিত্র।
আমার ভারত বংশ করিলে পবিত্র।।
শত্রুরূপ গভীর সাগর হৈতে পার।
সহায় সম্পদ মম তুমি কর্ণধার।।
এই সব রহস্যে হরিষ মনোরথে।
রহিলেন পঞ্চ ভাই গন্ধমাদনেতে।।
মহাভারতের কথা অমৃত সমান।
কাশীরাম দাস কহে, শুনে পুণ্যবান।।

যুধিষ্ঠিরের নিকট ইন্দ্রাদি দেবগণের আগমন

অমরলোকেতে হেথা দেব পুরন্দর।
মাতলির মুখে শুনি ধর্ম্মের উত্তর।।
মনেতে মানিয়া সুখ হরিষ বিধানে।
শীঘ্রগতি ডাকিলেন যত দেবগণে।।
ইন্দ্র আহবানে সবে আসে শীঘ্রগতি।
কহিতে লাগিল ইন্দ্র সবাকার প্রতি।।
পরম বান্ধব তুল্য রাজ যুধিষ্ঠির।
বিক্রমে বিশাল যার ভাই পার্থবীর।।
নিঃশঙ্ক করিল দেবে একাকী অর্জ্জুন।
কোটিকল্পে শোধ না হয় তার ঋণ।।
হেন জনে সমাদর করিতে উচিত।
কি যুক্তি সবার, এই মম বিবেচিত।।
গন্ধমাদনেতে আছে ভাই পঞ্চ জন।
চল সবে ধর্ম্মে গিয়া করি দরশন।।
শুনিয়া সম্মত হৈল যত দেবগণ।
মাতলিবে কহে রথ করিতে সাজন।।

পাইয়া ইন্দ্রের আজ্ঞা মাতলি সারথি।
দ্রুতগতি রথস্জ্জা করে মহামতি।।
আহবান করিয়া নিল যতেক অমর।
কৌতুকে বসিল রথোপরি পুরন্দর।।
শীঘ্র করি সারথি সে চালাইল রথ।
মুহূর্ত্তে উত্তরে গন্ধমাদন পর্ব্বত।।
কাননিবাসী যথা পঞ্চ সহোদর।
উপনীত হন তথা দেব পুরন্দর।।
ইন্দ্রে দেখি মহানন্দে উঠি ধর্ম্মপতি।
চরণে ধরিয়া বহু করিলা প্রণতি।।
সহিত আছিল যত আর দেবগণ।
একে একে সবাকারে করেন বন্দন।।
পাদ্য অর্ঘ্য আসনে পূজিয়া বিধিমতে।
করযোড়ে কহিলেন দেব শচীনাথে।।
পূর্ব্ব পিতামহ তপ করিলা দুল্লর্ভ।
সে কারণে আজি মম এতেক বৈভব।।
এখন জানিনু আমি নহি হীনতপা।
তুমি হেন জন আসি যারে কৈলে কৃপা।।
যজ্ঞ জপ তপ আর ব্রত আচরণ।
এ সব করিয়া নাহি পায় দরশন।।
আমার ভাগ্যের আজি নাহিক অবধি।
পাইলাম গৃহে বসি হেন রত্নানিধি।।
এত শুনি কহে তবে দেব পুরন্দর।
কহিলে যে কিছু সত্য, ধর্ম্ম নৃপবর।।
আপনাকে নাহি জান, তুমি স্বয়ং ধর্ম্ম।
পৃথিবী করিল ধন্য তোমার সুকর্ম্ম।।
তুমি রাজা হৈতে ধন্য অবনীমণ্ডল।
অনুগত আর যত অনুজ সকল।।
তোমা সবাকার গুণ করিয়া কীর্ত্তন।
অশেষ পাপেতে মুক্ত হয় পাপিগণ।।
তবে যে কহিলে, কষ্ট পাইলে কাননে।
বিধির বিধান নাহি লঙ্ঘে সাধুজনে।।
ধর্ম্ম অবতার তুমি ধর্ম্ম- আচরণ।
কিন্তু না করিহ রাজা ধর্ম্মেতে হেলন।।
ভীমার্জ্জুন দেখ এই অনুজ তোমার।
অনায়াসে খণ্ডাইবে পৃথিবীর ভার।।
আমা আদি যতেক অমর সমুদয়।
একা পার্থ সবাকারে করিল নির্ভয়।।
শত্রুভয় তুমি কিছু না করিহ মনে।
ভীমার্জ্জুন বধিবেক কর্ণ দুর্য্যোধনে।।
ইত্যাদি অনেক কথা কহি পুরন্দর।
যুধিষ্ঠিরে কহিলেন, মাগ ইষ্টবর।।
ধর্ম্মপুত্র বলে, মম এই নিবেদন।
ধর্ম্মে বিচলিত যেন নহে মম মন।।
শুনিয়া কহেন হাসি সহস্রলোচন।
ধর্ম্মে মতি রহিবে তোমার অনুক্ষণ।।
হেনমতে শান্ত করি রাজা যুধিষ্ঠিরে।
দেবরাজ ইন্দ্র গেল আপনার পুরে।।
মহাভারতের কথা সুধার আকর।
ইহা বিনা পুণ্যকথা নাহি কিছু আর।

যুধিষ্ঠিরের ভ্রাতৃগণসহ কাম্যকবনে যাত্রা

স্বর্গে গেল সুরপতি, হইয়া সানন্দমতি,
যুধিষ্ঠির পঞ্চ সহোদর।

আপনার ভাগ্য জানি, সফল করিয়া মানি,
আনন্দ বিধানে পরস্পর।।
তবে ধর্ম্ম নরপতি, লোমশ ধৌম্যের প্রতি,
কহিলেন করি যোড়কর।
আজ্ঞা কর মাহশয়, যে কর্ম্ম করিতে হয়,
কহিলেন করি যোড়কর।
আজ্ঞা কর মহাশয়, যে কর্ম্ম করিতে হয়,
তাহা কহ, করি অতঃপর।।
বসতি কোথায় করি, কর আজ্ঞা শিরে ধরি,
তথাকারে করিব গমন।
কহিল লোমশ তবে, কাশ্যবনে চল সবে,
সার যুক্তি, লয় মম মন।।
ধৌম্য বলে কহ যত, সকলি মনের মত,
যুধিষ্ঠির মানিল সকল।
শুনিয়া ধর্ম্মের সেতু, গমন স্বচ্ছন্দ হেতু,
ঘটোৎকচে স্মরণ করিল।।
সত্যশীল ধর্ম্মমণি, হিড়িম্বা নন্দন জানি,
শীঘ্রগতি হৈল উপনীত।
সবারে প্রণাম করে, দাঁড়াইল যোড়করে,
দেখি রাজা আনন্দে পূরিত।।
তবে ঘটোৎকচ কয়, আজ্ঞা কর মহাশয়,
কি কারণে করিলা স্মরণ।
ধর্ম্ম কন শুন কথা, কাম্যক কানন যথা,
লয়ে চল করিব গমন।।
শুনি ভীম অঙ্গজনু, বাড়াইল নিজ তনু,
করিলেক বিস্তার যোজন।
তবে ধর্ম্ম নরপতি, সবান্ধবে শীঘ্রগতি,
করিলেন স্কন্ধে আরোহণ।।
ভীমের নন্দন ধীর, পরাক্রমে মহাবীর,

অনায়াসে করিল গমন।
নাহি মনে কিছু ভ্রম, তিলেক নাহিক শ্রম,
উত্তরিল কাম্যক কানন।।
মৃগ পশু বিহঙ্গম, বনস্থলে পূর্ণতম,
বৃক্ষগণ শোভে বনফুলে।
কৌতুক বিধানে তবে, আশ্রম করেন সবে,
পুণ্যতীর্থ প্রভাসের কূলে।।
সবার আনন্দ মন, বনে গিয়া ভীমার্জ্জুন,
মৃগয়া করিয়া নিত্য আনি।
কেবল সূর্য্যের বরে, ভুঞ্জায় সবার তরে,
রন্ধন করিয়া যাজ্ঞসেনী।।
এমন সানন্দ মনে, বসতি করেন বনে,
কৃষ্ণা সহ পঞ্চ সহোদর।
একদিন নিশাশেষে, আসিয়া ধর্ম্মের পাশে,
কহিছে লোমশ মুনিবর।।
শুন ধর্ম্ম নরপতি, যাইব অমরাবতী,
তুষ্ট হয়ে করহ বিদায়।
শুনি ভাই পঞ্চ জনে, আসিয়া রিবস মনে,
পড়িল প্রণাম করি পায়।।
লোচন-সলিলে রাজা, বিধিমতে করি পূজা,
বহু স্তুতি করিলেন শেষে।
কহিয়া সবার স্থানে, পরম সন্তোষ মনে,
মহামুনি গেল স্বর্গবাসে।।
ধর্ম্ম আগমন শুনি, আইল যতেক মুনি,
ক্রমে ক্রমে যত বন্ধুজন।
বনেতে ধর্ম্মের সভা, উপমা তাহার কিবা,
হস্তিনা হইল কাম্যবন।।
বলরাম জগন্নাথ, যতেক যাদব সাথ,
গেলেন ধর্ম্মের অন্বেষণে।

যত পরিবার সঙ্গে, আনন্দ প্রসঙ্গ রঙ্গে,
উপনীত রম্য কাম্যবনে।।
কৃষ্ণ আগমন শুনি, যুধিষ্ঠির নৃপমণি,
অমৃতে সিঞ্চিল কলেবর।
সানন্দ মন্দির পুর, আগুসরি কত দূর,
সবান্ধবে পঞ্চ সহোদর।।
বহুদিন অদর্শনে, নমস্কার আলিঙ্গনে,
আশীর্ব্বাদ সুমঙ্গল ধ্বনি।
বসেন কৌতুক মতি, রাম কৃষ্ণ ধর্ম্মপতি,
সবান্ধবে আর যত মুনি।।
বলরাম নারায়ণ, সম্বোধিয়া পঞ্চ জন,
জিজ্ঞাসেন কুশল বারতা।
শুনিয়া কহেন ধম্ম, হইল যতেক কম্ম,
পূর্ব্বের বৃত্তান্ত সব কথা।।
শুনি রাম যদুপতি, আনন্দে প্রসন্ন মতি,
প্রশংসা করেন পার্থবীরে।
তবে তারা কতক্ষণে, চলিলেন সর্ব্বজনে,
স্নান হেতু প্রভাসের তীরে।।
জলক্রীড়া করি সবে, আসিয়া আশ্রমে তবে,
ভোজন করেন পরিতোষে।
যথাসুখে আচমন, করি শেষে সর্ব্ব জন,
বসিলেন হরিষ মানসে।।
হেনকালে যদুবীর, সম্বোধিয়া যুধিষ্ঠির,
কহিলেন সুমধুর বাণী।
তোমার ভাগ্যের কথা, এমনি করিল ধাতা,
বনেতে হস্তিনা তুল্য মানি।।
যতেক দেখহ কর্ম্ম, সকলের সার ধর্ম্ম,
ধর্ম্মবলে ধর্ম্মী অন্ত।।
ইহা জানি ধর্ম্মরাজ, সাধিবে আপন কাজ,

সত্যে নাহি হবে বিচলিত।
পূর্ব্বে মহাজন যত, সবাকার এক পথ,
কেহ নাহি করিল অনীত।।
সত্য জান মহাশয়, তোমার এ দুঃখ নয়,
বহু দুঃখে দুঃখী দুর্য্যোধন।
বিপুল বৈভব যত, নিশার স্বপন মত,
অল্পদিনে হইবে নিধন।।
কৃষ্ণের বচন শুনি, সত্য সত্য যত মুনি,
কহিল ধর্ম্মের সন্নিধানে।
নিশ্চিত জানিও তুমি, ভবিস্য কহিনু আমি,
অল্পদিনে ক্ষয় দুর্য্যোধনে।।
আশীর্ব্বাদ করি তবে, যথাস্থানে গেল সবে,
বন্ধুগণ লইয়া বিদায়।
আশ্বাসিয়া সর্ব্বজনে, গেল সবে নিজ স্থানে,
দুঃখিত অন্তর ধর্ম্মরায়।।
তবে রাম নারায়ণ, সম্বোধিয়া পঞ্চ জন,
চাহিলেন বিদায় বিনয়ে।
আজ্ঞা কর ধর্ম্মপতি, যাব তবে দ্বারাবতী,
কহ যদি প্রসন্ন হৃদয়ে।।
ধর্ম্ম কন মৃদুভাষে, অবশ্য যাইবে দেশে,
রাখিবে আমার প্রতি মন।
কি আর কহিব আমি, সকল জানহ তুমি,
দুই চক্ষু রাম নারায়ণ।।
হেন করি সম্বিধান, বিদায় লইয়া যান,
রেবতীশ সত্যভামা পতি।
রথে চড়ি সবান্ধবে, নানা বাক্য মহোৎসবে,
উপনীত যথা দ্বারাবতী।।
সবে গেল নিজ ঘর, আছে পঞ্চ সহোদর,
কাম্যবন করিয়া আশ্রয়।

জপ যজ্ঞ দান ব্রত, নানা ধর্ম্ম অবিরত,
করি নিত্য আনন্দ হৃদয়।।
বনেতে বিচিত্র কথা, ব্যাসের রচিত গাথা,
বর্ণিবারে কাহার শকতি।
গীতিচ্ছন্দে অভিলাষ, ভণে কাশীরাম দাস,
কৃষ্ণপদে মাগিয়া ভকতি।।

অজগর যুধিষ্ঠির প্রশ্নোত্তর

দ্বৈত্যবনে একদিন ঘুরিতে ঘুরিতে।
অজগর সর্পে ভীম পাইল দেখিতে।।
ভীমের বিলম্ব দেখি রাজা যুধিষ্ঠির।
তাঁর অন্বেষণে যান হইয়া অস্থির।।
দেখিলেন, অজগর ভীমেরে ধরিয়া।
রাখিয়াছে দৃঢ়ভাবে তাঁরে সাপটিয়া।।
অজগরে যুধিষ্ঠির কহেন বচন।
আমার ভ্রাতার কর বন্ধন মোচন।।
সর্প বলে, ছেড়ে দিব ওহে নরবর।
যদি তুমি দাও মোর প্রশ্নের উত্তর।।
স্বর্গসুখ-ভোগে আমি নহুষ নৃপতি।
ঋষিগণ স্কন্ধে চড়ি করিতাম গতি।।
ঋষিরা করিত মম শিবিকা বহন।
অগস্ত্যের দেহে মম ঠেকিল চরণ।।
অগস্ত্যের অভিশাপে আমি যে ভূতলে।
অজগর সর্পরূপে রহিনু বিরলে।।
পুনশ্চ অগস্ত্য ঋষি দিলা মোরে বর।
উদ্ধারিবে সেই, দিবে যে তব উত্তর।।
মহারাজ যুধিষ্ঠির পাণ্ডব রাজন।
করিয়া দিবেন তব শাপ বিমোচন।।
যুধিষ্ঠির কহিলেন প্রশ্ন কর তুমি।
যথাজ্ঞানে তাহার উত্তর দিব আমি।।

* অজগরের প্রশ্ন

যথার্থ ব্রাহ্মণ তুমি বলিবে কাহারে।
জ্ঞাতব্য বিষয় কিবা বল এ সংসারে।।

যুধিষ্ঠিরের উত্তর।

সত্য, দান, ক্ষমা, শীল, তপ, দয়া যাঁর।
তাঁরেই ব্রাহ্মণ বলি করিবে বিচার।।
যাঁহারে জানিলে সুখ দুঃখ নাহি রয়।
সুখ-দুঃখ শূন্য যিনি সকল সময়।।
সেই এক ব্রহ্ম শুধু জ্ঞাতব্য বিষয়।
অপর জ্ঞাতব্য আর নাহি মহাশয়।।

* অজগরের প্রশ্ন

শূদ্রেও সত্যাদি ধর্ম্ম থাকিলে নিহিত।
সে জন ব্রাহ্মণ বলি হয় কি বিদিত।।

যুধিষ্ঠিরের উত্তর।

www.bengaliebook.com

শূদ্রেও থাকিতে পারে ব্রাহ্মণ-লক্ষণ।
ব্রাহ্মণেও শূদ্র-চিহ্ন করি নিরীক্ষণ।।
শূদ্রই যে শূদ্র হয় ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণ।
এরূপ নিয়ম কিছু না দেখি কখন।।
সে ব্রাহ্মণ, যাঁহে দেখি বৈদিক আচার।
সেই শূদ্র, যাহে দেখি বিপরীত তার।।

* অজগরের প্রশ্ন।

প্রশ্ন করিতেছি আমি, ওহে মহামতি।
কি কর্ম্ম করিলে হয় জীবের সদগতি।।

যুষ্ঠিরের উত্তর।

যে জন অহিংসা পর হইয়া সংসারে।
সত্য প্রিয় বাক্যে সৎপাত্রে দান করে।।
সেই জন স্বর্গলাভ করে সুনিশ্চয়।
এই মোর বাক্য কভু অন্যথা না হয়।।

* অজগরের প্রশ্ন।

মন, বুদ্ধি, দুইটীর কিরূপ লক্ষণ।
বুঝাইয়া কহ মোরে ধর্ম্মের নন্দন।।

যুধিষ্ঠিরের উত্তর।

দেহেরে সহিত মন জন্মলাভ করে।
কায্য হতে বুদ্ধি কিন্তু জন্মে এ সংসারে।।
মন ত সগুণ, আর বুদ্ধিত নির্গুণ।
বলিনু দুয়ের ভেদ, মন দিয়া শুন।।
আপনি সুবিদ্ধিমান, তবে কি কারণ।
করিলেন ঋষি দেহে চরণ অর্পণ।।
সর্প কহে বিদ্যা বুদ্ধি থাকুক না যত।
ধন যদি থাকে তার, মোহ জন্মে তত।।
ধনমদে মত্ত হয়ে আমিও রাজন্।
করিয়াছি অগস্ত্যের দেহে পদার্পণ।।
অজগর কহিলেন, হে ধর্ম্ম নন্দন।
ভাগ্যে আজি মিলিয়াছে তব দরশন।।
আমার প্রশ্নের দিলে উত্তর এখন।
এতদিনে হল মোর শাপ বিমোচন।।
কাশী কহে, অজগর তব বংশধর।
শাপমুক্ত করি তব জুড়াল অন্তর।।

দুর্য্যোধনের সপরিবারে প্রভাস তীর্থে যাত্রা

জন্মেজয় বলে, মুনি কর অবধান।
শুনিতে বাসনা বড় ইহার বিধান।।
সর্ব্বজন গেল যদি হইয়া বিদায়।
কি কর্ম্ম করিল সবে রহিয়া কোথায়।।
মুনি বলে, অবধান কর কুরুবর।
কৃষ্ণা সহ কাম্যবনে পঞ্চ সহোদর।।
প্রভাস তীর্থের তীরে বিচিত্র কানন।
ফল পুষ্প অপ্রমিত মৃগ পশুগণ।।
মৃগয়া করেন নিত্য বীর ধনঞ্জয়।
রন্ধনে দ্রুপদ সুতা আনন্দ হৃদয়।।
তীর্থ করি আইলেন ধর্ম্মের নন্দন।
শ্রুতমাত্র মিলিলেন পূর্ব্বের ব্রাহ্মণ।।
পূর্ব্বমত ভোজনাদি করে দ্বিজবৃন্দ।
লক্ষ্মীরূপা যাজ্ঞসেনী রন্ধনে আনন্দ।।

এই মত পঞ্চ ভাই কাননে নিবসে।
হেথা দুর্য্যোধন রাজা আনন্দেতে ভাসে।।
বিপুল বৈভব ভোগ করে ইন্দ্র প্রায়।
অর্থ রাজ্য সৈন্য যত, কহনে না যায়।।
নিজরাজ্য ধর্ম্মরাজ্য একত্র মিলিত।
বিশেষ সে রাজ্য পূর্ব্বে অর্জ্জুন শাসিত।।
সে সকল রাজা হৈল তার অনুগত।
কর দিয়া সবে তারা থাকে শত শত।।
অশ্ব গজ পত্তি যত, কে করে গণনা।
সমুদ্র সমান সব অপ্রমিত সেনা।।
ইন্দ্র দেবরাজ যথা অমর সমাজে।
দুর্য্যোধন মহারাজ পৃথিবীর মাঝে।।
এক দিন সভাস্থলে বসি কুরুপতি।
শকুনি বলিছে তারে, শুন পৃথ্বীপতি।।
উজ্জ্বল ভারতবংশ হৈল তোমা হৈতে।
তুমি মহারাজ হৈলে ভুবন মাঝেতে।।
তোমার সমান কভু না দেখি বিপক্ষ।।
কর দিয়া সেবে তোমা রাজা লক্ষ লক্ষ।
হয় হস্তী রথ পত্তি চতুরঙ্গ দল।
কুবের জিনিয়া রত্ন ভাণ্ডার সকল।।
বিপুল বৈভব তব ইন্দ্রের সমান।
কিন্তু মনে করি আমি এক মন্দ জ্ঞান।।
যেই পুষ্প না হইল ঈশ্বরে অর্পিত।
যে ধনে নাহিক হয় ব্রাহ্মণ সুতৃপ্ত।।
যে সম্পদ ভুঞ্জি নাহি বন্ধুগণ তুষ্ট।
যে সম্পদ শত্রুগণ না করিল দৃষ্ট।।
সে সকল ব্যর্থ বলি পূর্ব্বাপর কয়।
এই অনুতাপ মম জাগিছে হৃদয়।।
সদা তৃপ্ত আছে তব গুণে যত বন্ধু।
পৃথিবী করিল দীপ্ত তব যশ ইন্দু।।
এ সকল অতুল ঐশ্বর্য্য যে হইল।
দুঃখ মোর এ সম্পদ শত্রু না দেখিল।।
পূর্ব্বে ভাল মন্ত্রণা না করিলাম সব।
দেশ ছাড়ি বনে পাঠাইলাম পাণ্ডব।।
নগরের অন্তে যদি অর্পিতাম স্থল।
নিত্য নিত্য দেখাতাম ঐশ্বর্য্য সকল।।
হেরি মনাগুণে দগ্ধ হৈত পঞ্চ জন।
অসহ্য বজ্রের সম বাজিত সঘন।।
কোথায় রহিল গিয়া নির্জ্জন কাননে।
তোমার ঐশ্বর্য্য এত জানিবে কেমনে।।
কর্ণ বলে, যা কহিলে গান্ধারাধিকারী।
ইহা অনুশোচি আমি দিবস শর্ব্বরী।।
নারীর যৌবন যথা স্বামীর বিহনে।
শক্তি শৌর্য্য ব্যর্থ না দেখিলে শত্রুগণে।।
বিভব হয় যে নষ্ট বৈরী না হেরিলে।
বিধির নিয়ম ইহা আমি জানি ভালে।।
যত দিন ইহা সব না দেখে পাণ্ডব।
লাগয়ে আমার মনে বিফল এ সব।।
কিন্তু এক করিয়াছি বিচার নির্ণয়।
বুঝিয়া করহ কার্য্য, উচিত যে হয়।।
প্রভাস তীর্থের তীরে তপস্বীর বেশে।
বাস করে শত্রুগণ তথা নানাক্লেশে।।
সবে চল যাব তথা স্নান করিবারে।
হইবে অনন্ত পুণ্য স্নানে তীর্থনীরে।।
হয় হস্তী রথ পত্তি চতুরঙ্গ দল।
সবাকার পরিবার ভৃত্যাদি সকল।।
ইন্দ্রের অধিক তব বিপুল বিভব।
দেখিয়া দ্বিগুণ দগ্ধ হইবে পাণ্ডব।।

www.bengaliebook.com

ঘোষযাত্রা করি, সর্ব্বলোকেতে কহিবে।
কিন্তু ভীষ্ম দ্রোণ ক্ষত্তা কেহ না জানিবে।।
ইহার বিধান এই মম মনে আসে।
এই যাত্রায় দুই কার্য্য, হৈবে বিশেষে।।
কর্ণের এতেক বাণী শুনি সেইক্ষণ।
সাধু সাধু প্রশংসা করিল দুর্য্যোধন।।
দুঃশাসন জয়দ্রথ ত্রিগর্ত্ত প্রভৃতি।
সাধু সাধু বলি উঠে যতেক দুর্ম্মতি।।
কর্ণ বলে, বিলম্ব না কর কুরুপতি।
সুসজ্জ সকল সৈন্য কর শীঘ্রগতি।।
আজ্ঞামাত্র দুঃশাসন হইল বাহির।
ডাকিল সকল সৈন্য সব যোদ্ধা বীর।।
যত বন্ধু বান্ধব সহিত পরিবার।
নারীগণ শুনি হৈল আনন্দ অপার।।
দ্রৌপদী সহিত দেখা দ্বিতীয় উৎসব।
তীর্থস্নান তৃতীয় চিন্তিয়া এই সব।।
বিশেষে সন্তুষ্টা নারী যাত্রা মহোৎসবে।
সর্ব্বকাল বন্দীরূপে থাকে বদ্ধভাবে।।
নৃযান গোযান আর অশ্বযান সাজে।
রথে রথী চড়িল পদাতি পদব্রজে।।
বাহিনী সাজিছে বহু বাজিছে বাজনা।
সমুদ্র সদৃশ সেনা, কে করে গণনা।।
সাজাইয়া সর্ব্বসৈন্য দুঃশাসন বেগে।
করযোড়ে দাণ্ডাইল নৃপতির আগে।।
শুনিয়া কৌরবপতি উঠিল সম্ভ্রমে।
বাহির হইয়া নিরীক্ষয়ে ক্রমে ক্রমে।।
সমুদ্র লহরী যেন রথের পতাকা।
মেঘের সদৃশ হস্তী, নাহি যায় লেখা।।
মনোহর মনোজ্ঞ উত্তম তুরঙ্গম।
পৃথিবী আচ্ছাদি বীর বিশাল বিক্রম।।
সশস্ত্র সকল সৈন্য দেখিতে সুন্দর।
শমন সভয় হয়, কিবা ছার নর।।
কর্ণ বলে, বিলম্বে নাহিক প্রয়োজন।
ভীষ্মদেব শুনে যদি করিবে বারণ।।
এই হেতু তিলেক না বিলম্ব যুয়ায়।
শীঘ্রগতি চল সখা, এই অভিপ্রায়।।
শুনিয়া কৌরবপতি বিলম্ব না কৈল।
গমন সময়ে সব বিদুর জানিল।।
যথা রাজা সৈন্যমাঝে যায় শীঘ্রগতি।
মধুর বচনে কহে দুর্য্যোধন প্রতি।।
শুনি তাত, যাবে নাকি প্রভাসের স্নানে।
পুণ্যকার্য্যে বাধা নাহি করি, সে কারণে।।
কুরুবংশ শ্রেষ্ঠ তুমি রাজচক্রবর্ত্তী।
পূরিল ভুবন তিন তোমার সুকীর্ত্তি।।
এ সময়ে যত কর ধৈর্য্য আচরণ।
ভূষিত বিভব হবে, দ্বিগুণ শোভন।।
সবাকার মন মুগ্ধ প্রভাস গমনে।
নিষেধ না করি আমি, এই সে কারণে।।
নানা চিত্র বিচিত্র সুন্দর বনস্থল।
দেবতা গন্ধর্ব্ব তথা নিবসে সকল।।
বহু সিদ্ধি ঋষিগণ উপনীত তথা।
কার সনে দ্বন্দ্ব নাহি করিবে সর্ব্বথা।।
দুর্য্যোধন বলে, তাত যে আজ্ঞা তোমার।
যদি দ্বন্দ্ব করি তবে কি ভয় আমার।।
মম সৈন্য দেখ তাত তোমার প্রসাদে।
ইন্দ্র যম আসে যদি জিনিব বিবাদে।।
তথাপি বিরোধে মম কোন প্রয়োজন।
শীঘ্র তুমি নিজ গৃহে করহ গমন।।

বিদুরে মেলানি করি কৌরবের পতি।
না করি বিলম্ব আর চলে শীঘ্রগতি।।
বিনা ভীষ্ম দ্রোণ দ্রোণী কৃপাচার্য্য বীর।
সর্ব্বসৈন্যে দুর্য্যোধন হইল বাহির।।
চলিতে চরণভরে কম্পিতা ধরণী।
ধূলা উড়ি আচ্ছাদিল দিনে দিনমণি।।
সৈন্য কোলাহল জিনি সাগর গর্জ্জন।
প্রমাদ গণিল সবে, না বুঝি কারণ।।
নগর ছাড়িয়া বনে করিল প্রবেশ।
মহাঘোর শব্দে পূরিল বনপ্রদেশ।।
মেঘেরে সদৃশ ধূলি গগনমণ্ডলে।
বহু ক্ষেত্র ভাঙ্গি সবে চলে বহু স্থলে।।
ভারত-পঙ্কজ-রবি মহামুনি ব্যাস।
পাঁচালি প্রবন্ধে বিরচিল তাঁর দাস।।

দুর্য্যোধনের সৈন্য দর্শনে ভীমার্জ্জুনের রণসজ্জা ও যুধিষ্ঠিরের সান্ত্বনা

এখানে প্রভাতে উঠি ভাই পঞ্চ জন।
নিত্য নিয়মিত কর্ম্ম করি সমাপন।।
স্নান হেতু যান সবে সহ দ্বিজগণ।
ফল পুষ্প হেতু কেহ প্রবেশের বন।।
মৃগয়া করিতে যান ভীম ধনঞ্জয়।
রাজার নিকটে রহে মাদ্রীর তনয়।।
মহাবনে প্রবেশিল ক্রমে দুই ভাই।
রাশি রাশি মৃগ মারিলেন ঠাঁই ঠাঁই।।
বন ভ্রমণেতে দোঁহে শ্রান্ত কলেবর।
বিশ্রাম করেন বসি দুই সহোদর।।
শুনিলেন হেনকালে সৈন্য কোলাহল।
প্রলয় গর্জ্জন যেন সাগরের জল।।
কটকের পদধূলি ঢাকিল গগন।
মেঘে আচ্ছাদিল যেন সূর্য্যের কিরণ।।
বলেন অর্জ্জুন প্রতি পবন নন্দন।
চল শীঘ্র মৃগয়াতে নাহি প্রয়োজন।।
শুন ভাই, হইতেছে, সৈন্য কোলাহল।
পদধূলি আচ্ছাদিল গগন মণ্ডল।।
কৃষ্ণা সহ রহিলেন পাণ্ডবের নাথ।
বিশেষ বালক মাদ্রীপুত্র দুই সাথ।।
কি কর্ম্ম করিনু ভাই আসি দুই জনে।
কেবা আসি বিরোধিল ধর্ম্মের নন্দনে।।
এতেক বিচারি শীঘ্র যান দুই জন।
হেথায় মাদ্রী পুত্রে করিয়া সম্বোধন।।
সবিস্ময়ে কহেন যে ধর্ম্ম নৃপমণি।
দেখ ভাই বনে আসে কাহার বাহিনী।।
মৃগয়া করিতে গেল ভীম ধনঞ্জয়।
বিলম্ব দেখিয়া মম আকুল হৃদয়।।
এই বনে বাস করে গন্ধর্ব্ব কিন্নর।
বিরোধে আসক্ত সদা বীর বৃকোদর।।
কি জানি কাহার সাথে হইল বিরোধ।
বনে কিবা এসেছিল কোন মহাযোধ।।
আর এক মম মনে জাগে যে সংশয়।
ক্লেশযুক্ত শক্তিহীন দেখিয়া আমায়।।
বনমাঝে থাকি আমি তপস্বীর বেশ।
সহায় সম্পদহীন, নাহি রাজ্য দেশ।।
দুষ্টবুদ্ধি কর্ণ শকুনির মন্ত্রনায়।
মন্দবুদ্ধি দুর্য্যোধন আসে বা হেথায়।।

শীঘ্র কহ সহদেব করিয়া নির্ণয়।
হেনকালে উপনীত ভীম ধনঞ্জয়।।
দেখিয়া আনন্দ চিত্ত ধর্ম্মের নন্দন।
আলিঙ্গন দিয়া কন, কহ বিবর।।
অর্জ্জুন বলেন, দেব নির্ণয় না জানি।
ঘোর শব্দে আসিতেছে কাহার বাহিনী।।
শুনিয়া বিস্ময় বড় জন্মিল হৃদয়।
বিশেষ রাখিয়া হেথা গেলাম তোমায়।।
ব্যগ্র হয়ে শীঘ্র আসিলাম সে কারণে।
ধর্ম্ম বলিলেন, ইহা হয়েছিল মনে।।
তোমা দুই জনে দ্বন্দ্ব হইল কার সনে।
করিতেছিলাম চিন্তা আমি সে কারণে।।
তোমা দোঁহা দেখি গেল সন্দেহ সকল।
কিন্তু কাছে ক্রমে আসে সৈন্য কোলাহল।।
বিপক্ষ স্বপক্ষ পরপকষ এস জানি।
অনুমানে বুঝি ভাই অনেক বাহিনী।।
আজ্ঞামাত্র পার্থ রথ করিতে স্মরণ।
কপিধ্বজ যুক্ত রথ দিল দরশন।।
ধর্ম্মেরে প্রণাম করি পার্থ উঠি রথে।
চলিলেন বায়ুবেগে অন্তরীক্ষ পথে।।
শব্দ অনুসারে পার্থ পশ্চিমেতে যান।
দেখেন কৌরব সেনা সমুদ্র প্রমাণ।।
ধ্বজ ছত্র রথ রথী পদাতি কুঞ্জর।
দেখি জানিলেন পার্থ কৌরব পামর।।
তবে পুনঃ ফিরি আসি অতি শীঘ্রগতি।
মুহূর্ত্তেকে উত্তরিলা যথা ধর্ম্মপতি।।
পার্থে দেখি আগু হয়ে ধর্ম্মের নন্দন।
জিজ্ঞাসেন কনেহ, দেব কি জিজ্ঞাস আর।
দেখিলাম সৈন্য সহ কুরু কুলাঙ্কার।।
আমা সবা হিংসিবারে আসিল এখানে।
নহে এই বনস্থলে কোন্ প্রয়োজনে।।
এত শুনি মহাক্রোধে বীর বৃকোদর।
আস্ফালন করি ভুজ উঠিল সত্বর।।
করযোড় করি বলে সম্বোধিয়া ধর্ম্ম।
দেখ মহারাজ দুষ্ট দুর্য্যোধন কর্ম্ম।
কপটে কপটী সব রাজ্যধন নিল।।
জটা বল্ক পরাইয়া কাননে পাঠাল।
দেশ হৈতে রত্ন ধন কিছু নাহি আনি।
কোনমতে তার বাঞ্ছা নাহি কৈনু হানি।।
সময় নির্ণয় মোরান না করি লঙ্ঘন।
তথাচ আসিল দুষ্ট করিতে হিংসন।।
ধর্ম্ম হেতু এত কষ্ট আমা পঞ্চ জনে।
সে ধর্ম্ম ফলিল আজি দুষ্ট দুর্য্যোধনে।।
এতেক যে সৈন্য সাজি আসিছে হেথায়।
তবু মনে লাগে ক্ষুদ্র পতঙ্গের প্রায়।।
প্রসন্ন হইয়া রাজা আজ্ঞা কর মোরে।
মুহূর্ত্তেকে সংহারিব শতেক সোদরে।।
উঠ শীঘ্র ধনঞ্জয়, বিলম্বে কি কাজ।
এত অপমানে কি তিলেক নাহি লাজ।।
নিয়ম পূরিতে দিন যে কিছু আছয়।
মোরা না লঙ্ঘিনু, সেই পাপিষ্ঠ লঙ্ঘয়।।
হে নকুল সহদেব বীরের প্রধান।
স্ববাঞ্ছিত সিদ্ধি কেন না কর বিধান।।
এতেক কহিল যদি বৃকোদর বীর।
ক্রোধেতে অস্থির হৈল পার্থের শরীর।।
জ্বলন্ত অনলে যেন ঘৃত ঢালি দিল।
মাদ্রীপুত্র দুই জন গর্জ্জিয়া উঠিল।।
সুসজ্জ করিল সবে যার যে বাহন।

তূণ হৈতে লন তুলি দিব্য অস্ত্রগণ।।
আড়া ভাঙ্গি তূণমধ্যে রাখে পুনর্ব্বার।
ধনুকেতে গুণ দিয়া দিলেন টঙ্কার।।
কবচে আবৃত তনু, নানা অস্ত্র পেঁচি।
দেবদত্ত শঙখনাদ কৈল সব্যসাচী।।
পুনঃ পুনঃ গদা লোফে পবননন্দন।
তখন কহেন ধর্ম্ম মধুর বচন।।
শুন ভাই কোন্ কর্ম্ম তোমার অসাধ্য।
সহজে অর্জ্জুন এই দেবের অবধ্য।।
বালসূর্য্যসম দুই মাদ্রীর তনয়।
ইন্দ্র যম আসে যদি, কিবা তাহে ভয়।।
কিন্তু আগে কারণ করহ নিরূপণ।
কোন কার্য্য হেতু হেথা আসে দুর্য্যোধন।।
বনেতে ভ্রমণ কিংবা হেতু তীর্থ স্নান।
মৃগয়া করিতে কিবা করিল বিধান।।
নির্ণয় না জানি আগে যদি কর যুদ্ধ।
নিশ্চিত হইবে তবে ধর্ম্মপথ রুদ্ধ।।
যদি আগে তারা হিংসা করিবে তোমার।
তুমিও মারিও তারে, নাহিক বিচার।।
দুর্ব্বলের বল ধর্ম্ম, তাহে ক হেলা।
দুস্তর সাগরে আর আছে কোন্ ভেলা।।
ধর্ম্মপুত্র মুখে শুনি এতেক বচন।
বিরস বদনে নিবর্ত্তিল চারি জন।।
কূলে নিবারিল যেন সমুদ্র লহরী।
সুসজ্জ বসিল সবে ধর্ম্ম বরাবরি।।
সম্মুখে বসিল যত ব্রাহ্মণ মণ্ডল।
অমর বেষ্টিত যেন দেব আখণ্ডল।।
মৃগচর্ম্ম কুশাসনে তপস্বীর বেশ।
বল্ক পরিধান, শিরে জটাভার কেশ।।
কথোপকথনে অতি সবার আনন্দ।
হেনকালে আসে দুর্য্যোধন মতিমন্দ।।
ব্রাহ্মণ-মণ্ডলী আর ভাই পঞ্চ জনা।
দক্ষিণ করিয়া চল নৃপতির সেনা।।
আগে চলে অগণিত পদাতিক ঢালী।
মনোরম তুরঙ্গমে সহ মহাবলী।।
অর্ব্বুদ অর্ব্বুদ তবে মেঘবর্ণ হাতী।
অসংখ্য বিচিত্র চিত্র কত শত রথী।।
হেনকালে কৌরবের যত নারীগণ।
ঘুচাল রথের যত বস্ত্র আচ্ছাদন।।
অঙ্গুলীতে দেখাইয়া কহে এই বাণী।
দেখ দেখ কুটীরেতে দ্রুপদ নন্দিনী।।
বড় ভাগ্যে দেখিলাম, কহে সর্ব্বজনা।
পাছে পাছে চলে সৈন্য, কে করে গণনা।।
শকট বলদ উষ্ট্রে নানা দ্রব্য বহে।
সঙ্গে কত শত ভোক্ষ্য ভোজ্য পেয় রহে।।
যে কিছু বিভব বিত্ত রাজার আছিল।
সংহতি সুহৃদ বন্ধু সকলি আনিল।।
উপমার যোগ্য হেন নহে সুরপতি।
বর্ণনা করিতে তাহা কাহার শকতি।।
এইরূপে যায় রাজা কৌরবের পতি।
প্রলয় কালের যেন কলরব অতি।।
সম্ভাষা করিতে এল সঞ্জয় নন্দন।
সম্ভ্রমে সবার করে চরণ বন্দন।।
যুধিষ্ঠির জিজ্ঞাসেন কহ সমাচার।
কোন্ ধর্ম্মে দুর্য্যোধন করে আগুসার।।
সঞ্জয় নন্দন বলে, কর অবধান।
করিবেন ঘোষযাত্রা প্রভাসেতে স্নান।।
রাজা বলে, এ কর্ম্মে আমার অভিপ্রায়।

আর মোর আশীর্ব্বাদ কহিবে রাজায়।।
এ তীর্থে অনেক সিদ্ধ ঋষির আলয়।
দেবতা গন্ধর্ব্ব যক্ষ রক্ষ সম্প্রদায়।।
দেখ তিনি কুরুকুলে শ্রেষ্ঠ নরপতি।
বিরোধ না হয় যেন কাহার সংহতি।।
তথা হৈতে শুনিয়া সঞ্জয়সুত গেল।
ধর্ম্মের যতেক কথা রাজারে কহিল।।
শুনি অহঙ্কারে মূঢ় অবজ্ঞা করিল।
অবজ্ঞায় দুষ্ট কর্ণ শকুনি হাসিল।।
সহজে তপস্বী লোকে দেবতার ভয়।
কার শক্তি ক্ষত্রিয়ের কাছে অগ্র হয়।।
এত বলি মৌনভাবে রহে সর্ব্বজনে।
পুণ্যতীর্থ প্রভাসতে যায় কতক্ষণে।।
নানা চিত্র বিচিত্র উদ্যান মনোহর।
প্রফুল্ল কমলবনে গুঞ্জরে ভ্রমর।।
কোকিল কুহরে নিত্য নিজ মত্ততায়।
মুনির মানস হরে বসন্তের বায়।।
বিবিধ বনের শোভা কে করে বর্ণন।
দেখিয়া সানন্দচিত্ত রাজা দুর্য্যোধন।।
দুঃশাসন কর্ণ আদি হরিষ বিধান।
রহিল সকল সৈন্য যথাযোগ্য স্থান।।
সারি সারি বস্ত্রগৃহ দেখিতে সুরঙ্গ।
পর্ব্বত সমান যেন পর্ব্বতের শৃঙ্গ।।
বেড়িল প্রভাসে যথা প্রভাসের বারি।
কৌতুক বিধানে স্নান করে যত নারী।।
তবে দুর্য্যোধন রাজা সহোদর শত।
ত্রিগর্ত্ত শকুনি কর্ণ অমাত্য আবৃত।।
স্নান করি কুতূহলে করে নানা দান।
হয় হস্তী গবীগণ, নাহি পরিমাণ।।
পরম কৌতুকে সবে স্নান দান করি।
বিচিত্র বসন নানা অলঙ্কার পরি।।
জলপান করি তবে বসে সর্ব্বজন।
কৌতুকে বসিয়া করে তাম্বূল চর্ব্বণ।।
আলস্য ত্যজিয়া কেহ করিল শয়ন।
কেহ পাশা খেলে, কেহ করয়ে রন্ধন।।
ভারত পঙ্কজ রবি মহামুনি ব্যাস।
পাঁচালি প্রবন্ধে বিরচিল তাঁর দাস।।

দুর্য্যোধনের সৈন্যসহ চিত্রসন গন্ধর্ব্বের যুদ্ধ

এইমত রহে সৈন্য যুড়ি বনস্থল।
গতায়াতে লণ্ডভণ্ড উদ্যান সকল।।
হেনকালে দেখ তথা দৈবের ঘটনে।
গন্ধর্ব্ব উদ্যান এক ছিল সেই বনে।।
চিত্রসেন নাম তাঁর গন্ধর্ব্ব-প্রধান।
যাঁর নামে সুরাসুর হয় কম্পমান।।
তাঁহার কিঙ্কর ছিল বনের রক্ষক।
দেখিল, উদ্যান ভাঙ্গে রাজার কটক।।
বহু সৈন্য দেখি একা না করি বিরোধ।
দুর্য্যোধন অগ্রে গিয়া কহিছে সক্রোধ।।
শুন রাজা মোর বাক্য কর অবগতি।
প্রভু মোর চিত্রসেন, গন্ধর্ব্বের পতি।।
কুসুম উদ্যান তাঁর এই বনে ছিল।
প্রবেশি তোমার সৈন্য সকলি ভাঙ্গিল।।
বনের রক্ষক আমি, কিঙ্কর তাঁহার।
না করিলে ভাল কর্ম্ম, কি কহিব আর।।

এই কথা, মোর মুখে পাইলে সম্বাদ।
আসিয়া ইঙ্গিতে রাজা করিবে প্রমাদ।।
এত শুনি মহাক্রোধে কহে বীর কর্ণ।
বিকচ কমল প্রায় চক্ষু রক্তবর্ণ।।
ওরে দুষ্ট এত কর কার অহঙ্কার।
কি ছার গন্ধর্ব্ব তোর, কিবা গর্ব্ব তার।।
যে কথা কহিলি তুই আসি মম কাছে।
এতক্ষণ জীয়ে রহে, হেন কেবা আছে।।
সহজে অত্যল্প বুদ্ধি দ্বিতীয়ে নফর।
যাহ শীঘ্র আন গিয়া আপন ঈশ্বর।।
বলাবল বুঝি লব সংগ্রামের কালে।
কর্ণের বিক্রম সেই জানে ভালে ভালে।।
এত বলি ঢেকা মারি বাহির করিল।
মহাদুঃখ মনে রক্ষী কান্দিয়া চলিল।।
বসি আছে চিত্রসেন আপন আবাসে।
হেনকালে অনুচর কহে মৃদুভাষে।।
রক্ষা হেতু তুমি মোরে রাখিলে উদ্যানে।
দুর্য্যোধন রাজা আসে প্রভাসের স্নানে।।
তার সৈন্য উদ্যান করিল লণ্ডভণ্ড।
রাজারে কহিনু গিয়া তার এই কাণ্ড।।
কতেক কুৎসিত ভাষা কহিল তোমারে।
দুর্য্যোধন-সেনাপতি কর্ণ নাম ধরে।।
মনুষ্য হইয়া করে এত অহঙ্কার।
দোষমত দণ্ড যদি না দিবা তাহার।।
এইমত দুষ্টাচার করিবেক সবে।
লঘু গুরু মনুষ্য দেবেতে কিবা তবে।।
এত শুনি মহাক্রোধে উঠিল গন্ধর্ব্ব।
কি ছার মনুষ্য, আজি নাশিব যে গর্ব্ব।।
মরণকালেতে পিপীলিকা পাখা উঠে।
যাইতে করিল বাঞ্ছা শমন নিকটে।।
ক্রোধভরে রথারোহে চলে শীঘ্রগতি।
ধনুক টঙ্কার শুনি কম্পমান ক্ষিতি।।
দিব্য সুশাণিত শরে পূরি যুগ্ম তূণ।
ক্রোধভরে আসিতেছে জ্বলন্ত আগুন।।
কত দূরে দেখে সবে রথের পতাকা।
শূন্যপথে আসে যেন জ্বলন্ত উলকা।।
কুরুসৈন্য নিকটে আইল সেইক্ষণে।
কহিতে লাগিল অতি গভীর গর্জ্জনে।।
আরে দুষ্ট ত্যজ আজি জীবনের সাধ।
মনুষ্য হইয়া কর গন্ধর্ব্বে বিবাদ।।
এতেক বলিয়া দিল ধনুকে টঙ্কার।
মুহূর্ত্তেকে শরজালে কৈল অন্ধকার।।
শুনিয়া গন্ধর্ব্ব গর্ব্ব কর্ণে হৈল ক্রোধ।
টঙ্কারিয়া ধনুর্গুণ ধায় মহাযোধ।।
সূর্য্য-অস্ত্র এড়িলেন সূর্য্যের নন্দন।
হাসি চিত্রসেন অস্ত্র কৈল নিবারণ।।
তবে ত গন্ধর্ব্ব এড়ে তীক্ষ্ণ পাঁচ বাণ।
অর্দ্ধপথে কর্ণবাণে হৈল দশখান।।
গন্ধর্ব্ব দেখিল, অস্ত্র কাটিলেক কর্ণ।
ক্রোধে কম্পমান তনু, চক্ষু রক্তবর্ণ।।
সিংহমুখ দিব্য অস্ত্র যুড়িল ধনুকে।
অস্ত্রে অগ্নি বাহিরায় ঝলকে ঝলকে।।
মহাবীর কর্ণ তবে অপূর্ব্ব সন্ধানে।
কাটিল গন্ধর্ব্ব অস্ত্র, অর্দ্ধচন্দ্র বাণে।।
সর্পবাণ যুড়িল যে গন্ধর্ব্ব তখন।
যুড়িল গরুড়বাণ সূর্য্যের নন্দন।।
তবে কর্ণ দিব্য ভল্ল মন্ত্রে অভিষেকি।
সগর্ব্বে কহিল কর্ণ চিত্রসেনে ডাকি।।

আরে দুষ্ট অহঙ্কারে না দেখ নয়নে।
গর্ব্ব চূর্ণ হবে আজি পড়ি মোর বাণে।।
আকর্ণ পূরিয়া কর্ণ কৈল নিক্ষেপণ।
উঠিয়া আকাশ পথে করিল গর্জ্জন।।
অস্ত্র দেখি ব্যস্ত হয়ে গন্ধর্ব্ব-ঈশ্বর।
শীঘ্রহস্তে এড়ে বীর চোক চোক শর।।
দুই অস্ত্রে মহাযুদ্ধ হইল অম্বরে।
কাটিল দোঁহার অস্ত্র দোঁহাকার শরে।।
অস্ত্র ব্যর্থ দেখি কর্ণ সক্রোধ অন্তর।
চিত্রসেনে প্রহারিল শতেক তোমার।।
বাণাঘাতে ব্যগ্র হয়ে গন্ধর্ব্বের পতি।
ডাকিয়া বলিল তবে কর্ণ বীর প্রতি।।
ধন্য তোর বীরপণা, ধন্য তোর শিক্ষা।
এখন বুঝহ তুমি আমার পরীক্ষা।।
এতেক বলিয়া প্রহারিল দশ বাণ।
ব্যথায় ব্যথিত কর্ণ হইল অজ্ঞান।।
কতক্ষণে চেতন পাইলা মহাবল।
বেড়িল গন্ধর্ব্বে আসি কৌরব সকল।।
শতপূর করিয়া বেড়িল সর্ব্ব সেনা।
ধনুক টঙ্কার যেন সঘন ঝন্ঝনা।।
দশদিক যুড়িয়া করিল অন্ধকার।
গন্ধর্ব্ব সবার অস্ত্র করিল সংহার।।
প্রাণপণে সবে যুদ্ধ করিল বিস্তর।
সবে নিবারণ করে গন্ধর্ব্ব-ঈশ্বর।।
পরশুরামের শিষ্য কর্ণ মহাবীর।
অচল পর্ব্বত প্রায় যুদ্ধে রহে স্থির।।
রাখিয়া আপন সেনা আপন বিক্রমে।
প্রহরেক পর্য্যন্ত যুঝিল মহাশ্রমে।।
তবে ত গন্ধর্ব্ব মনে করিল বিচার।
জানিল কৌরব সেনা রণে অনিবার।।
মায়া বিনা এ সকল নারিব জিনিতে।
মায়ার পুত্তলী এই বিচারিল চিতে।।
রথ লুকাইল তবে না দেখি যে আর।
অর্ন্তদ্ধান করি কৈল বাণে অন্ধকার।।
অন্তরীক্ষে পড়ে বাণ, দেখে সর্ব্বজনে।
অচ্ছিদ্রে বরিষে যেন ধারার শ্রাবণে।।
কোথায় গন্ধর্ব্ব আছে, কেহ নাহি দেখে।
বৃষ্টিবৎ অস্ত্র সব পড়ে লাখে লাখে।।
মুখে মাত্র মার মার শুনি সবাকর।
সৈন্যেতে অক্ষত জন না রহিল আর।।
পড়িল অনেক সৈন্য, রক্তে বহে নদী।
হয় হাতী রথ রথী কে করে অবধি।।
কতক্ষণ রণ সহি ছিল কর্ণ বীর।
তাহার সহিত কিছু সৈন্য ছিল স্থির।।
শূন্য তূণ, ছিন্ন গুণ, অঙ্গে শ্রমজল।
বিষণ্ণ বদন সবে হইল বিকল।।
সহিতে না পারি ভঙ্গ দিল কর্ণবীর।
পলায় কৌরবসেনা ভয়েতে অস্থির।।
অম্বর নাহিক কার, নাহি বান্ধে কেশ।
পলায় সকল সৈন্য, পাগলের বেশ।।
বেগে ধায়, পশ্চাৎ না চায়, কোন জন।
স্ত্রীগণ রক্ষকমাত্র রাজা দুর্য্যোধন।।
কতক্ষণ সহে যুদ্ধ, প্রাণ ব্যগ্রতায়।
হেনকালে চিত্রসেন আইল তথায়।।
দুর্য্যোধনে ডাকি বলে পরিহাস বাণী।
গগনে গরজে যেন ঘোর কাদম্বিনী।।
আরে মন্দমতি দুষ্ট রাজা দুর্য্যোধন।
মনুষ্য হইয়া কর গন্ধর্ব্ব চালন।।

কোথা তোর সে বন্ধু সহায় সমুদিত।
একেলা রহিলি নারীগণের সহিত।।
এই অহঙ্কারে তুমি না দেখ নয়নে।
আজিকার রণে যাবি শমন সদনে।।
মহাভারতের কথা পুণ্য গীতিগান।
ভবসিন্ধু তরিতে নাহি ইহার সমান।।

চিত্রসেন কর্ত্তৃক কুরুনারীগণ সহ দুর্য্যোধনকে বন্দীকরণে ও কুরুনারীগণের যুধিষ্ঠিরের সমীপে দূত প্রেরণ

কর্ণ ভঙ্গ দি রণে, ব্যাকুল গন্ধর্ব্ব বাণে,
পলায় সক সেনাপতি।
পলায় ত্রিগর্ত্ত নাথ, সৌবল শকুনি সাথ,
কর্ণ দুঃশাসন বিবিংশতি।।
যত যত মহাবীর, রণেতে নহিল স্থির,
প্রমাদ গণিয়া সর্ব্বজন।
কে করে তাহার লেখা, কেবল রাখিয়া একা,
নারীবৃন্দ সহ দুর্য্যোধন।।
মহাত্রস্ত হয়ে যায়, নারীপানে নাহি চায়,
রথ চালাইয়া শীঘ্রগতি।
অশ্ব গজ ধায় রড়ে, পথেতে পদাতি পড়ে,
উঠে, হেন নাহিক শকতি।।
হেনমতে সৈন্য সব, করি মহা কলরব,
প্রাণ লয়ে পলায় তরাসে।
হাহাকার কোলাহল, পূর্ণ হল বনস্থল,
দেখিয়া গন্ধর্ব্বপতি হাসে।।
তবে দুর্য্যোধনে কয়, দুষ্টবুদ্ধি পাপাশয়,
না জানিস্ গন্ধর্ব্ব কেমন।
আরে মন্দ মতিমান, ভালমন্দ নাহি জ্ঞান,
অহঙ্কারে করিস্ হেলন।।
না জানিস্ নিজ বল, এখনি উচিত ফল,
মোর হাতে অবশ্য পাইবে।
লইব তোমার প্রাণ, ইহাতে নাহিক আন,

মনের বাসনা পূর্ণ হবে।।
এত বলি নিজ অস্ত্র, যুড়িলেন লঘুহস্ত,
গন্ধর্ব্ব-ঈশ্বর ক্রোধমনে।
অব্যর্থ জানয়ে সন্ধি, এবে সে করিয়া বন্দী,
ধরিলেক রাজা দুর্য্যোধনে।।
বন্দী হৈল কুরুশ্রেষ্ঠ, স্বপক্ষ দিলেক পৃষ্ঠ,
দোসর নাহিক আর সাথে।
স্ত্রীবৃন্দ সহিত রাজা, রথে তুলে মহাতেজা,
শীঘ্রগতি যায় স্বর্গপথে।।
ঘোর আর্ত্তনাদ করি, কান্দয়ে সকল নারী,
হায় হায় ডাকে উচ্চৈঃস্বরে।
কপালে কঙ্কণাঘাত, ঘন ডাকে জগন্নাথ,
পার কর বিপত্তি সাগরে।।
মোরা সর্ব্বধর্ম্ম হীন, পাপকর্ম্ম প্রতিদিন,
তব ভক্তিলেশ নাহি মনে।
সত্য মোরা হীনতপা, কেবল করহ কৃপা,
দীনবন্ধু নামের কারণে।।
ইত্যাদি অনেক করি, স্তুতি করে কুলনারী,
কেহ নিন্দা করে নিজ পতি।
দুষ্টবুদ্ধি স্বামীগণ, ধর্ম্মে হিংসে অনুক্ষণ,
সে কারণে হৈল হেন গতি।।
কুরুশ্রেষ্ঠ ধর্ম্মপতি, ধর্ম্মেতে যাঁহার মতি,
অনুগত ভাই চারি জন।
কেবল ধর্ম্মের সেতু, প্রাণ ত্যজে ধর্ম্ম হেতু,
তাঁরে দুঃখ দিল দুর্য্যোধন।।
সতী সাধ্বী পতিব্রতা, দেব দ্বিজ অনুগতা,
সতত ধর্ম্মেতে যাঁর মতি।
লক্ষ্মীঅংশ যাজ্ঞসেনী, সভামধ্যে তারে আনি,
চুলে ধরি করিল দুর্গতি।।

www.bengaliebook.com

সে ধর্ম্ম ফলিল আজি, বিপদ সাগরে মজি,
সবাই হারানু জাতি কুল।
বার্ত্তা পেয়ে ধর্ম্মরাজ, জানিয়া কুলের লাজ,
কেবল রক্ষার মাত্র মুল।।
তবে দুর্য্যোধন নারী, এই যুক্তি মনে করি,
অনুচরে কহে শীঘ্রগতি।
বিলম্ব না কর তাত, যথা পাণ্ডবের নাথ,
কহ গিয়া সকল দুর্গতি।।
কহিবে বিনয় করি, মো সবার নাম ধরি,
নিশ্চয় মজিল কুরুবংশ।
মো সবার কর্ম্মফলে, এ কুৎসা কলঙ্ক কুলে,
চিত্রসেন হাতে জাতি ধ্বংস।।
অনুচর কহে বাণী, সত্য কহ ঠাকুরাণী,
পাসরিলা পূর্ব্বকথা সব।
যে কর্ম্ম করিয়া তাঁরে, পাঠাইলা বনান্তরে,
তাহা বিনা কে আছে বান্ধব।।
যে আজ্ঞা তোমার মাতা, এখনি যাইব তথা,
কহিব সকল সমাচার।
ধর্ম্মরাজ মহাশয়, বীর বটে ধনঞ্জয়,
ভীম হস্তে নাহিক নিস্তার।।
রাণী বলে ধর্ম্মরাজ, জানিয়া কুলের লাজ,
আমা সবার আপদ ভঞ্জনে।
না করিবে ভেদমতি, পরদুঃখে দুঃখী অতি,
উদ্ধারিতে পাঠাবে অর্জ্জুনে।।
স্বামী মোর অপরাধী, ইহাতে অবজ্ঞা যদি,
করিয়া উদ্ধার না করিবে।
মিলিয়া সকল নারী, বিষ ভগ্নি ভর করি,
কিংবা জলে প্রবেশি মরিবে।।
এত শুনি শীঘ্র দূত, গেল যথা ধর্ম্মসুত,

মাদ্রীর তনয় ভীমার্জ্জুন।
বেষ্টিত ব্রাহ্মণভাগে, করযোড় করি আগে,
কহিতে লাগিল সকরুণ।।
অবধান মহারাজ, দৈবের দুর্গতি কাজ,
রাজা এল প্রভাসের স্নানে।
বিধির নির্ব্বন্ধ কর্ম্ম, খণ্ডন না যায় ধর্ম্ম,
বন্দী হৈল চিত্রসেন-বাণে।।
গন্ধর্ব্বের মায়াবলে, পোড়াইল অস্ত্রানলে,
প্রাণেতে কাতর যত সেনা।
কর্ণ শাল্ব দুঃশাসন, যত মহাযোধগণ,
প্রাণ লয়ে যায় সর্ব্বজনা।।
একা ছিল দুর্য্যোধন, রক্ষা হেতু নারীগণ,
প্রাণপণে যুঝিল রাজন।
যতেক নারীর সহ, করাইয়া রথারোহ,
লয়ে যায় করিয়া বন্ধন।।
প্রতিকারে নহে শক্য, পৃষ্ঠভঙ্গ দিল পক্ষ,
শেষে যায় জাতি কুল প্রাণ।
আকুল হইয়া মনে, তব ভ্রাতৃ বধূগণে,
পাঠাইয়া দিল তব স্থান।।
আরো বা কি কব আমি , আজন্ম আমার স্বামী,
অপরাধী তোমার চরণে।
কুলের কলঙ্ক ভয়, ভয়ার্ত্ত জনের ভয়,
দূর কর আপনার গুণে।।
ইহা সবাকার দোষে, যদি এই অভিরোষে,
উদ্ধার না কর ধর্ম্মপতি।
হইবে বধের ভাগী, জীব বা কিসের লাগি,
অনল গরল জলে গতি।।
তোমার কুলের নারী, গন্ধর্ব্ব লইয়া হরি,
যাবৎ না যায় অতি দূর।

দেখিয়া উচিত কর্ম্ম, করহ কুলের ধর্ম্ম,
রক্ষা কর কুলের ঠাকুর।।
শুনিয়া চরের কথা, মর্ম্মে পাইলেন ব্যথা,
ধর্ম্মপুত্র রাজা যুধিষ্ঠির।
কুলের কলঙ্ক আর, ভয়ান্বিত অবলার,
রক্ষা হেতু হৈলেন অস্থির।।
বিষম নিগ্রহ জানি, বিচারিয়া নৃপমণি,
অর্জ্জুনে কহেন সবিশেষ।
শীঘ্র আন দুর্য্যোধনে, কহি চিত্রসেন স্থানে,
যাবৎ না যায় নিজ দেশ।।
বিনয় পূর্ব্বক তথা, কহিবা মধুর কথা,
বহুবিধ আমার বিনয়।
যদি তাহে সাম্য নহে, দ্বৈপায়ন দাস কহে,
দণ্ড দিবা উচিত যে হয়।।

ধর্ম্মাজ্ঞায় ভীমার্জ্জুনের যুদ্ধযাত্রা এবং নারীগণের সহিত দুর্য্যোধনের মুক্তি

যুধিষ্ঠির বলিলেন, যাহ শীঘ্রগতি।
গন্ধর্ব্ব না যায় যেন আপন বসতি।।
ছাড়াইয়া আন গিয়া প্রধান কৌরবে।
প্রণয়পূর্ব্বক হৈলে দ্বন্দ্ব না করিবে।।
এত যদি কহিলেন ধর্ম্ম নরপতি।
গর্জ্জিয়া উঠিল ভীম অর্জ্জুন সুমতি।।
ধন্য মহাশয় তুমি ধর্ম্ম অবতার।
এখনো ঈদৃশ চিত্তে মহত্ত্ব তোমার।।
আমা সবাকারে দুষ্ট যতেক করিল।
কাল পেয়ে সেই ফল এখন ফলিল।।
অহর্নিশি জাগে সেই মনের অনিষ্ট।
গন্ধর্ব্ব করিল তাহা, ঘুচিল অরিষ্ট।।
অধর্ম্মে বাড়ায় রাজা অধর্ম্মীর সুখ।
তাহা দেখি নিত্য পায় পরম কৌতুক।।
ক্রমে ক্রমে সকল সংসার করে জয়।
যথাকালে মূল সহ বিনাশিত হয়।।
যত গর্ব্ব করিল কৌরব দুরাশয়।।
নিঃশত্রু হইল রাজ্য, চল নিজালয়।
এতেক বলেন যদি ভাই দুই জন।
মনেতে চিন্তেন তবে ধর্ম্মের নন্দন।।
বিনা ক্রোধে কার্য্যসিদ্ধি না হয় নিশ্চয়।
তবে ধর্ম্ম কহিলেন ডাকি ধনঞ্জয়।।

কহিলে যতেক পার্থ অন্যথা না করি।
সে মম পরম শত্রু, আমি তার বৈরী। ।
আত্মপক্ষে ঘরে দ্বন্দ্ব করিব যখন।
তারা শত সহোদর মোরা পঞ্চ জন।।
সেই দ্বন্দ্ব হয় যদি পরপক্ষগত।
তখন আমরা ভাই পঞ্চোত্তর শত।।
সে কারণে কহি ভাই করিতে উদ্ধার।
পূর্ব্বাপর আছে ভাই নীতি বিধাতার।।
আর এক কথা শুন বিচারিয়া মনে।
যদি না আনিবে তুমি রাজা দুর্য্যোধনে।।
দুষ্টবুদ্ধি অতিশয় রাজা চিত্রসেনে।
পশ্চাৎ হইবে তার অহঙ্কার মনে।।
লইবেক দুর্য্যোধনে সহ নারীবৃন্দ।
অমর মণ্ডলী তথা আছেন সুরেন্দ্র। ।
সবাকার আগে কহিবেক সমাচার।
জিনিনু কৌরবসেনা রণে অনিবার।।
যুধিষ্ঠির পঞ্চ জন তথায় আছিল।
যত মোর পরাক্রম বসিয়া দেখিল।।
তাহার কুলের বধূ সহ দুর্য্যোধনে।
বান্ধিয়া আনিনু দেখিলেক সর্ব্বজনে।।
বারণ করিতে শক্তি নহিল কাহার।
কহিবে ইন্দ্রের আগে এই সমাচার।।
শুনিয়া হাসিবে যত অমর সমাজ।
অবজ্ঞা করিবে তোমা ইন্দ্র দেবরাজ।।
তুমি যে অবজ্ঞা কর ভাবিয়া বিপক্ষ।
দেবতা জানিবে, তুমি বলেতে অশক্য।।
আনিতে বলিনু আমি ইহা মনে করি।
নহে দুর্য্যোধন মম কোন উপকারী।।
শুনিয়া উঠিল কোপে বীর ধনঞ্জয়।
এমত কহিবে দুষ্টবুদ্ধি পাপাশয়।।
এই দেখ মহাশয় তোমার প্রসাদে।
না জীবে গন্ধর্ব্ব আজি, পড়িল প্রমাদে।।
এত বলি মহাক্রোধে উঠিয়া অর্জ্জুন।
গাণ্ডীব নিলেন হাতে বান্ধি যুগ্ম তূণ।।
যুধিষ্ঠিরে প্রণমিয়া করি কৃতাঞ্জলি।
রথে গিয়া চড়িলেন শ্রীগোবিন্দ বলি।।
পবন গমন জিনি চলে স্বর্গপথ।
ক্ষণে উত্তরিল যথা চিত্রসেন রথ। ।
পাছে যান ধনঞ্জয় ফিরিয়া নেহালি।
শীঘ্রগতি রথ চালাইল মহাবলী।।
তবে পার্থ মনে মনে করেন বিচার।
পলায় গন্ধর্ব্ব ভয়ে অই কুলাঙ্গার।।
অতিবেগে ধায় রথ, যাবে স্বর্গমাঝে।
বিদিত হইবে তবে দেবতা সমাজে।।
ইহা জানি শরজালে রোধিলেন পথ।
ফাঁফর গন্ধর্ব্বপতি নাহি চলে রথ।।
চতুর্দ্দিকে ফিরি দেখে, যেতে নাহি শক্য।
পিঞ্জরের মধ্যে যেন রহে পোষা পক্ষ।।
সেইক্ষণে উপনীত বীর ধনঞ্জয়।
দেখিয়া গন্ধর্ব্বপতি কহে সবিনয়। ।
কহ পার্থ কোন কাজে আসিলে হেথায়।
দুর্য্যোধন উপকারে আসিতেছ প্রায়।।
এই সে আশ্চর্য্য বড় লাগে মোর মনে।
আজন্ম হিংসিল দুষ্ট তোমা পঞ্চ জনে।।
কহিতে না পরি পূর্ব্বে দিল যত ক্লেশ।
সম্প্রতি দেখি যে বনে তপস্বীর বেশ।।
তাহার উচিত ফল পায় দৈববশে।
পথ ছাড় শীঘ্রগতি, যাই নিজ বাসে। ।

পার্থ বলিলেন, জ্ঞান নাহিক তোমায়।
কহিলে যতেক কথা পাগলের প্রায়।।
আপনা আপনি লোক যত দ্বন্দ্ব করে।
আত্মপক্ষ কভু নহে প্রতিপক্ষ পরে।।
ইহাতে এতেক ছিদ্র কহিস অজ্ঞান।
আমা সবে ভিন্ন ভাব করেছিস্ জ্ঞান।।
যুধিষ্ঠির তুল্য মম ভাই দুর্য্যোধন।
তাহারে লইয়া যাস্ করিয়া বন্ধন।।
এই কুলবধূগণে তুমি লয়ে যাবে।
লোকেতে হইবে কুৎসা, কলঙ্ক রটিবে।।
কুলের কুৎসায় সুখী কুলাঙ্গার জন।
কি মতে সহিবে তাহা আমার এ মন।।
এই হেতু শীঘ্রগতি আইনু হেথায়।
ছাড় দুর্য্যোধনে, নহে যাবে যমালয়।।
করহ সকলে মুক্ত, নহে ফল দিব।
মুহূর্ত্তে শমন-গৃহে তোমারে পাঠাব।।
চিত্রসেন বলে, তোর জানিলাম মতি।
বুঝিয়া করিল বিধি এতেক দুর্গতি। ।
মরিতে বাসনা তব হইল নিশ্চয়।
দুই ভাই এক সঙ্গে যাবি যমালয়।।
এত বলি দিল শীঘ্র ধনুকে টঙ্কার।
দশ দিক শরজালে হৈল অন্ধকার।।
দেখি পার্থ হইলেন জ্বলন্ত অনল।
নিমিষের মধ্যে কাটিলেন সে সকল।।
দোঁহার বিচিত্র শিক্ষা দোঁহে লঘু হস্ত।
বৃষ্টিবৎ শত শত পড়ে কত অস্ত্র।।
কাটিল দোঁহার অস্ত্র দোঁহাকার শরে।
জ্বলন্ত উলকা প্রায় উঠয়ে অম্বরে।।
হইল দোঁহার অঙ্গ শরেতে জর্জ্জর।
ভ্রুভঙ্গ তিলেক নাহি, দোঁহে ধনুর্দ্ধর।।
গন্ধর্ব্ব আপন মায়া করিল প্রকাশ।
সন্ধান পূরিয়া অস্ত্র এড়িলেন পাশ।।
দিব্য অস্ত্র এড়ি পার্থ করে নিবারণ।
দশ অস্ত্র অঙ্গে তার করেন ঘাতন। ।
দেবতা গন্ধর্ব্ব যক্ষ রাক্ষসিক দীক্ষা।
নরেতে নাহক তুল্য অর্জ্জুনের শিক্ষা।।
যে বাণে গন্ধর্ব্ব বান্ধে রাজা দুর্য্যোধনে।
সেই বাণ ধনঞ্জয় যুড়ে ধনুর্গুণে। ।
বান্ধি গন্ধর্ব্বের গলা ভুজের সহিত।
নিজ রথে চড়াইয়া চলেন ত্বরিত।।
দুর্য্যোধন নারী সহ গন্ধর্ব্বের পতি।
মুহূর্ত্তেকে উপনীত ধর্ম্মের বসতি।।
সমর্পিয়া সকলেরে করে নিবেদন।
যেমতে গন্ধর্ব্বপতি করিলেক রণ।।
যুধিষ্ঠির খুলিলেন দোঁহার বন্ধন।
পার্থে অনুযোগ করিলেন অগণন।।
এই চিত্রসেন হয় গন্ধর্ব্বের পতি।
ইহাকে উচিত নহে এতেক দুর্গতি।।
চিত্রসেনে কহিলেন, তুমি মতিমন্ত।
চালন করহ কেন ক্ষত্রিয় দুরন্ত।।
বালক অর্জ্জুন করিলেক অপরাধ।
চাহিয়া আমার মুখ করহ প্রসাদ।।
না কহিবে ইন্দ্রকে এ সব অপমান।
যাহ শীঘ্র নিজালয়ে, করহ প্রয়াণ। ।
শুনিয়া গন্ধর্ব্বপতি আনন্দিত মনে।
আশীর্ব্বাদ করি তবে চলে সেইক্ষণে।।
মহাভারতের কথা অমৃত সমান।
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান। ।

দুর্য্যোধনের সপরিবারে স্বরাজ্যে প্রস্থান

গন্ধর্ব্ব বিদায় হয়ে গেল নিজস্থান।
দুর্য্যোধন আসি ধর্ম্মে করিল প্রণাম।।
বসিল মলিন মুখে হয়ে নম্রশির।
মধুর বচনে কহিছেন যুধিষ্ঠির।।
শুন ভাই, হেন কর্ম্ম না করিহ আর।
পৌরুষ নাহিক ইথে আমা সবাকার।।
বিশেষ বৈভব কালে ধর্ম্ম- আচরণ।
সমধিক হয় ইহা খ্যাতির কারণ।।
কহিলেন এই মত বহু নীতি বানী।
অগ্রসরি নারীগণে আনে যাজ্ঞসেনী। ।
দ্রৌপদীরে প্রণমিল যত নারীগণ।
যতেক দুঃখের কথা কৈল নিবেদন।।
দুস্তর সাগর মাঝে ডুবিল তরণী।
নিজগুণে উদ্ধারিলা ধর্ম্ম নৃপমণি।।
বুঝিলাম, কুরুবংশ রক্ষার কারণে।
নিবসতি তোমা সবে কৈলে এই বনে।।
তবে কৃষ্ণা সবাকারে করিল সম্মান।
ক্ষুধার্ত্ত দেখিয়া দিল দিব্য অন্নাপান।।
একত্র হইল তবে যত সৈন্যগণ।
পরম কৌতুকে কবে করিল ভোজন।।
রাজা আদি করিয়া ভুঞ্জিল ক্রমে ক্রমে।
নারীবৃন্দ আকুল হইল সবে ঘুমে।।
ভয়ে কেহ নাহি শোয় রাজার কারণে।
দ্রৌপদী সহিত আছে কথোপকথনে।।
তবে মানী দুর্য্যোধন মলিন বদনে।
বিদায় লইয়া চলে ধর্ম্মের চরণে।।
মধুর সম্ভাষে রাজা করিয়া বিদায়।
অগ্রসরি কতদূর যান ধর্ম্মরায়।।
শীঘ্রগামী চলে সবে যত সেনাগণ।
বিরস বদনে যায় রাজা দুর্য্যোধন। ।
নগরে যাইতে আর আছে কত পথ।
সেইখানে দুর্য্যোধন রহাইল রথ।।
মাতুল শকুনি আর কর্ণ দুঃশাসনে।
সম্বোধিয়া কহিতে লাগিল দুঃখমনে। ।
স্বসৈন্য সহিত দেশে যাহ সর্ব্বজন।
নিশ্চয় কহিনু আমি ত্যজিব জীবন।।
পূর্ব্বে না বুঝিনু আমি আপনার বল।
বিধি তার সমুচিত দিয়াছেন ফল।।
পূর্ব্বে যদি এ সকল কহিতে হে সবে।
যুধিষ্ঠির সহ কেন বিরোধ হইবে।।
ভীমার্জ্জুন হতে মোরে স্নেহ তাঁর অতি।
স্বচ্ছন্দে পালিত মোরে ধর্ম্ম নরপতি।।
ভ্রাতৃভেদ করাইলে করিয়া আশ্বাস।
আমি মন্দমতি, তাহে করিনু বিশ্বাস।।
অনুক্ষণ কহ সবে, মারিব পাণ্ডব।
চক্ষু কর্ণে বিবাদ ঘুচিল আজি সব।।
পলাইলে সবে মোরে রাখি যুদ্ধভূমে।
বান্ধিয়া লইতেছিল গন্ধর্ব্ব-আশ্রমে।।
আর দেখ অপরূপ রহস্য বিধির।
আজন্ম হিংসিনু আমি রাজা যুধিষ্ঠির।।
উদ্ধার করিল সেই আমা হেন জনে।
মরণ অধিক লাজ মস্তক মুণ্ডনে।।
চিত্রসেন হস্তে মৃত্যু শ্রেষ্ঠ শতগুণ।
অযশ লভিনু উদ্ধারিল যে অর্জ্জুন।।

কোন্ লাজে লোকমাঝে দেখাব বদন।
নিশ্চয় না যাব দেশে, এই নিরূপণ। ।
তবে কর্ণ মহাবীর দেখিয়া অশক্য।
কহিতে লাগিল কথা রাজহিত পক্ষ।।
শুন রাজা কি কারণে চিন্ত অকারণ।
জয় পরাজয় যত দৈবের ঘটন।।
ইন্দ্র দেবরাজ হন অমর ঈশ্বর।
সদাকাল দেখ তাঁর দানবের ডর।।
কতবার স্বর্গভ্রষ্ট করাইল তাঁরে।
পুনরায় পায় রাজ্য উপায় প্রকারে। ।
পূর্ব্বাপর হেন নীতি বিধির আছয়।
কখন বা জয় যুদ্ধে, কভু পরাজয়।।
কহিলে যে যুধিষ্ঠির উদ্ধার কারণ।
আপনার স্বীয় ধর্ম্ম কৈল প্রবর্ত্তন।।
ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠির অধর্ম্মের ভয়ে।
সে কারণে পাঠাইল বীর ধনঞ্জয়ে।।
সৈন্য হেতু সেনাপতি জয় করে রণ।
পূর্ব্বাপর এইমত বিধির ঘটন।।
শুন ওহে মহারাজ আমার বচন।
আজি আমি কহি কথা, করিব যেমন।।
প্রতিজ্ঞা করিনু আমি সবাকার আগে।
মহাবীর ধনঞ্জয় থাক্ মোর ভাগে।।
তব হস্তে ভীমসেন না ধরিবে টান।
আর জনে সংহারিব পতঙ্গ সমান।।
পরাজয় হেতু রাজা কর অভিমান।
শাস্ত্রমত কহি শুন তাহার বিধান। ।
বিদ্যার সমান বন্ধু নাহি ত্রিভুবনে।
অপত্য সমান স্নেহ নাহি অন্য জনে।।
শত্রু কেহ নহে রাজা ব্যাধির সমান।
সবারে অধিক দেখ দৈব বলবান।।
দৈব রণ বুঝি ক্ষমা করিলাম সবে।
মনুষ্য হইলে অপমান বলি তবে।।
এতেক বলিল যদি সূর্য্যের নন্দন।
তথাপিহ মৌনভাবে আছে দুর্য্যোধন। ।
হেনকালে মিলি দৈত্য দানব সকল।
দুর্য্যোধন দুঃখে কহে হইয়া বিকল।।
আমাদের হিতে জন্ম হইল ইহার।
তেঁই সে ইহার দুঃখে দুঃখ সবাকার।।
আশ্বাস করিয়া সবে বলে শূন্যবাণী।
ঘরে যাহ ওহে রাজা কর্ণ কথা শুনি।।
যাহ কুরুশ্রেষ্ঠ রাজা আপন আলয়।
কর্ণের প্রতিজ্ঞা রাজা কভু মিথ্যা নয়।।
যুদ্ধে পরাজয় হেতু না করিহ মনে।
দেবতা মনুষ্যে যুদ্ধ ভঙ্গ সে কারণে।।
এত শুনি উঠিলেন কৌরবের পতি।
সসৈন্যেতে নিজরাজ্যে যায় শীঘ্রগতি।।
পাইয়া এ সব বার্ত্তা ভীষ্ম মহাবল।
ধৃতরাষ্ট্র অগ্রে গিয়া কহিল সকল।।
তোমার পুত্রের কথা করহ শ্রবণ।
যে হেতু বিলম্ব তার হৈল এতক্ষণ। ।
যথায় কাম্যকবন প্রভাসের তীর।
পঞ্চ সহোদর যথা রাজা যুধিষ্ঠির। ।
দুষ্টবুদ্ধি কর্ণ শকুনির দুষ্টপণে।
বৈভব দেখাতে গেল লয়ে সর্ব্বজনে। ।
গন্ধর্ব্ব অধিপ সহ সংগ্রাম হইল।
সসৈন্যে শকুনি কর্ণ দূরে পলাইল। ।
নারীবৃন্দ সহ পরে ধরি দুর্য্যোধনে।
গন্ধর্ব্ব লইতেছিল করিয়া বন্ধনে।।

দয়ার সাগর অতি, ধর্ম্মের তনয়।
উদ্ধারিল পাঠাইয়া বীর ধনঞ্জয়।।
এখনো এরূপ যার ধর্ম্ম আচরণ।
তাহার সর্ব্বত্র জয়, জানিহ রাজন।।
শুনিয়া অন্ধের হৈল ব্যাকুলিত মন।
বহু মতে নিন্দা করে নিজ পুত্রগণ।।
মহাভারতের কথা ধর্ম্ম উপাখ্যান।
ভবসিন্ধু তরিতে হয় পুণ্য সোপান।।

হস্তিনায় সশিষ্য সুর্ব্বাসার আগমন

জনমেজয় বলে, মুনি কহ বিবরণ।
সহজে অশুদ্ধবুদ্ধি রাজা দুর্য্যোধন।।
আজন্ম হিংসিল দুষ্ট নানা দুরাচারে।
ক্ষমাবন্ত ধর্ম্মশীল ধর্ম্ম অবতারে।।
তথাপিহ করি স্নেহ তারেন সঙ্কটে।
হেন জনে দুঃখ দুষ্ট দিলেক কপটে।।
মৃত্যু হৈতে উদ্ধারিল যেই মহাজন।
পুনরপি বাঞ্ছা করে তাহার মরণ।।
অহিংসা পরম ধর্ম্ম, না করে গণন।
সে হেতু সবংশে মজে রাজা দুর্য্যোধন।।
শুনিনু অপূর্ব্ব কথা তোমার বদনে।
অতঃপর কি করিল দুষ্টবুদ্ধিগণে।।
শুনিবারে ইচ্ছা বড় ইহার বিধান।
পিতামহগণ তবে গেল কোন্ স্থানে।।
শুনিতে আনন্দ বড় জন্মায়ে অন্তরে।
মুনিবর বিস্তারিয়া বলহ আমারে।।
বলেন বৈশম্পায়ন, শুন কুরুবর।
কাম্যক-কাননে আছে পঞ্চ সহোদর।।
যজ্ঞ জপ ব্রত তপ ধর্ম্ম আচরণ।
পূর্ব্বমত শত শত ব্রাহ্মণ ভোজন।।
হেথায় আসিয়া তবে কৌরব প্রধান।
গন্ধর্ব্বপতির হাতে পেয়ে অপমান।।
আহারে অরুচি হৈল, অভিমান মনে।
একান্তে বসিয়া কহে যত দুষ্টগণে।।
হে কর্ণ প্রাণের সখা, মাতুল ঠাকুর।
কি মত প্রকারে মোর দুঃখ হবে দূর।।
করিলে সুযুক্তি সবে যতেক মন্ত্রণা।
বিশেষ হইল সেই আপন যন্ত্রণা।।
সুন্দর দেখিতে চক্ষে পরিল অঞ্জন।
বিধির বিপাকে অন্ধ হইল নয়ন।।
গন্ধর্ব্ব করিল যত মোর অপমান।
ততোধিক শত্রুহস্তে হয়ে পরিত্রাণ।।
ইহা হতে মৃত্যু শ্রেষ্ঠ, গণি শতগুণে।
এতেক দুর্গতি হবে, কেবা ইহা জানে।।
আর দেখ পাণ্ডবের পুণ্যের প্রকাশ।
স্বর্গের অধিক সুখ অরণ্যে নিবাস।।
ইন্দ্রের সমান সঙ্গী চারি সহোদর।
সূর্য্যতুল্য শত শত কত দ্বিজবর।।
মনের মানসে সবে করে নানা ভোগ।
দ্রুপদ-নন্দিনী একা করয়ে সংযোগ।।
জানিনু নিশ্চয় তারা দৈবে বলবান।
মম সুখ নহে তার শতাংশে সমান।।
সূর্য্যের সমান পঞ্চ শত্রু বলবন্ত।
ত্রয়োদশ বৎসরান্তে করিবেক অন্ত।।
অর্জ্জুনে জিনিবে হেন নাহি ত্রিভুবনে।
সুরাসুর নর আদি আছে যত জনে।।

মাতুল, ত্রিগর্ত্ত, তুমি, আমি, দুঃশাসন।
বহুশ্রম করিলে না পারি কদাচন।।
বনের নিবাস শেষ যে কিছু আছয়।
ইতিমধ্যে এমন উপায় যদি হয়।।
প্রকারে পরম শত্রু যদি হয় নাশ।
আমার মনের হয় পূর্ণ অভিলাষ।।
এতেক কহিল যদি রাজা দুর্য্যোধন।
কহিতে লাগিল তবে দুষ্ট মন্ত্রিগণ।।
কি কারণে কর তুমি পাণ্ডবের ভয়।
নিজ পরাক্রম নাহি জান মহাশয়।।
বুদ্ধিবলে করিব উপায় যত আছে।
তাতে রক্ষা পেয়ে দেখি কেমনেতে বাঁচে।।
অস্ত্রের অনলে দগ্ধ করিব পাণ্ডবে।
সামান্য কর্ম্মেতে কেন চিন্ত এত সবে।।
দুষট মন্ত্রিগণ যত কহিলেক ভাষা।
তার কত দিনান্তরে আইল দুর্ব্বাসা।।
সঙ্গেতে সহস্র দশ শিষ্য মহাঋষি।
মধ্যাহ্ন সূর্য্যের প্রায় উত্তরিল আসি।।
দুর্য্যোধন শুনি তবে ঋষি আগমন।
আগুসরি কত দূরে গেল সর্ব্বজন।।
যতেক অমাত্য আর সহোদর শত।
মুনির চরণে সবে হৈল দণ্ডবত।।
প্রণাম করিল শিষ্যগণে সর্ব্বজনে।
বসাইল মুনিরাজে রত্ন সিংহাসনে।।
সুবাসিত জল আনি রাজা দুর্য্যোধন।
আপনি করিল ধৌত মুনির চরণ।।
পাদ্য অর্ঘ্য আদি দিয়া পূজে মুনিরাজে।
সেই মতে পূজিলেক শিষ্যের সমাজে।।
করযোড় করি তবে রাজা দুর্য্যোধন।
কহিতে লাগিল কিছু, বিনয় বচন।।
নিবেদন আছে কিছু, কিন্তু ভয় নয়।
আমার ভাগ্যের কথা কহনে না যায়।।
আজি মোরে সুপ্রসন্ন হৈল দেবগণ।
সে কারণে দেখিলাম তোমার চরণ।।
মুনি বলে, শুনিয়াছি তব ভাগ্য কথা।
সে হেতু আসিতে বাঞ্ছা বহুদিন হেথা।।
তোমার বৈভব যত শুনি লোকমুখে।
দেখিতে আসিনু হেথা মনের কৌতুকে।।
রাজা বলে, উগ্র তপ কৈল পিতৃগণ।
জানিনু প্রসন্ন মোরে দেব দ্বিজগণ।।
পাইলাম আজি পূর্ব্ব তপস্যার ফল।
নিশ্চয় জানিনু মোর জনম সফল।।
জানিলাম আজি মোরে সুপ্রসন্ন বিধি।
নতুবা আমার গৃহে কেন তপোনিধি।।
বহুবিধ স্তব কৈল কৌরব সমাজ।
বসিবারে আজ্ঞা করি কহে মুনিরাজ।।
মুনি বলে, ভাগ্যবন্ত তুমি ক্ষিতিতলে।
নহিবে এমন আর ক্ষত্রিয়ের কুলে।।
মহাবংশজাত তুমি খ্যাত চরাচর।
তব পূর্ব্ব পিতামহ যত পূর্ব্বাপর।।
মহাকীর্ত্তিমান যত সবে মহাতেজা।
সে মত হইলে তুমি নিজে মহারাজা।।
কিন্তু পূর্ব্ব পিতামহ করিল যে কর্ম্ম।
সেইমত প্রাণপণে পাল কুলধর্ম্ম।।
যজ্ঞ তপ ব্রত আর ব্রাহ্মণ ভোজন।
সুনীতে করিবে নিত্য প্রজার পালন।।
দ্রব্য কিনি মূল্য দিবে, উচিত যে হবে।
বিক্রয় করিতে ঔপাধিক না লইবে।।

পালন করিবে প্রজা পুত্রের সমানে।
দোষমত শাস্তি দিবে দুষ্টবুদ্ধি জনে।।
মান্যজনে নিত্য নিত্য বাড়াইবে মান।
যে কিছু কহিবে কথা বিনয় বিধান।।
সতত না হয় শান্তি, সদা নহে রোষ।
কালের উচিত কর্ম্ম পরম পৌরুষ।।
দুষ্ট বুদ্ধিদাতা যেই দুষ্ট দুরাচার।
সে সবার সহ নাহি করিবে ব্যাভার।।
সতত শাসনে যেন থাকে সর্ব্ব ক্ষিতি।
অনুরক্ত থাকে যেন সকল নৃপতি।।
পরপক্ষে কদাচিৎ নহিবে বিশ্বাস।
রাখিবে অন্তর জানি যত দাসী দাস।।
বিরূপ না হও কভু আত্মপক্ষ জনে।
পালিবে এ সব কথা পরম যতনে।।
নহুষ যযাতি আদি পূর্বব বংশ যত।
পৃথিবী পালিত সবে করি এই মত।।
সে সবা হইতে তব বিপুল বিভব।
দ্বিগুণ পাইবে শোভা হইলে এ সব।।
এত শুনি সবিনয়ে বলে কুরুপতি।
যাহা করিয়াছি আমি, আপন শকতি।।
অতঃপর যাহা হয়, তব উপদেশ।
আপনি করিয়া কৃপা কহিলে বিশেষ।।
পালন করিবে যত্নে তব এই কথা।
আপনি হইলা মম জ্ঞান চক্ষুদাতা।।
পূর্ব্বপিতামহগণ চিল উগ্রতপা।
সে কারণে কর প্রভু এতদূর কৃপা।।
এখন হইল প্রভু সফল জীবন।
এরূপে অনেক স্তুতি কৈল দুর্য্যোধন।।
হেনমতে কথোপকথনে মুনিরাজ।
পরম আনন্দ মতি কৌরব সমাজ।।
নানা বাক্য কথায় কৌতুক মনঃসুখে।
মুনিরে করিল বশ যত সভালোকে।।
একদা একান্তে বসি রাজা দুর্য্যোধন।
ডাকিল শকুনি কর্ণ ভাই দুঃশাসন।।
কর্ণে সম্বোধিয়া কহে কৌরব প্রধান।
আমার বচন সখা কর অবধান।।
বিচার করিনু এক আমি মনে মনে।
পঞ্চ ভাই পাণ্ডবেরা রহে কাম্যবনে।।
দ্রুপদ-নন্দিনী কৃষ্ণা লক্ষ্মীর সমান।
তাহার প্রসাদে সবে পায় পরিত্রাণ।।
সূর্য্যের কৃপার ফলে কিঞ্চিৎ রন্ধনে।
পরম সন্তোষে তাহা ভুঞ্জে লক্ষ জনে।।
যত লোক যায় তথা, সবে অন্ন পায়।
যতক্ষণ যাজ্ঞসেনী কিছু নাহি খায়।।
অক্ষয় থাকয়ে যত চতুর্ব্বিধ ভোগ।
অপূর্ব্ব দিখেহ কিবা বিধির সংযোগ।।
দ্রুপদ-নন্দিনী কৃষ্ণা করিলে ভোজন।
কিঞ্চিৎ মাগিলে নাহি পায় কোন জন।।
প্রতিদিন হেনমতে ভুঞ্জায় সবায়।
দশ দণ্ড নিশাযোগে নিজে কিছু খায়।।
সেকালে, সে স্থানে যদি যান মুনিরাজ।
সংহতি করিয়া যত শিষ্যের সমাজ।।
দ্রৌপদীর ভোজনান্তে যাবে সেইস্থানে।
সেবায় নহিবে ক্ষম ভাই পঞ্চ জনে।।
দোষ দেখি মহামুনি দিবে ব্রহ্মশাপ।
মরিবে পাণ্ডব-বংশ, ঘুচিবে সন্তাপ।।
তোমা সবাকার মনে না জানি কি লয়।
ঋষিরে কহিব বুঝি যদি যোগ্য হয়।।

এতেক বলিল যদি রাজা দুর্য্যোধন।
সাধু সাধু ধন্যবাদ দেয় সর্ব্বজন।।
সবে বলে মহারাজ যে আজ্ঞা তোমার।
করিলে মন্ত্রণা এই সংসারের সার। ।
এমত কৌতুকমতি আছে সর্ব্বজন।
ভক্তিভাবে করে নিত্য মুনির সেবন।।
একদা দিনান্তে বসি হর্ষে মুনিরাজ।
নিকটে ডাকিয়া যত কৌরব সমাজ।।
হিত উপদেশ আর মধুর বচন।
দুর্য্যোধনে সম্বোধিয়া কহে তপোধন।।
শুন রাজা ত্রিভুবনে পূরে তব যশ।
তোমার সেবায় বড় হইলাম বশ।।
ইষ্ট বর মাগি লহ মম বিদ্যমানে।
বিদায় করহ শীঘ্র, যাই যথাস্থানে।।
মুনির বচন শুনি রাজা দুর্য্যোধন।
গদগদ ভাষে কহে বিনয় বচন।।
ধন ধর্ম্ম দারা পুত্র বিভব বিপুল।
কেবল তোমার মাত্র আশীর্ব্বাদ মূল।।
পরিপূর্ণ আছে সৈন্য, রাজ্য অধিকার।
কেবল রহুক ভক্তি চরণে তোমার।।
আর এক নিবেদন শুন মহাশয়।
কহিতে সঙ্কোচ করি, কৃপা যদি হয়। ।
যথায় কাম্যক বনে পাণ্ডুর তনয়।
সংহতি করিয়া যদি শিষ্য সমুদয়।।
উত্তীর্ণ হইবে যবে দশ দণ্ড নিশি।
সেকালে অতিথি হবে, ওহে মহাঋষি।।
ভক্তিভাব বুঝিয়া জানিবা তার মন।
সবে বলে ধর্ম্মবন্ত পাণ্ডুর নন্দন।।
পূজা করে দেব দ্বিজে, ভক্তি অতিশয়।
সেই কথা পরীক্ষা করিতে যোগ্য হয়।।
সকালে সকল দ্রব্য হয় উপস্থিত।
রন্ধন করেন কৃষ্ণা নিত্য নিয়মিত।।
ভোজন করয়ে যত নিযুক্ত ব্রাহ্মণ।
তাহার মধ্যেতে যদি হয় লক্ষ জন।।
খাদ্যদ্রব্য পরিপূর্ণ থাকে সে সময়।
অনায়াসে খায় তথা যত লোক যায়।।
অভক্তি ভক্তির ভাব না হয় বিদিত।
সে কারণে কালাতীতে যাইতে উচিত।।
দশ দণ্ড নিশা যবে উত্তীর্ণ হইবে।
পাক সমাপন করি যাজ্ঞসেনী খাবে।।
শয়নের উদ্যোগ করিবে সর্ব্বজন।
সেইকালে শিষ্য সহ যাবে তপোধন।।
তবে যদি মধ্যাহ্ন কালের অনুসারে।
যে জন করয়ে ভক্তিভাব বলি তারে।।
সন্দেহ ভাঙ্গিতে ইথে তোমা ভিন্ন নাই।
পরীক্ষিতে যাবে তথা দিনেক গোঁসাই।।
দুর্য্যোধন নৃপতির নম্রকথা শুনি।
কৃপা করি কহিতে লাগিল মহামুনি।।
কোন ভার দিলে রাজা এই কোন্ কথা।
তব প্রীতি হেতু আমি যাইব সর্ব্বথা।।
জানিব সত্যের ভাব রাজা যুধিষ্ঠিরে।
দ্বিতীয় করিব স্নান পুষ্করের নীরে।।
তৃতীয়ে তোমার বাক্যে করিব এ কাজ।
শীঘ্রগতি বিদায় করহ মহারাজ।।
শুনিয়া আনন্দমতি রাজা দুর্য্যোধন।
সবান্ধবে প্রণাম করিল হৃষ্টমন।।
বহুবিধ বিনয় করিল সর্ব্বজনে।
সেইমতে সাদরে সম্ভাষি শিষ্যগণে। ।

বিদায় হইয়া মুনি করিল গমন।
রহিল আনন্দমনে রাজা দুর্য্যোধন।।
ব্যাসের রচিত গাথা ভারতোপাখ্যান।
জীবে উদ্ধারিতে এই পুণ্যের সোপান।।

কাম্যক বনে যুধিষ্ঠিরের নিকট দুর্ব্বাসার আগমন

বিদায় লইয়া মুনি দুর্য্যোধন স্থানে।
বহু শিষ্য সহ যায় আনন্দিত মনে।।
যাইতে যাইতে মুনি বিচারিল মনে।
কহিল ডাকিয়া কাছে যত শিষ্যগণে।।
চল সবে এই পথে প্রভাসের তীর।
কাম্যবনে যাব যথা রাজা যুধিষ্ঠির।।
বহু দিন পরে ধর্ম্মে করিব দর্শন।
পরম ধর্ম্মাত্মা তারা ভাই পঞ্চ জন।।
প্রভাসের স্নান আর ধর্ম্মের সম্ভাষ।
দুর্য্যোধন রাজার মনের অভিলাষ।।
অনায়াসে তিন কর্ম্ম হবে এককালে।
এতেক বলিয়া মুনি পূর্ব্বদিকে চলে।।
জনপদ ছাড়ি সবে প্রবেশিল বন।
হেনকালে অস্তাচলে যান বিকর্ত্তন।।
পূর্ব্বদিক সুপ্রসন্ন কৈল কলানিধি।
কুমুদিনী বিকশিতা দেখিয়া কৌমুদী।।
মাধব মাসেতে সিতপক্ষে চতুর্দ্দশী।
সেই দিনে যাত্রা করে দুর্ব্বাসা মহর্ষি।।
কৌতুকে পথেতে নানা কথার প্রবন্ধ।
বিচিত্র বনের শোভা দেখিয়া সানন্দ।।
অতিক্রান্ত হৈল ক্রমে যবে অর্দ্ধনিশি।
অত্যন্ত আনন্দযুক্ত গেল মহাঋষি।।
যথায় ধর্ম্মের পুত্র রাজা যুধিষ্ঠির।
উত্তরিল মহামুনি প্রভাসের তীর।।
যুধিষ্ঠির শুনি তবে মুনি আগমন।
আগুসরি কত দূর যান পঞ্চ জন।।
দুর্ব্বাসা দেখিয়া সবে আনন্দিত মন।
সেইমত চলিল যতেক দ্বিজগণ।।
চিন্তাযুক্ত যুধিষ্ঠির করেন বিচার।
এ রাত্রে কি হেতু মুনি করে আগুসার।।
বিশেষে দুর্ব্বাসা মুনি আর কেহ নয়।
অল্পদোষে মহারোষে করিবে প্রলয়।।
চিত্তেতে ভাবেন ধর্ম্ম, চিন্তা করি মিছা।
অবশ্য হইবে যাহা ঈশ্বরের ইচ্ছা।।
দেখিতে দেখিতে তথা আসে মুনিরাজ।
সংহতি সহস্র দশ শিষ্যের সমাজ।।
ভূমে লুটি প্রণমিয়া করেন সম্মান।
পাদ্য অর্ঘ্যেতে পূজেন দেবের সমান।।
মুনিরে প্রণাম করে ভাই পঞ্চ জনে।
সেইমত সম্ভাষেন যত শিষ্যগণে।।
আছিল রাজার সঙ্গে যতেক ব্রাহ্মণ।
মুনিরাজে সম্ভাষণ করে সর্ব্বজন।।
বয়োধিকে মান্য করি প্রণাম করিল।
জ্যেষ্ঠজন কনিষ্ঠেরে আশীর্ব্বাদ দিল।।
সমান সমান জনে ধরি দেয় কোল।
নমস্কার আশীর্ব্বাদ হৈল মহাগোল।।
তবে যুধিষ্ঠির রাজা যুড়ি দুই কর।
বিনয় করেন মুনিরাজ কবরাবর।।
ধর্ম্ম বলিলেন, মুনি করি নিবেদন।
শুনিবারে ইচ্ছা আগমনের কারণ।।

কোন দেশে হৈতে আজি হৈল আগমন।
কোন দেশ করিবেন মঙ্গল ভাজন।।
তীর্থ অনুসারে, কিম্বা মম ভাগ্যোদয়।
বিশেষ করিয়া সহ কৃপা যদি হয়।।
মুনি বলে, শুন যদি জিজ্ঞাসিলে তুমি।
সশিষ্যে হস্তিনাপুরে গিয়াছিনু আমি।।
অনেক করিল সেবা ভাই শত জনে।
তোমারে দেখিতে বড় ইচ্ছা হৈল মনে।।
এ হেতু হেথায় এবে কির আগমন।
যেমন কৌরব মোর, পাণ্ডব তেমন।।
আর এক কথা শুন ধর্ম্মের নন্দন।
পথশ্রমে ক্ষুধাতুর আছি সর্ব্বজন।।
রন্ধন করিতে কহ, যাত শীঘ্রগামী।
তাবৎ প্রভাসে গিয়া সন্ধ্যা করি আমি।।
শুনিয়া মুনির কথা ধর্ম্মের তনয়।
মনেতে চিন্তেন, আজি না জানি কি হয়।।
অন্তরে জন্মিল ভয় পাছে করে ক্রোধ।
অনুমতি দিলেন মুনির অনুরোধ।।
যুধিষ্ঠির বলিলেন মম ভাগ্যোদয়।
সে কারণে আগমন আমার আলয়।।
সন্ধ্যা হেতু গতি এবে কর মহাশয়।
করিব যে কিছু মম ভাগ্যোদয়ে হয়।।
তবে মুনি চলিলেন সহ শিষ্যগণে।
প্রভাসের কূলে গেল সন্ধ্যার কারণে।।
চিন্তাযুক্ত যুধিষ্ঠির আপন আশ্রমে।
দ্রৌপদীরে আসিয়া কহেন ক্রমে ক্রমে।।
ধর্ম্মের যতেক কথা দ্রৌপদী শুনিল।
উপায় না দেখি কিছু প্রমাদ গণিল।।
কৃষ্ণা বলে, যেই কথা কৈলে মহাশয়।
হেন বুঝি, বিধি কৈল অকালে প্রলয়।।
সশিষ্য অতিথি হৈল উগ্রতপা ঋষি।
আমার নহিল শক্তি আজিকার নিশি।।
রজনী প্রভাতে কালি সূর্য্যের প্রসাদে।
দশলক্ষ হইলে ভুঞ্জাব অপ্রমাদে।।
ধর্ম্ম বলিলেন, কৃষ্ণা উত্তম কহিলে।
মুনি ক্রোধানলে আজি সব দগ্ধ হৈলে।।
কি কর্ম্ম করিবে কালি প্রভাতে কে জানে।
দুর্ব্বাসার ক্রোধ সহে কাহার পরাণে।।
দ্রৌপদী কহিল, এ কি দৈবের সংযোগ।
আমার কর্ম্মের ফল, কে করিবে ভোগ।।
সুকর্ম্মের চিহ্ন যদি হৈত মহারাজ।
দিবসে আসিত তবে মুনির সমাজ।।
আমা সবা হতে কিছু নাহি প্রতিকার।
কেবল পারেন কৃষ্ণ করিতে উদ্ধার।।
তবেত দ্রৌপদী দেবী ভাবে মনে মন।
কৃষ্ণ বিনা এ সময়ে রাখে কোন্ জন।।
হে কৃষ্ণ করুণাসিন্ধু পাণ্ডব-সারথি।
তুমি যদি এইবার না কর রক্ষণ।।
তবেত পাণ্ডব বংশ হইল নিধন।
এমতে দ্রৌপদী দেবী অনুক্ষণ ভাবে।
যুধিষ্ঠিরে কহে দেবী, কহ কিবা হবে।।
অনর্থ হৈল বড় দুর্ব্বাসা আগমনে।
বুঝিলাম, রক্ষা নাহি শুনহ রাজনে।।
দ্রৌপদীর মুখে রাজা শুনিয়া বচন।
জ্ঞানাহত যুধিষ্ঠির হইল তখন।।
হেঁটমুখে বসি রাজা ভাবিতে লাগিল।
দুর্ব্বাসার ক্রোধে বুঝি সকলি মজিল।।
এ সময়ে কৃষ্ণ বিনা কে করে তারণ।

ভকতের নাথ কৃষ্ণ পতিত পাবন।।
কোথা কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলি ডাকে উচ্চৈঃস্বরে।
পার কর জগন্নাথ বিপদসাগরে।।
পার কর শ্রীগোবিন্দ হৈয়া কৃপাময়।
রাখহ পাণ্ডবকুল মজিল নিশ্চয়।।
তোমা হেন আছে যার মহারত্ন নিধি।
এমন সংকট তারে মিলাইল বিধি।।
তোমারে পাণ্ডব বন্ধু বলি লোকে কয়।
সে কথা পালন কর, ওহে দয়াময়।।
কৃষ্ণা সহ পঞ্চ ভাই আকুল হইয়া।
ডাকিতেছে কোথা কৃষ্ণ উদ্ধার আসিয়া।।
হেথায় কৌতুকে কৃষ্ণ দ্বারকা নগরে।
শয়ন করিয়াছেন রুক্মিণীর ঘরে।।
আর্ত্ত হয়ে ভক্ত ডাকে বলি জগন্নাথ।
বাজিল অন্তরে যেন কণ্টকের ঘাত।।
রহিতে নাহিক শক্তি ভক্ত-দুঃখ জানি।
ব্যস্ত হয়ে উঠিলেন দেব চক্রপাণি।।
চিন্তান্বিত অন্তরে করেন ছটফট।
রুক্মিণী কহেন দেখি, করিয়া কপট।।
চিত্তের চাঞ্চল্য আজি দেখি কি কারণ।
হেন বুঝি, কোথা যাবে হইয়াছে মন।।
অরণ্যে দ্রৌপদী সখী আছয়ে যথায়।
অকস্মাৎ মনে বুঝি পড়িল তাহায়।।
শ্রীকৃষ্ণ কহেন, শুন প্রাণপ্রিয়তমা।
অদ্যকার এই অপরাধ কর ক্ষমা।।
ভক্তাধীন করি মোরে সৃজিল বিধাতা।
আমার কেবল ভক্ত সুখদুঃখদাতা।।
মম ভক্তজন যথা তথা থাকে সুখে।
আমিহ তথায় থাকি পরম কৌতুকে।।
মম ভক্তজন দেখ যদি দুঃখ পায়।
সে দুঃখ আমার হেন জানিহ নিশ্চয়।।
সে কারণে ভক্ত দুঃখ খণ্ডাই সকল।
নহিলে কি হেতু নাম ভকতবৎসল।।
আমার একান্ত ভক্ত রাজা যুধিষ্ঠির।
বিপদসাগরে পড়ি হয়েছে অস্থির।।
দুঃখ পেয়ে ডাকে ধর্ম্ম কোথা জগন্নাথ।
বাজিল অন্তরে সেই কণ্টকের ঘাত।।
যতক্ষণ নাহি দেখি ধর্ম্মের নন্দন।
ততক্ষণ মম দুঃখ না হবে খণ্ডন।।
এই আমি চলিলাম যথা ধর্ম্মমণি।
এত শুনি কহেন রুক্মিণী ঠাকুরাণী।।
তোমার একান্ত ভক্তি আছয়ে পাণ্ডবে।
সর্ব্বকালে এইরূপ জানি অনুভবে।।
বিশেষে করিল বশ দ্রুপদের সুতা।
তোমার বাসনা সর্ব্বকাল থাক তথা।।
গমন রজনীকালে উচিত না হয়।
সে কারণে নিবেদন করি মহাশয়।।
যাইবে অবশ্য কালি তপন উদয়।
যে ইচ্ছা তোমার, কর তুমি ইচ্ছাময়।।
শ্রীকৃষ্ণ বলেন, সত্য কহিলে যে তুমি।
ক্ষণেক তথায় যদি নাহি যাই আমি।।
সবংশে মজিবে রাজা ধর্ম্মের নন্দন।
আমার গমন তবে কোন্ প্রয়োজন।।
এত বলি করিলেন গরুড়ে প্রয়োজন।
আসিল স্মরণমাত্রে বিনতা নন্দন।।
আসিল উড়িয়া বীর যথা জগন্নাথ।
সম্মুখে দাঁড়ায় বীর করি যোড়হাত।।
মহাভারতের কথা অমৃত সমান।

www.bengaliebook.com

কাশীরাম দাস কহে শুন পুণ্যবান।।

যুধিষ্ঠিরের স্মরণে শ্রীকৃষ্ণের কাম্যক বনে আগমন

আসিয়া খগেন্দ্র কহে বন্দিয়া চরণ।
কি হেতু নিশাতে প্রভু করিলে স্মরণ।।
কি হেতু হইল আজি চিত্ত উচাটন।
শীঘ্রগতি কহ হরি তার বিবরণ।।
শ্রীকৃষ্ণ বলেন, সখা পাণ্ডপুত্রগণ।
বসতি করেন যথা করিব গমন।।
এত বলি খগোপরি করি আরোহণ।
নিমিষেতে উপনীত যথা কাম্যবন।।
হেথায় আকুল চিত্ত ধর্ম্মের নন্দন।
হেনকালে আসিলেন হরি খগাসন।।
যুধিষ্ঠির শুনি তবে কৃষ্ণ আগমন।
পাইলেন প্রাণ যেন প্রাণহীন জন।।
ব্যগ্র হয়ে কতদূরে গিয়া পঞ্চ জনে।
নিকটেতে পাইলেন দৈবকী নন্দনে।।
আনন্দ বাড়িল তাঁর নাহিক অবধি।
দরিদ্র পাইল যেন মহারত্ন নিধি।।
আনন্দ অধীর অন্তরে দেন আলিঙ্গন।
আনন্দ সলিলে পূর্ণ হইল লোচন।।
পূর্ণ করি মানিলেন মন অভিলাষ।
অন্য অন্য সর্ব্বজনে করিল সম্ভাষ।।
গোবিন্দ বলেন, রাজা কহ সমাচার।
যুধিষ্ঠির কহে, কৃষ্ণ কি কহিব আর।।
কহিতে বদনে মম নাহি স্ফুরে ভাষা।
এত রাত্রে শিষ্য সহ অতিথি দুর্ব্বাসা।।
প্রভাসের কূলে গেল সন্ধ্যার কারণ।
উপায় করিতে শক্য নহে কোন জন।।
সবংশে মজিনু আমি, বুঝি অভিপ্রায়।
কাতর হইয়া তেঁই ডাকিনু তোমায়।।
তোমা বিনা পাণ্ডবের আর কেহ নাই।
মম নিবেদন এই কহিলাম ভাই।।
রাখহ মারহ তব যাহা মনে লয়।
বিলম্ব না সহে বড় সঙ্কট সময়।।
যুধিষ্ঠির এত যদি কহে নারায়নে।
গোবিন্দ কহেন, চিন্তা না করিহ মনে।।
শিষ্যগণ সহ মুনি আসুক হেথায়।
সবাকারে ভুঞ্জাইব সে আমার দায়।।
এত বলি সানন্দিত করি ধর্ম্মমণি।
ত্বরিতে গেলেন কৃষ্ণ যথা যাজ্ঞসেনী।।
কৃষ্ণে দেখি দ্রৌপদীর পূরে অভিলাষ।
বসিতে আসন দিয়া কহে মৃদুভাষ।।
ভকতবৎসল প্রভু তুমি অন্তর্য্যামী।
দীনবন্ধু নাম সত্য জানিলাম আমি।।
কি জানি তোমার ভক্তি আমি হীনজ্ঞান।
বিপদে পড়িনু, প্রভু কর পরিত্রাণ।।
সন্ধ্যা করি যাবৎ না আইসে মহামুনি।
উচিত বিধান শীঘ্র কর চক্রপাণি।।
শ্রীকৃষ্ণ বলেন, তাহা বিচারিব পাছু।
ক্ষুধায় শরীর পোড়ে খাই দেহ কিছু।।
বিলম্ব না সহে, মোরে অন্ন দেহ আনি।
পশ্চাৎ করিব যাহা কহ যাজ্ঞসেনী।।
কৃষ্ণা বলে, জানি নিজে সব সমাচার।
আপনি এমত কহ অদৃষ্ট আমার।।

অন্না দিতে আমি যদি হতেম ভাজন।
ঘোর নিশি তোমারে স্মরিব কি কারণ।।
ছল করি কহ কথা জানিয়া সকল।
বুঝিতে না পারি হরি মম কর্ম্মফল।।
শ্রীকৃষ্ণ বলেন, তনু দহে যে ক্ষুধায়।
পাইলে উত্তম পরিহাসের সময়।।
কহিতে নাহিক শক্তি, স্থির নহে মন।
উঠ উঠ বিলম্বেতে নাহি প্রয়োজন।।
এত শুনি কহে দেবী দ্রুপদ তনয়া।
বুঝিতে না পারি দেব কেন কর মায়া।।
যখন হইল গত দশ দণ্ড নিশি।
ভুঞ্জিলেন সেইকালে যত দেব ঋষি।।
অবশেষে ছিল কিছু করিনু ভোজন।
শূন্যপাত্র আছে মাত্র দেখ নারায়ণ।।
দিন নহে, দ্বিতীয় প্রহর হৈল নিশি।
উপায় করিব কিবা আমি বনবাসী।।
শ্রীকৃষ্ণ বলেন, যাজ্ঞসেনী শুন বলি।
অবশ্য আছয়ে কিছু দেখ পাক স্থালী।।
রন্ধন ব্যঞ্জন অন্ন যে কিছু আছয়।
অল্পেতে হইব তৃপ্ত, কিছু হৈলে হয়।।
আলস্য ত্যজিয়া উঠ, করহ তল্লাস।
বিলম্ব না সহে আর, ছাড় পরিহাস।।
কৃষ্ণের বচন শুনি কৃষ্ণা গুণবতী।
দখাইতে পাকপাত্র আনে শীঘ্রগতি।।
আনিয়া দ্রৌপদী কহে, দেখ জগন্নাথ।
দেখিয়া কৌতুকে কৃষ্ণ পাতিলেন হাত।।
শাকের সহিত মাত্র এক অন্ন ছিল।
কৃষ্ণের প্রসাদ হেতু অনন্ত হইল।।
ভোজন করিয়া তৃপ্ত দেব দামোদর।
জলপান করিলেন, ভরিল উদর।।
কৌতুকে উঠিয়া তবে দেব জগন্নাথ।
উদগার করয়া দেন উদরেতে হাত।।
দ্রৌপদীরে কহিলেন, মোর ক্ষুধা গেল।
আজিকার ভোজনেতে মহাতৃপ্তি হৈল।।
ইহা বলি পুনঃ পুনঃ তুলেন উদগার।
ত্রিভুবনে সেই মত হইল সবার।।
সর্ব্বভূতে আত্মরূপে যেই নারায়ণ।
তাঁহার তৃপ্তিতে তৃপ্ত হইল ভুবন।।
হেথায় দুর্ব্বাসা ঋষি সহ শিষ্যগণ।
বুঝিতে না পারি কিছু ইহার কারণ।।
উদর পূরিল মন্দানলে সবাকার।
সঘনে নিশ্বাস বহে, উঠিছে উদগার।।
বিস্ময় মানিয়া তবে কহে মুনিরাজ।
নিকটে ডাকিয়া নিজ শিষ্যের সমাজ।।
মুনি বলে, শুন শুন সব শিষ্যগণ।
বুঝিতে না পারি কিছু ইহার কারণ।।
অকস্মাৎ হল দেখ উদর আধ্মান।
পাইতেছি যত কষ্ট নাহি পরিমাণ।।
অনুমান করি কিছু না পারি বুঝিতে।
পথ পরিশ্রমে কিবা বায়ু বৃদ্ধি হৈতে।।
শিষ্যগণ বলে, যাহা কৈলে মহাশয়।
আমা সবাকার মনে হইল বিস্ময়।।
সন্ধ্যা হেতু আসি যবে প্রভাসের জলে।
শরীর দহিতেছিল ক্ষুধার অনলে।।
অকস্মাৎ এই মত হৈল সবাকার।
উদর পূরণে যন উঠিছে উদগার।।
অন্য অন্যে বিচার করেন জনে জন।
কেহ না কহিল কারে লজ্জার কারণ।।

মুনি বলে মহাশ্চর্য্যে ডুবে মম মন।
ব্রহ্মাণ্ড ভাবিয়া কিছু না পাই কারণ।।
যখন সন্ধ্যায় আসি প্রভাসের তীরে।
রন্ধন করিতে বলিলাম যুধিষ্ঠিরে।।
সংগ্রহ করিল তারা করি প্রাণপণ।
কোন্ লাজে গিয়া তারে দেখাব বদন।।
বুঝিয়া বিধান তবে করহ বিচার।
শিষ্যগণ বলে, প্রভু কি কহিব আর।।
আজি তথা গিয়া লজ্জা পাব কি কারণ।
উঠিতে শকতি নাহি কে করে ভোজন।।
ঈশ্বর করিলে কালি উঠিয়া প্রত্যূষে।
অতিথি হইয়া যাব পাণ্ডব সকাশে।।
ইহার উপায় আর নাহি মহাশয়।
মুনি বলে, এই কথা মম মনে লয়।।
বঞ্চিব রজনী আজি প্রভাসের কূলে।
যে কিছু কর্ত্তব্য কালি করিব সকলে।।
এত বলি সবে তবে করিল শয়ন।
জানিলেন সব তত্ত্ব দৈবকী নন্দন।।
কৃষ্ণা সহ যান কৃষ্ণ যথা যুধিষ্ঠির।
সবার সম্মুখে কহে দেব যদুবীর।।
শুন শুন ধর্ম্মরাজ করি নিবেদন।
দ্রৌপদী প্রস্তুত কৈল করিয়া রন্ধন।।
সকল সম্পূর্ণ হৈল বিলম্ব কি আর।
ভীমেরে করহ আজ্ঞা মুনি ডাকিবার।।
শুনিয়া কৃষ্ণের কথা পাণ্ডব নন্দন।
আশ্চর্য্য তখন রাজা ভাবে মনে মন।।
প্রস্তুত হইল সব কারণ জানিল।
মুনিরে ডাকিতে রাজা ভীমে আজ্ঞা দিল।।
কত দূরে গিয়া ডাকে পবন-নন্দন।
আকাশ ভাঙ্গিয়া যেন ভীমের গর্জ্জন।।
শীঘ্র এস মুনিগণ, বিলম্বে কি কাজ।
প্রস্তুত হয়েছে সব, ডাকে ধর্মরাজ।।
ভীমের পাইয়া শব্দ যত মুনিগণ।
শীঘ্রগতি মিলি সবে দুর্ব্বাসারে কন।।
শুন শুন ডাকে অই পবন-নন্দন।
ইহার উপায় মুনি কি হবে এখন।।
এই রাত্রে যদি সবে করিব ভোজন।
চলিতে না হবে শক্তি হইবে মরণ।।
নাহি গেলে মহাবীর আসিবে হেথায়।
মনেতে ভাবিয়া মুনি করহ উপায়।।
তুমি না করিলে ত্রাণ কে করিবে আর।
পলাইতে শক্তি নাই তুমি কর পার।।
সকলে পাইল ভয় যত ঋষি মুনি।
অন্তরে জপেন নাম রাখ চক্রপাণি।।
উদর হয়েছে ভারি, উঠিছে উদগার।
এ সময়ে যদুনাথ সবে কর পার।।
এইমত বহু স্তব কৈল সর্ব্ব জন।
ভীমেরে ডাকেন কৃষ্ণ শুনহ বচন।।
পথশ্রমে নিদ্রায় আছেন মুনিগণ।
নিদ্রাভঙ্গ নাহি কর পবন নন্দন।।
শুনিয়া কৃষ্ণের আজ্ঞা পবন নন্দন।
তথা হৈতে ধর্ম্ম কাছে যান ততক্ষণ।।
অনন্তর মিষ্ট বাক্যে কহে জগন্নাথ।
আনন্দেতে যাহ নিদ্রা পাণ্ডবের নাথ।।
মুনির কারণ মনে না করিহ ভয়।
আজি না আসিবে মুনি জানিহ নিশ্চয়।।
স্নান দান করি কালি প্রভাসের জলে।
ভোজন করিবে সবে আসিয়া সকালে।।

শুনিয়া কৃষ্ণের মুখে এতেক বচন।
ধর্ম্ম বলেন বিলম্ব তাই এতক্ষণ।।
তোমার অসাধ্য দেব আছে কোন্ কর্ম্ম।
পাণ্ডবকুলের আজি হৈল পুনর্জ্জন্ম।।
বিস্তর কহিয়া আর নাহি প্রয়োজন।
সহায় সম্পদ মম তুমি নারায়ণ।।
না জানি পূর্ব্বেতে কত করিনু কুকর্ম্ম।
সে কারণে দুঃখে শোকে গেল মম জন্ম।।
প্রথম বয়সে বিধি দিল নানা শোক।
অল্পকালে পিতা মম গেল পরলোক।।
গোঁয়াইনু সেইকালে পরের আলয়।
দুঃখ না জানিনু অতি অজ্ঞান সময়।।
তদন্তরে দুষ্টবুদ্ধি দিলেক যন্ত্রণা।
জতুগৃহে প্রাণ পাই বিদুর-মন্ত্রণা।।
বনের অশেষ দুঃখ ভ্রমণ সঙ্কটে।
আপনি রাখিলে ধৃতরাষ্ট্রের কপটে।।
এ সব সঙ্কট হতে তুমি মাত্র ত্রাতা।
এমত সংযোগ আনি করিল বিধাতা।।
রাজ্যনাশ বনবাস হীন সর্ব্ব ধর্ম্মে।
বিধির নিযুক্ত এই পূর্ব্বমত কর্ম্মে।।
সবে মাত্র পূর্ব্ববংশে ছিল উগ্রতপা।
কেবল তাহার ফলে তুমি কর কৃপা।।
এতেক কহেন যদি ধর্ম্মের নন্দন।
তদন্তরে কহিলেন দেব নারায়ণ।।
শুন ধর্ম্মসুত যুধিষ্ঠির নৃপমণি।
কহিলে যতেক কথা সব আমি জানি।।
পাইলে যতেক দুঃখ অন্যথা না হয়।
কিন্তু তুমি ধর্ম্ম নাহি ত্যজ মহাশয়।।
আর যে কহিলে, তুমি হীন সর্ব্বধর্ম্মে।
পৃথিবী পবিত্র হৈল তোমার সুকর্ম্মে।।
দান ধর্ম্মে রাজনীতে এ তিন ভুবনে।
আছয়ে তোমার তুল্য, নাহি লয় মনে।।
দুর্ব্বলের বল ধর্ম্ম, আমি জানি ভালে।
এই দুঃখ তোমার খণ্ডিবে অল্পকালে।।
অধর্ম্মী জনের সুখ কভু স্থায়ী নয়।
জোয়ারের জল প্রায় ক্ষণকাল রয়।।
মনেতে রাখিবে মম এই নিবেদন।
মহাকষ্টে সত্য নাহি ছেড়ো কদাচন।।
এত বলি জনার্দ্দন লইয়া বিদায়।
গরুড় উপরে চড়ি যান দ্বারকায়।।
কৃষ্ণেরে বিদায় করি ভাই পঞ্চ জন।
হৃষ্ট মনে সবে তবে করেন শয়ন।।
ভারত পঙ্কজ রবি মহামুনি ব্যাস।
পাঁচালী প্রবন্ধে রচে কাশীরাম দাস।।

দুর্ব্বাসার পারণ

প্রভাতে উঠিয়া তবে ধর্ম্মের নন্দন।
নিত্য নিয়মিত কর্ম্ম কৈল সমাপন।।
দুর্ব্বাসা অতিথি হেতু সচিন্তিত মন।
নানা কার্য্যে নানা স্থানে ধায় সবর্ব জন।।
ফল পুষ্প হেতু কেহ প্রবেশিল বনে।
ভীমার্জ্জুন দোঁহে যান মৃগয়া কারণে।।
স্নান করি আসিলেন দ্রুপদ নন্দিনী।
আনন্দ বিধানে পূজে দেব দিনমণি।।
নানা দ্রব্য কৌতুকে আনিল সর্ব্ব জন।
দ্রুপদ নন্দিনী গেল করিতে রন্ধন।।

যথায় রন্ধন করে দ্রুপদ নন্দিনী।
সত্বর তথায় আসিলেন ধর্ম্মমণি।।
কহেন মধুর বাক্যে ধর্ম্মের নন্দন।
শীঘ্রগতি গুণবতী করহ রন্ধন।।
আজিকার দিন যদি যায় ভাল মতে।
তবে জানি কিছুকাল বাঁচিত জগতে।।
মহোগ্র দুর্ব্বাসা ঋষি, সর্ব্বলোকে বলে।
সংসার দহিতে পারে কোপের অনলে।।
স্নান করি অবিলম্বে আসিবে সে জন।
সংহতি করিয়া যত শিষ্য তপোধন।।
স্বচ্ছন্দ বিধানে যদি পায় অন্ন পান।
তবে সে হইবে সবাকার পরিত্রাণ।।
এই হেতু বড় চিন্তা হয় মোর মনে।
যা করিতে পার কৃষ্ণা আপনার গুণে।।
তোমা হতে সঙ্কটেতে সবে সদা তরি।
তুমি করিয়াছ বন হস্তিনা নগরী।।
তোমার যতেক গুণ না হয় বর্ণন।
কৃষ্ণ আর কৃষ্ণা যে পাণ্ডবের ভূষণ।।
আসিয়া রাখিলে কৃষ্ণ, ছিল যত দায়।
এখন করহ তুমি উচিত যে হয়।।
কৃষ্ণা বলে, মহারাজ করি নিবেদন।
অল্প কার্য্যে এত চিন্তা কর কি কারণ।।
ধর্ম্মপথ মত যদি আমি হই সতী।
একান্ত আমার যদি ধর্ম্মে থাকে মতি।।
সূর্য্যের বচন, আর তোমার প্রসাদে।
দশ লক্ষ হৈলে ভুঞ্জাইব অপ্রমাদে।।
চিন্তা না করহ কিছু ইহার কারণ।
এই দেখ মহারাজ করি যে রন্ধন।।
যাহ শীঘ্র শিষ্য সহ আন মুনিবর।
শুনি রাজা যুধিষ্ঠির হরিষ অন্তর।।
হেথায় দুর্ব্বাসা মুনি উঠিয়া সকালে।
করিল আহ্নিক স্নান প্রভাসের জলে।।
সেই মত কৈল, যত শিষ্যের সমাজ।
হেনকালে সবে ডাকি কহে মুনিরাজ।।
সবে জান কালি যে কহিনু ধর্ম্মরাজে।
অত্যন্ত লজ্জিত আমি আছি সেই কাজে।।
চল শীঘ্র সেই স্থানে যাব সবর্ব জন।
করিব ধর্ম্মের প্রতি শান্ত আচরণ।।
এত বলি শিষ্য সহ চলে মুনিরাজ।
শুনিয়া সানন্দমতি পাণ্ডব সমাজ।।
আগুসারি কত দূর সর্ব্ব জন আসি।
সাদরে আহবইনল সশিষ্য মহাঋষি।।
অনেক করিয়া ভক্তি ভাই পঞ্চজনে।
বসাইল মৃগচর্ম্ম কুশের আসনে।।
সুশীতল জল আনি ধর্ম্মের নন্দন।
কৌতুকে করেন ধৌত মুনির চরণ।।
আনন্দ বিধানে তবে পঞ্চ সহোদরে।
সেই পাদোদক সবে মিলি ভক্তিভরে।।
পান করি বন্দনা কিরেন সবে শিরে।
তবে ধর্ম্ম নৃপবর কহে ধীরে ধীরে।।
নিশ্চয় আমারে আজি সুপ্রসন্ন বিধি।
পাইলাম আজি বিনা যত্নে রত্ননিধি।।
সুপ্রভাত হৈল মোর আজিকার নিশি।
কৃপা করি আসিলেন নিজে মহাঋষি।।
পৃথিবীরে ভাগ্যহীন আমার সমান।
নহিল, না হবে, হেন করি অনুমান।।
তপস্যা করিল পূর্ব্ব পিতামহগণ।
যে কিছু আমার আর পূর্ব্ব উপার্জ্জন।।

কৃপা কর আমারে সে ফলে সর্ব্বজনে।
নহিলে অধম আমি তরি কোন্ গুণে।।
যুধিষ্ঠির মুখে শুনি এতেক বচন।
তুষ্ট হয়ে বলে তবে মহা তপোধন।।
শুন ধর্ম্মসুত যুধিষ্ঠির নৃপমণি।
আপনারে না জানিয়া বহ হেন বাণী।।
তুমি ধর্ম্মবন্ত সত্যবাদী মতিমান।
পৃথিবীতে নাহি কেহ তোমার সমান।।
ধর্ম্মেতে ধার্ম্মিক তুমি, ক্ষত্রিয় সুধীর।
সমুদ্র সমান অতি গুণেতে গভীর।।
অসার সংসার, এই সার মাত্র ধর্ম্ম।
তোমার হইল রাজা সহজ এ কর্ম্ম।।
লোভ মোহ কাম ক্রোধ মাৎসর্য্য মত্ততা।
তোমার নিকটবর্ত্তী নহিল সর্ব্বথা।।
সুখ দুঃখ শরীরের সহযোগ ধর্ম্ম।
সময়ে প্রবল হয় আপনার কর্ম্ম।।
তাহতে সন্তাপ নাহি করে জ্ঞানবান।
সাধুর জীবন মৃত্যু একই সমান।।
সাধুর গণনে রাজা তুমি অগ্রগণ্য।
পৃথিবীর লোক যত করে ধন্য ধন্য।।
তোমার বংশেতে যত মহারাজ ছিল।
ধার্ম্মিক তোমার তুল্য নহিবে নহিল।।
কহিলাম সত্য, এই লয়ে মম মন।
বসুমতী পতি যোগ্য তুমি হে রাজন।।
এ তিন ভুবনে তব পরিপূর্ণ যশ।
তোমার গুণেতে রাজা হইলাম বশ।।
কিন্তু এক কথা কহি, শুন মহারাজ।
সম্প্রতি তোমার ঠাই পাইলাম লাজ।।
কহিয়া তোমারে হেথা করিতে রন্ধন।
সন্ধ্যা হেতু প্রভাসেতে গেনু সর্ব্ব জন।।
সায়ংসন্ধ্যা জপ আদি যে কিছু আছিল।
ক্রমে ক্রমে সর্ব্বজন সমাপ্ত করিল।।
পথশ্রমে উঠিবার শক্তি কার নাই।
আলস্যেতে না পারে কেহ, এই সে কারণ।
তব স্থানে লজ্জা বড় হইল রাজন।।
ক্ষুধার্ত্ত আছয়ে সবে, করিবে ভোজন।
স্নান করি গিয়া, যদি হইল রন্ধন।।
ধর্ম্ম বলে, কালি মম দুরদৃষ্ট ছিল।
সে কারণে সবাকার আলস্য হইল।।
হইল আমার যদি সুকর্ম্মের লেশ।
তবে মহামুনি আসি করিলে প্রবেশ।।
দেবের দুর্ল্লভ হয় তর আগমন।
অল্প ভাগ্যে এ সব না হয় কদাচন।।
মম শক্তি অনুরূপ অন্ন জল স্থল।
তোমার প্রসাদে মুনি প্রস্তুত সকল।।
এত বলি মহানন্দে উঠি ধর্ম্মপতি।
নিকটে ডাকেন ভীমার্জ্জুন মহামতি।।
আজ্ঞা দেন ধর্ম্মসুত করিবারে স্থান।
শ্রুতমাত্র দুই ভাই হৈল সাবধান।।
নানা দিকে স্থান করি দিল অন্ন জল।
নিযুক্ত করিল তাহে রক্ষক সকল।।
আনন্দ বিধানে তবে ভাই দুই জনে।
শীঘ্রগতি জানাইল ধর্ম্মের নন্দনে।।
ধর্ম্ম বলে, অবধান কর মুনিরাজ।
অতঃপর বিলম্বেতে নাহি কিছু কাজ।।
হইবে রৌদ্রের তেজ হলে অতি বেলা।
বিধাতা নিযুক্ত করিলেন বৃক্ষতলা।।
মুনি বলে, যুধিষ্ঠির তুমি সাধুজন।

অট্টালিকা হৈতে ভাল তোমার আশ্রম।।
কদর্য্য স্থানেতে যদি সাধুজন রয়।
স্বর্গের সমান তাহা, বেদে হেন কয়।।
এত বলি মহানন্দে উঠি মুনিবর।
আনন্দ বিধানে বসে সহ শিষ্যবর।।
বসিলেন মুনিগণ যথাযোগ্য স্থান।
যুধিষ্ঠির পঞ্চ ভাই হরিষ বিধান।।
অন্ন পরিবেশনাদি করে সবে আনি।
বাটিয়া ব্যঞ্জন অন্ন দেন যাজ্ঞসেনী।।
সবে অতি শীঘ্রহস্ত ভাই পঞ্চ জন।
যেই তাহা চাহে, তাহা দেন সেইক্ষণ।।
অপরূপ দেখ তার দৈবের করণ।
একবার একদ্রব্য করয়ে রন্ধন।।
আপনার ইচ্ছাবশে যত করে ব্যয়।
সূর্য্য অনুগ্রহে পুনঃ পরিপূর্ণ হয়।।
স্থানে স্থানে বসিলেক ব্রাহ্মণ মণ্ডলী।
ভোজন করেন সবে বড় কুতূহলী।।
না জানি খায় বা কত, দেয় কত আনি।
খাও খাও বলে সবে, এই মাত্র শুনি।।
অবিলম্বে তাহা পায় যাহা অভিলাষী।
ভোজন করিল দশ সহস্র তপস্বী।।
অনন্তরে উঠি সবে করে আচমন।
সাধু সাধু ধন্যবাদ দেয় সর্ব্ব জন।।
দুর্ব্বাসা বলেন, রাজা তুমি ভাগ্যবান।
নহিল নহিব আর তোমার সমান।।
এমন প্রকার যদি পাই বনবাস।
তবে আর কিবা কার্য্য স্বর্গে অভিলাষ।।
তোমার ভ্রাতারা সবে মহা গুণবান।
দ্রুপদ নন্দিনী হয় লক্ষ্মীর সমান।।
ভোজনে যেমন তৃপ্ত হইলাম আমি।
এইমত নিরন্তর হবে তুষ্ট তুমি।।
কদাচিৎ চিন্তা কিছু না করিহ মনে।
খণ্ডিবে তোমার দুঃখ অতি অল্প দিনে।।
তোমারে দিলেক দুঃখ যাহার মন্ত্রণা।
মজিবে তাহার বংশ পাইয়া যন্ত্রণা।।
কহিলাম ধর্ম্মপুত্র, মিথ্যা নহে বাণী।
দ্রৌপদী দেখহ এই লক্ষ্মী-স্বরূপিণী।।
বিদায় করহ শীঘ্র, যাই তপোবন।
শুনিয়া কহেন তবে ধর্ম্মের নন্দন।।
সফল এ জন্ম কর্ম্ম মানিনু আপনি।
যাহে এত কৃপা করে কৃপাসিন্ধু মুনি।।
মম এই নিবেদন তোমার অগ্রেতে।
কদাচিৎ বিচলিত নহি সত্যপথে।।
দুর্ব্বাসা বলেন, রাজা তুমি পুণ্যবান।
পৃথিবীতে নাহি আর তোমার সমান।।
সত্য করি কহি কথা, শুন দিয়া মন।
যবে গিয়াছিনু আমি হস্তিনা ভুবন।।
সেবাতে করিল বশ রাজা দুর্য্যোধন।
হেথায় আসিতে মোরে কহে পুনঃ পুনঃ।।
বিনয় করিয়া মোরে পাঠাইল হেথা।
দশ দণ্ড রাত্রি পর তুমি যাবে তথা।।
মনেতে করিল সেই নিশাকালে গেলে।
অতিথি সেবিতে নারি পড়িবে জঞ্জালে।।
যুধিষ্ঠির বলিলেন, শুন মহামুনি।
সম্পদ বিপদ মোর দেব চক্রপাণি।।
আর এক নিবেদন শুন, মহাশয়।
তুমি যে আসিলে হেথা মোর ভাগ্যোদয়।।
তোমার চরণে যদি থাকে মোর মন।

আমারে করিতে নষ্ট নারে অন্যজন।।
এত বলি ধর্ম্মপুত্র নমস্কার কৈল।
সন্তুষ্ট হইয়া মুনি আশীর্ব্বাদ দিল।।
আর চারি ভাই তবে বন্দে মুনিরাজে।
সেই মত সম্ভাষণ করে শিষ্যমাঝে।।
সবে আশীর্ব্বাদ করি বেদ বিধিমতে।
তুষ্ট হয়ে সর্ব্বজন চলে পর্ব্ব পথে।।
আনন্দিত ভ্রাতৃসহ ধর্ম্মের কুমার।
দুর্য্যোধন পায় ক্রমে সব সমাচার।।
পরাণে কাতর দুষ্টবুদ্ধি দুরাশয়ে।
অসহ্য বজ্রের প্রায় বাজিল হৃদয়ে।।
আহারে অরুচি, চিত্ত সতত চঞ্চল।
দীর্ঘশ্বাস ছাড়ে সদা, শরীর দুর্ব্বল।।
এইরূপে দুর্য্যোধন চিন্তাকুল হয়ে।
একান্তে বসিল যত পাত্রমিত্র লয়ে।।
ত্রিগর্ত্ত শকুনি কর্ণ দুঃশাসন আদি।
হেনকালে কহে রাজা কর্ণেরে সম্বোধি।।
ভারতের কথা ব্যাসদেবের রচন।
কাশীরাম রচে ছন্দে দুর্ব্বাসা পারণ।।

দুর্য্যোধনের মনোদুঃখ শ্রবণে কর্ণের প্রবোধ বাক্য

এইমত কুরুপতি, চন্তিয়া আকুল মতি,
অত্যন্ত উদ্বেগ চিত্ত হয়ে।
ডাকাইয়া সর্ব্বজনে, বসিল নিভৃত স্থানে,
যত পাত্রমিত্রগণ লয়ে।।
দুর্য্যোধন হেনকালে, কর্ণে সম্বোধিয়া বলে,
অবধান কর মোর বোলে।
দুঃখের নাহিক ওর, দগ্ধ হৈল তনু মোর,
অনুক্ষণ চিন্তার অনলে।।
বিশেষ তোমরা সবে, মন্ত্রণার অনুভবে,
যে কিছু করিলে সুবিচার।
করিতে আমার হিত, বিধি কৈল বিপরীত,
এক চিন্তা কৈলে হয় আর।।
পুনঃ পুনঃ এই মত, উপায় করিনু যত,
হিংসা হেতু পাণ্ডুপুত্রগণে।
পরম সঙ্কটে তরে, হিতপক্ষ প্রতিকারে,
না জানি করিল কোন্ জনে।।
সকল বালক মিলে, ক্রীড়ার কৌতুককালে,

ভীমেরে দেখিয়া বলবান।
কেহ তারে নহে শক্য, নিবারিতে প্রতিপক্ষ,
কালকূট করাইনু পান।।
বান্ধি হস্ত পদ গলে, ফেলিনু গভীর জলে,
দৈবযোগে গেল রসাতল।
কেবা দিল প্রাণদান, কিবা সুধা করি পান,
অযুত হস্তীর ধরে বল।।
অনন্তর জতুগৃহে, তারে পোড়াইয়া দেহে,
ভাবিলাম করিব সংহার।
বুদ্ধিবলে তাহে তরি, দুরন্ত রাক্ষস মারি,
পাইল পরম প্রতিকার।।
কাল কাটি অনায়াসে, গেল পাঞ্চালের দেশে,
পাঞ্চালী পাইল স্বয়ম্বরে।
কি দিব ভাগ্যের লেখা, দ্রুপদ হইল সখা,
জিনিলেক লক্ষ দণ্ডধরে।।
অনন্তর রাজ্যে আসি, অবনী-মণ্ডল শাসি,
যে কর্ম্ম করিল যজ্ঞকালে।
কে তার উপমা দিবে, না হইল, না হইবে,
ক্ষিতিমধ্যে ক্ষত্রিয়ের কুলে।।
পিতামহ মুখে শুনি, যদুকুলে চক্রপানি,
পূর্ণব্রহ্ম নিজে অবতার।
ব্রাহ্মণ-চরণ ধৌতে, নিযুক্ত করিল তাতে,
হেনজন যজ্ঞেতে যাহার।।
হইল এমনি ক্রম, স্থলে হৈল জলভ্রম,
তাহাতে ঘটিল যে দুর্দ্দশা।
তাহে পেয়ে অপমান, বাঞ্ছা হল ত্যজি প্রাণ,
সেই দুঃখে খেলাইনু পাশা।।
হারিলেক রাজ্যধন, দাসত্ব করিল পণ,
তাহে জয় হইল আমার।

অন্ধরাজ বুদ্ধিদোষে, আপনার ভাগ্যবশে,
যাজ্ঞসেনী করিল উদ্ধার।।
সবে মিলি পুনর্ব্বার, মন্ত্রণা করিনু সার,
বনবাস কৈনু নিরূপণ।
না পাইল কোন দুঃখ, বনে তার নানা সুখ,
স্বর্গে যেন সহস্রলোচন।।
হিড়িম্বাদি জটাসুরে, মুহূর্ত্তেকে যমপুরে,
পাঠাইল করিয়া বিক্রম।
ভীমসেন শত্রুগণে, নিপাত করিল রণে,
অনায়াসে না জানিল শ্রম।।
একা পার্থ মহাবল, স্বর্গ মর্ত্ত্য রসাতল,
জিনিবারে হইল ভাজন।
দ্বিতীয় বিক্রম সীমা, ভীম পরাক্রম ভীমা,
যার নামে সভয় শমন।।
মধ্যাহ্ন-সূর্য্যের সম, অপ্রমেয় পরাক্রম,
মাদ্রীপুত্র যুগল বিশেষে।
আর এক অনুমানি, লক্ষ্মীরূপা যাজ্ঞসেনী,
পাইল পাণ্ডব পুণ্যবশে।।
তাহার সুকর্ম্ম যত, বিশেষ কহিব কত,
বলিতে না পারি এক মুখে।
এক দ্রব্য সুসংযোগে, স্বর্গের অধিক ভোগে,
বনেতে পাণ্ডব আছে সুখে।।
নিত্য নিয়মিত যত, প্রতিদিন শত শত,
ব্রাহ্মণেরে করায় ভোজন।
লক্ষ লক্ষ যত আসে, তারা সব ভাগ্যবশে,
বিমুখ না যায় কোন জন।।
সেহেতু হিংসিতে তারে, পাঠাইনু দুর্ব্বাসারে,
শিষ্য দশ সহস্র সংহতি।
শুনিলাম লোকমুখে, ভোজন করিয়া সুখে,

মুনি গেল আপন বসতি।।
ইহা পূর্ব্বে সর্ব্ব জনে, গেলাম প্রভাস স্নানে,
দেখিনু সকল বিদ্যমান।
যে কর্ম্ম করিল তায়, বুঝিলাম অভিপ্রায়,
নহি তার শতাংশ সমান।।
তপ জপ যজ্ঞ ব্রত, বল বুদ্ধি ধৈর্য্য যত,
পাণ্ডবের আছয়ে সকল।
সবার সমান গুণ, বিশেষতঃ ভীমার্জ্জুন,
ক্ষিতিমধ্যে দুই মহাবল।।
যে কিছু উপায় শেষে, মন্ত্রণার সমাবেশে,
যদ্যপি না হয় প্রতিকার।
বুদ্ধিবল অনায়াসে, কাল কাটি কোন দেশে,
আসিয়া করিব মহামার।।
মধ্যাহ্ন মার্ত্তণ্ডসম, যেন মহাকাল যম,
বারণ করিবে কোন্ জন।
এই চিন্তা অবিরত, কুম্ভকার চক্রবত,
সতত অস্থির মম মন।।
অতি সে উদ্বিগ্ন মনে, সবাকার বিদ্যমানে,
কহিল কৌরব অধিপতি।
দুর্য্যোধন মনঃক্লেশে, জানি হিত উপদেশ,
সূর্য্যপুত্র কহে মহামতি।।
মহারাজ কি কারণে, এতেক উদ্বিগ্ন মনে,
কি হেতু পাণ্ডবে কর ভয়।
তোমার বৈভব বলে, স্বর্গ মর্ত্ত্য রসাতলে,
উপমার যোগ্য হেন নয়।।
কহিলে যে মহারাজা, পাণ্ডব প্রবল তেজা,
আসিয়া করিবে মহামার।
বহুদিন তারা আছে, আমরাও আছি কাছে,
হিংসা কবে করিল কাহার।।

বনের নিবাস গত, শেষ দিন আছে যত,
যদ্যপি বঞ্চিবে মহাক্লেশে।
কহ কোথা আছে ঠাঁই, লুকাইবে পঞ্চ ভাই,
অজ্ঞাতে বঞ্চিবে কোন্ দেশে।।
যতেক নৃপতিচয়, কেবল তোমার ভয়,
কাছে না রাখিবে কোন জন।
পাঠাইব চরগণে, নগর পর্ব্বত বনে,
খুঁজিলে পাইবে দরশন।।
আছে পূর্ব্ব নিরূপণ, দ্বাদশ বৎসর বন,
বঞ্চিবেক অজ্ঞাত বৎসর।
এতেক যে কালান্তরে, কেবা জীয়ে কেবা মরে,
চিরজীবী নহে কোন নর।।
শুভ ভাগ্যবশে যদি, বঞ্চিয়া অজ্ঞাত বিধি,
আসিবেক যখন সকল।
বনবাস মহাকষ্ট, চিন্তাকুল জ্ঞানভ্রষ্ট,
শক্তিহীন হইবে দুর্ব্বল।।
তখন করিব ক্রম, প্রকাশিয়া পরাক্রম,
স্বকার্য্য সাধিব কুতূহলে।
নিমিষেতে পঞ্চ জনে, পাঠাইব যমস্থানে,
তোমার পুণ্যের মহাবলে।।
আমার বিক্রম জানি, কি কারণে নৃপমণি,
ক্ষুদ্র জনে কর এত ভয়।
ভীষ্ম দ্রোণ অশ্বত্থামা, সবে অনুগত তোমা,
কি করিবে পাণ্ডুর তনয়।।
এত বলি কর্ণবীর, হিতপক্ষ নৃপতির,
কহিল শুনিল সর্ব্বজন।
সূর্য্যপুত্র কহে যত, তাহা নহে অন্যমত,
সবাই করিবে প্রাণপণ।।
এই মত সর্ব্বজনে, কহিলেন দুর্য্যোধনে,

আশ্বাস করিয়া বহুতর।
শুনিয়া এ সব বাণী, দুর্য্যোধন মহামানী,
কতক্ষণে করিল উত্তর।।
বলবুদ্ধি অনুভবে, যে কিছু কহিবে সবে,
অন্যথা না করি কদাচন।
কিন্তু নহি দীর্ঘজীবী, সর্ব্বদা এ সব ভাবি,
যোগবৎ চিন্তি অনুক্ষণ।।
বনের চরিত্র কথা, শ্রবণে মঙ্গল গাঁথা,
প্রকাশিল মহামুনি ব্যাস।
সেই কথা মনুঃসুখে, শুনিয়া লোকের মুখে,
পাঁচালি রচিল তাঁর দাস।।

দুর্য্যোধনের মন্ত্রণায় জয়দ্রথের দ্রৌপদী হরণে যাত্রা

দুর্য্যোধন কহে, সবে কি যুক্তি করিলে।
বিধাতা দিবেক বলি নিশ্চিন্ত রহিলে।।
বিধিকৃত হৈলে জানি অবশ্যই জয়।
তিনি না করিলে, জানি সব মিথ্যা হয়।।
সংসারে থাকিয়া লোক করিবে উদ্যোগ।
নিত্য নিত্য ভুঞ্জিবেক নানা উপভোগ।।
অনুক্ষণ করিবেক স্বকার্য্য সাধন।
পূর্ব্বমত আছে হেন বিধি নির্ব্বন্ধন।।
ফল পায়, যেবা রাখে বিধাতায় মন।
জীবনেতে উপায় করিবে সর্ব্ব জন।।
বুদ্ধিতে পাণ্ডব যদি গুপ্তবাস তরে।
অনর্থ করিবে আসি মহাক্রোধ ভরে।।
ইন্দ্রতুল্য পরাক্রম এক এক জন।
কাহার হইবে শক্তি করিতে বারণ।।
মাতুল ত্রিগর্ত্ত তুমি আমি দুঃশাসন।
মহাশ্রম করিলে না পারি কদাচন।।
মন্ত্রণা করিয়া যাদি সংহারিতে পারি।
উদ্বেগ সাগর হৈতে অনায়াসে তরি।।
কহিলে যতেক কথা, মনে নাহি লয়।
পরাক্রমে পাণ্ডবেরে কে করিবে জয়।।
সুযুক্তি ইহার এই, লয় মম মন।
আনিব দ্রুপদ সুতা করিয়া হরণ।।
দ্রুপদ নন্দিনী হয় পাণ্ডবের প্রাণ।
অশেষ সঙ্কটে নিত্য করে পরিত্রাণ।।
বুদ্ধিবল করি যদি তাহারে হরিবে।
নিশ্চয় দেখিবে তবে পাণ্ডব মরিবে।।
সে কারণে কহি আমি এ সব সম্মত।
গুপ্তবেশে সেই স্থানে যাক জয়দ্রথ।।
বুদ্ধিবলে বিশারদ, তারে ভাল জানি।
প্রকার করিয়া যেন হরে যাজ্ঞসেনী।।
লুকায়ে রাখিব কৃষ্ণা অতি গুপ্তস্থানে।
খুঁজিয়া পাণ্ডব যেন না পায় সন্ধানে।।

কৃষ্ণার বিচ্ছেদে বড় পাইবেক শোক।
এইরূপে পঞ্চ ভাই হইবে বিয়োগ।।
নিষ্কন্টক হবে রাজ্য, ঘুচিবে জঞ্জাল।
নির্ব্বিরোধে রাজ্যবোগ করি চিরকাল।।
তোমা সবাকার যদি হয় ত সম্মতি।
তবে সে কর্ত্তব্য, এই লয় মম মতি।।
এতেক কহিল যদি কৌরব -প্রধান।
প্রশংসা করিল তবে মন্ত্রী জ্ঞানবান।।
ধন্য ধন্য মহাশয় মন্ত্রণা তোমার।
করিলে যে মন্ত্রণা, তা সবাকার সার।।
যোগ্য হয় এ কর্ম্ম মোদের অভিমত।
গুপ্তবেশে সেই স্থানে যাক জয়দ্রথ।।
দুষ্টমতিগণ যদি এতেক কহিল।
শুনিয়া নৃপতি তবে আনন্দিত হৈল।।
তবে জয়দ্রথে আজ্ঞা দিল দুর্য্যোধন।
তুমি শীঘ্র কাম্যবনে করহ গমন।।
অন্তরে থাকিয়া তথা বীর চূড়ামণি।
বুদ্ধিবলে হরিয়া আনিবে যাজ্ঞসেনী।।
এতেক কহিল যদি কৌরব ঈশ্বর।
কতক্ষণে জয়দ্রথ করিল উত্তর।।
তোমার আজ্ঞাতে আমি যাই কাম্যবন।
কিন্তু পাণ্ডবেরে সবে জানহ যেমন।।
দ্বিতীয় শমন তুল্য একৈক পাণ্ডব।
শতাংশ সমান তার নহি মোরা সব।।
বিশেষে, আপনি মনে কর অবধান।
গন্ধর্ব্ব-সমরে একা পার্থ কৈল ত্রাণ।।
জীয়ন্ত ব্যাঘ্রের চক্ষু আনে কোন্ জনে।
কার শক্তি হিংসিবে সে পাণ্ডু পুত্রগণে।।
যদি বা তোমার বাক্য নাহি করি আন।
নিমিষেতে বৃকোদর বধিবেক প্রাণ।।
বিশেষ দ্রুপদসুতা লক্ষ্মী-অবতার।
মহাবল পঞ্চ ভাই রক্ষক তাহার।।
একান্ত থাকিবে যার জীবনের আশা।
সে কেন করিবে হেন দুরন্ত প্রত্যাশা।।
জয়দ্রথ মুখে তবে এই বাক্য শুনি।
বিনয় পূর্ব্বক তারে কহে নৃপমণি। ।
কহিলে যতেক কথা, আমি সব জানি।
পাণ্ডবের সম্মুখে কে হরে যাজ্ঞসেনী।।
কি ছার কৌরব সেনা, তোমা গণি কিসে।
অন্যে কি করিবে যারে দণ্ডপাণি ত্রাসে।।
একা পার্থ জিনিলেক এ তিন ভুবন।
সুরাসুর নাগ নরে সম কোন্ জন।।
সুযুক্তি করেছি এই, শুন দিয়া মন।
আনিবে দ্রুপদসুতা করিয়া গোপন।।
নিকটে নিকটে সদা রবে সাবধানে।
অতি সঙ্গোপনে, যেন কেহ নাহি জানে।।
স্নান দানে যবে সবে যাবে চারিভিত।
সেই কালে সেই স্থানে হবে উপনীত। ।
হরিয়া দ্রুপদসুতা প্রকার বিশেষে।
যত্ন করি লুকাইবে অতি দূরদেশে।।
খুঁজিয়া পাণ্ডব যেন উদ্দেশ না পায়।
তার শোকে পাণ্ডবেরা মরিবে নিশ্চয়।।
সুসিন্ধ হইবে তবে মনের অভীষ্ট।
নিঃসঙ্কটে রাজ্যভোগ করিব যথেষ্ট।।
তোমা বিনা অন্য জন ইথে নহে শক্য।
সহায় সম্পদ মোর তুমি সে স্বপক্ষে।।
বিস্তর কহিয়া আর নাহি প্রয়োজন।
অমূল্যে কিনিবে তুমি রাজা দুর্য্যোধন।।

পুনঃ পুনঃ কহে রাজা মৃদু মৃদু ভাষ।
শুনি জয়দ্রথ করে বচন প্রকাশ।।
কি কারণে এত কথা কহ নরপতি।
অবশ্য পালিব আমি তব অনুমতি।।
এই আমি চলিলাম কাম্যক-কানন।
প্রাণপণে সম্পাদিব তব প্রয়োজন।।
এত শুনি তুষ্ট হৈল প্রধান কৌরব।
সাজাইয়া দিল রথ করিয়া গৌরব।।
সবে সম্ভাষিয়া বীর চড়ে গিয়া রথে।
চালাইয়া দিল কাম্য-কাননের পথে।।
যাইতে যাইতে পথে করিল বিচার।
রাজার সাহসে আজি কৈনু অঙ্গীকার।।
পড়িলে ভীমের হাতে নাহিক নিস্তার।
ঈশ্বর করেন যদি, হইব উদ্ধার।।
এতেক চিন্তিয়া মনে যুক্তি কৈল সার।
চৌর্য্য বিনা কার্য্য সিদ্ধি নহিবে আমার।।
এইরূপে জয়দ্রথ চিন্তাকুল মনে।
উপনীত হৈল গিয়া মহাঘোর বনে।।
দুদিকে কানন শোভা, মধ্য দিয়া পথ।
নানাবর্ণ মৃগ পশু দেখে শত শত।।
বিবিধ কুসুমে দেখে শোভিয়াছে বন।
মকরন্দ পান করে সুখে অলিগণ।।
বিবিধ প্রকার শোভা দেখিয়া কাননে।
কাম্যবন নিকটে আইল কতক্ষণে।।
নন্দনকানন তুল্য দেখে কাম্যবন।
অনেক আশ্রম তথা দেখে মুনিগণ।।
স্থানে স্থানে দেখে কত দেবের আশ্রম।
বিবিধ বিহঙ্গ রব করে নানাক্রম।।
এরূপ কৌতুক মনে করিতে ভ্রমণ।
উত্তরিল কতক্ষণে যথা পঞ্চ জন।।
তাহার নিকটে লুকাইল জয়দ্রথ।
ছিদ্র চাহি থাকে বীর নিরখিয়া পথ।।
শমন সমান জানি ভীম ধনঞ্জয়।
নিকটে যাইতে নারে পরাণের ভয়।।
হেনমতে রহে তথা হইয়া গোপন।
এক দিন শুন রাজা দৈবের ঘটন।।

দ্রৌপদী হরণে ভীমহস্তে জয়দ্রথের অপমান

শুন জন্মেজয় রাজা দৈবের ঘটন।
জয়দ্রথ গুপ্তভাবে রহে কাম্যবন।।
উঠিয়া প্রভাতে হেথা ভাই দুই জনে।
রাজার নিকটে রাখি মাদ্রীর নন্দনে।।
মৃগয়া করিতে যান ভীম ধনঞ্জয়।
স্নান হেতু যান ক্রমে বিপ্র সমুদয়।।
পরে চলিলেন স্নানে ভাই তিন জন।
বসিয়া দ্রৌপদী একা করেন রন্ধন।।
জয়দ্রথ দেখে, শূন্য হইল মন্দির।
সময় জানিয়া তথা গেল মহাবীর।।
কুটীর দুয়ারে গিয়া রাখিলেক রথ।
শূন্যালয় দেখি আনন্দিত জয়দ্রথ।।
রথ হৈতে ভূমিতলে নামে মহাবীর।
কুটুম্ব জানিয়া কৃষ্ণা হইল বাহির।।
মনেতে জানিল এই অপূর্ব্বা অতিথি।
অতিথির সেবা হেতু চিন্তি গুণবতী।।
শূন্যালয় তথা, আর নাহি কোন জন।
আপনি আনিয়া দিল দিব্য কুশাসন।।

পাদ প্রক্ষালন হেতু আনি দিল জল।
জিজ্ঞাসা করিল, কহ ঘরের কুশল।।
কোথা হৈতে এলে এবে, যাবে কোন্ দেশে।
এ বনে আসিলা কোন প্রয়োজনোদ্দেশে।।
জয়দ্রথ বলে, আর নাহি কোন কাজ।
ভেটিবারে আইলাম ধর্ম্ম মহারাজ।।
একমাত্র দেখি তুমি করিছ রন্ধন।
কহ দেখি, কোথা গেল ধর্ম্মের নন্দন।।
কোন্ কার্য্য হেতু গেল ভীম ধনঞ্জয়।
ব্রাহ্মণ-মণ্ডলী কোথা, মাদ্রীর তনয়।।
কৃষ্ণা বলে, স্নানে গেল ব্রাহ্মণ-সমাজ।
মাদ্রীপুত্র গেল সহ ধর্ম্মরাজ।।
ভীমার্জ্জুন গেল বনে মৃগয়া কারণে।
মুহূর্ত্তে এখনি সবে আসিবে এখানে।।
দ্রৌপদীর মুখে শুনি এ সব বচন।
দুষ্ট জয়দ্রথের সচঞ্চল হৈল মন।।
বিচার করিল মনে, সবে দূরে গেল।
উচিত সময় মোর বিধাতা মিলাল।।
চতুর্দ্দিকে চাহে, কেন নাহিক কোথায়।
চঞ্চল হইল বীর ঘন ঘন চায়।।
নিকটে আছিল কৃষ্ণা, তুলি নিল রথে।
শীঘ্রগতি চালাইল হস্তিনার পথে।।
কৃষ্ণা বলে, চৌর্য্যকার্য্য কর কুলাঙ্গার।
বুঝিলাম, কালপূর্ণ হইল তোমার।।
বড় বংশে জনমিয়া কর নীচকর্ম্ম।
মুহূর্ত্তে এখনি তার ফলিবেক ধর্ম্ম।।
যাবৎ পুরুষসিংহ ভীম নাহি দেখে।
প্রাণ লয়ে যাহ শীঘ্র ছাড়িয়া আমাকে।।
আরে দুষ্ট কি করিলি, হলি মতিচ্ছন্ন।
বুঝিনু তোমার এবে কাল হল পূর্ণ।।
আরে অন্ধ ভালমন্দ না জান সকল।
হেন কর্ম্ম কর যাতে ফলয়ে সুফল।।
পরপক্ষ জন যদি আসি করে রণ।
সাহায্য করিয়া তারে রাখে বন্ধুগণ।।
তোর ক্রিয়া শুনি লোক কর্ণে দিবে কর।
হেন দুরাচার দুই অধম পামর।।
হেনমতে তিরস্কার করে যাজ্ঞসেনী।
চোরা নাহি শুনে কভু ধর্ম্মের কাহিনী।।
ভালমন্দ জয়দ্রথ কিছু নাহি কহে।
চালাইয়া দিল রথ, তিলেক না রহে।।
দ্রৌপদী দেখিল, তবে পড়িনু বিপাকে।
গোবিন্দ গোবিন্দ বলি পরিত্রাহি ডাকে।।
কি জানি কৃষ্ণের পায় কৈনু অপরাধ।
সে কারণে হৈল মম এতেক প্রমাদ।।
কোথা গেল মহারাজ ধর্ম্ম-অধিকারী।
কোথা গেল মাদ্রীপুত্র বিক্রমে কেশরী।।
ভুবন বিজয়ী কোথা পার্থ মহামতি।
এস এস কোথা আছ, এস হে ঝটিতি।।
মধ্যম পাণ্ডব এস ভীম মহাবল।
দুষ্ট জনে আসি দেহ সমুচিত ফল।।
তোমরা যে পঞ্চ ভাই রহিলে কোথায়।
জয়দ্রথ মন্দমতি বলে লয়ে যায়।।
শূন্যালয়ে আছি, দুষ্ট জানিয়া ধরিল।
সিংহের বনিতা নিতে শৃগালে ইচ্ছিল।।
সকল দেবের সাক্ষী দেব বিকর্ত্তন।
আজন্ম জানহ তুমি সবাকার মন।।
কায়মনোবাক্যে যদি আমি হই সতী।
ইহার উচিত ফল পাইবে দুর্ম্মতি।।

এইমত যাজ্ঞসেনী পাড়িছে দোহাই।
হেনকালে আশ্রমেতে আসে তিন ভাই।।
শূন্যালয় দেখি মনে হইলেন স্তব্ধ।
শুনিলেন দ্রৌপদীর ক্রন্দনের শব্দ।।
ব্যগ্র হয়ে তিন ভাই ধনু লয়ে হাতে।
শব্দ অনুসারে শীঘ্র ধায় সেই পথে।।
চিন্তাকুল ধায় সবে, না দেখেন পথ।
দূর হৈতে দেখিলেন, যায় জয়দ্রথ।।
আকুল হইয়া কৃষ্ণা ডাকে ঘনে ঘন।
দূর হৈতে দেখিলেন, যায় জয়দ্রথ।।
আকুল হইয়া কৃষ্ণা ডাকে ঘনে ঘন।
দূর হৈতে আশ্বাসিয়া কহে তিন জন। ।
ভয় নাই, ভয় নাই, বলয়ে বচন।
হেনকালে দেখ তথা দৈবের ঘটন।।
মৃগয়া করিয়া আসে ভাই দুই জন।
সেই পথে জয়দ্রথ করিছে গমন।।
দূর হতে শুনিলেন ক্রন্দনের রোল।
উদ্ধার করহ ভীম ডাকে এই বোল।।
অর্জ্জুন কহেন, ভীম শুনি বিপরীত।
হেথা যাজ্ঞসেনী কেন ডাকে আচম্বিত।।
কি হেতু আইল কৃষ্ণা নির্জ্জন কাননে।
না জানি হিংসিল আসি কোন্ দুষ্ট জনে।।
কিম্বা কেবা বিরোধিল ধর্ম্মের তনয়।
আকুল আমার মন গণিয়া প্রলয়।।
ভীম বলে, এ কথা না লয় মম মনে।
কে যাইতে ইচ্ছা করে শমন ভবনে।।
চল শীঘ্র, ভাল নহে এ সব কারণ।
সমুচিত ফল দিব জানি নিরূপণ।।
এত বলি দুই বীর যান বায়ুবেগে।
শব্দ অনুসারে যান দ্রৌপদীর আগে। ।
হেনকালে দূরে দেখিলেন এক রথ।
ধ্বজা দেখি জানিলেন যায় জয়দ্রথ। ।
তবে পার্থ মায়ারথ করেন স্মরণ।
চিন্তামাত্র কপিধ্বজ আসিল তখন।।
আরোহণ করিলেন দোঁহে হৃষ্টমতি।
চালাইয়া দেন রথ পবনের গতি।।
দেখিল নিকট হৈল অর্জ্জুনের রথ।
প্রাণভয়ে পলাইয়া যায় জয়দ্রথ।।
রথ হৈতে লাফ দিয়া পড়ে ভূমিতলে।
অধিক ধাইল বীর প্রাণের বিকলে।।
দেখিয়া ভীমের মনে হইল সন্তাপ।
ক্রোধভরে রথ হৈতে পড়ে দিয়া লাফ। ।
বেগেতে ধাইল দুষ্ট অতি ভয়াকুলে।
চক্ষুর নিমেষে ভীম ধরে তার চুলে।।
মৃগেন্দ্র রুষিয়া যেন ধরে ক্ষুদ্র পশু।
ক্ষুধিত গরুড়মুখে যেন সর্পশিশু। ।
সেইমত তার চুল ধরিলেন টানি।
ক্রোধভরে গেল যথা আছে যাজ্ঞসেনী।।
কহিল কৃষ্ণারে তবে আশ্বাস বচন।
স্থির হও যাজ্ঞসেনী ত্যজ দুঃখ মন।।
যেমত তোমাকে দুঃখ দিল দুষ্টমতি।
তাহার উচিত ফল, মুখে মার লাথি।।
আছিল মনের ক্রোধে দ্রুপদ-নন্দিনী।
সম্বরিতে নারে ক্রোধ, দহিছে পরাণী।।
তাহাতে ভীমের আজ্ঞা লঙ্ঘিতে নারিল।
অধর্ম্ম নাহিক ইথে বিচারে জানিল।।
তবে কৃষ্ণা আপনার মনের কৌতুকে।
তিন বার পদাঘাত করে তার মুখে।।

জয়দ্রথে কহে তবে ভীম মহাবল।
অবশ্য ভুঞ্জিতে হয় স্বকর্ম্মের ফল।।
আরে দুষ্ট, থাকে যার জীবনের আশা।
সে কভু করয়ে হেন দুরন্ত ভরসা।।
এই মুখে কৃষ্ণা হরি দিয়াছিলি রড়।
এত বলি গণি মারে দশটী চাপড়।।
বজ্রতুল্য খাইয়া ভীমের করাঘাত।
সঘনে কাঁপয়ে যেন কদলীর পাত।।
হেনমতে বৃকোদর মারিল প্রচুর।
চুলে ধরি টানি তবে লয় কত দূর।।
অনেক নিন্দিল তারে গভীর গর্জ্জনে।
পুনশ্চ টানিয়া তারে আনে কতক্ষণে।।
মুক্তকেশ ন্যস্তবেশ বহে রক্তধার।
ফাঁফর হইয়া কান্দে, নাহিক নিস্তার।।
চুলে ধরি ভূমিতলে ঘসে তার মুখ।
দেখি দ্রৌপদীর মনে পরম কৌতুক।।
পুনঃ পুনঃ প্রহারিল বীর বৃকোদর।
প্রাণমাত্র অবশেষ রহে কলেবর।।
মূর্চ্ছাগত হয়ে ভূমে পড়ে অচেতন।
হেনকালে উপনীত ধর্ম্মের নন্দন।।
দেখিয়া তাহার দুঃখ দুঃখিত হৃদয়।
রক্ষা হেতু বিচারিয়া ধর্ম্মের তনয়।।
কহিলেন, শুন ভীম, করিলে কি কর্ম্ম।
বিশেষে ভগিনীপতি, মারিলে অধর্ম্ম।।
ভাল হৈল দুষ্ট পাইল সমুচিত ফল।
দোষ মত যত দণ্ড হইল সকল।।
কিন্তু বধ্য নহে, রাখ ইহার জীবন।
ভগিনী করিয়া রাঁড়ি নাহি প্রয়োজন।।
ভগিনী ভাগিনা দোঁহে হইবে অনাথ।
কান্দিবে সকলে আর মোর জ্যেষ্ঠতাত।।
সে কারণে কহি ভাই শুনহ বচন।
ছাড়হ, লইয়া যাক নির্লজ্জ জীবন।।
রাজ-আজ্ঞা লঙ্ঘিবারে নারি বৃকোদর।
জয়দ্রথে এড়ি বীর হইল অন্তর।।
কতক্ষণে সংজ্ঞা পেয়ে সেই মূঢ়মতি।
মনে মনে চিন্তা করে, পেনু অব্যাহতি।।
নিঃশব্দে রহিল দুষ্ট হয়ে নম্রশির।
ভৎসিয়া কনেহ তারে রাজা যুধিষ্ঠির।।
কে দিল কুবুদ্ধি তোরে করিয়া কপটে।
কি হেতু মরিতে এলি এমন সঙ্কটে।।
ক্ষণেক না হৈত যদি মম আগমন।
এতক্ষণ যাইতিস্ শমন সদন।।
পলাইয়া যাহ লয়ে নিলর্জ্জ জীবন।
কুবুদ্ধি দিলেক তোরে যেই দুষ্ট জন।।
সেই সব জনে গিয়া কহিবে সকল।
কত দিনান্তরে হবে সে সবার ফল।।
তবে ধর্ম্ম কৃষ্ণারে কহিল এই কথা।
দুঃখ মন তেজহ দ্রুপদ রাজ সুতা।।
তোমারে দিলেক যত দুঃখ আর কষ্ট।
এইমত সর্ব্বজন হইবেক নষ্ট।।
এত বলি আশ্রমেতে যান ছয় জনে।
দুষ্ট জয়দ্রথ তবে বিচারিল মনে।।

জয়দ্রথের শিবারাধনায় যাত্রা

ক্ষান্ত হইলেন যদি ভাই পঞ্চজনে।
দুষ্ট জয়দ্রথ তবে বিচারিল মনে।।

পাঠাইয়া দিল মোরে কৌরব প্রধান।
তার কার্য্য সাধিবার বিধি কৈল আন।।
কোন্ লাজে তারে গিয়া দেখাইব মুখ।
উপায় চিন্তিব, যাতে খণ্ডিবেক দুঃখ।।
এত কষ্ট দিল মোরে পাণ্ডব দুরন্ত।
তা সবা জিনিলে মম দুঃখ হবে অন্ত।।
ইন্দ্রতুল্য পরাক্রম পাণ্ডব সকল।
কেমনে হইব শক্য, আমি হীনবল।।
তপোবলে পাণ্ডবেরা হয় বলবান।
আমার তাপস্যা বিনা গতি নাহি আন।।
কঠোর তপস্যা করি শুদ্ধ কলেবরে।
তপেতে করিব তুষ্ট দেব মহেশ্বরে।।
প্রসন্ন হইবে যবে কৈলাসের নাথ।
পাণ্ডবে জিনিতে বর মাগিব পশ্চাৎ।।
তবে যদি কার্য্যসিদ্ধি নহে কদাচন।
ত্যজিব জীবন এই করিলাম পণ।।
এত বলি হিমালয় পর্ব্বতে সে গেল।
শুচি হয়ে মন আত্মা সংযত করিল।।
নিয়ম করিয়া নিত্য করে নানা ক্লেশ।
তপ আরম্ভিল করি হরের উদ্দেশ।।
কত দিন বঞ্চিলেন খেয়ে মাত্র ফল।
অতঃপর পান করে শুধু মাত্র জল।।
গ্রীষ্মকালে চতুর্দ্দিকে জ্বালিয়া আগুনি।
বসিয়া তাহার মাঝে দিবস রজনী।।
বর্ষাকালে চারিমাস বসি বৃক্ষতলে।
মস্তক পাতিয়া ধরে বরিষার জলে।।
শীতেতে শীতল যথা সুশীতল নীর।
তাহাতে নিমগ্ন হয়ে থাকে মহাবীর।।
তপস্যায় বৎসরেক করি মহাক্লেশ।
কঠোর তপেতে বশ হলেন মহেশ।।
জানিয়া একান্ত ভক্তি দেব মহেশ্বর।
মায়াদেহ ধরে হর বিপ্র কলেবর।।
যথা জয়দ্রথ আছে হিমালয় গিরি।
তাহার নিকটে চলিলেন ত্রিপুরারি।।
সমাধি করিয়া রাজা আছয়ে নির্জ্জনে।
নিমগ্ন করিয়া চিত্ত হরের চরণে।।
হেনকালে ডাকি তারে বলেন ঈশ্বর।
তপস্যা ত্যজহ রাজা, মাগ ইষ্টবর।।
ইহা শুনি জয়দ্রথ উঠিল কৌতুকে।
অপূর্ব্ব ব্রাহ্মণ মূর্ত্তি দেখিল সম্মুখে।।
বিস্মিত হইয়া কহে, তুমি কোন্ জন।
মহেশ কহেন, আমি দেব পঞ্চানন।।
রাজা বলে, তুমি যদি দেব বিশ্বনাথ।
তোমার যে নিজমূর্ত্তি ভুবনে বিখ্যাত।।
কৃপা করি সেই রূপ করহ প্রকাশ।
তবে সে আমার মনে হইবে বিশ্বাস।।
ভক্ত জানি নিজ রূপ ধরিলেন হর।
রজত পর্ব্বত জিনি দীপ্ত কলেবর।।
কটিতটে ফণিরাজ, পরা বাঘছাল।
শিরে জটা বিভূতি ভূষণ অক্ষমাল।।
উপবীত নাগের, গলেতে হাড়মাল।
সুচারু চন্দ্রের কলা শোভিয়াছে ভাল।।
বাম করে শোভে শৃঙ্গ, দক্ষিণে ডমরু।
দেখিয়া এমত রূপ বাঞ্ছাকল্পতরু।।
আপনারে কৃতকৃত্য মানে মহাবল।
দণ্ডবৎ হয়ে তবে পড়ে ভূমিতল।।
অষ্টাঙ্গ লোটায় ধরি অভয় চরণ।
ভক্তিভাবে বহুবিধ করিল স্তবন।।

অনাথের নাথ তুমি, কৃপার নিধান।
কৃপা করি নিজ গুণে কর পরিত্রাণ। ।
মহেশ কহেন, রাজা মাগ ইষ্টবর।
শুনি জয়দ্রথ কহে যুড়ি দুই কর।।
আমারে অনাথ দেখি কৃপা কর যদি।
জিনিব পাণ্ডবে, আজ্ঞা কর কৃপানিধি।।
এত শুনি শূলপাণি করেন উত্তর।
মনোনীত দেখি রাজা চাহ অন্য বর।।
জয়দ্রথ বলে, অন্য বরে কার্য্য নাই।
জিনিব পাণ্ডবে আজ্ঞা করহ গোঁসাই।।
মহেশ বলেন, তুমি নহ জ্ঞানযুত।
পুনঃ পুনঃ কি কারণে কহ অসঙ্গত।।
পাণ্ডব ভুবন-জয়ী, শুন মহামতি।
তাহারে জিনিতে পারে কাহার শকতি। ।
মনুষ্য জানিয়া তুমি করহ অবজ্ঞা।
আমিত তোমার মত নহি হীন প্রজ্ঞা। ।
প্রয়োজন নাহি আর কহিতে বিস্তর।
অন্য যাহা ইচ্ছা, রাজা মাগ সেই বর।।
আপনার ইষ্ট যে, সে শিবের অনিষ্ট।
স্পষ্ট বুঝি পুনঃ কহে জয়দ্রথ দুষ্ট।।
এখন জানিনু তুমি পাণ্ডবের সখা।
কি হেতু আসিয়া দিলে অধমেরে দেখা।।
যাহ প্রভু নিজ স্থানে করহ গমন।
প্রাণ ত্যাগ করিব, করিনু নিরূপণ।।
ধূর্জ্জটি বলেন, বাক্যবয় কর মিছা।
করিবে যে কর, তবে আপনার ইচ্ছা।।
পরাণ ত্যজহ কিম্বা যাহা লয় মতি।
এই বর দিতে নাহি কাহার শকতি।।
জয়দ্রথ পুনঃ বলে, করহ গমন।
হেথায় রহিয়া তবে কোন্ প্রয়োজন।।
নৃপতির এই বাক্য শুনি দিগম্বর।
কৈলাস শিখরে যান দুঃখিত অন্তর।।
পুনর্ব্বার জয়দ্রথ আরম্ভিল তপ।
পাণ্ডবের পরাভব অন্তরেতে জপ।।
নানা ক্লেশে মহাবীর বঞ্চে অহির্নিশি।
তার তপ দেখি চমকিত সর্ব্ব ঋষি।।
ঊর্দ্ধপদে অধোমুখে করি অনাহার।
হেনমতে বৎসরেক গেল পুনর্ব্বার।।
হেরিয়া জয়দ্রথের তপ জপ ভক্তি।
হরের রহিতে আর না হইল শক্তি।।
যথায় নৃপতি বসি সহে তপঃক্লেশ।
সন্নিকটে পুনরপি আসিয়া মহেশ।।
রাজারে কহেন, তপ কর কি কারণ।
চতুর্ব্বগ চাহ, যাহে লয় তব মন।।
রাজ্য অর্থ বিধ্যা কিম্বা সন্ততি বৈভব।
যাহা চাহ, তাহা লহ, কি আছে দুর্ল্লভ।।
ইহা কহিলেন যদি করুণার নিধি।
জয়দ্রথ নৃপতিরে বিড়ম্বিল বিধি।।
মহামদে অন্ধ, রোষে আচ্ছাদিত মন।
সকল ছাড়িয়া চাহে পরের হিংসন।।
জয়দ্রথ বলে, যদি তুমি বর দিবে।
নিশ্চয় আমার মন, জিনিব পাণ্ডবে। ।
ইহা বিনা অন্য বরে মম কার্য্য নাই।
বুঝিয়া বিধান এই করহ গোঁসাই।।
শুনিয়া কহেন শিব, শুনহ পামর।
পৃথিবীতে কত শত আছে ইষ্ট বর।।
ইহা ছাড়ি ইচ্ছা কর পরের হিংসন।
বিশেষে পাণ্ডব তাহে, নহে অন্য জন।।

অচ্ছেদ্য অভেদ্য যেই, অজেয় সংসারে।
কোন জন হবে শক্য, জিনিতে তাহারে।।
বিশেষ অর্জ্জুন নামে তাহে একজন।
তাহার মহিমা বল জানে কোন জন।।
পরম পুরুষ যেই ব্রহ্মা-সনাতন।
দুই দেহ ধরিলেন নিজে নারায়ণ।।
বিশেষে হরিতে পৃথিবীর মহাভার।
নর নারায়ণ রূপে পূর্ণ অবতার।।
নররূপ ধরে পার্থ কুন্তীর নন্দন।
যদুকুলে শ্রীগোবিন্দ নিজে নারায়ণ।।
মহামদে অন্ধমতি, না জান কারণ।
অর্জ্জুনে জিনিতে বর দিবে কোন জন।।
হইবে গোবিন্দ যবে অর্জ্জুনের পক্ষ।
বর কিসে গণি, আমি না হইব শক্য।।
যদ্যপি একান্ত কৃপা আছয়ে আমায়।
আজ্ঞা কর জিনি যেন সহ ধনঞ্জয়।।
জীবন সফল তবে, পূর্ণ হবে আশ।
এত শুনি কহিলেন, পুনঃ কৃত্তিবাস।।
বড় বংশ জন্মি তোর হীন বুদ্ধি হয়।
কি কারণে করা রাজা অসৎ আশ্রয়।।
অর্জ্জুন অজেয় জান, এ তিন ভুবনে।
সুরাসুর নাগ নর আমা আদি জনে।।
আমার একান্ত ভক্ত পার্থ মহাবীর।
অভেদ অর্জ্জুন আমি, একই শরীর।।
বিশেষ আমার মিত্র প্রধান যাদব।
তাঁহার প্রধান সখা তৃতীয় পাণ্ডব।।
আর ইন্দ্রদেব হৈতে লভিয়াছে জন্ম।
ত্রিভুবনে বিখ্যাত যে অর্জ্জুনের কর্ম্ম।।
জিনিতে নারিবে রাজা কভু হেন জনে।
উপায় করিব এক তোমার কারণে।।
অভিমন্যু পুত্র তার অতি বলবান।
কৃষ্ণের ভাগিনা, প্রিয় প্রাণের সমান।।
জিনিবে সমরে তারে দিলাম এ বর।
বিমুখ করিবে আর চারি সহোদর।।
আত্মা হৈতে পুত্র হয়, শাস্ত্রে হেন কয়।
অভিমন্যু বধিলে জিনিবে ধনঞ্জয়।।
আর দেখ অবধ্য পাণ্ডব পঞ্চ জন।
অস্ত্রাঘাতে কদাচিৎ না হবে মরণ। ।
কি কর্ম্ম করিবে তারে করিয়া বিমুখ।
চিরকাল পুত্রশোকে পাইবেক দুখ।।
এত শুনি তুষ্টমতি হয়ে নরপতি।
চরণে ধরিয়া বহু করিল প্রণতি।।
কৈলাস শিখরে তবে যান মহেশ্বর।
জয়দ্রথ যায় তবে হস্তিনা নগর।।
মহাভারতের কথা সুধা সমতুল।
কাশী কহে, ব্যাসের গাথা বিশ্বে অতুল।।

হস্তিনায় জয়দ্রথের আগমন

হেথায় কৌরবপতি চিন্তাকুল হয়ে।
নিত্য অনুতাপ করে মন্ত্রিগণ লয়ে।।
রাজা বলে, কহ মোরে যত মন্ত্রিগণ।
জয়দ্রথ নৃপতির বিলম্ব কারণ।।
কেহ বলে, জয়দ্রথ গেল বহুদিন।
কর্ম্মে কি হইবে শক্য বল বুদ্ধি-হীন।।
কেহ বলে, পাণ্ডব দেখিল জয়দ্রথে।
নিশ্চয় ত্যজিল প্রাণ ভীম-বজ্র-হাতে।।

কেহ বলে, কার্য্যসিদ্ধি করিলে নারিল।
লজ্জায় না দিল দেখা নিজ রাজ্যে গেল।।
এইরূপে চিন্তাকুল আছে নরপতি।
হেনকালে জয়দ্রথ আসিল দুর্ম্মতি।।
নিরখিয়া ভূপতির আনন্দ প্রচুর।
সভাশুদ্ধ নরপতি গেল কত দূর।।
বহু কাল পরে পেয়ে বন্ধু দরশন।
পরস্পর হর্ষভরে করে আলিঙ্গন।।
তবে দুর্য্যোদন রাজা আনন্দিত মনে।
হাতে ধরি বসাইল নিজ সিংহাসনে।।
কৌতুকে করেন দোঁহে কথোপকথন।
রাজা বলে, কহ শুনি বিলম্ব কারণ।।
নিবেদিল জয়দ্রথ দুঃখ আপনার।
পূর্ব্বাপর আদ্যোপান্ত যত সমাচার।।
শুনি জয়দ্রথ মুখে সব বিবরণ।
হরিষ বিষাদ মনে রহে দুর্য্যোধন।।
দুর্য্যোধন বলে, আমি চিন্তা করি মিছা।
হইবে অবশ্য যাহা ঈশ্বরের ইচ্ছা।।
অকারণে চিন্তা করি নাহি প্রয়োজন।
বিধির নিয়োগ হয় যখন যেমন।।
সভা ভাঙ্গি নিজস্থানে গেল সর্ব্বজন।
দুঃখ মনে নিজগৃহে রহে দুর্য্যোধন।।
মহাভারতের কথা মহাকাব্য ভাণ্ড।
শ্রীদ্বৈপায়ন রচিত অষ্টাদশ কাণ্ড।।

যুধিষ্ঠিরের নিকট মার্কণ্ডেয় মুনির আগমন

জন্মেজয় বলে, মুনি কহ অতঃপর।
কোন কর্ম্ম করিলেন পঞ্চ সহোদর।।
মুনি বলে, শুন পরীক্ষিতের নন্দন।
আশ্রমেতে বাসিলেন ভাই পঞ্চজন।।
সমাপ্ত করিয়া কর্ম্ম নিত্য নিয়মিত।
ভোজনান্তে বসিলেন সকলে দুঃখিত।।
হেনকালে দেখ তথা দৈবের ঘটন।
মার্কণ্ডেয় মুনি করিলেন আগমন।।
মহাতেজোবন্ত যেন দীপ্ত হুতাশন।
দেখিয়া সম্ভ্রমে উঠিলেন পঞ্চ জন।।
আগুসারি কত দূরে গিয়া পঞ্চ জনে।
প্রাণিপাত করিলেন মুনির চরণে।।
আশীর্ব্বাদ করিলেন মার্কণ্ডেয় মুনি।
আর সবে প্রণমিল লোটায়ে ধরণী।।
সেইমত সম্ভাষেন ব্রাহ্মণ-মণ্ডলী।
বসাইয়া মুনিরাজে মহা কুতূহলী।।
আনিয়া সুগন্ধি জল ধর্ম্মের নন্দন।
আপনি করেন ধৌত মুনির চরণ।।
পাদ্য অর্ঘ্য আদি দিয়া পূজে বিধিমতে।
সান্ত্বাইয়া তাঁরে লাগিলেন জিজ্ঞাসিতে।।
যুধিষ্ঠির বলিলেন, করি নিবেদন।
কহ শুনি, এখানে কি হেতু আগমন।।
মুনি বলে, ইচ্ছা হৈল তোমা দরশনে।
এই হেতু মম আগমন কাম্যবনে।।
ধর্ম্ম বলিলেন, ভাগ্য ছিল যে আমার।
সেই হেতু নিজে প্রভু কৈলে আগুসার।।
এইরূপে নানাবিধ কথোপকথনে।
বসিলেন মহানন্দে সবে যোগ্য স্থানে।।
মহা অভিমানে ক্ষুব্ধ রাজা যুধিষ্ঠির।
বিরস বদনে বসিলেন নম্রশির।।

www.bengaliebook.com

দেখিয়া মুনির মনে জন্মিল বিস্ময়।
সম্ভ্রমে জিজ্ঞাসে, কহ ধর্ম্মের তনয়।।
অভিপ্রায়ে বুঝি তব চিত্ত উচাটন।
মলিন বদন দেখি নিরানন্দ মন।।
বহু দুঃখ পাইয়াছ, অল্প আছে শেষ।
অতঃপর অবিলম্বে পাবে রাজ্য দেশ।।
কত শত কষ্ট সহিয়াছ নিজ অঙ্গে।
তথাপি থাকিতে নিত্য কথার প্রসঙ্গে।।
পাপরূপ চিন্তা হয়, বহু দোষ ধরে।
সুবুদ্ধি পণ্ডিত জানে মতি লোপ করে।।
বহু দুঃখে চিন্তা নাহি কর সে কারণে।
তাহা বুঝাইব কত তোমা হেন জনে।।
বহুদিন অন্তে আসি তব দরশনে।
তোমায় দুঃখিত হেরি দুঃখ পাই মনে।।
রাজা বলে, কিবা কহ মোরে মুনিবর।
আসাম সম দুঃখী নাহি ত্রৈলোক্য ভিতর।।
না হইল, না হইবে, আমার সমান।
উত্তম মধ্যমাধ্যমে দেখহ প্রমাণ।।
বড় বংশে জন্মিলাম পূর্ব্বভাগ্য ফলে।
পিতৃহীনে বিধি দুঃখ দিল অল্পকালে।।
পরান্নে বঞ্চিনু কাল পরের আলয়।
না জানিনু সুখ দুঃখ অজ্ঞান সময়।।
ছল করি যেই কর্ম্ম কৈল দুষ্টগণে।
পাইনু যতেক দুঃখ, জানহ আপনে।।
সে দুঃখ ভুঞ্জিয়া যেই তুলিলাম মাথা।
এমন সংযোগ আনি করিল বিধাতা।।
ছলেতে লইল দুষ্ট রাজ্য অধিকার।
ভ্রাতৃ পত্নীসহ হৈল বৃক্ষতলা সার।।
রাজপুত্র হতভাগ্য মোরা পঞ্চ জনে।
চিরকাল দুঃখে দুঃখে বঞ্চিনু কাননে।।
আমা সবাকার দুঃখ নাহি করি মনে।
ভুঞ্জিব কর্ম্মের ফল বিধির ঘটনে।।
রাজত্নী হয়ে কৃষ্ণা সমান দুঃখিতা।
মহারণ্যে ভ্রমে যেন সামান্য বনিতা।।
নানা সুখে বঞ্চে পূর্ব্বে পিতার আগারে।
এবে দুঃখ ভোগ করে আসি মম ঘরে।।
নারী মধ্যে হেন আর নাহি সুশিক্ষিতা।
দান ধর্ম্ম শিল্পকর্ম করণে দীক্ষিতা।।
যেন রূপ তেন গুণ একই সমান।
কতবার মহাকষ্টে কৈল পরিত্রাণ।।
নিজ দুঃখ হেরি সকাতন মন।।
বিশেষ শুনহ মুনি আজিকার কথা।
শূন্যালয় দেখিয়া আইল জয়দ্রথা।।
রন্ধনে আছিল কৃষ্ণা দেখি শূন্যঘরে।
হরিয়া লইতেছিল হস্তিনা-নগরে।।
পথে হেরি বাহুড়িল পঞ্চ সহোদর।
চক্ষুর নিমিষে তবে ধরে বৃকোদর।।
ধরিয়া তাহার চুলে করিল লাঞ্ছনা।
পরাণ রাখিল মাত্র শুনি মম মানা।।
কেবল তোমার মুনি চরণ-প্রসাদে।
নিমিষেতে পরিত্রাণ হৈনু অপ্রমাদে।।
এইমাত্র আশ্রমেতে আসি পঞ্চ জনে।
সে কারণে বসে আছি নিরানন্দ মনে।।
সহনে না যায় মুনি রমণী-লাঞ্ছনা।
ইহা হেতু মৃত্যু শ্রেয়ঃ বিবেচনা।।
আজন্ম পাইনু দুঃখ, নাহি পরিমাণ।
না হয়, না হবে দুঃখী আমার সমান।।
যুধিষ্ঠির নৃপতির হেন বাক্য শুনি।

ঈষৎ হাসিয়া তবে কহে মহামুনি।।
কহিলে যতেক কথা ধর্ম্মের নন্দন।
দুঃখ হেন বলি, নাহি লয় মম মন।।
কি দুঃখ তোমার রাজা অরণ্য ভিতর।
ইন্দ্র চন্দ্র তুল্য সঙ্গে চারি সহোদর।।
বিশেষ সংহতি যার যাজ্ঞসেনী নারী।
মহিমা বর্ণিতে যার আমি নাহি পারি।।
এতেক ব্রাহ্মণ নিত্য করাও ভোজন।
যদি তুমি বনবাসী, গৃহী কোন জন।।
দয়া সত্য ক্ষমা শান্তি নিত্য দান ধর্ম্ম।
পৃথিবী ভরিয়া রাজা তোমার সুকর্ম্ম।।
নিশ্চয় কহিনু এই লয় মম মন।
বসুমতীপতি যোগ্য তুমি সে রাজন।।
অল্পদিনে দেখ রাজা কৌরবের অন্ত।
কহিনু তোমারে রাজা ভবিষ্য বৃত্তান্ত।।
আর যে কহিলে তুমি দুষ্ট জয়দ্রথে।
দ্রৌপদী লইতেছিল হস্তিনার পথে।।
নারীতে এতেক কষ্ট, কেহ নাহি পায়।
কিছু দুঃখ নাহি মনে আমার তাহায়।।
দ্রৌপদী হইতে শত গুণেতে দুঃখিতা।
লক্ষ্মীরূপা জনকনন্দিনী নাম সীতা।।
অনাদি পুরুষ যাঁর পতি নারায়ণ।
হরিয়া লইল তাঁরে লঙ্কার রাবণ।।
দশ মাস ছিল বন্দী অশোক কাননে।
অবিরত প্রহার করিত চেড়ীগণে।।
তবে রাম মারি সব রক্ষ দুরাচার।
মহাক্লেশে করিলেন সীতার উদ্ধার।।
যতেক দুঃখের কথা বর্ণনে না যায়।
চতুর্দ্দশ বর্ষ ভ্রমি বনে মহাক্লেশে।
জটা বল্ক পরিধান তপস্বীর বেশে।।
দশ মাস মহাকষ্ট রামের বিচ্ছেদ।
কি দুঃখে কৃষ্ণার রাজা, কেন কর খেদ।।
মার্কণ্ডেয়-মুখে এত শুনিয়া বচন।
জিজ্ঞাসা করেন তবে ধর্ম্মের নন্দন।।
নিবেদন করি মুনি, কর অবধান।
শুনিবারে ইচ্ছা বড় ইহার বিধান।।
কেন জন্ম নিল লক্ষ্মী দেব নারায়ণ।
কি মতে তাঁহার সীতা হরিল রাবণ।।
মহাভারতের কথা অমৃত সমান।
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান।।

জয়-বিজয়ের প্রতি ব্রাহ্মণের অভিশাপ

ইহা কহিলেন যদি ধর্ম্মের নন্দন।
কৃপাবেশে কহিলেন মহা তপোধন।।
শুন যুধিষ্ঠির ধর্ম্মসুত নৃপমণি।
পূর্ব্বের বৃত্তান্ত এই অপূর্ব্ব- কাহিনী।।
যবে সত্যযুগ আসি করিল প্রবেশ।
বৈকুণ্ঠে ছিলেন প্রভু দেব হৃষীকেশ।।
দ্বাররক্ষা হেতু ছিল উভয় কিঙ্কর।
জ্যেষ্ঠ জয়, বিজয় কনিষ্ঠ সহোদর।।
একদিন দেখ রাজা দৈবের ঘটনে।
ব্রাহ্মণ যাইতেছিল কৃষ্ণ সম্ভাষণে।।
বেত্র দিয়া দ্বারে তাঁরে রাখে দুই জনে।
তবে ক্রোধেতে ক্ষিপ্ত হইয়া অপমানে।।
দ্বিজবর অভিশাপ দিল দুই জনে।
জন্ম লহ দোঁহে মর্ত্ত্যে আমার বচনে।।

বজ্রতুল্য দ্বিজবাক্য শুনি দুই জন।
দুঃখেতে চলিল যথা প্রভু নারায়ণ।।
কহিল শাপের কথা করিয়া বিশেষ।
কহিলেন শুনি তবে দেব হৃষীকেশ।।
আমা হৈতে শতগুণে শ্রেষ্ঠ দ্বিজবর।
হইল তাঁহার মুখে অলঙ্ঘ্য উত্তর।।
কাহার শকতি তাহা করিবে হেলন।
অবশ্য জন্মিবে ক্ষিতিমধ্যে দুই জন।।
জন্ম লহ দোঁহে মর্ত্ত্যে আমার বচনে।।
বজ্রতুল্য দ্বিজবাক্য শুনি দুই জন।
দুঃখেতে চলিল যথা প্রভু নারায়ণ।।
কহিল শাপের কথা করিয়া বিশেষ।
কহিলেন শুনি তবে দেব হৃষীকেশ।।
আমা হৈতে শতগুণে শ্রেষ্ঠ দ্বিজবর।
হইল তাঁহার মুখে অলঙ্ঘ্য উত্তর।।
কাহার শকতি তাহা করিবে হেলন।
অবশ্য জন্মিবে ক্ষিতিমধ্যে দুই জন।।
শুনিয়া নিষ্ঠুর কথা ঈশ্বরের মুখে।
জিজ্ঞাসা করিল দোঁহে অতিশয় দুঃখে।।
কর্ম্মদোষ দ্বিজবাক্য লঙ্ঘন না যায়।
কিরূপে শাপান্ত হবে, জন্মিব কোথায়।।
আজ্ঞা করি শীঘ্র পাই যাহাতে তোমায়।
কতকাল থাকিব ছাড়িয়া তব পায়।।
গোবিন্দ বলেন জন্ম লহ মর্ত্ত্যলোকে।
মোর মিত্রভাবে জন্ম লহ গিয়া যদি।
ভ্রমণ করিবে সপ্ত জনম অবধি।।
শত্রুরূপে হিংসা যদি করহ আমার।
গর্ভের যন্ত্রণা মাত্র, তিন জন্ম সার।।
চিন্তা না করিহ কিছু আমার হিংসনে।
আমিও জন্মিব গিয়া ভক্তের কারণে।।
শত্রুরূপে হিংসা যদি লহ তিন বারে।
শাপান্ত করিব আমি তিন অবতারে।।
এতেক প্রভুর মুখে শুনিয়া উত্তর।
মর্ত্ত্যেতে জন্মিল দোঁহে দুঃখিত অন্তর।।
মহাভারতের কথা মহাকাব্য ভাণ্ড।
দ্বৈপায়ন ব্যাস রচিত অষ্টাদশ কাণ্ড।।

হিরণ্যাক্ষ ও হিরণ্যকশিপুরূপে জয়-বিজয়ের মর্ত্ত্যে প্রথমবার জন্ম

এত শুনি কহেন ধর্ম্ম, চাহিয়া মুনি।
কিরূপে কোথায় জন্মে দোঁহে কহ শুনি।।
মার্কণ্ডেয় কন রাজা শুন জন্মকথা।
একদিন দিতিদেবী কশ্যপ বনিতা।।
পুত্রকাম্য করি গেল স্বামীর গোচর।
সায়ংসন্ধ্যা করিবারে যায় মুনিবর।।
দিতি বলে, পশ্চাৎ করিবে সন্ধ্যা তুমি।
আজ্ঞা কর, পুত্রকামা আইলাম আমি।।
মুনি বলে হৈল এই রাক্ষসী সময়।
ইথে পুত্র জন্ম হৈলে, কভু ভাল নয়।।
দিতি বলে, মুনিরাজ নহিলে না হয়।
মানস করহ পূর্ণ, জন্মাহ তনয়।।
হেনমতে এই কথা কহে যদি দিতি।
পুত্রবর দিয়া মুনি কহে দুঃখমতি।।
মুনি বলে, না শুনিলে আমার বচন।
হইবে অবশ্য তব যুগল নন্দন।।

মহাবল পরাক্রম আমার ঔরসে।
কিন্তু তারা দুষ্ট হবে সময়ের দোষে।।
ধর্ম্মপথ বিরোধি, জিনিবে ত্রিভুবন।
দেখিয়া দেবের দুঃখ প্রভু নারায়ণ।।
অবতরি নিজ হস্তে বধিবে দোঁহাকে।
তুমিহ পরম দুঃখ পাবে পুত্রশোকে।।
এতেক বিলল মুনি ভবিষ্য উত্তর।
নিজালয়ে গেল দিতি দুঃখিত অন্তর।।
মুনির ঔরসে আর দিতির গর্ভেতে।
জয়-বিজয়ের জন্ম হৈল হেনমতে।।
যথাকালে প্রসবিল দেবী দাক্ষায়ণী।
প্রত্যক্ষ হইল যত মুনির কাহিনী।।
জন্মকালে হৈল তবে বিবিধ উৎপাত।
ধরণী কাঁপিল শব্দে সঘনে নির্ঘাত।।
প্রাতঃকাল হৈতে যেন বাড়ে দিনকর।
জন্মমাত্র হৈল দোঁহে মহাবলধর।।
হিরণ্যাক্ষ হিরণ্যকশিপু দুই জন।
ধর্ম্মপথ বিরোধিতে করিলেক মন।।
যজ্ঞ নষ্ট করিয়া হিংসিল দেবগণে।
ইন্দ্রপদ লইয়া বসিল সিংহাসনে।।
একত্র হইয়া তবে যত দেবগণে।
নিজ দুঃখ জানাইল বিধাতার স্থানে।।
অতি দুঃখ পান ব্রহ্মা দেব-দুঃখ শুনি।
আশ্বাসিয়া কহিলেন তবে পদ্মযোনি।।
ভয় না করিয়া সবে যাহ যথাস্থানে।
পূর্ব্বেতে বিচার আমি করিয়াছি মনে।।
অখিল জীবের গতি দেব নারায়ণ।
তাঁহা বিনা নিস্তারিতে নাহি কোন জন।।
আমার বচনে ঘরে যাহ সর্ব্ব জন।
শুনিয়া আনন্দে সবে করিল গমন।।
অপূর্ব্ব শুনহ তবে রাজা যুধিষ্ঠির।
যুদ্ধ হেতু দৈত্যপতি হইল অস্থির।।
সুরাসুর সবে জিনে যত ত্রিভুবনে।
হেন জন নাহি, যুদ্ধ কর তার সনে।।
যুদ্ধ বিনা থাকিতে না পারে দৈত্যপতি।
মল্লযুদ্ধ করে হীনবলের সংহতি।।
হিরণ্যকশিপু ভায়ে রাখি সিংহাসনে।
আপনি চলিল দৈত্য যুদ্ধ অন্বেষণে।।
মহাপরাক্রমে ধায় গদা লয়ে হাতে।
দৈবযোগে নারদ সহিত দেখা পথে।।
মুনি দেখি জিজ্ঞাসিল করিয়া বিনয়।
কার সনে যুদ্ধ করি কহ মহাশয়।।
নারদ বলেন, তব সম যোদ্ধা হরি।
দৈত্য বলে, তারে বল কোথা চেষ্টা করি।।
কহ মুনি, কোথা তার পাব দরশন।
তোমার প্রসাদে তবে সুখে করি রণ।।
নারদ বলেন, তুমি বিক্রমে বিশাল।
সেই ভয়ে লুকাইয়া আছেন পাতাল।।
ধরিয়া বরাহমূর্ত্তি আছে দুঃখমনে।
শীঘ্র গিয়া তথা, যুদ্ধ কর তাঁর সনে।।
শুনিয়া দৈত্যের পতি, বিক্রমে বিশাল।
মুনিরাজে প্রণমিয়া প্রবেশে পাতাল।।
তথায় দেখিল পরিপূর্ণ সব জল।
না পায় হরির দেখা চিন্তে মহাবল।।
জলেতে গদার বাড়ি মহাক্রোধে মারে।
কহ হরি কোথা গেলে, ডাকে উচ্চৈঃস্বরে।।
হেনকালে কৃপাসিন্ধু প্রভু নারায়ণ।
ভক্তের উদ্ধার হেতু দেন দরশন।।

কতদূরে গর্জ্জি দেব করে মহাশব্দ।
শুনিয়া দৈত্যের পতি হৈল মহাস্তব্ধ।।
মহাক্রোধে ধায় বীর গদা লয়ে হাতে।
দৈবাৎ বরাহ সহ দেখা হৈল পথে।।
হিরণ্যাক্ষ বলে, দেখ তোমার গর্জ্জন।
শুনিয়া কম্পিত তিন ভুবনের জন।।
নহে বা এমন দর্প হেথা কেবা করে।
নিশ্চয় মরিবে আজি আমার প্রহারে।।
বাক্যযুদ্ধ হৈল আগে, পরে গালাগালি।
পশ্চাতে করিল যুদ্ধ দুই মহাবলী।।
বিশেষ প্রকারে যুদ্ধ হৈল বহুতর।
বিস্তারিয়া সেই কথা কহিতে বিস্তর।।
তবে হরি বধিলেন দৈত্যেরে পরাণে।
কামরূপী বরাহ রহেন সেই স্থানে।।
হেথায় বিলম্ব হেরি যত পুরজন।
চিন্তিত হইল সবে, না বুঝে কারণ।।
কনিষ্ঠ আছিল তার অমরের রিপু।
সিংহাসনে মহারাজ হিরণ্যকশিপু।।
ভ্রাতার বিলম্ব দেখি চিন্তাকুল মন।
হেনকালে উপনীত ব্রহ্মার নন্দন।।
নারদে দেখিয়া দৈত্য আনন্দিত মনে।
হাতে ধরি বসাইল রত্ন-সিংহাসনে।।
মুনিরাজে জিজ্ঞাসিল ভ্রাতার বারতা।
নারদ কহিল, রাজা শুন তার কথা।।
যুদ্ধ হেতু তব ভ্রাতা ভ্রমি বহুকাল।
যোগ্য না দেখিয়া পাছে প্রবেশে পাতাল।।
পূর্ব্বে ক্ষিতি উদ্ধরিতে দেবদেব হরি।
দেবকার্য্য সাধিতে বরাহরূপ ধরি।।
দৈবযোগে তাঁর সহ দেখা রসাতলে।
দারুণ হইল যুদ্ধ দুই মহাবলে।।
তাঁর ঠাঁই হিরণ্যাক্ষ হইল নিধন।
এতদিন না জান এ সব বিবরণ।।
শুনিয়া দৈত্যের পতি পায় বড় শোক।
এদিকে নারদ চলিলেন ব্রহ্মলোক।।
দৈত্যপতি বলে, মোর খণ্ডিল বিস্ময়।
বিষ্ণু সে আমার শত্রু জানিনু নিশ্চয়।।
তাহা বিনা না হিংসিব কভু অন্য জনে।
পাইব তাহার দেখা ধর্ম্মের হিংসনে।।
এতেক বিচারি দৈত্য করি বড় ক্রোধ।
যথা ধর্ম্ম, যথা যজ্ঞ, করয়ে বিরোধ।।
স্বর্গ মর্ত্ত্য রসাতলে সবে পায় ভয়।
নিস্তেজ হইল সবে গণিয়া প্রলয়।।
কত দিনান্তরে রাজা শুন বিবরণ।
প্রহ্লাদ নামেতে তার জন্মিল নন্দন।।
মহাভারতের কথা অমৃত সমান।
কাশীরাম দাস কহে, শুনে পুণ্যবান।।

প্রহ্লাদ চরিত্র

শুন যুধিষ্ঠির রাজা অপূর্ব্ব কথন।
প্রহ্লাদ নামেতে তার জন্মিল নন্দন।।
দিনে দিনে হৈল শিশু মহাভক্তিমান।
বৈষ্ণবেতে নাহি কেহ তাহার সমান।।
নারায়ণ পরায়ণ শান্ত শুদ্ধমতি।
তাহার পরশে শুদ্ধ হয় বসুমতী।।
পুত্রের চরিত্র দেখি দুঃখিত অন্তরে।
নিযুক্ত করিল গুরু পড়াইতে তারে।।

আশ্চর্য্য, শুনহ বলি তার বিবরণ।
পাঠশালে গুরু বসি থাকে যতক্ষণ।।
কেবল রাখিয়া মাত্র পুস্তকেতে দৃষ্টি।
মনে মনে জপে নিজ নারায়ণ ইষ্টি।।
কার্য্য হেতু গুরু যবে যায় যথা তথা।
তবে শিশুগণে ডাকি কহে এই কথা।।
শুন ভাই, এই পাছে কোন্ প্রয়োজন।
না জানহ বড় শত্রু আছয়ে শমন।।
তরিয়া যাইবে আর নাহিক উপায়।
কৃষ্ণপদে রাখ চিত্ত, করো নাহি দায়।।
এমত প্রকারে নিত্য কহে শিশুগণে।
আর দিন তারা সব কহিল ব্রাহ্মণে।।
শুনিয়া শিষ্যের কথা গুরু ধায় বেগে।
প্রহ্লাদ চরিত্র কহে নৃপতির আগে।।
বিপ্র বলে, ,শুন রাজা হইল প্রমাদ।
সকল করিল নষ্ট তোমার প্রহ্লাদ।।
যতেক পড়াই আমি, তাহে নাহি মন।
অনুক্ষণ জপে বিষ্ণু রাম নারায়ণ।।
কৃষ্ণ বিনা তার আর নাহি মনোরথ।
সকল বালকেরে সে কহে এই মত।।
এতেক বৃত্তান্ত যদি ব্রাহ্মণ কহিল।
ক্রোধভরে নরপতি পুত্রে ডাকাইল।।
জিজ্ঞাসিল, কহ বাপু বিচার কেমন।
আমার পরম শত্রু সেই নারায়ণ।।
কেবা সেই বিষ্ণু, তার চিন্তা কর বৃথা।
অধ্যাপক ব্রাহ্মণের নাহি শুন কথা।।
শিশু বলে, এই কথা পড়িলে কি হবে।
অনিত্য সংসার পিতা কেমনে তরিবে।।
না জান পরম শত্রু আছে যে শমন।
তাহে কে করিবে রক্ষা বিনা নারায়ণ।।
অখিল সংসার মাঝে যত চরাচর।
সেই নারায়ণ সর্ব্বভূতের ঈশ্বর।।
এ তিন ভুবনে আছে যাঁহার নিয়ম।
তাঁহার আশ্রয় নিলে কি করিবে যম।।
অসংখ্য তাঁহার মায়া কহনে না যায়।
সর্ব্বভূতে আত্মরূপে ভ্রমিয়া বেড়ায়।।
নিযুক্ত করেন নানা বুদ্ধি স্থানে স্থানে।
বৈরীরূপে সদা তুমি ভাব তাঁরে মনে।।
অভাগ্য তাহারে বলি, ভক্তি নাহি যায়।
চিরকাল দুঃখে ভ্রমে, মিথ্যা জন্ম তার।।
ধ্যান করি ব্রহ্মা যাঁর নাহি পান দেখা।
তুমি আমি কিবা ছার, তাহে কোন্ লেখা।।
আমার পরমারাধ্য সেই দেব হরি।
অশেষ বিপদ হতে যাঁর নামে তরি।।
তাহা ছাড়ি অন্য পাঠ পড়ে যেই জন।
অমৃত ছাড়িয়া করে গরল ভক্ষণ।।
শুনিয়া পুত্রের মুখে এতেক ভারতী।
মহাক্রোধে বলে তবে দানবের পতি।।
মোর বংশে হৈল এই দুষ্ট দুরাত্মন।
কাষ্ঠের ভিতর যথা থাকে হুতাশন।।
জন্মিলে পোড়ায়ে কাষ্ঠে করে ছারখার।
তেমতি জন্মিল দুষ্ট কুপুত্র আমার।।
আমার শত্রুর গুণ গায় অবিরত।
আত্মপক্ষ ত্যজি হয় পর অনুগত।।
না রাখিব এই শিশু মার এই কাল।
বিলম্ব হইলে বহু বাড়িবে জঞ্জাল।।
রাজার আদেশ শুনি যত দৈত্যগণ।
চতুর্দ্দিকে ধরি সবে করে প্রহরণ।।

একে একে করিল সকলে অস্ত্রাঘাত।
কিছুতেই না হইল তাহার নিপাত।।
বিস্ময় মানিয়া পুত্রে ডাকি দৈত্যপতি।
জিজ্ঞাসিল, কি প্রকারে পেলে অব্যাহতি।।
এখন করহ ত্যাগ শত্রুগণ কথা।
নিজ শাস্ত্র অধ্যয়ন করহ সর্ব্বথা।।
নিতান্ত যদ্যপি তোর আছে ইষ্টে মন।
করহ শিবের সেবা করিয়া যতন।।
প্রহ্লাদ কহিল, মোরে রাখিলেন হরি।
হরি সখা থাকিতে কে হয় মম অরি।।
কত শিব, কত ব্রহ্মা, কত দেব দেবী।
না পায় যাঁহার অন্ত বহুকাল সেবি।।
আমার পরম ইষ্ট তাঁহার চরণ।
অন্য পাঠ পঠনেতে নাহি প্রয়োজন।।
এত শুনি মহাক্রোধে দৈত্যের ঈশ্বর।
কহে, শুনি মার আনি দন্তাল কুঞ্জর।।
আজ্ঞামাত্র ধাইল যতেক দৈত্যগণ।
প্রহ্লাদে বেড়িল আনি যতেক বারণ।।
অঙ্কুশ আঘাতে দন্ত দিল হস্তীগুলা।
অঙ্গে ঠেকি ভাঙ্গে যেন সুকোমল মূলা।।
বিস্ময় মানিয়া রাজা জিজ্ঞাসে বৃত্তান্ত।
কহ পুত্র কি প্রকারে ভাঙ্গে গজদন্ত।।
শিশু বলে, করীদন্ত বজ্রের সমান।
কি মতে ভাঙ্গিব আমি নহি বলবান।।
একান্ত আছয়ে যার নারায়ণে মতি।
তাহার করিতে মন্দ কাহার শকতি।।
শুনিয়া দৈত্যের পতি অতি ক্রোধ মনে।
আদেশ করিল যত অনুচরগণে।।
যেইরূপে পার শীঘ্র মার এই পাপ।
ইহার জীবনে বড় পাইব সন্তাপ।।
ইহা শুনি যত দৈত্য প্রহ্লাদে ধরিল।
বিষম অনল জ্বালি তাহাতে ফেলিল।।
কৃষ্ণ বলি অগ্নি মাঝে পড়া মাত্র শিশু।
শীতল হইল বহ্নি, না হইল কিছু।।
দেখিয়া যতেক দৈত্য দুঃখিত অন্তর।
নিকটে পর্ব্বত ছিল অতি উচ্চতর।।
সবে মিলি গিরিশিরে প্রহ্লাদেরে তুলি।
পৃথিবী উপরে তারে ফেলাইল ঠেলি।।
পড়ে শিশু নারায়ণ চিন্তিয়া অন্তরে।
বালক শুইল যেন তূলার উপরে।।
দেখিয়া দৈত্যের পতি চিন্তাকুল মনে।
নিকটে ডাকিয়া তবে যত মল্লগণে।।
সংহার করিতে দিল তাহাদের হাতে।
কতেক প্রহার করি নারিল বধিতে।।
তবে রাজা নিকটেতে ডাকি বিপ্রগণে।
এক যজ্ঞ আরম্ভিল বধিতে নন্দনে।।
প্রহ্লাদে মারিতে কৈল যজ্ঞ আরম্ভণ।
তাহাতে হইল দগ্ধ সকল ব্রাহ্মণ।।
তবেত দেখিয়া শিশু দ্বিজের মরণ।
পরিত্রাহি ডাকে, রক্ষা কর নারায়ণ।।
এইত ব্রাহ্মণ হয় তোমার শরীর।
ইহার মৃত্যুতে আমি হইনু অস্থির।।
বিশেষে আমার হেতু ব্রাহ্মণের ক্লেশ।
আমারে করিয়া কৃপা রাখ হৃষীকেশ।।
তবে যদি ব্রাহ্মণ না হইবে সজীব।
অগ্নিতে প্রবেশ করি আমিহ মরিব।।
এরূপে করিল শিশু অনেক স্তবন।
ভক্ত-দুঃখ দেখি তবে দেব নারায়ণ।।

বাঁচাইতে দিলেন সে সকল ব্রাহ্মণে।
দেখিয়া প্রহ্লাদ হৈল আনন্দিত মনে।।
দৈত্যপতি শুনি এই সব সমাচার।
না জানিয়া মূঢ়মতি বলে পুনর্ব্বার।।
যাহ সবে সযত্নেতে, আন কালসাপ।
দংশিয়া মারুক আজি কুলাঙ্গার পাপ।।
রাজার আজ্ঞায় যায় যত দৈত্যগণ।
ভুজঙ্গ আনিয়া দিল করিতে দংশন।।
পরম বৈষ্ণব তেজ শিশুর শরীরে।
তাহাতে ভুজঙ্গ বিষ কি করিতে পারে।।
পাষাণ বান্ধিয়া তবে প্রহ্লাদের গলে।
ক্রোধমনে ফেলাইল সমুদ্রের জলে।।
শিশুর সন্ত্রাস কিছু নহিল তাহায়।
নিমগ্ন করিয়া চিত্ত গোবিন্দের পায়।।
ডাকিয়া বলিল শিশু, রাখহ সঙ্কটে।
তোমার কিঙ্কর মরে দুষ্টের কপটে। ।
অবশ্য মরিব নাথ, দুঃখ নাহি তায়।
সবে মাত্র ভজিতে না পেনু রাঙ্গা পায়।।
এরূপ অনেক মতে করিল স্তবন।
জানিয়া সেবক দুঃখ দেব নারায়ণ।।
পাষাণ ভাসিল জলে কৃষ্ণের কৃপায়।
বিষ্ণুভক্ত জনে কভু নাহিক সংশয়। ।
তাহা অবলম্ব করি আপনার সুখে।
কৃষ্ণ কৃষ্ণ জপে শিশু পরম কৌতুকে।।
জানিয়া একান্ত ভক্ত দেব দামোদর।
ভক্তের অধীন প্রভু আসিয়া সত্বর। ।
কোলে করি আলিঙ্গন করেন তাহায়।
পদ্মহস্ত বুলাইলেন প্রহ্লাদের গায়।।
কহেন প্রহ্লাদে তবে, মাগ ইষ্টবর।
শুনিয়া কহিল শিশু যুড়ি দুই কর।।
যাহারে এতেক স্নেহ আছয়ে তোমার।
ব্রহ্মপদ তুচ্ছ তার, বর কোন ছার।।
ইঙ্গিতে ইন্দ্রের পদ দিতে পার তুমি।
কেবল লাঞ্ছনা তাহা, জানিলাম আমি।।
রাজ্য ধন ভ্রাতা পুত্র দারা পরিবার।
প্রভুপণে সবাকে করিব অহঙ্কার।।
মহামদে মত্ত হয়ে অনীতি করিব।
আছুক অন্যের দায় তোমা পাসরিব।।
ব্রহ্মপদে প্রভু মোর নাহি প্রয়োজন।
কেবল আমার বাঞ্ছা তোমার চরণ।।
তবে যদি বর দিবে অখিলের পতি।
কৃপা করি কর মোর পিতার সদগতি।।
শুনিয়া শিশুর মুখে এতেক কথন।
তুষ্ট হয়ে শ্রীগোবিন্দ দেন আলিঙ্গন।।
প্রহ্লাদে কহেন, তুমি শরীর আমার।
মম সুখ দুঃখ ভোগ সকলি তোমার।।
উদ্ধার করিব আমি তোমার জনকে।
নিজালয়ে যাও তুমি পরম কৌতুকে।।
দুষ্ট দৈত্যগণে তুমি না করিহ ভয়।
যথা তুমি তথা আমি, জানিহ নিশ্চয়।।
এত বলি বৈকুণ্ঠেতে যান দৈত্যরিপু।
চর জানাইল যথা হিরণ্যকশিপু।।
শুন রাজা তোমার পুত্রের সমাচার।
পাষাণ ভাসিল জলে সহিত তাহার।।
নানাবিধ যন্ত্রণা দিলাম মোরা সবে।
না জানি, পাইল প্রাণ কার অনুভবে।।
শুনিয়া চরের মুখে এতেক বচন।
নিকটে ডাকিল দৈত্য আপন নন্দন।।

বিনাশকালেতে বুদ্ধি বিপরীত হয়।
চরগণে আদেশিয়া পুত্রকে আনায়।।
মহাভারতের কথা অমৃত সমান।
কাশীরাম দাস কহে, স্বর্গের সোপান।।

নৃসিংহাবতার ও হিরণ্যকশিপু বধ

নিকটে আনিয়া রাজা আপন সন্ততি।
মধুর বচনে কহে প্রহ্লাদের প্রতি।।
কহ পুত্র, বিস্ময় যে হৈল মোর মনে।
এতেক বিপদে তোরে রাখে কোন জনে।।
শিশু বলে, সর্ব্বভূতে যেই নারায়ণ।
সঙ্কট হইতে মোরে তরে সেই জন।।
নয়ন থাকিতে পিতা না হইও অন্ধ।
তোমারে কহিনু ঘুচাইয়া মনোধন্ধ।।
একান্ত হইয়া ভজ সেই বিষ্ণুপদ।
নষ্ট না করিহ পিতা এ সুখ সম্পদ।।
বিদ্যমানে দেখিলে যে মোরে বধিবারে।
কত না করিলে পিতা অশেষ প্রকারে।।
যত অস্ত্র প্রহারিল সব দৈত্যগণে।
হস্তীগন্ত ঠেকি দেহে ভাঙ্গে ততক্ষণে।।
শীতল হইল অগ্নি, দেখিলে পরীক্ষা।
পড়িনু পর্ব্বত হৈতে, তাহে পেনু রক্ষা।।
মহামত্ত মল্লগণ হৈল হীনদর্প।
আরো জান বিষহীন হৈল কালসর্প।।
প্রসাদে পাইনু রক্ষা যজ্ঞের অনলে।
সমুদ্রে ফেলিলে তবে শিলা বান্ধি গলে।।
সাক্ষাতে দেখিলে, জলে ভাসিল পাষাণ।
তথাচ নহিল দূর তোমার অজ্ঞান।।
এ হেন বিভব সুখ সম্পদ তোমার।
তাঁর ক্রোধে নিশিষেকে হবে ছারখার।।
ইহা শুনি দৈত্যপতি কহিল পুত্রেরে।
কোথা আছে তোর বিষ্ণু, কোন রূপ ধরে।।
শিশু বলে, আছে প্রভু সবার অন্তর।
অনন্ত যাঁহার রূপ, বেদে অগোচর।।
আব্রহ্ম পর্যন্ত্য কীট সকল সংসারে।
আত্মরূপে আছে প্রভু সবার ভিতরে।।
দৈত্য বলে, বিষ্ণু আছে সবার হৃদয়।
সংসার বাহির পুত্র এই স্তম্ভ নয়।।
ইতিমধ্যে বিষ্ণু যদি থাকিবে সর্ব্বথা।
যথার্থ জানিব তবে তোমার এ কথা।।
প্রহ্লাদ কহিল, শুন মোর নিবেদন।
যত জীব, তত শিব রূপে নারায়ণ।।
স্তম্ভমধ্যে অবশ্যই আছে মোর প্রভু।
অন্যথা আমার বাক্য না জানিহ কভু।।
শুনিয়া পুত্রের মুখে এতেক ভারতী।
নির্ণয় জানিতে তবে দৈত্য কুলপতি।।
হাতে গদা লয়ে উঠে করি মহাদম্ভ।
মধ্যখানে হানিলেক স্ফটিকের স্তম্ভ।।
হেনকালে শুন রাজা অপূর্ব্ব কাহিনী।
ভক্তবাক্য পালিবারে দেব চক্রপাণি।।
সেবকের বাক্য আর রাখিতে সংসার।
স্তম্ভমধ্যে আসি হরি হন অবতার।।
পূর্ব্বেতে ব্রহ্মার স্তবে যিনি নারায়ণ।
মনুষ্য শরীর আর সিংহের বদন।।
স্তম্ভ মধ্যে নরসিংহ দেখে দৈত্যপতি।
দেখিল অনন্ত সূক্ষ্ম অপূর্ব্ব আকৃতি।।

সুন্দর সিংহের মুখ মনুষ্য শরীর।
মুহূর্ত্তেকে স্তম্ভ হৈতে হইল বাহির।।
ক্রমে ক্রমে বাড়ে যেন প্রভাতের ভানু।
নরসিংহ বিস্তারিল ক্রমে নিজ তনু।।
দেখিয়া বিরাট মূর্ত্তি কাঁপে দৈত্যঘটা।
ব্রহ্মাণ্ড ঠেকিল গিয়া দিব্য সিংহজটা।।
গভীর গর্জ্জিয়া করে অট্ট অট্ট হাস।
শব্দ শুনি ত্রৈলোক্য মণ্ডলে হৈল ত্রাস।।
এমত প্রকারে রাজা দেব নরহরি।
হিরণ্যকশিপু দৈত্যে রোষভরে ধরি।।
ঊরুমধ্যে রাখি তারে বিদারিলা বুক।
মারেন দুরন্ত দৈত্য, দেবের কৌতুক।।
মহামূর্ত্তি দেখি ভয় পায় দেবগণ।
নির্ভয় প্রহ্লাদ মাত্র করিল স্তবন।।
কৃপা কর কৃপাসিন্ধু অনাথের নাথ।
ত্রৈলোক্য কাঁপিল শব্দ শুনিয়া নির্ঘাত।।
বিশেষ বিরাটমূর্ত্তি দেখিয়া তোমার।
সুরাসুর মূর্চ্ছাগত নর কোন ছার।।
সংবরহ নিজমূর্ত্তি, দেখি লাগে ভয়।
কি কারণে কর প্রভু অকালে প্রলয়।।
হেনমতে কহে শিশু হইয়া বিকল।
অন্তর্য্যামী নারায়ণ জানিল সকল।।
শান্তমূর্ত্তি হয়ে তবে কহে ভগবান।
না হল, না হবে, ভক্ত তোমার সমান।।
মহাভক্ত তুমি হও শরীর আমার।
চিরকাল কর সুখে রাজ্য অধিকার।।
একান্ত আমার ভক্তি না ছাড়িবে মনে।
তাপ না করিহ কিছু পিতার মরণে।।
জন্মিবে তোমার বংশে যত মহাবল।
অবশ্য আমার ভক্ত হইবে সকল।।
হেনমতে সান্ত্বাইয়া প্রহ্লাদ কুমার।
অভিষেক করি তারে দেন রাজ্যভার।।
এইমতে দুই ভাই শাপে মুক্ত হয়।
পুনর্ব্বার হৈল দোঁহে রাক্ষস দুর্জ্জয়।।
মহাভারতের কথা অমৃত-সমান।
কাশীদাস কহে, শুনে লভে নর জ্ঞান।।

রাবণ ও কুম্ভকর্ণরূপে জয়-বিজয়ের মর্ত্ত্যে দ্বিতীয়বার জন্ম

বলিলেন মার্কণ্ডেয় শুন সমাচার।
পূর্ব্বে লঙ্কা ছিল রাক্ষসের অধিকার।।
মহামত্ত হয়ে সবে হিংসিলেক দেবে।
ব্রহ্মার সদনে গিয়া জানাইল সবে।।
শুনিয়া কহিল ব্রহ্মা দেব নারায়ণে।
বিষ্ণু চক্রে ছেদিলেন যত দৈত্যগণে।।
হতশেষ যত ছিল প্রবেশে পাতাল।
ছদ্মরূপে তথা সবে বঞ্চে চিরকাল।।
বিশ্রবা নামেতে ছিল পুলস্ত্য নন্দন।
হইল তাঁহার পুত্র, নামে বৈশ্রবণ।।
পুত্রে দেখি প্রজাপতি করিয়া সম্মান।
দিকপাল করি দিল লঙ্কাপুরে স্থান।।
পাতালে রাক্ষস ছিল, দীর্ঘকাল যায়।
স্বস্থান লইতে পুনঃ করিল উপায়।।
সুমালী নামেতে ছিল নিশাচরপতি।
নিকষা নামেতে তার কন্যা রূপবতী।।
কহিল কন্যারে সব ডাকিয়া সাক্ষাতে।
উপায় করহ তুমি নিজ স্থান লৈতে।।

পূর্ব্বেতে আমার রাজ্য ছিল পুরী লঙ্কা।
পাতালে এখন আছি দেবে করি শঙ্কা।।
লঙ্কায় কুবের আছে বিশ্রবা নন্দন।
প্রকারে লইব লঙ্কা, শুনহ বচন।।
বিশ্রবার স্থানে তুমি যাহ শীঘ্রগতি।
প্রসন্ন করিয়া তাঁরে জন্মাহসন্ততি।।
ইহা হৈতে পুত্র হৈলে সাধি নিজ কার্য্য।
দৌহিত্রে সম্ভব হয় মাতামহ রাজ্য।।
বিশেষ বৈমাত্র ভাই তাহার হইবে।
দুই মতে রাজ্য নিতে তারে সম্ভবিবে।।
পিতৃবাক্য শুনি তবে নিকষা রাক্ষসী।
আইলা মুনির কাছে পুত্র অভিলাষী।।
কায়মনোবাক্যে সেবা করিল বিস্তর।
তুষ্ট হয়ে কহ মুনি, লহ ইষ্টবর।।
কন্যা বলে, পুত্রকাম্যে আসিলাম আমি।
বলিষ্ঠ নন্দন দুই আজ্ঞা কর তুমি।।
বিশ্রবা বলিল, এই সময় কর্কশ।
হইবে যুগল পুত্র দুর্জ্জয় রাক্ষস।।
মুনির চরণে করি অনেক বিনয়।
হরিষ বিধানে কন্যা পুনরপি কয়।।
মনে দুঃখ জনমিল পুত্র কথা শুনি।
সর্ব্বগুণে এক পুত্র দেহ মহামুনি।।
সন্তুষ্ট হইয়া তারে কহে তপোধন।
সববর্গুণে এক পুত্র দেহ মহামুনি।।
সন্তুষ্ট হইয়া তারে কহে তপোধন।
সর্ব্বগুণে শ্রেষ্ঠ হবে তৃতীয় নন্দন।।
এতেক শুনিয়া কন্যা আনন্দে রহিল।
যথাকালে ক্রমে তিন পুত্র প্রসবিল।।
জ্যেষ্ঠ জয় নামে হৈল দুর্জ্জয় রাবণ।
কুম্ভকর্ণ বিজয়, অনুজ বিভীষণ।।
জন্মমাত্র তিন ভাই মহাবল হৈল।
মাতৃবাক্য শুনি সবে তপ আরম্ভিল।।
মহাক্লেশে তপ কৈল সহস্র বৎসর।
তুষ্ট হয়ে প্রজাপতি দিতে এল বর।।
রাবণ বলিল, অন্য বরে কার্য্য নাই।
অমর হইব, আজ্ঞা করহ গোঁসাই।।
ব্রহ্মা বলে জন্ম হৈলে অবশ্য মরণ।
বহু ভোগ করিবে জিনিয়া ত্রিভুবন।।
জিনিবে দেবতাসুর নাগ যক্ষ রক্ষ।
অধীন তোমার হবে, আর হবে ভক্ষ্য।।
কুম্ভকর্ণ দুরন্ত সে জানি পদ্মযোনি।
নিজ সৃষ্টি রাখিবারে চিন্তিলা আপনি।।
তার মুখে বীণাপাণি দেবীরে বসাল।
ভ্রমবশে নিদ্রা বর রাক্ষস মাগিল।।
শুনিয়া দিলেন বিধি তারে সেই বর।
রাবণ কহিল তবে হইয়া কাতর।।
এ তিন ভুবনে তুমি সবাকার পতি।
কি হেতু পৌত্রের কর এতেক দুর্গতি।।
ব্রহ্মা বলে, ছমাসে দিনেক জাগরণ।
সে দিনের যুদ্ধে জয়ী হবে ত্রিভুবন।।
যদ্যপি জাগাও পুনঃ থাকিতে নিদ্রায়।
নিশ্চয় মরিবে সেই দিন সর্ব্বথায়।।
হেনমতে সান্ত্বাইয়া ভাই দুই জনে।
তবে বর নিতে কহে শেষে বিভীষণে।।
বিভীষণ কহে, অন্য বরে কার্য্য নাই।
বিষ্ণুভক্তি আজ্ঞা মোরে, করহ গোঁসাই।।
কদাচিত নহে যেন অধর্ম্মেতে মতি।
তুষ্ট হয়ে স্বস্তি স্বস্তি বলে প্রজাপতি।।

আমি তোরে তুষ্ট হয়ে দিনু এই বর।
ধর্ম্ম কর চারি যুগ হইয়া অমর।।
এতেক কহিয়া ব্রহ্মা গেলেন স্বস্থানে।
পরম সন্তোষ পায় ভাই তিন জনে।।
কত দিনে দশানন লঙ্কা নিল কাড়ি।
রহিল পরম সুখে কুবেরে খেদাড়ি।।
তবে ব্রহ্মা দুই পক্ষে কৈল সমাধান।
কৈলাস পর্ব্বতে দিল কুবেরের স্থান।।
তিন পুর জিনি ক্রমে করে অধিকার।
হইল ছত্রিশকোটি নিজ পরিবার।।
মেঘনাদ তার পুত্র অতি মহাবল।
ইন্দ্রজিৎ নাম তার জিনি আখণ্ডল।।
ক্রমেতে জিনিল স্বর্গ মর্ত্ত্য রসাতল।
লঙ্কায় আসিয়া খাটে দেবতা সকল।।
এরূপে রাবণ রাজা করিল উৎপাত।
তবে ইন্দ্র দেবগণে লয়ে নিজ সাথ।।
ব্রহ্মার আগেতে গিয়া কৈল নিবেদন।
আদ্যোপান্ত রাক্ষসের যত বিবরণ।।
তবে ব্রহ্মা নিজ সঙ্গে লয়ে দেবগণে।
উত্তরিল যথা প্রভু অনন্ত-শয়নে।।
অনেক করিল স্তব বেদের বিধান।
জানিয়া কহিলা তবে দেব ভগবান।।
আশ্বাস করিয়া কহে মধুর বচনে।
ভয় না করিহ, সুখে থাক সর্ব্বজনে।।
অবনীতে অবতার হইয়া আপনি।
নাশিব রাক্ষসগণে, শুন পদ্মযোনি।।
এতেক শুনিয়া সবে প্রভুর উত্তর।
আনন্দ বিধানে গেল যে যাহার ঘর।।
পূর্ব্বের বৃত্তান্ত এই অপূর্ব্ব কাহিনী।
সংক্ষেপে কহিব তাহা, শুন ধর্ম্মমণি।।
মহাভারতের কথা সুধার সমান।
শ্রবণে পঠনে নর লভে ধর্ম্মজ্ঞান।।

রাম-লক্ষ্মণরূপে বিষ্ণুর চারি অংশে মর্ত্ত্যে নররূপে জন্মগ্রহণ

সূর্য্যবংশে মহারাজ দশরথ নামে।
পুত্র হেতু যজ্ঞ করে মহা পরিশ্রমে।।
পূর্ব্বেতে আছিল তাঁর অনেক সুকর্ম্ম।
তেঁই তাঁর বংশে হরি লইলেন জন্ম।।
ভুবনে অবতীর্ণ, দেবের দুঃখ অনন্ত।
বিধিবাক্যে নিজ ভক্তে করিতে শাপান্ত।।
এতেক চিন্তিয়া মনে প্রভু ভগবান।
চারি অংশে নিজ জন্ম করেন বিধান।।
যথায় নৃপতি যজ্ঞ করে আনন্দেতে।
অকস্মাৎ চরু উঠে যজ্ঞকুণ্ড হৈতে।।
যজ্ঞপূর্ণ করে রাজা কার্য্যসিদ্ধি জানি।
চরু লয়ে গেল যথা আছে দুই রাণী।।
আনন্দে কহেন গিয়া দোঁহাকার আগে।
ভোজন করহ চরু দোঁহে তুল্যভাগে।।
নৃপতির মুখ শুনি এইরূপ বাণী।
নিলেন আনন্দে সেই চরু দুই রাণী।।
সুমিত্রা নামেতে তাঁর তৃতীয়া মহিষী।
আইল দোঁহার কাছে পুত্র অভিলাষী।।
অর্দ্ধ অর্দ্ধ করি যবে খান দুই জনে।
হেনকালে সুমিত্রাকে দেখি বিদ্যমানে।।

পুনর্ব্বার করিল তা অর্দ্ধ অর্দ্ধ ভাগে।
স্নেহ করি দিল দোঁহে সুমিত্রার আগে।।
কৌশল্যা কৈকেয়ী তবে সুমিত্রারে কয়।
অবশ্য হইবে তব যুগল তনয়।।
দুই পুত্র হয় যেন দোঁহে অনুগত।
তিন জনে প্রসঙ্গ হইল এইমত।।
এরূপে খাইল চরু আনন্দিত মনে।
যথাকালে গর্ভবতী হৈল তিন জনে।।
সিংহাসনে তুষ্ট মনে আছে নৃপমণি।
একে একে প্রসবিল তিন রাজরাণী।।
কৌশল্যার গর্ভে জন্ম নিলেন শ্রীরাম।
পূর্ণ অবতার মূর্ত্তি দূর্ব্বাদলশ্যাম।।
দ্বিতীয় কৈকেয়ী গর্ভে জন্মিল ভরত।
এ তিন ভুবনে যায় অতুল মহত্ব।।
লক্ষ্মণ নামেতে জ্যেষ্ঠ সুমিত্রার সুত।
দ্বিতীয় শত্রুঘ্ন সর্ব্ব লক্ষণ সংযুত।।
হেনমতে জন্মিলেন বিষ্ণু অবতার।
উল্লসিত ধরাধাম, হর্ষ সবাকার।।
দিনে দিনে বাড়ে যেন সিতপক্ষ চন্দ্র।
অস্ত্র শস্ত্রে বিশারদ, দেখিতে আনন্দ।।

লক্ষ্মীরূপা সীতার জন্ম ও শ্রীরাম সহ বিবাহ

ধর্ম্ম কহে, অতঃপর কহ মহাঋষি।
কি কার্য্য সাধেন হরি মরধামে আসি।।
পরিণয় হয় কিবা নয় কহ মুনি।
কেবা হয় রামপত্নী কহ মোরে শুনি।।
মুনি কন, মিথিলার জনক রাজর্ষি।
বহুদিন লাঙ্গলেতে যজ্ঞভূমি চষি।।
তথায় জন্মিল লক্ষ্মী অযোনিসম্ভবা।
পাইল লাঙ্গলমুখে পরম দুর্ল্লভা।।
জন্ম অনুরূপ নাম রাখিলেন সীতা।
কন্যার পালনে রাণী পরম সুস্থিতা।।
এ দিকে কারণ জানি যাবতীয় দেবে।
সঙ্গোপনে শিবধনু রাখিলেন সবে।।
জনকেরে কহিলেন সুরগণ ডাকি।
লক্ষ্মীর সমান এই তোমার জানকী।।
দুর্জ্জয় হরের ধনু ভাঙ্গে যেই জন।
তাহারে জানকী দিবে, কর এই পণ।।
সেইরূপ রাজঋষি প্রতিজ্ঞা করিল।
পত্র দিয়া পৃথিবীর নৃপতি আনিল।।
ধনুক দেখিয়া সবে ডরে পলাইল।
দুই চারি পরাভবে কেহ না আসিল।।
যেরূপে বিবাহ করিলেন রঘুবীর।
শুনহ পূর্ব্বের কথা, রাজা যুধিষ্ঠির।।
রাবণের অনুচর রাক্ষস রাক্ষসী।
যজ্ঞ আরম্ভিলে মুনি নষ্ট করে আসি।।
যজ্ঞ রক্ষা কারণে বিচার করি মনে।
বিশ্বামিত্র মুনি গেল দশরথ স্থানে।।
মুনি দেখি পূজে রাজা আনন্দিত মন।
জিজ্ঞাসিল এখানে কি হেতু আগমন।।
মুনি বলে, যজ্ঞ নষ্ট করে নিশাচরে।
শ্রীরাম লক্ষ্মণে দেহ যজ্ঞ রাখিবারে।।
শুনি রাজা বিচারিল পাছে দেয় শাপ।
শ্রীরাম লক্ষ্মণ গেলে হইবে সন্তাপ।।
দুই মতে বিপরীত বুঝিয়া রাজন।
শ্রীরাম লক্ষ্মণে করিলেন সমর্পণ।।

দোঁহে সঙ্গে করি মুনি যান হরষেতে।
হেনকালে তাড়কা সহিত দেখা পথে।।
যেমন উদয় ঘোর কাদম্বিনী-মাল।
গলে মুণ্ডমালা পরিধান বাঘছাল।।
দেখিয়া রাক্ষসী মূর্ত্তি ভীত মহাঋষি।
নির্ভয় করিয়া রাম মারেন রাক্ষসী।।
তবে দোঁহে লয়ে গেল যজ্ঞের সদন।
শ্রীরামের বলিলেন সব বিবরণ।।
শুন রাম, সদা নাহি রহে হেথা দুষ্ট।
আরম্ভ করিলে যজ্ঞ, আসি করে নষ্ট।।
যজ্ঞধূম নিরখিলে করে রক্তবৃষ্টি।
কোথায় থাকয়ে, কার নাহি চলে দৃষ্টি।।
শ্রীরাম কহেন, সবে হইয়া নির্ভয়।
যজ্ঞ কর, আসুক ঐ বক্ষ দুরাশয়।।
কেবল তোমার মাত্র চরণ প্রসাদে।
কোন ছার রাক্ষসেরে নাশিব অবাধে। ।
এতেক শুনিয়া মুনিগণ মহাসুখে।
আরম্ভ করিল যজ্ঞ মনের কৌতুকে।।
হেনকালে নভোমার্গে হেরি ধূমচয়।
আইল মারীচ দুষ্ট জানিয়া সময়।।
মেঘেতে আচ্ছাদিল রাক্ষসের মায়া।
যজ্ঞভূমি আচ্ছাদিল রাক্ষসের ছায়া।।
দেখিয়া সকল মুনি শ্রীরামেরে কয়।
ঐ দেখ আইল রাম রাক্ষস দুর্জ্জয়। ।
মহাধানুকী শ্রীরাম দেখিয়া নয়নে।
যুড়েন ঐষিক বাণ ধনুকের গুণে।।
মহাশব্দ করি বাণ অগ্নি হেন জ্বলে।
গর্জ্জিয়া উঠিল বাণ গগন-মণ্ডলে। ।
পলাইল নিশাচর মনে পেয়ে শঙ্কা।
লুকাইয়া রহে ত্রাসে প্রবেশিয়া লঙ্কা।।
নিরাপদে যজ্ঞ করে যত মুনিগণে।
আশীর্ব্বাদ করে বহু শ্রীরাম লক্ষ্মণে।।
যজ্ঞ শেষে বিশ্বামিত্র আনন্দিত মন।
শ্রীরাম লক্ষ্মণে নিয়া করিল গমন।।
রামেরে কহিল পথে ধনুকের কথা।
শুনিয়া বলেন রাম, চল যাই তথা।।
হেনমতে সঙ্গে করি দুই সহোদরে।
উত্তরিল মহামুনি মিথিলা নগরে।।
দেখিয়া রামের রূপ চিন্তা করে মনে।।
বিচার করিয়া দেবী মানিল বিস্ময়।
কুলিশ সমান এই ধনুক দুর্জ্জয়।।
মধুর কোমল মূর্ত্তি শ্রীরঘুনন্দন।
হায় বিধি কৈল পিতা নিদারুণ পণ।।
অন্য অন্য পরস্পরে কথোপকথন।
হরিষ বিষাদে এইমত সর্ব্বজন।।
বিশ্বামিত্র মুখে রাম হয়ে অবগত।
ভাঙ্গিবারে শরাসন হলেন উদ্যত।।
দৃঢ় করি কাঁকালি বান্ধিয়া বস্ত্র সারি।
ধনুক তুলেন রাম বামহাতে ধরি।।
হেনকালে যোড়করে ঠাকুর লক্ষ্মণ।
সমাদরে বলিলেন যত দেবগণ।।
বাসুকিরে বলিলেন, ক্ষণ হও স্থির।
যাবৎ ধনুকে গুণ দেন রঘুবীর।।
শুনহ সকল নাগ অষ্ট কুলাচলে।
সাবধানে ধর ধরা যেন নাহি টলে।।
লক্ষ্মণ কহিল রামে করি যোড় হাত।
শীঘ্রগতি শরাসন ভাঙ্গ রঘুনাথ।।
ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বরে করিয়া প্রণাম।

দেবগণে করিলেন বন্দনা শ্রীরাম।।
মুনিগণে প্রণমিয়া দেব হৃষীকেশে।
নোয়াইয়া ধনুর্গুণ দেন অনায়াসে।।
যখন ধনুকে হাঁটু দিল রঘুমণি।
থর থর তখনি যে কাঁপিল মেদিনী।।
মুনি ঋষি সিদ্ধগণ ভাবিতে লাগিল।
মনুষ্য নহেন রাম, তখনি জানিল।।
পুনর্ব্বার পঙ্কারিয়া দিতে মাত্র টান।
মাঝখানে ভাঙ্গি ধনু হৈল দুই খান।।
শত বজ্রাঘাত জিনি মহাশব্দ হৈল।
আছুক অন্যের কাজ, বাসুকি টলিল।।
সেই শব্দ শুনি তবে লঙ্কার রাজন।
বলিল আমারে এই করিবে নিধন।।
এই মতে শরাসন ভাঙ্গে রঘুবীর।
মিথিলা নগর হৈল আনন্দ মন্দির।।
যুধিষ্ঠির বলে, মুনি এ বড় বিস্ময়।
পূর্ণ অবতার বিষ্ণু রাম মহাশয়।।
আপনারে প্রণমিল কিসের কারণ।
কৃপা করি কর মুনি সন্দেহ ভঞ্জন। ।
মুনি বলে, শুন যুধিষ্ঠির নৃপমণি।
সত্যযুগে হৈল এই অপূর্ব্ব কাহিনী।।
হিরণ্যকশিপু দৈত্য বধে নারায়ণ।
বিরাট নৃসিংহ মূর্ত্তি হলেন যখন।।
তাঁহার চীৎকার শব্দ শুনিয়া নির্ঘাত।
গর্ভিণী ব্রাহ্মণীর হইল গর্ভপাত।।
শাপ দিল সে ব্রাহ্মণী পেয়ে দুঃখভার।
যেই জন করিলেক এত অহঙ্কার।।
আপনা না জানিবে সে অন্য অবতারে।
বল বুদ্ধি পাসরিবে এই অহঙ্কার।।
ব্রাহ্মণীর অভিশাপ বৃথা নহে কভু।
ব্রহ্ম-পদাঘাত বুকে ধরিলেন প্রভু।।
বিস্মৃত হলেন আপনারে সে কারণ।
ব্রহ্মার বিধানে পূর্ব্বে রাবণ নিধন।।
সে কারণে হন প্রভু মনুষ্য-শরীর।
পূর্ব্ব বৃত্তান্ত এই, কহিনু যুধিষ্ঠির।।
দুর্জ্জয় ধনুক যদি ভাঙ্গিলেন রাম।
জনক রাজার হৈল পূর্ণ মনস্কাম।।
সীতা-সম্প্রদান হেতু বিচারিল মনে।
শুনিয়া কহেন রাম জনকের স্থানে।।
অযোধ্যা নগরে দূত পাঠাও রাজন।
পিতাকে জানাও আগে আমার মনন।।
সহিত আসিবে আর ভাই দুই জন।
বিবাহ করিব তবে এই নিরূপণ।।
জনক পাঠান তবে শীঘ্র দূতগণে।
কহিল সকল কথা নৃপতির স্থানে।।
শুনিয়া হলেন রাজা আনন্দে পূরিত।
দুই পুত্র সহ রাজা আইল ত্বরিত।।
মহাকোলাহল শব্দ চতুরঙ্গ দলে।
বেষ্টিত হইয়া রাজা মহা কুতূহলে। ।
মিথিলা নগরে আসিলেন দশরথ।
জনক আইল আগুসরি কত পথ।।
সমাদরে অভ্যর্থনা করে বহু মান।
শুভক্ষণে রামে সীতা কৈল সম্প্রদান।।
সীতানুজা কন্যা ছিল পরমা রূপসী।
লক্ষ্মণে প্রদান কৈলে সুখে রাজঋষি।।
জনকের সহোদর কুশধ্বজ নাম।
দুই কন্যা ছিল তাঁর রূপে অনুপাম।।
ভরত শত্রুঘ্ন দোঁহে করাইল বিভা।

বৈকুণ্ঠ জিনিয়া হৈল মিথিলার শোভা।।
চতুর্দ্দিকে মুনিগণ করে বেদধ্বনি।
আনন্দে পূরিল দশরথ নৃপমণি।।
দুই ভ্রাতা কৈল তবে চারি কন্যা দান।
কৌতুকে যৌতুক দিল নাহি পরিমাণ।।
দশরথ নৃপতিরে পূজিল বিশেষে।
আনন্দ বিধানে রাজা যান নিজ দেশে।।
মুনিগণে প্রণমিল ক্রমে সর্ব্ব জন।
আশীর্ব্বাদ করি সবে করিল গমন।।
শীঘ্রগতি যায় রাজা উঠি নিজ রথে।
হেনকালে ভৃগুরাম আগুলিল পথে।।
দুর্জ্জয় শরীর তার দেখে লাগে ভয়।
গভীর গর্জ্জনে ক্রোধে রঘুবীরে কয়।।
দুগ্ধপোষ্য শিশু তুমি রণে কর আশা।
মম নাম ধর তুমি এতেক ভরসা।।
ক্ষত্রকুলান্তক আমি জানে সর্ব্ব জনে।
সেই কথা পরীক্ষা করিব বিদ্যমানে।।
তোরে না করিলে বধ লুপ্ত হয় নাম।
পৃথিবীর মধ্যে যেন থাকে এক রাম।।
হরের ধনুক ভাঙ্গি হৈলি বলবান।
জীর্ণধনু ভাঙ্গিয়াছ, কি তার বাখান।।
দশরথ নৃপবর পেয়ে বড় ভয়।
করযোড়ে কৈল স্তুতি, অনেক বিনয়।।
না জানিয়া কৈল কর্ম্ম হইয়া অজ্ঞান।
সেবক বলিয়া মোরে দেহ পুত্রদান।।
পিতৃ-দুঃখ দেখি তবে রাম মহাশয়।
হাসিয়া কহেন, পিতা না করিহ ভয়।।
ডাকিয়া কহেন রাম তবে ভৃগুরামে।
কি হেতু তোমার দুঃখ হৈল মম নামে।।
যাত বিপ্র ত্যজ আজি, পূর্ব্ব অহঙ্কার।
অবধ্য ব্রাহ্মণ বলি পাইলে নিস্তার।।
নহে এত অপমান সহে কার প্রাণে।
দহিবারে পারি ক্ষিতি আমি এক বাণে।।
যখন ক্ষত্রিয় সহ তোমার সংগ্রাম।
সেইকালে মহীতলে নাহি ছিল রাম।।
কহিলে, শিবের ধনু ছিল পুরাতন।
দেখিব তোমার ধনু, দেহ ত কেমন।।
এত শুনি ভৃগুরাম ধনু লয়ে হাতে।
ক্রোধভরে বাড়াইয়া দেন রঘুবীরে।।
তবে রাম গুণ দিয়া যুড়ি দিব্য শর।
হাসিয়া কহেন, শুন ওহে দ্বিজবর।।
অবধ্য ব্রাহ্মণ তুমি, ব্যর্থ নহে বাণ।
শীঘ্র কহ, তোমার রোধিব কোন্ স্থান।।
হতবুদ্ধি হয়ে তবে কহিল ভার্গব।
না জানিয়া করি দোষ, ক্ষমা কর সব।।
স্বর্গ অভিলাষ নাই তব দরশনে।
স্বর্গপথ রুদ্ধ করি রাখ এই বাণে।।
তবে রাম স্বর্গপথ বাণে কৈল রোধ।
দেখিয়া সকলে করে চমৎকার বোধ।।
বিনয় করিয়া ভৃগুরাম গেল বনে।
দশরথ রাজা গেল আপন ভবনে।।
বিবাহ করিয়া যান চারি সহোদর।
আনন্দ মন্দির হৈল অযোধ্যা নগর।।
শাস্ত্রপাঠ নিমিত্ত ভরত মহাশয়।
শত্রুঘ্ন সহিত গেল মাতামহালয়।।

শ্রীরামের অধিবাস ও বনবাস

এইরূপ নিয়মেতে কত কাল গেল।
রাজ্য দিতে রঘুনাথে রাজা বিচারিল।।
পাত্র মিত্র ডাকি সবে কহে সমাচার।
অধিবাস কর রামে দিব রাজ্যভার।।
কৈকেয়ী, দাসীর মুখে শুনি এই কথা।
অতিমানে রহিলেন ভরতের মাতা।।
রজনীতে দশরথ গেল তাঁর স্থানে।
দেখিলা, কৈকেয়ী আছে মহা অভিমানে।।
অনেক সাধিতে রাজা শেষে কহে রাণী।
পাসরিলা মহারাজ পূর্ব্বের কাহিনী।।
দুই বর দিতে মোরে কৈলে অঙ্গীকার।
সেই বর দিয়া আজি সত্যে হও পার।।
রাজা বলে, প্রাণপ্রিয়ে এই কোন্ দায়।
অবিলম্বে বর লহ, দিব সর্ব্বথায়।।
কৈকেয়ী কহিল, নাথ এই এক বর।
ভরতে করহ এবে রাজ্য দণ্ডধর।।
দ্বিতীয় করহ পূর্ণ এই অভিলাষ।
চতুর্দ্দশ বর্ষ যাবে রাম বনবাস।।
এতেক শুনিয়া রাজা কৈকেয়ীর বাণী।
মূর্চ্ছিত হইয়া শোকে পড়িল ধরণী।।
চৈতন্য পাইয়া রাজা উঠি কতক্ষণে।
কৈকেয়ীরে বর দিয়া রহে দুঃখমনে।।
তবে রাম শুনিয়া এ সব সমাচার।
পালিতে পিতার সত্য করি অঙ্গীকার।।
বিদায় লইতে যান নৃপতির স্থানে।
ধূলায় ধূসর রাজা অতি দুঃখ মনে।।
তথা না পাইয়া কিছু পিতার উত্তর।
বিদায় লইতে যান মায়ের গোচর।।
শ্রীরামের বনবাস, শুনি এই বাণী।
শোকভরে হতজ্ঞান কান্দে মহারাণী।।
বিলাপ করিয়া পুত্রে কত কৈল মানা।
মধুর বচনে রাম করেন সান্ত্বনা।।
পিতৃসত্য পালিবারে চলিলেন বন।
সংহতি চলিল সীতা, অনুজ লক্ষ্মণ।।

দশরথ শুনি তবে রামের প্রস্থান

দশরথ শুনি তবে রামের প্রস্থান।
হা রাম হা রাম বলি ত্যজিল পরাণ।।
পূর্ব্বেতে আছিল অন্ধ মুনির এ শাপ।
মরিবে পুত্রের শোকে পেয়ে মনস্তাপ।।
হেনমতে নৃপতির হইল মরণ।
অযোধ্যার ঘরে ঘরে উঠিল রোদন।।
বিচার করিল পাত্রমিত্রগণ যত।
দূত পাঠাইয়া দেশে আনিল ভরত।।
ভরত শুনিল আসি সব সমাচার।
জননীরে নিন্দা করি করে তিরস্কার।।
নৃপতির সৎকার কৈল সেইক্ষণে।
ভরতেরে বলে সবে বৈস সিংহাসনে।।
ভরত কহিল, সবে হৈলে জ্ঞানহত।
সে কারণে বলিতেছ অজ্ঞানের মত।।
পিতৃসত্য হেতু প্রভু চলিলেন বনে।
আমি রাজা হইয়া বসিব সিংহাসনে।।

এমত অনীতি কর্ম্ম করে কোন্ লোকে।
ঈশ্বর থাকিতে রাজ্য সম্ভবে সেবকে।।
বিশেষে মায়ের কর্ম্ম শুনিতে দুষ্কর।
চল সবে যাই শীঘ্র রামের গোচর।।
মাগিয়া মায়ের দোষ প্রভুর চরণে।
যত্নে ফিরাইব সবে কমললোচনে।।
যেমন করিয়া বেশ রাম যান বন।
তেমন বাকল পরি ভাই দুই জন।।
শিরে জটাভার ধরি তপস্বীর বেশ।
চিত্রকূট পর্ব্বতেতে পেলেন উদ্দেশ।।
অষ্টাঙ্গ লোটায়ে ক্ষিতি পড়িল চরণে।
করযোড়ে কহিলেন রাম বিদ্যমানে।।
আজন্ম আমার মন জানহ গোঁসাই।
তোমার চরণ বিনা অন্য গতি নাই।।
মোরে দেখি কর ক্ষমা, জননীর দোষ।
কৃপা করি কর দূর মনের আক্রোশ।।
চল প্রভু, নরপতি হবে সিংহাসনে।
শূন্য রাজ্য, বিলম্ব না সহে সে কারণে।।
তব বনযাত্রা বার্ত্তা শুনি লোকমুখে।
প্রাণ ত্যজিলেন পিতা সেই মনোদুঃখে।।
তবে রাম শুনিলেন সব সমাচার।
পিতৃশোকে কান্দিলেন পেয়ে শোকভার।।
উচ্চৈঃস্বরে কান্দিলেন পেয়ে মহাতাপ।
সেইমতে সর্ব্বজন করিল সন্তাপ।।
ভরতের চরিত্রেতে তুষ্ট রঘুনাথ।
আলিঙ্গন করি অঙ্গে বুলালেন হাত।।
কি দোষ তোমার ভাই, কেন হেন কহ।
প্রাণের সমান তুমি কভু দোষী নহ।।
জননীর কিবা দোষ, দৈবের ঘটন।
দেশে গেলে পিতৃসত্য হইবে লঙ্ঘন।।
চতুর্দ্দশ বর্ষ আমি নিবসিব বনে।
ততদিন রাজা হয়ে বৈস সিংহাসনে।।
ভরত কহিল, ইহা শোভা নাহি পায়।
কিমতে সিংহের ভার জম্বূকে কুলায়।।
তবে যদি সত্য প্রভু করিবে পালন।
চতুর্দ্দর্শ বর্ষ বাস কর তুমি বন।।
পাদুকা যুগল তব দেহ নরপতি।
নতুবা, রহিব আমি তোমার সংহতি।।
ভরতের ব্যবহারে কমললোচন।
তুষ্ট হয়ে পুনর্ব্বার দেন আলিঙ্গন।।
পাদুকা দিলেন রাম বুঝি মনোরথ।
মাথায় করিয়া সুখে চলিল ভরত।।
দেশে আসি পাদুকা রাখিয়া সিংহাসনে।
চতুর্দ্দিকে তাহা বেড়ি বসে সর্ব্বজনে।।
সাবধানে রাত্রি দিনে পালে রাজধর্ম্ম।
ইহা বিনা ভরতের নাহি অন্য কর্ম্ম।।
চিত্রকুট গিরিবরে শ্রীরাম লক্ষ্মণে।
পিতৃশ্রাদ্ধ করিলেন চতুর্দ্দশ দিনে।।
লক্ষ্মণ কহিল, প্রভু চল হেথা হৈতে।
পুনর্ব্বার ভরত আসিবে তোমা নিতে।।
এইমত বিচার কিরয়া তিন জনে।
কতক্ষণে যান অগস্ত্যের তপোবনে।।
কারণ জানিয়া মুনি পরম আদরে।
শ্রীরাম লক্ষ্মণে নিল আপনার ঘরে।।
দিনেক বিঞ্চয়া তথা মাগেন বিদায়।
জিজ্ঞাসিল, কহ মুনি বঞ্চিব কোথায়।।
জানিয়া ভবিষ্য কথা কহে তপোধন।
আশ্রম করহ সুখে পঞ্চবটী বন।।

শুনিয়া গেলেন রাম আনন্দিত মন।
সহিত জানকী আর অনুজ লক্ষ্মণ।।
মুহূর্ত্তেকে উপনীতপঞ্চবটী বনে।
আশ্রম করেন রাম যথাযথ স্থানে।।
রহিলেন বহুদিন পঞ্চবটী বনে।
একদিন শুন তথা দৈবের ঘটনে।।
সূর্পণখা নামে রাবণের সহোদরা।
স্বচ্ছন্দ গমনে ফিরে, অত্যন্ত মুখরা।।
চতুর্দ্দশ সহস্র সংহতি নিশাচর।
খর ও দূষণ সঙ্গে দুই সহোদর।।
দূর হৈতে দেখে দোঁহে দিব্য রূপধারী।
কামে হত চিত্তা হয়ে দুষ্ট নিশাচরী।।
সীতার সমান রূপ ধরিয়া রাক্ষসী।
বিনয়ে কহিল সেই রাম পাশে আসি।।
নিবেদন করি, আমি দেবের দুহিতা।
ভজিব তোমারে, আজ্ঞা করহ সর্ব্বথা।।
শ্রীরাম কহেন, তুমি ভজ অন্য জনে।
সঙ্গেতে আমার নারী, দেখ বিদ্যমানে।।
এত শুনি লক্ষ্মণেরে কহিল রাক্ষসী।
লক্ষ্মণ কহিল, আমি আজন্ম তপস্বী।।
তবে সূর্পণখা অতিশয় দুঃখমনে।
কার্য্য সিদ্ধি না হইল সীতার কারণে।।
ইহারে খাইলে দুঃখ খণ্ডিবে আমার।
এত বলি ধায় মুখ করিয়া বিস্তার।।
দেখিয়া লক্ষ্মণ ক্রোধে এড়িলেন বাণ।
দিব্য অস্ত্রে রাক্ষসীর কাটে নাক কাণ।।
কান্দিয়া রাক্ষসী খর দূষণেরে কয়।
দোঁহে আসি যুদ্ধ দিল ক্রোধে অতিশয়।।
দেখিয়া উঠেন রাম অতি ক্রোধমনে।
মুহূর্ত্তেকে সংহারিল নিশাচরগণে।।
তাহা দেখি সূর্পণখা নিশাচরগণে।
কান্দিয়া কহিল গিয়া রাবণের আগে।।
শুন ভাই বলি, দশরথের নন্দন।
ভার্য্যা সহ বনে আসে শ্রীরাম লক্ষ্মণ।।
চতুর্দ্দশ সহস্র রাক্ষস মারে বানে।
নাক কাণ কাটে মোর অস্ত্র খরশানে।।
যতেক কামিনী আছে এই ত্রিজগতে।
সীতা সম রূপবতী না পাই দেখিতে।।
দেখিয়া আনন্দ বড় হৈল মোর মনে।
আনিতে করিনু ইচ্ছা তোমার কারণে।।
তাহাতে এ গতি মোর শুন মহাশয়।
বুঝিয়া করহ কার্য্য উচিত যে হয়।।
অনুক্ষণ রক্ষা করে দুই মহাবীর।
হরিয়া আনিতে সীতা মন কর স্থির।।
শুনিয়া রাবণ হৈল ক্রোধেতে অজ্ঞান।
বিশেষ দেখিয়া ভগিনীর অপমান।।
সীতার রূপের কথা ভেদিল অন্তরে।
কাছে ডাকি অবিলম্বে বল মারীচেরে।।
যাহ শীঘ্রগতি তুমি পঞ্চবটী বনে।
মায়া করি দূরে লহ শ্রীরায় লক্ষ্মণে।।
আপনি যাইব ধরি তপস্বীর বেশ।
সীতারে হরিব যেন না পায় উদ্দেশ।।
মারীচ কহিল, রাজা মোর শক্তি নয়।
আছে যে রামের বাণে ভাল পরিচয়।।
বালক কালের শিক্ষা আমি জানি ভালে।
মুনি-যজ্ঞ-নষ্ট হেতু গেলাম যে কালে।।
না দেখিয়া অস্ত্র রাম করিল সন্ধান।
প্রবেশিয়া লঙ্কাপুরী রক্ষা কৈনু প্রাণ।।

এখন যৌবন কালে ধরে মহাবল।
এ কর্ম্ম করিলে, তবে পাব ভাল ফল।।
ইহা শুনি দশানন ক্রোধচিত্ত হয়ে।
মারীচে কাটিতে যায় হাতে খড়গ লয়ে।।
ভয়েতে মারীচ বলে, যাব পঞ্চবটী।
তুমিই কাটহ, কিবা রাম ফেলে কাটি।।
অসহ্য তোমার বাক্য রাক্ষস দুর্জ্জন।
তুমি মার কিংবা রাম অবশ্য মরণ।।
এত বলি চলিল মারীচ নিশাচর।
রাবণ চলিল রথে হরিষ অন্তর।।
উত্তরিল মারীচ যথায় রঘুবর।
কাঞ্চনের মৃগ, অঙ্গ দেখিতে সুন্দর।।
আশ্চর্য্য দেখিয়া সীতা হরিষ অন্তর।
আনিতে কহিল রামে যুড়ি দুই কর।।
সীতার রক্ষণে রাখি লক্ষ্মণ ঠাকুরে।
মায়ামৃগ খেদাড়িয়া রাম যান দূরে।।
কতক্ষণে শ্রীরাম মারেন দিব্য শর।
ভাই রে লক্ষ্মণ বলি পড়ে নিশাচর।।
ইহা শুনি বিস্ময় মানিয়া সীতা মনে।
শেষে পাঠাইয়া দিল তথায় লক্ষ্মণে।।

সীতা হরণ ও শ্রীরামের পঞ্চ বানর ও বিভীষণের সহিত মিলন

হেনকালে আসি তথা রাবণ দুর্জ্জয়।
হরিয়া লইল সীতা দেখি শূন্যালয়।।
শীঘ্র চালাইল রথ, শ্রীরামের শঙ্কা।
পলায় পরাণ লয়ে যথা পুরী লঙ্কা।।
পরিত্রাহি ডাকে সীতা, রাম রাম বলি।
চিহ্ন হেতু স্থানে স্থানে অলঙ্কার ফেলি।।
জটায়ু নামেতে পক্ষী দশরথ সখা।
যুদ্ধ কৈল, রাবণ কাটিল তার পাখা।।
পড়িয়া রহিল পথে পক্ষী পুরাতন।
লঙ্কাপুরী প্রবেশিল ক্রমে দশানন।।
রাবণ বিনয় করি সীতারে বুঝায়।
কৃপা করি দেবী তুমি ভজহ আমায়।।
সীতা বলে, মম প্রভু রাম বিনা নাই।
কত দিনে সবংশে মজিবে তাঁর ঠাঁই।।
ইহা শুনি বন্দী কৈল অশোক কাননে।
রক্ষক রহিল চেড়ী শত শত জনে।।
হেথা মৃগ মারি রাম আশ্রমে আসিতে।
লক্ষ্মণ সহিত তবে দেখা হৈল পথে।।
শ্রীঘ্রগতি আশ্রমে আসিয়া দুই বীর।
শূন্যালয় দেখি দোঁহে হলেন অস্থির।।
অনেক বিলাপ করি দুই সহোদর।
অন্বেষণ করিবারে চলেন সত্বর।।
শোকাকুল হয়ে ভ্রমে কাননে কাননে।
জিজ্ঞাসেন ডাকি রাম তরু লতাগণে।।
ত্যজিয়া আহার জল আলস্য শয়ন।
এইমতে দুই ভাই করেন ভ্রমণ।।
সীতার কঙ্কণ এক ছিল সেই পথে।
তুলিয়া নিলেন রাম কান্দিতে কান্দিতে।।
যত দূর চিহ্ন পান বসন ভূষণ।
সেই অনুসারে দোঁহে করেন গমন।।
দেখিলেন রাম জটায়ুকে মৃতবৎ।
পর্ব্বত প্রমাণ পক্ষী যুদ্ধেতে আহত।।

তাহার নিকটে চলিলেন দুই জন।
জটায়ু তুলিল মুণ্ড জানিয়া কারণ।।
জিজ্ঞাসিতে পক্ষিরাজ কহিলেক কথা।
লঙ্কাপুরী দশানন হরি নিল সীতা।।
অরুণ-নন্দন আমি তব পিতৃসখা।
বধূর অবস্থা দেখি যুদ্ধে আসি একা।।
অনেক করিনু যুদ্ধ করি প্রাণপণ।
হত পাখা হল শেষে বধূর কারণ।।
তোমারে সংবাদ দিতে আছিল জীবন।
উদ্ধার করিও রাম এই নিবেদন।।
এতেক বলিয়া পক্ষী ত্যজিল জীবন।
জানিয়া পিতার সখা ভাই দুই জন।।
অগ্নিকার্য্য করি তার পম্পা নদীতটে।
তথা হৈতে যান ঋষ্যমূকের নিকটে।।
তথায় দেখেন পঞ্চ বানর প্রধান।
সুষেণ সুগ্রীব নল নীল হনূমান।।
দোঁহারে প্রণাম করি জিজ্ঞাসে সম্ভ্রমে।
শ্রীরাম সকল কথা কহিলেন ক্রমে।।
সুগ্রীব জানিল, এই পুরুষ রতন।
প্রণাম করিয়া করে নিজ নিবেদন।।
মোর জ্যেষ্ঠ বালি হয়, রাজ্য অধিকারী।
বলে রাজ্য নিল, আমি যুদ্ধেতে না পারি।।
মুনিশাপে আসে হেথা, তার শক্তি নাই।
সে কারণে আছি প্রাণে, শুনহ গোঁসাই।।
রাম বলে, আজি হৈতে তুমি মোর মিতা।
তব রাজ্য দিব আমি, তুমি দিবে সীতা।।
সুগ্রীব বলিল, তবে যে আজ্ঞা তোমার।
সীতা উদ্ধারিতে প্রভু হৈল মোর ভার।।
শ্রীরাম কহেন, কালি প্রত্যূষ সময়।
বালিকে মারিয়া রাজা করিব তোমায়।।
হেনমতে রঘুনাথ বালিরাজা মারি।
সুগ্রীবের করিলেন রাজ্য অধিকারী।।
চারি মাস সেই স্থানে রহে রঘুনাথ।
কপিরাজ সুগ্রীবের লয়ে তবে সাথ।।
সমুদ্রের তীরে যান সৈন্য সমাবেশে।
হনূমানে পাঠাইল সীতার উদ্দেশে।।
পবন নন্দন বীর পোড়াইল লঙ্কা।
রাজপুত্রে মারি বীর নৃপে দিল শঙ্কা।।
সীতার উদ্দেশ করি আসে মহাবীর।
শ্রীরাম লক্ষ্মণ তাহে হইলেন স্থির।।
হেনকালে শুন রাজা দৈব বিবরণ।
রাবণ অনুজ ধর্ম্মশীল বিভীষণ।।
করযোড় করি নৃপে কহে বিধিমতে।
সীতা দিয়া শরণ লইতে রঘুনাথে।।
ধন রাজ্য বংশ বৃদ্ধি কর নরপতি।
শুনিয়া রাবণ ক্রোধে মারিলেক লাথি।।
যেইকালে বিভীষণে প্রহারে চরণে।
রাজ্যলক্ষ্মী আশ্রয় করিল বিভীষণে।।
অতি দুঃখে বহির্গত হৈল বিভীষণ।
রামের চরণে গিয়া লইল শরণ।।
শ্রীরাম কহেন, তুমি শত্রু সহোদর।
কিরূপে বিশ্বাস তোমা করিবে অন্তর।।
বিভীষণ বলে, প্রভু মনে ভাব যদি।
তোমার সেবক আমি জনম অবধি।।
ইথে অন্যমত যদি করি কদাচন।
হইব কলির রাজা, কলির ব্রাহ্মণ।।
কলিতে জন্মিব, আর জীব দীর্ঘকাল।
শুনিয়া রামের হৈল আনন্দ বিশাল।।

www.bengaliebook.com

লক্ষ্মণ কহেন হাসি করি যোড়কর।
উত্তম করিল দিব্য রাক্ষস ঈশ্বর। ।
তপস্যা করিয়া চিরকাল যাহা পায়।
পরদ্রোহ করিয়া এ সব যদি হয়।।
ইহা ছাড়ি অন্য বাঞ্ছা করে কোন্ জন।
হাসিয়া কহেন রাম, বালক লক্ষ্মণ। ।
কলিতে ব্রাহ্মণ রাজা দীর্ঘজীবী জন।
এই তিনে পরিত্রাণ নাহি কদাচন।।
করিল কঠোর দিব্য রাক্ষসের পতি।
না বুঝি হাসিলে ভাই, তুমি শিশুমতি।।
আজি হৈতে মিত্র মম হৈল বিভীষণ।
তোমারে অর্পিব লঙ্কা মারিয়া রাবণ।।
বিচার করিল তিনজন এই মত।
লঙ্কায় গমনে সবে হলেন উদ্যত।।
বানর সকলে সিন্ধু বান্ধে অবহেলে।
পাষাণ ভাসিল রাজা সাগরের জলে।।
বান্ধে নল জলনিধি রাম উপরোধে।
কটক সকলে পার হয়ে কার্য্য সাধে। ।

শ্রীরামের লঙ্কায় প্রবেশ ও যুদ্ধ

প্রধান প্রধান যোদ্ধৃপতি দিল থানা।
সকল লঙ্কায় হৈল শ্রীরামের সেনা। ।
ভয়েতে রাবণ বন্ধ করিলেন দ্বার।
মন্ত্রী লয়ে পরামর্শ করে যুদ্ধ সার।।
সবান্ধবে সুসজ্জায় আসে দশানন।
দেখি চমকিত হন শ্রীরাম লক্ষ্মণ। ।
জিজ্ঞাসেন বিভীষণে মানিয়া বিস্ময়।
একে একে বিভীষণ দিল পরিচয়।।
শ্রীরাম কহেন শুনি মিত্র বিভীষণে।
নাহিক বুদ্ধির লেশ অজ্ঞান রাবণে।।
শতেক ইন্দ্রের নাহি এত পরিচ্ছদ।
কি কারণে নষ্ট করে এতেক সম্পদ।।
এইমত চিত্তে রাম করেন বিচার।
হেথায় রাবণ আসি কৈল মহামার।।
সেনাপতি সেনাপতি হইল সংগ্রাম।
ইন্দ্রজিৎ লক্ষ্মণ, রাক্ষসপতি-রাম।।
রণেতে পণ্ডিত রাম যুদ্ধে পরিপাটী।
মাথার মুকুট দশ ফেলিলেন কাটি।।
লজ্জা পেয়ে পলাইল রাজা দশানন।
উভয় সৈন্যেতে আর নাহি দরশন।।
তবে রাম পাঠালেন বালির নন্দনে।
অনেক ভৎসিল গিয়া রাজা দশাননে। ।
অঙ্গদের বাক্যে দশানন দুঃখমতি।
পাঠাইল বহু বহু শ্রেষ্ঠ সেনাপতি।।
মুনি বলে, সেই কথা কহিতে বিস্তর।
সংক্ষেপে কহিব শুন ধর্ম্ম নৃপবর।।
বজ্রদন্ত মহাবাহু মহাকায় আদি।
প্রহস্ত করিল যুদ্ধ, নাহিক অবধি।।
পড়িল রাক্ষস সেনা নাহি পরিমিত।
ক্রোধভরে আসে তবে বীর ইন্দ্রজিত।।
করিল রাক্ষসী মায়া বহু বহু রণে।
নাগপাশে বন্দী কৈল শ্রীরাম লক্ষ্মণে।।
গরুড় স্মরিয়া রাম পবন আদেশে।
নাগপাশে মুক্ত হৈলা প্রকার বিশেষে।।
গর্জ্জিয়া বানরগণ করে সিংহনাদ।
শুনিয়া রাবণ রাজা গণিল প্রমাদ।।

www.bengaliebook.com

বিস্ময় মানিয়া অতি চিন্তাকুল মনে।
মহাপাশ মহোদরে পাঠাইল রণে।।
আর চারি সেনাপতি রাবণ কুমার।
মহাক্রোধ আসি সবে করে মহামার।।
শিলা বৃক্ষ লয়ে যুদ্ধ করিল বানর।
অস্ত্রশস্ত্রে বিশারদ যত নিশাচর।।
উভয় সৈন্যেতে যুদ্ধ হৈল অপ্রমিত।
ছয় সেনাপতি মরে সৈন্যের সহিত।।
শুনিয়া রাবণ রাজা গণিল প্রমাদ।
পুণর্ব্বার আসে তবে বীর মেঘনাদ।।
অপূর্ব্ব রাক্ষসী মায়া ইন্দ্রজিৎ জানে।
দেখিতে না পায় কেহ থাকে কোন্ স্থানে।।
করিল সংগ্রাম ঘোর রাবণ সন্ততি।
চারি দ্বারে মারিল প্রধান সেনাপতি।।
থাকুক অন্যের কার্য্য শ্রীরাম লক্ষ্মণে।
জিনিয়া পরম সুখে কহিল রাবণে।।
কেবল জীবিত মাত্র ছিল তিন জন।
হনুমান, সুষেণ, রাক্ষস বিভীষণ।।
উপদেশ কহিলেন সুষেণ প্রধান।
গন্ধমাদন গিরি আনিল হনূমান।।
ঔষধি চিনিয়া দিল বানর সুষেণ।
আপনি বাটিয়া দিল রক্ষ বিভীষণ।।
যেই মাত্র পাইলেন ঔষধের ঘ্রাণ।
যত ছিল মৃত সৈন্য, সবে পায় প্রাণ।।
মৃত সৈন্য প্রাণ পায় হনূর প্রসাদে।
কাঁপিল রাবণ বানরের সিংহনাদে।।
তবে বহু যুদ্ধ করি মরে অকম্পন।
ভয় পেয়ে কুম্ভকর্ণে জাগায় রাবণ। ।
নিদ্রা হতে উঠি যায় রাজ সম্ভাষণে।
দেখিয়া বিস্মিত হৈল ভাই দুই জনে।।
বিভীষণে জিজ্ঞাসিল কহ সমাচার।
সত্তর যোজন উচ্চ শরীর কাহার।।
তবে বৃথা কি কারণে করিতেছ রণ।
রাক্ষসের মায়া কিছু না বুঝি কারণ।।
বিভীষণ বলে, ভয় ত্যজহ অন্তর।
কুম্ভকর্ণ নামে মোর্এক সহোদর।।
পূর্ব্বে ব্রহ্মা বর দিয়া কৈল নিরূপণ।
নিদ্রা ভাঙ্গি জাগাইলে অবশ্য মরণ।।
পাচঁ মাসে জাগাইল ভয় পেয়ে মনে।
সন্দেহ নাহিক আজি, মরিবেক রণে।।
এত যদি কহিলেন রক্ষ বিভীষণ।
তুষ্ট হয়ে রাম তারে দেন আলিঙ্গন।।
রাবণ কহিল কুম্ভকর্ণে সমাচার।
ক্রোধে মহাবীর আসি কৈল মহামার।।
গিলিল বানর একেবারে শতে শতে।
বাহির হইল কেহ নাক-কান-পথে।।
দেখিয়া বিকট মূর্ত্তি ধায় সৈন্যগণ।
অস্ত্র যুড়ি অগ্রে যান কমললোচন।।
রামে দেখি কম্ভকর্ণ ধায় গিলিবারে।
সত্বর মারেন রাম ব্রহ্ম-অস্ত্র তারে।।
সেই বাণে মরিল দুরন্ত নিশাচর।
পুষ্পবৃষ্টি করিলেন যতেক অমর।।
ভীত হইল রাবণ, সৈন্য নাহি আর।
কি প্রকারে এ বিপদে পাইবে নিস্তার।।
বানর পড়িয়া লঙ্কা কৈল ছারখার।
কাহারে পাঠাব যুদ্ধে, কে করিবে পার।।
ভাবিয়া পাঠায় শেষে মকরাক্ষ বীরে।
সে আমি অনেক যুদ্ধ করিল সমরে।।

বহু যুদ্ধ করি মৈল শ্রীরামের বাণে।
কুম্ভ ও নিকুম্ভ পরে প্রবেশিল রণে।।
বল বুদ্ধি বিক্রমেতে বাপের সমান।
প্রাণপণে যুঝিল সুগ্রীব হনূপান।।
দুই ভাই পড়ে ক্রমে সহ সর্ব্বসেনা।
তবে ইন্দ্রজিৎ বীরে নাহি সম্ভাবনা।।
তবে ইন্দ্রজিতে আজ্ঞা দিল দশানন।
সসৈন্য মারহ তুমি শ্রীরাম লক্ষ্মণ।।
সংহতি লইয়া তবে সেনা অপ্রমিত।
যুদ্ধ হেতু অগ্রসর হয় ইন্দ্রজিত।।
ক্রোধে আসি মেঘনাধ করে বহু রণ।
তেমতি করিল যুদ্ধ ঠাকুর লক্ষ্মণ।।
সংহতি লইয়া তবে সেনা অপ্রমিত।
যুদ্ধ হেতু অগ্রসর হয় ইন্দ্রজিত।।
ক্রোধে আসি মেঘনাদ করে বহু রণ।
তেমতি করিল যুদ্ধ ঠাকুর লক্ষ্মণ।।
মায়ায় রাক্ষস যুদ্ধ করে বহুতর।
দেখাদেখি মহাযুদ্ধ হৈল পরস্পর।।
সহিতে নারিল যুদ্ধ রাবণ নন্দন।
ভঙ্গ দিয়া প্রবেশিল নিজ নিকেতন।।
প্রবেশ করিয়া সেই যজ্ঞ আরম্ভিল।
হেনকালে বিভীষণ লক্ষ্মণে কহিল।।
যজ্ঞ আরম্ভিল দেব রাবণ-কুমার।
যজ্ঞ সাঙ্গ হৈলে মৃত্যু নাহিক উহার।।
বিধিবাক্য আছে হেন, আমি জানি ভালে।
তবে সে মারিতে পার যজ্ঞ নষ্ট কৈলে।।
শুনিয়া হইল সবে হরষিত মন।
যজ্ঞ নষ্ট কৈল গিয়া পবন নন্দন।।
তবে ব্রহ্মা-অস্ত্রে তারে মারিল লক্ষ্মণ।
নিশ্চিন্তে হইল স্বর্গে সহস্র-লোচন।।
বার্ত্তা পেয়ে শোকাকুল রাক্ষসের পতি।
রাবণ আসিল রণে অতি ক্রোধমতি।।

রাবণ বধ

পুত্রশোকে রণে আসে রাজা দশানন।
দেখি অগ্রসর হন ঠাকুর লক্ষ্মণ।।
লক্ষ্মণের সঙ্গে আসে বীর বিভীষণ।
বিভীষণে দেখি করে রাবণ চিন্তন।।
এই পাপ হৈতে মোর সবংশে নিধন।
ইহারে বধিয়া শেষে বধিব লক্ষ্মণ।।
এতেক ভাবিয়া দুষ্ট অতি ক্রোধমনে।
লক্ষ্মণে ছাড়িয়া অস্ত্র মারে বিভীষণে।।
এড়িলেন শেলপাট ভীষণ দর্শন।
দিব্য অস্ত্র এড়ি তাহা কাটিল লক্ষ্মণ।।
মহাক্রোধে পুনঃ শেল মারে বিভীষণে।
পুনশ্চ লক্ষ্মণ তাহা কাটে দিব্য বাণে।।
দুই শেল অস্ত্র যদি কাটিল লক্ষ্মণ।
ময়দত্ত শেল হাতে লইল রাবণ।।
ডাকিয়া কহিল তবে লক্ষ্মণের তরে।
বুঝিলাম বীরপণা, রক্ষা কৈলে পরে।।
আপনা সংবর শীঘ্র, যায় শক্তিবর।
দেখিয়া লক্ষ্মণ বীর হলেন ফাঁফর।।
প্রাণপণে বাণ মারে, নারে নিবারিতে।
কালদণ্ড সম শক্তি আসে শূন্যপথে।।
নির্ভয়ে বাজিল গিয়া লক্ষ্মণের বুকে।
পড়িল লক্ষ্মণ বীর, রক্ত উঠে মুখে।।

শোকাকুল রঘুনাথ হলেন অজ্ঞান।
পর্ব্বত আনিল তবে বীর হনূমান।।
পর্ব্বতে ঔষধি ছিল, তার অনুভবে।
লক্ষ্মণ পাইল প্রাণ, আনন্দিত সবে।।
কাল পূর্ণ হৈল, রণে আসিল রাবণ।
আপনি গেলেন রণে কমললোচন।।
রাবণে দেখিয়া রথে রঘুনাথে ক্ষিতি।
ইন্দ্র পাঠাইল রথ মাতলি সংহতি।।
সেই রথে রঘুনাথ চড়েন কৌতুকে।
মাতলি লইল রথ রাবণ সম্মুখে।।
অপ্রমিত যুদ্ধ হৈল দুই মহাবলে।
উপমা নাহিক স্বর্গ মর্ত্ত্য রসাতলে।।
যার যত শিক্ষা ছিল, দোঁহে কৈল রণ।
মহাক্রোধভরে তবে কমললোচন।।
রাবণের দশ মুণ্ড কাটিলেক শরে।
পুনর্ব্বার উঠে মুণ্ড বিধাতার বরে।।
পুনঃ পুনঃ যতবার কাটেন রাবণে।
বিনাশ না হয় দুষ্ট পূর্ব্বের সাধনে।।
যোড়করে বিভীষণ করে নিবেদন।
অন্য অস্ত্রে না মরিবে দুর্জ্জয় রাবণ।।
মৃত্যুবাণ আছে ওর মন্দোদরী পাশ।
সে বাণ আনিলে হবে রাবণের নাশ।।
হণূমানে নিবেদিল কমললোচন।
ছলেতে আনিল বাণ পবননন্দন।।
সেই বাণ লয়ে রাম যুড়িল ধনুকে।
ক্রোধভরে মারিলেন রাবণের বুকে।।
হেনমতে ভূমিতলে পড়ে দশানন।
পুষ্পবৃষ্টি কৈল তবে যত দেবগণ।।
তবে সীতা আনিল রাক্ষস বিভীষণ।
দেখিয়া কহেন তাঁরে কমললোচন।।
তোমারে রাখিল দশ মাস নিশাচর।
না জানি আছিল সীতা কেমন প্রকার।।
আমারে করিবে নিন্দা, এই বড় ভয়।
পরীক্ষা দেহ ত সীতা যদি মনে লয়।।
এমত শুনিয়া সীতা অতি দুঃখ মনে।
অগ্নিকুণ্ড জ্বালাইতে কহেন লক্ষ্মণে।।
লক্ষ্মণ করিল কুণ্ড, প্রবেশিলা সীতা।
কৌতুক দেখিতে যত আসিল দেবতা।।
রামের আদেশে সীতা পড়েন অনলে।
হেন কালে উঠে অগ্নি সীতা লয়ে কোলে।।
ব্রহ্মা আদি সর্ব্বদেব একত্র মিলিল।
করিয়া অনেক স্তুতি রাম্যেরে কহিল।।
আপনা না জানি কর মনুষ্য-আচার।
তুমি নারায়ণ, সীতা লক্ষ্মী-অবতার।।
আসিল দেখিতে তোমা যত পিতৃলোক।
এই দেখ, দশরথ তোমার জনক।।
দেবগণ বলে, রাম মাগ ইষ্টবর।
শুনিয়া কহেন রাম জীউক বানর।।
পরে রাম সম্ভাষণ করি সর্ব্ব জন।
যত দেবগণ গেল আপন ভবন।।
বিভীষণে দেন রাম রাজ্য অধিকার।
বানর কটকে কৈল বহু পুরষ্কার।।
সসৈন্যে গেলেন রাম অয্যোধ্যা নগর।
সিংহাসন বসিলেন হয়ে রাজ্যেশ্বর।।
মহাভারতের মাঝে রামের আখ্যান।
পাঠে ধর্ম্ম পুণ্য লভে, জন্মে দিব্যজ্ঞান।।

www.bengaliebook.com

দন্তবনক্র ও শিশুপাল রূপে জয়-বিজয়ের তৃতীয়বার জন্ম

এতেক শুনিয়া ধর্ম্ম কন মুনি প্রতি।
কহ তপোধন জয়-বিজয় ভারতী।।
শুনিবারে চিত্তে জাগে অতি কৌতূহল।
পুণ্যকথা কহি শান্ত কর দুঃখানল।।
নৃপ-বাক্যে মুনি কহে, কহি শুন ধর্ম্ম।
ভারত শ্রবণ সম নাহি আর কর্ম্ম।।
ধর্ম্মী তুমি, তাই চাহ শুনিতে পুণ্য কথা।
তেঁই শুনাব তোমারে পুণ্যশ্লোক গাথা।।
জয়-বিজয়ের তৃতীয় জন্ম কথন।
সংক্ষেপে কহি শুন হইয়া এক মন।।
সেবক উদ্ধার হেতু প্রভুর এ কর্ম্ম।
হেনমতে দুই ভাগে লয়ে দোঁহে জন্ম।।
জন্মিল বিজয় জয় ভূমে পুনর্ব্বার।
দন্তবক্র শিশুপাল নাম দোঁহাকার।।
পূর্ণব্রহ্ম যদুকুলে হয়ে অবতার।
তব যজ্ঞে শিশুপালে করেন উদ্ধার।।
তিন অবতারে কৃষ্ণ দেব ভগবান।
ভক্তজনে করিলেন ভবে পরিত্রাণ।।
রামের এতেক দুঃখ ধরিয়া শরীর।
কি দুঃখ তোমার বনে রাজা যুধিষ্ঠির।।
সীতার দুঃখের কথা শুনিলে শ্রবণে।
দ্রৌপদীর দুঃখ তার নহে একগুণে।।
সবার দুঃখের কথা করিয়া শ্রবণ।
সীতাদুঃখে দ্রৌপদীর বিদরিল মন।।
মুনি বলে শুন রাজা, দুঃখ হৈল অন্ত।
অল্পিদেন নষ্ট হবে কৌরব দুরন্ত।।
বিশেষ দ্রৌপদী এই সাবিত্রী সমান।
যে জন উভয় কুল কৈল পরিত্রাণ।।
নানা সুখ ত্যজিলেক স্বামীর কারণে।
তথাপি না ত্যজিলেক স্বামী সত্যবানে।।
ক্ষত্রকুলে তার তুল্য নহে কোন জন।
দ্রৌপদীতে দেখি যেন তাঁহার লক্ষণ।।
সতী সাধ্বী পতিব্রতা লক্ষ্মী-অবতার।
অক্ষেতে দাসত্ব মুক্ত কৈল সবাকার।।
এতেক ব্রাহ্মণ যার ভুঞ্জে অপ্রমাদে।
কদাচ না হবে দুঃখ ইহার প্রসাদে।।
পশ্চাতে জানিবে রাজা নয়নে দেখিবে।
কহিনু ভবিষ্য কথা নিশ্চয় ফলিবে।।
ভক্ত জয় বিজয়ের তিন জন্ম কথা।
তিন অবতারে শ্রীহরির কার্য্য গাথা।।
সবিশেষে মুনিবর কন নৃপভাগে।
সবিত্রী কথা শুনিবারে কৌতুক জাগে।।
ব্যাস বিরচিত মহাভারত আধারে।
যাহা নাই, নাই তাহা, বিশ্বের মাঝারে।।

সাবিত্রী উপাখ্যান

জিজ্ঞাসেন যুধিষ্ঠির, শুন মহামুনি।
কহিলে রামের কথা অপূর্ব্ব কাহিনী।।
হইল শরীর মুক্ত, সফল এ জন্ম।
সাবিত্রী কাহার নাম, কিবা তাঁর কর্ম্ম।।
কিবা ধর্ম্ম আচরিল, কিবা উগ্রতপে।
কোন্ কোন্ কুল উদ্ধারিল কোন্ রূপে।।

শুনিবারে ইচ্ছা বড় জন্মিল অন্তরে।
মুনিরাজ বিস্তারিয়া কহ গো আমারে।।
মুনি বলে, শুন যুধিষ্ঠির নৃপমণি।
পূর্ব্বের বৃত্তান্ত এই অপূর্ব্ব কাহিনী।।
মদ্রদেশে চিল অশ্বপতি মহীপাল।
পুত্রহেতু শিব সেবা করে বহুকাল। ।
সন্তান বিহীন রাজা নিরানন্দ মতি।
কত দিনে হৈল এক কন্যা রূপবতী। ।
তপ্তবর্ণ যিনি তার শরীরের শোভা।
কলঙ্ক বিহীন কলানিধি মুখ-আভা।।
বিহঙ্গম-চঞ্চু জিনি বিরাজিত নাসা।
দশন-মুকুতাপাঁতি, সুমধুর ভাষা।।
মদনের ধনু জিনি তার যুগ্ম ভুরু।
মৃণাল জিনিয়া বাহু, রামরম্ভা ঊরু।।
কুরঙ্গ-নয়নী ধনী, মনোহর কেশ।
মৃগেন্দ্র লজ্জিত হয় দেখি মধ্যদেশ।।
রূপের সমান তার গুণের গণনা।
শুদ্ধমতি সর্ব্বশাস্ত্রে অতি সে প্রবীণা।।
সুপ্রিয়বাদিনী সতী সর্ব্বভূতে দয়া।
অশ্বপতি হৃষ্টমতি দেখিয়া তনয়া।।
সাবিত্রী রাখিল নাম বিচারি তাহার।
সর্ব্বদা পবিত্রা কন্যা, পবিত্র আচার।।
দিনে দিনে বাড়ে কন্যা, পিতার মন্দিরে।
স্বচ্ছন্দে গমনে যায়, যথা ইচছা করে।।
সমান বয়স প্রিয়সখীগণ সাথে।
ভ্রমণ করয়ে সুখে চড়ি দিব্য রথে। ।
বিশেষ, বাপের রাজ্যে কিছু নাহি ভয়।
উপনীত হৈলে গিয়া মুনির আলয়।।
বিবিধ কৌতুক দেখে অশ্বপতি-সুতা।
হেনকালে শুন রাজা অত্যাশ্চর্য্য কথা।।
দ্যুমৎসেন নামে অবন্তীর পতি।
শত্রু নিল রাজ্য, বনে করিল বসতি।।
তাহার নন্দন ছিল নাম সত্যবান।
রূপেতে নাহিক কেহ তাহার সমান।।
মুনিপুত্রগণ সহ আছিল ক্রীড়ায়।
সাবিত্রী থাকিয়া দূরে দেখিল তাহায়।।
কন্দর্প জিনিয়া রূপ কিশোর বয়স।
দেখিয়া নরেন্দ্রসুতা জিজ্ঞাসে বিশেষ।।
কাহার নন্দন এই, কহ মুনিগণ।
যার রূপে সমুজ্জ্বল এই তপোবন।।
বনবাসী জন কহে, কর অবধান।
দ্যুমৎসেনের পুত্র, নাম সত্যবান।।
সাবিত্রী শুনিয়া কথা হন হৃষ্টমতি।
মনেতে করিয়া তাঁরে কৈল নিজপতি।।
গৃহেতে আসিয়া তবে নৃপতির সুতা।
জননীর কাছে গিয়া রাণী কহে নৃপবরে।।
শুনিয়া কহিল রাজা দুঃখিত অন্তরে।
কোন্ বংশে জন্ম তার, কিবা তার ধর্ম্ম।।
না জানি কেমনে আমি করি হেন কর্ম্ম।
এইরূপে আছে রাজা নিরানন্দ মন।
এক দিন উপনীত ব্রহ্মার নন্দন।।
নারদ মুনিরে দেখি সুখী সর্ব্বজনে।
হৃষ্টমতি নরপতি মুনি আগমনে।।
বসালেন দিব্য সিংহাসনের উপর।
বেদের বিহিত স্তুতি করেন বিস্তর।।
আনন্দে বসিল সবে কথোপকথনে।
সহসা সাবিত্রী কন্যা আসে সেই স্থানে।।
কন্যা দেখি নৃপতিরে কহে তবে মুনি।

পরমা সুন্দরী এই কাহার নন্দিনী।।
অশ্বপতি বলে, মুনি কি কহিব আর।
অপত্য আমার এই কন্যামাত্র সার।।
মুনি বলে, সুলক্ষণা তোমার দুহিতা।
বিবাহ দিয়াছ, কিবা এ অবিবাহিতা।।
রাজা বলে, শিশুমতি অত্যল্প বয়স।
যোগ্যাযোগ্য ভালমন্দ, না জানি বিশেষ।।
বরিয়াছে মনে মনে কারে তপোবনে।
নিরূপণ নাহি জানি সন্দ আছে মনে।।
ভাল হৈল ভাগ্যবশে আসিলে আপনি।
ঘুচিল মনের ধন্দ ওহে মহামুনি।।
নারদ কহেন তবে সাবিত্রীর প্রতি।
কোন বংশে জন্ম তার, কাহার সন্ততি।।
সাবিত্রী কহিল, দেব মুনির আশ্রমে।
দ্যুমৎসেনের পুত্র সত্যবান নামে।।
নারদ কহিল, আমি জানি সর্ব্ব বার্ত্তা।
তাহা ছাড়ি তুমি মাগো বর অন্য ভর্ত্তা।।
সাবিত্রী কহিল, পূর্ব্বে বরিয়াছি মনে।
অন্যে বরি ভ্রষ্টা হব কিসের কারণে।।
মুনি বলে, দোষ নাই, শুন মোর কথা।
সাবিত্রী কহিল, মুনি না হবে অন্যথা।।
পুনঃ পুনঃ দোঁহাকার এই বাক্য শুনি।
ব্যস্ত হয়ে তাঁরে জিজ্ঞাসিল নৃপমণি।।
তাহার বৃত্তান্ত শুনি, কহ মুনিবর।
কি হেতু বরিতে বল অন্য কোন বর।।
কোন্ বংশে জন্ম তার কাহার নন্দন।
কহ শুনি মুনিবর ব্যস্ত বড় মন।।
নৃপতির মুখে শুনি এতেক বচন।
কহিতে লাগিল কৃপাবশে তপোধন।।
সূর্য্যবংশে শূরসেন রাজার সন্ততি।
দ্যুমৎসেন নামে রাজা অবন্তীর পতি।।
মহিমা সাগর মহারাজ গুণবান।
পৃথিবীতে নাহি শুনি তাঁহার সমান।।
খণ্ডন না যায় রাজা দৈবের নির্ব্বন্ধ।
কত দিনে নৃপতির চক্ষু হৈল অন্ধ।।
চক্ষুহীন শিশু পুত্র নাহি অন্য জন।
সময় পাইয়া রাজ্য নিল শত্রুগণ।।
ভার্য্যা পুত্র সঙ্গে করি করে বনবাস।
মহাক্লেশে আছে সর্ব্ব সুখেতে নিরাশ।।
বিচার করিয়া দেখ দৈবের সংযোগ।
শরীর ধরিলে হয় সুখ দুঃখ ভোগ।।
রাজা বলে, চরিতার্থ হৈনু তপোধন।
এই চিন্তা করি সদা নিরানন্দ মন।।
সুখ দুঃখ শরীরের সহযোগে জন্ম।
সময়ে প্রবল হয় আপনার কর্ম্ম।।
আপন ইচ্ছায় ভাল মন্দ কিছু নয়।
দৈবের সংযোগে সেই যখন যে হয়।।
বরযোগ্য বটে যদি সেই সত্যবান।
আজ্ঞা কর, কন্যাধনে করি তাঁরে দান।।
মুনি বলে, তাহে মানা করিতেছি আমি।
পুনঃ পুনঃ মোরে কেন জিজ্ঞাসহ তুমি।।
কুলে শীলে রূপে গুণে তোমা হৈতে শ্রেষ্ঠ।
সকল সুন্দর বটে, একমাত্র কষ্ট।।
আজি হৈতে যেই দিনে বর্ষ পূর্ণ হবে।
সেই দিন সত্যবান নিশ্চয় মরিবে।।
কহিনু ভবিষ্য কথা যদি লয় মনে।
যোগ্য দেখি কন্যাদান কর অন্য জনে।।
শুনিয়া মুনির মুখে এতেক ভারতী।

কহিতে লাগিল অশ্বপতি নরপতি।।
কদাচ কর্ত্তব্য মম নহে এই কর্ম্ম।
শিশুর ক্রীড়ায় নাহি কভু ধর্ম্মাধর্ম্ম।।
ধনে মানে কুলে শীলে হবে গুণবান।
বিচার করিয়া তারে দিব কন্যাদান।।
দোষ না থাকিবে তার, হবে রাজ্যেশ্বর।
এমত পাত্রেতে কন্যা দিব মুনিবর।।
কন্যা-দানকর্ত্তা পিতা আছে পূর্ব্বাপর।
তাহে যদি মনে নহে, হবে স্বয়ম্বর।।
আনাইব পৃথিবীর যত নৃপচয়।
দেখিয়া বরিবে কন্যা, যারে মনে লয়।।
কি হেতু বরিবে অল্প আয়ু সত্যবান।
বিশেষ বৈধব্য দুঃখ মরণ সমান।।
শুনিয়া দোঁহার মুখে এতেক ভারতী।
কৃতাঞ্জলি সাবিত্রী কহিছে গুণবতী।।
শুনহ জনক মম সত্য নিরূপণ।
কদাপি নয়নে নাহি হেরি অন্য জন।।
যখন মানসে তাঁরে বরিয়াছি আমি।
জীবনে মরণে সেই সত্যবান স্বামী।।
বৈধম্য যন্ত্রণা যদি থাকে মোর ভোগ।
খণ্ডণ না যাবে পিতা, দৈবের সংযোগ।।
অনিত্য সংসার এই, অবশ্য মরণ।
না মরিয়া চিরজীবী আছে কোন্ জন।।
মৃত্যুর উৎপত্তি দেখ শরীরের সাথে।
আজি কিম্বা কালি কিম্বা শত বৎসরেতে।।
অসার সংসার মাত্র, আছে এক ধর্ম্ম।
কিমতে তাহারে ছাড়ি করি অন্য কর্ম্ম।।
ধিক্ ধিক্ কিবা ছার সুখ অভিলাষ।
ধর্ম্ম ছাড়ি অধর্ম্মে যে করে সুখ আশ।।
কি করিবে সুখ পিতা, কত কাল জীব।
কুকর্ম্মে আজন্মকাল নরকে থাকিব।।
এত শুনি ধন্য ধন্য করি তপোধন।
আশীর্ব্বাদ করি যান নিজ নিকেতন।।
অশ্বপতি দুঃখ অতি পাইল অন্তরে।
কহিল অনেক কথা সাবিত্রীর তরে।।
বুঝাইল নরপতি বিবিধ বিধান।
সাবিত্রী কহিল, মোর পতি সত্যবান।।
ভারত-পঙ্কজ রবি মহামুনি ব্যাস।
পাঁচালী প্রবন্ধে রচে কাশীরাম দাস।।

সাবিত্রীর বুঝিয়া রাজা তনয়ার মন

একান্ত বুঝিয়া রাজা তনয়ার মন।
বন হৈতে সত্যবানে আনেন তখন।।
বিধিমতে পরিণয় দেন নরপতি।
সত্যবান গেল তবে আপন বসতি।।
পুত্রের বিবাহবার্ত্তা মহোৎসব শুনি।
হরিষ বিষাদ মনে কহে রাজা রাণী।।
নিদারুণ বিধি কৈল এমত সংযোগ।
নিরাশ করিল মোরে দিয়া বহুভোগ।।
ইন্দ্রের বৈভব জিনি ত্যজি নিজ দেশ।
বনেতে নিবাস করি তপস্বীর বেশ।।
বধূ মম অশ্বপতি নৃপতির বালা।
কিরূপে এ হেন জন রবে বৃক্ষ তলা।।
অনেক কহিল এইমত রাজা রাণী।
সাবিত্রী দেখিতে যত আইল ব্রাহ্মণী।।

অনেক প্রশংসা করি কহে সর্ব্ব জন।
সমানে সমানে বিধি করিল মিলন।।
তুমি রাণী ভাগ্যবতী, রাজা মহাসাধু।
সে কারণে লভিলে গো সাবিত্রীকে বধূ।।
অনেক লক্ষণ দেখি ইহার শরীরে।
এত বলি সবে গেল নিজ নিজ পুরে।।
পরম আনন্দ মনে রহে চারি জন।
নিত্য নিত্য সত্যবান প্রবেশিয়া বন।।
নানাবিধ ফল মূল করণ্ডেতে ভরে।
প্রতিদিন আনি দেয় সাবিত্রী গোচরে।।
সাবিত্রী মাহাত্ম্য কথা অতি চমৎকার।
যাঁর নামে ধন্য ধন্য জগৎ সংসার।।
শ্বশুর শাশুড়ী সেবে দেবের সমানে।
নানা সেবা করে নিত্য পতি সত্যবানে।।
লক্ষ্মীর সমান হয় সতী পতিব্রতা।
নিত্য নিয়মিত পূজে ব্রাহ্মণ দেবতা।।
দেবতা সেবিয়া শ্রেষ্ঠ পুরুষ পাইল।
মধুর সম্ভাষে বনবাসী বশ কৈল।।
অত্যন্ত তুষিল সর্ব্বভূতে দয়াবতী।
তাঁর গুণে তুল্য দিতে নাহি বসুমতী।।
যত্নে আচরিল যত নানাবিধ ধর্ম্ম।
নিত্য আচরিল যত নানাবিধ কর্ম্ম।।
ইষ্টেতে একান্ত মতি করে আচরণ।
শিল্প কর্ম্ম করে নিত্য বিচিত্র রচন।।
দেখিয়া সানন্দ রাজা রাণী সত্যবান।
সাবিত্রী বসতি করে বর্ষ সেই স্থান।।
নারদের বাক্য সতী স্মরে অনুক্ষণ।
লোকলাজে নানা কাজে নিবারিয়া মন।।
নিমেষে মুহূর্ত্ত দণ্ড পল আদি করি।
দণ্ডে দণ্ডে গণি যায় দিবস শর্ব্বরী।।
পঞ্চদশ দিনে পক্ষ, দ্বিপক্ষেতে মাস।
হেনমতে যায় মাস, বাড়য়ে নিরাশ।।
এইমত অনুক্ষণ সাবিত্রীর মনে।
রাজা রাণী সত্যবান কিছুই না জানে।।
এমন প্রকারে শুন ধর্ম্ম নরবর।
বৎসরের শেষমাত্র দ্বিতীয় বাসর।।
চিন্তায় আকুল হৈল ভূপতির সুতা।
বিচারিল, পূর্ণ হৈল নারদের কথা।।
অবশ্য হইবে যাহা, করিবে ঈশ্বর।
আমার একান্ত ভার তাঁহার উপর।।
হেনমতে মনে মনে ভাবি সারোদ্ধার।
আরম্ভ করিল ব্রত সংসারের সার।।
জ্যৈষ্ঠ মাসে কৃষ্ণ পক্ষে পেয়ে চতুর্দ্দশী।
লক্ষ্মী নারায়ণে সতী পূজে অহর্নিশি।।
শুদ্ধভাবে একমনে বসিয়া সুন্দরী।
অনায়াসে বঞ্চিলেক দিবস শর্ব্বরী।।
প্রভাতে উঠিয়া সতী হয়ে সযতন।
বিধিমতে করাইল ব্রাহ্মণ ভোজন।।
দক্ষিণান্ত করি কার্য্য কৈল সমাপন।
আশীর্ব্বাদ করি গেল যত দ্বিজগণ।।
এইরূপে বঞ্চিলেক দ্বিতীয় প্রহর।
সেই দিনে পূর্ণ সত্যবানের বৎসর।।
তাহাতে নৃপতি সুতা চিন্তাকুল মনা।
হেনকালে শুন রাজা দৈবের ঘটনা।।
নিত্য নিত্য সত্যবান প্রবেশিয়া বন।
ফল মূল কাষ্ঠ যত করে আহরণ।।
দিবসের শেষ দেখি রাজার তনয়।
বিচারিল বনে যেতে হইল সময়।।

www.bengaliebook.com

করণ্ড কুঠার নিল আপনার করে।
বিদায় লইল গিয়া মায়ের গোচরে।।
রাণী বল, শুন পুত্র দিবা অবশেষ।
এমত সময়ে বনে না কর প্রবেশ।।
সত্যবান বলে, মাতা না করিহ ভয়।
এখনি আসিব মাতা, জানিহ নিশ্চয়।।
এত বলি চলিলেন রাজার কুমার।
সাবিত্রী পাইয়া বার্ত্তা দেখে অন্ধকার।।
শোকাকুলা বিবেচনা করে মনে মন।
পূর্ণ হৈল, যাহা কৈল ব্রহ্মার নন্দন।।
কাল পূর্ণ হৈল আজি রাজার নন্দনে।
কর্ম্মসূত্রে টানি এবে লয় মৃত্যুস্থানে।।
জনম বিবাহ মৃত্যু যথা যেই মতে।
সময়ে আপনি সবে যায় সেই পথে।।
সে হেতু যেখানে তার আছে মৃত্যুস্থান।
নৃপতি-নন্দন তথা করিছে প্রয়াণ।।
সতী ভাবে কাল প্রাপ্ত যদি মম পতি।
আমার উচিত হয় যাইতে সংহতি।।
কারে না কহিল কিছু নৃপতির সুতা।
শীঘ্রগতি গেল তবে পতি যায় যথা।।
নৃপতি শুনিয়া বলে নিষেধ বচন।
সাবিত্রী নিষেধ নাহি মানে কদাচন।।
রাজরাণী বার্ত্তা পান, বধূ যায় বন।
চিন্তাকূল মহারাণী আসি সেইক্ষণ। ।
সাবিত্রীর প্রতি কহে মধুর বচন।
কহ বধূ, চিন্তা কর কিসের কারণ।।
ফলমূল লয়ে স্বামী আসিবে এখন।
কি কারণে মহাকষ্টে যাবে তুমি বন।।
অন্য কেহ নাহি তাহে, ভীষণ কানন।
কি কারণে চিন্তা কর স্বামীর কারণ।।
দুই দিন হল তাহে আছ উপবাসী।
ভোজন করহ ঘরে আসি সুখে বসি।।
শাশুড়ীর মুখে শুনি এতেক বচন।
কহিতে লাগিল করযোড়ে সেইক্ষণ।।
আসিয়া পশ্চাতে আমি করিব ভোজন।
আজ্ঞা দেহ ঠাকুরাণী দেখে আসি বন।।
বিশেষতঃ আছে হেন শাস্ত্রের প্রসঙ্গ।
ব্রতশেষে আছে হেন শাস্ত্রের প্রসঙ্গ।।
দেখিয়া বনের শোভা দিবস বঞ্চিব।
আনন্দে স্বামীর সঙ্গে এখনি আসিব।।
সাবিত্রীর অভিলাষ বুঝি রাজরাণী।
নিবৃত্ত হইল, আর না কহিল বাণী।।
সাবিত্রী চলিল তবে সহ সত্যবান।
নিবিড় কানন মাঝে করিল প্রয়াণ।।
বিবিধ কৌতুক দেখি যান দুই জন।
বহুবিধ ফল মূল কৈল আহরণ।।
মুনিবাক্য মনে করি নৃপতির সুতা।
স্বামী হেতু অন্তরে হইল চিন্তাযুতা।।
না জানি কেমনে হবে পতির মরণ।
সত্যবান নাহি জানে এত বিবরণ।।
ভ্রমণে করিয়া সুখে তুলে ফলমূল।
পাত্র পরিপূর্ণ হৈল নাহি আর স্থল।।
রাখিয়া আঁকশি সাজি সাবিত্রীর কাছে।
কাষ্ঠ হেতু সত্যবান উঠে গিয়া গাছে।।
কুঠারে কাটিল তবে বৃক্ষসহ ডাল।
উপস্থিত হৈল আসি ক্রমে মৃত্যুকাল।।
অকস্মাৎ শিরঃপীড়া করিল অস্থির।
সহস্র নাগেতে যেন দংশিলেক শির।।

সত্যবান বলে, শুন রাজার তনয়া।
বুঝিতে না পারি কিবা হৈল দেবমায়া।।
দশদিক অন্ধকার দেখি অকস্মাৎ।
সহস্র সহস্র শেল মারয়ে নির্ঘাত।।
দেহ হৈতে যায় বুঝি এবে মোর প্রাণ।
নিস্তার নাহিক আর, হইনু অজ্ঞান।।
সাবিত্রী কহিল, আমি জানি পূর্ব্বকথা।
ধৈর্য্য ধর, অবিলম্বে যাবে শিরোব্যথা।।
এক কথা বলি আমি, শুন দিয়া মন।
বৃক্ষ হৈতে শীঘ্র তুমি নামহ এখন।।
শয়ন করিয়া সুখে থাকহ ঠাকুর।
হইবেক সকল পীড়া মুহূর্ত্তেকে দূর।।
নিজ অঙ্গ বস্ত্র পাতি সতী পুণ্যবতী।
ঊরুতে রাখিয়া শির শোয়াইল পতি।।

সত্যবানের মৃত্যু এবং যমের নিকট সাবিত্রীর বরপ্রাপ্তি

চেতন রহিল হৈল রাজার তনয়।
ক্রমে ক্রমে আয়ু শেষ হইল তথায়।।
দেখিয়া নৃপতি-সুতা ভাবে মনে মন।
কাল পরিপূর্ণ হৈল রাজার নন্দন।।
অবশ্য আসিবে হেথা কৃতান্ত কিঙ্কর।
দেখিব কেমনে লয় আমার ঈশ্বর।।
সাবিত্রী এতেক ভাবি রহে ঘোর বনে।
হেথায় ডাকিল যম যত দূতগণে।।
সত্যবানে আনিবারে কহে ধর্ম্মরাজ।
আজ্ঞাতে আসিল শীঘ্র দূতের সমাজ।।
যথায় কাননে পড়ি নৃপতি নন্দন।
তাহার নিকটে গেল যমদূতগণ।।
পরশিতে না পারিল সাবিত্রীর তেজে।
নিরস্ত হইয়া দূত কহে ধর্ম্মরাজে।।
দূত-মুখে ধর্ম্মরাজ পাইয়া বারতা।
আপনি আসিল শীঘ্র সত্যবান যথা।।
দেখিয়া সাবিত্রী বলে, তুমি কোন্ জন।
ধর্ম্মরাজ বলে, আমি সবার শমন।।
রাজপুত্র সত্যবান এই তব স্বামী।
কালপূর্ণ হৈল আজি, লয়ে যাই আমি।।
শুনিয়া সাবিত্রী কহে, যে আজ্ঞা তোমার।
বিধির নির্ব্বন্ধ লঙ্ঘে, শক্তি আছে কার।।
মায়াতে মোহিত সব, কেবা কার পতি।
সবে সত্যধর্ম্ম মাত্র অখিলের গতি।।
এতেক কহিয়া সতী ছাড়ি সত্যবানে।
করযোড়ে রহিলেন যম বিদ্যবানে।।
সত্যবান পাশে আসি তবে সূর্য্যসুত।
শরীর হইতে লৈল পুরুষ অদ্ভুত।।
অঙ্গুষ্ঠ প্রমাণ তনু দেখিতে সুন্দর।
বন্ধন করিয়া নিয়া চলিল সত্বর।।
দেখিয়া পতির দশা হয়ে দুঃখমতি।
কিছু না কহিয়া চলে যমের সংহতি।।
দেখিয়া কৃতান্ত তবে জিজ্ঞাসিল তারে।
কে তুমি, কি হেতু, বল যাবে কোথাকারে।।
কালেতে হইল তব পতির মরণ।
তার জন্য বৃথা চিন্তা কর কি কারণ।।
জগতে নিয়ম আছে সবে এইমত।
কালপূর্ণ হৈলে, সবে যায় মৃত্যুপথ।।
আমার বচনে ঘরে যাহ গুণবতি।
ত্বরায় স্বামীর এবে চিন্ত ঊর্দ্ধগতি।।

ধর্ম্মরাজ মুখে শুনি এতেক উত্তর।
রাজার নন্দিনী কহে করি যোড়কর।।
যে কিছু কহিলে প্রভু, সব জানি আমি।
কেবা কার ভাই বন্ধু, কেবা কার স্বামী।।
সহজে সংসার মিথ্যা, বিশেষ আমার।
মায়াবশে কি কারণে যাব পুনর্ব্বার।।
কাল পূর্ণ, মরে পতি দুঃখ নাহি ভাবি।
সকলে মরিবে, কেহ নহে চিরজীবী।।
এইমত বিশ্বমাঝে আছে যত জন।
জনম লভিলে হয় অব্যশ্য মরণ।।
ধর্ম্মাধর্ম্ম অনুসারে সুখ দুঃখ ভোগ।
নিজ ইচ্ছা নহে, ইহা বিধির সংযোগ।।
স্বকর্ম্ম ভুঞ্জিবে এবে এই মম পতি।
আমার কি সাধ্য করি তাঁর ঊর্দ্ধগতি।।
আপনি আপন বন্ধু, যদি রাখে ধর্ম্ম।
আপনি আপন শত্রু করিলে কুকর্ম্ম। ।
সুখ দুঃখ ধর্ম্মাধর্ম্ম সদা অনুগত।
পূর্ব্বাপর আছে এই নীতি শাস্ত্রমত।।
সে কারণে প্রাণপণে করিবেক ধর্ম্ম।
সতের সঙ্গতি হৈলে করে নানা কর্ম্ম।।
সংসারের সার সঙ্গ, বলে মুনিগণে।
সঙ্গদোষে চোর হয়, সাধু সঙ্গগুণে।।
সাবিত্রীর মুখে শুনি এতেক ভারতী।
পরম সন্তুষ্ট হয়ে বলে মৃত্যুপতি।।
পৃথিবীতে সাধ্বী তুমি, নৃপতির সুতা।
তোমার জননী ধন্যা, ধন্য তব পিতা।।
শ্রবণে শুনিনু তব বাক্য সুধারস।
বর লহ গুণবতি, হৈনু তব বশ।।
সত্যবানে ছাড়ি তুমি মাগ অন্য বর।
যাহা ইচ্ছা মাগি লহ আমার গোচর।।
সাবিত্রী কহিল, যদি হলে কৃপাবন।
অপুত্রক আছে পিতা, দেহ পুত্রদান।।
যম বলে, তারে আমি দিনু পুত্রবর।
যাহ শীঘ্রগতি তুমি আপনার ঘর।।
সাবিত্রী কহিল, শুন মম নিবেদন।
তব সঙ্গ ছাড়িবারে নাহি চায় মন।।
সতের সংসর্গে যেন স্বর্গেতে নিবাস।
আমারে করিতে চাহ ইহাতে নিরাশ।।
পূর্ব্ব পিতৃ পুণ্যবলে নিজ ভাগ্যবশে।
তোমা হেন শুননিধি পাই অনায়াসে।।
ইহা হৈতে কর্ম্মবন্ধ না হইল ক্ষয়।
জানিনু আমারে বাম বিধাতা নিশ্চয়।।
এত শুনি তুষ্ট হয়ে বলে মৃত্যুপতি।
অমৃত অধিক শুনি তোমার ভারতী।।
পুনঃ পুনঃ মহানন্দ জন্মাতেছ মনে।
বর মাগ, বিনা সত্যবানের জীবনে।।
সাবিত্রী কহিল, যদি কৃপা হৈল মোরে।
শ্বশুর আছেন অন্ধ, চক্ষু দেহ তাঁরে।।
শমন কহেন, চক্ষু হইবে তাঁহার।
রজনী অধিক হয়, যাও নিজাগার।।
রাজার নন্দিনী কহে, সব জান তুমি।
সংসার বাসনা কভু নাহি করি আমি।।
নাহি চাহি পুত্র বন্ধু, নাহি চাহি পতি।
আজ্ঞা কর, সদা যেন ধর্ম্মে রহে মতি।।
এত শুনি তুষ্ট হয়ে কহে দণ্ডপাণি।
পরম সুশীলা তুমি রাজার নন্দিনী। ।
তব বাক্যে হর্ষ পূর্ণ হৈল মোর মন।
বর মাগ বিনা সত্যবানের জীবন।।

সাবিত্রী কহিল, আর না করিব লোভ।
লোভে পাপ, পাপে মৃত্যু, পাছে হয় ক্ষোভ।।
সে কারণে বর নিতে ভয় বাসি মনে।
শুনিয়া কৌতুকে যম কহে সেইক্ষণে।।
পতির জীবন ছাড়ি মাগ অন্য বর।
দিব তাহা, যাহা চাহ আমার গোচর।।
সাবিত্রী কহিল, বর মাগি যে শমন।
রাজ্যহীন শ্বশুরের দেহ রাজ্য ধন।।
যম বলে, হৃত রাজ্য পাবে নৃপবর।
বিলম্বে নাহিক কার্য্য, যাহ নিজ ঘর।।
সাবিত্রী কহিল, শুন মম নিবেদন।
অবশ্য হইবে যাহা বিধির লিখন।।
মায়াতে মোহিত সবে সত্যপথ ত্যজে।
ঘোর পাপ পঙ্ক-হ্রদে ইচ্ছাবশে মজে।।
আমার আমার করি বলে সর্ব্ব জন।
মিথ্যা ঘর পরিবারে মজাইয়া মন।।
বান্ধব শ্বশুর নারী পুত্র পিতা মাতা।
অনর্থের হেতু সব মহা দুঃখদাতা।।
এ সব পালন হেতু ত্যজে নিজ ধর্ম্ম।
ভরণ পোষণ করে করিয়া কুকর্ম্ম।।
পশ্চাতে অধর্ম্মভাগী হয় সেই জনা।
নিজ অঙ্গে ভোগ করে বিবিধ যন্ত্রণা।।
নয়ন থাকিতে অন্ধ প্রায় যত লোক।
কর্ম্মসূত্রে বদ্ধ যেন তসরের পোক।।
বিধির নির্ব্বন্ধ সেই বৃক্ষপত্র খায়।
যথাকালে আপনার কর্ম্মফল পায়।।
জানিয়া তথাপি তারা থাকে অনায়াসে।
পাছে বিপরীত বুদ্ধি হয় কালবশে।।
সুখেতে থাকিব হেন ভাবিয়া অন্তরে।
নিজসূত্রে বন্দী হয়ে অবশেষে মরে।।
সেই মত পৃথিবীতে হৈল যত লোক।
মায়ামোহে মজি সবে শেষে পায় শোক।।
সংসার অসার প্রভু, সার ধর্ম্মপথ।
তাহা বিনা নাহি মম অন্য মনোরথ।।
গৃহ ঘোর মহাবন্ধে যেতে কদাচন।
নিশ্চয় জানিহ দেব, নাহি মম মন।।
সর্ব্বহারা কাঁদে প্রাণ চিন্তার হুতাশে।
শীতল হউক দেব তোমার আবাসে।।
আজ্ঞা কর মুহূর্ত্তেক থাকিব সংহতি।
এত শুনি তুষ্ট হয়ে বলে মৃত্যুপতি।।
তোমার চরিত্র ধন্য লাগে চমৎকার।
অগোচর নহে মম অখি সংসার।।
অল্পকালে ধমর্ম প্রতি হেন তব মতি।
তোমার তুলনাযোগ্য নাহি দেখি ক্ষিতি।।
পৃথিবীতে খ্যাত হৈল তোমার সুযশ।
মধুর বচনে তব হইলাম বশ।।
পতির জীবন ভিন্ন মাগ অন্য বর।
যাহা ইচ্ছা মাগি লহ আমার গোচর।।
কন্যা বলে, এই সত্যবানের ঔরসে।
হইবেক এক পুত্র পঞ্চম বরষে।।
হেনমতে দেহ মোরে শতেক নন্দন।
অঙ্গীকৃত নিজবাক্য করহ পালন।।
কৃতান্ত কহিল, ঘরে যাহ গুণবতি।
মম বরে হবে তব শতেক সন্ততি।।
এত বলি শীঘ্রগতি চলিল শমন।
সাবিত্রী তাঁহার পাছে করেন গমন।।
যম বলে, কি কারণে, যাহ তুমি কোথা।
চারি বর দিনু, কেন ত্যক্ত কর বৃথা।।

সাবিত্রী কহিল, দেব উত্তম কহিলে।
জন্মিবে শতেক পুত্র, নিজে বর দিলে।।
অলঙ্ঘ্য তোমার বাক্য কে পারে লঙ্ঘিতে।
আমার হইবে পুত্র সত্যবান হৈতে।।
ইহার বিধান আগে কহ ধর্ম্মরাজ।
তোমার সংহতি মম নাহি কোন কাজ।।
সাবিত্রীর মুখে শুনি এতেক ভারতী।
পরম লজ্জিত হয়ে কহে মৃত্যুপতি।।
এ তিন ভুবনে তুমি সতী পতিব্রতা।
পবিত্র হইবে লোক শুনি তব কথা।।
বিশেষ করিলে ব্রত চতুর্দ্দশী দিনে।
পাইলে এ চারি বর তাহার কারণে।।
দ্বিতীয় তোমার কর্ম্ম কহনে না যায়।
নতুবা শুনেছ কোথা মৈলে প্রাণ পায়।।
লহ ত তোমার পতি রাজা সত্যবান।
কৌতুকে গমন কর আপনার স্থান।।
যেই ব্রত সাধিলে সতি বসিয়া অহর্নিশি।
লোকে পরে করিবে সাবিত্রী চতুর্দ্দশী।।
ভক্তিভাবে এই ব্রত করে যেই জন।
পাইবে পরম পদ না যায় খণ্ডন।।
তোমার মহিমা যেবা করিবে স্মরণ।
আমা হৈতে ভয় তার না রবে কখন।।
তোমার গুণেতে বশ হইলাম আমি।
যাহ শীঘ্র, গৃহে যাও লয়ে নিজ স্বামী।।
পৃথিবীতে ভোগ কর পরম কৌতুকে।
অন্তকালে দুই জনে যাবে বিষ্ণুলোকে।।
এত বলি মৃত্যুপতি ছাড়ি সত্যবানে।
আনন্দ বিধানে যান আপনার স্থানে।।
মহাভারতের কথা অমৃত সমান।
কাশীরাম দাস কহে, শুনে পুণ্যবান।।

সত্যবানের পুনর্জ্জীবন লাভ

পুনঃ পতি পেয়ে সতী হরষিত মতি।
স্বামীর নিকটে যান অতি শীঘ্রগতি।।
মহানন্দে লয়ে সেই অঙ্গুষ্ঠ পুরুষে।
স্বামী-অঙ্গে নিয়োজিল পরম হরিষে।।
চৈতন্য পাইয়া উঠে রাজার নন্দন।
নিদ্রা হতে হৈল যেন পুনঃ জাগরণ।।
হেনকালে শুন যুধিষ্ঠির নৃপমণি।
অস্ত গেল দিবাকর, আইল রজনী।।
দেখি সত্যবান অতি চিন্তাকুল মনে।
কহিতে লাগিল সাবিত্রীরে সম্বোধনে।।
কহ প্রিয়ে কি করিব, অতি ঘোর নিশি।
কিমতে পাইব রক্ষা অরণ্যেতে বসি।।
চিনিতে নারিব পথ, অন্ধকার ঘোর।
কেন প্রিয়ে না করিলে নিদ্রাভঙ্গ মোর।।
হায় বিধি কালনিদ্রা মোরে আনি দিল।
কান্দিবেক মাতাপিতা হয়ে শোকাকুল।।
সাবিত্রী কহিল, প্রভু শুন মম কথা।
হইল যে কর্ম্ম, তাহা চিন্তা কর বৃথা।।
নিদ্রাভঙ্গ করি যদি পাপ বড় হয়।
সেই জন্য জাগাইতে মনে হৈল ভয়।।
বিচার করিনু মনে, আছে কিছু বেলা।
নিশ্চিন্তে রহিনু আমি মনে করি হেলা।।
মেঘেতে আচ্ছন্ন, বেলা নারিনু বুঝিতে।
মম দোষ নাহি কিছু, না ভাবিহ চিতে।।

অকারণে গৃহে যেতে কর মনোরথ।
রাত্রিকালে বনস্থলে না জানিব পথ।।
চল প্রভু এই বৃক্ষে আরোহণ করি।
কোনমতে বঞ্চি প্রভু এ ঘোর শর্ব্বরী।।
প্রভাতে উঠিয়া কালি করিব গমন।
যে আজ্ঞা তোমার, এই মম নিবেদন।।
সত্যবান বলে, হবে যাহা আছে ভালে।
ইহা না করিয়া কোথা যাব রাত্রিকালে।।
এত বলি উঠি দোঁহে বৃক্ষের উপরে।
চিন্তায় আকুল রহে দুঃখিত-অন্তরে।।
হেথায় হইল চক্ষু অন্ধ নৃপতির।
পুত্রের বিলম্ব দেখি হলেন অস্থির।।
শোকাকুলে কান্দে যত রাজার ঘরণী।
কোথায় রহিল পুত্র, এ ঘোর রজনী।।
তিন দিন উপবাসী বধূ গেল সাথে।
না জানি কেমনে নষ্ট হইল বা পথে।।
এতদিনে স্বামী যদি পেলে চক্ষুদান।
হারাইল রত্ননিধি পুত্র সত্যবান।।
হায় বধু গুণবতী, নন্দিনী সমান।
তোমা দোঁহে না দেখিয়া ফাটে মোর প্রাণ।।
ঘোর বনে বনজন্তু শত শত ছিল।
অভাগীর কর্ম্মদোষে দোঁহারে হিংসিল।।
নাম ধরি কান্দি উঠে দম্পতি দুজনে।
কারণ জানিতে আসে যত মুনি স্থানে।।
একে একে কহে তবে যত মুনিগণ।
কি হেতু তোমরা এত করিছ রোদন।।
আশ্বাস করিয়া কয়, না করিহ ভয়।
সুখের লক্ষণ রাজা জানিহ নিশ্চয়।।
আমা সবাকার বাক্য কভু নহে আন।
পাইবে সাবিত্রী আর পুত্র সত্যবান।।
সান্ত্বনা করিয়া সবে চলি গেল ঘর।
চিন্তাকুল রহে দোঁহে দুঃখিত অন্তর।।
এতেক কষ্টেতে বঞ্চিলেক সেই নিশি।
হেনকালে সূর্য্যোদয় হয় পূর্ব্বদিশি।।
প্রভাত জানিয়া তবে রাজার নন্দন।
ফল মূল কাষ্ঠ লয়ে করিল গমন।।
হেথা রাজা রাণী করে পথ নিরীক্ষণ।
হেনকালে সন্নিধানে আসে দুই জন।।
তিতিল দোঁহার অঙ্গ প্রেম-অশ্রু-জলে।
সেই মত হর্ষ হৈল সর্ব্ব বনস্থলে।।
আশ্রমে আসিল দোঁহে প্রফুল্ল বদনে।
সত্যবান বধূ সহ আসিল ভবনে।।
শুনিয়া আসিল বনে ছিল যত জন।
বিস্ময় মানিয়া সবে জিজ্ঞাসে কারণ।।
কহিল সাবিত্রী সবাকারে বিবরণ।
আদি অন্ত যত সব বনের কথন।।
এত শুনি সর্ব্বজন সাবিত্রীর কথা।
জানিল মানবী নহে অশ্বপতি-সুতা।।
অনেক প্রশংসা করে মিলি সর্ব্বজন।
আশীর্ব্বাদ করি সবে করিল গমন।।
সাবিত্রী-চরিত্র-কথা শুনি রাজরাণী।
আপনারে কৃতকৃত্যা ভাগ্যবতী মানি।।
স্নান দান করি রহে হরিষ অন্তরে।
শুন ধর্ম্মরাজ, তার কত দিনান্তরে।।
অশ্বপতি নরপতি হৈল পুত্রবান।
শত্রু জিনি নিজ রাজ্য নিল সত্যবান।।
সাবিত্রীর শত পুত্র হৈল যথাকালে।
নিজ রাজ্যে একত্র বঞ্চিল কুতূহলে।।

সাবিত্রীর তুল্য নাই এ তিন ভুবনে।
দুই কুল উদ্ধারিল আপনার গুণে।।
অন্ধ পায় চক্ষু, মৃতজনে পায় প্রাণ।
অপুত্রক ছিল রাজা হৈল পুত্রবান।।
জন্মাইল আপনার শতেক সন্ততি।
ভ্রষ্ট রাজ্য উদ্ধারিল সতী গুণবতী।।
এই হেতু সর্ব্বজন, ভুবন ভিতরে।
সাবিত্রী সমান হও আশীর্ব্বাদ করে।।
পূর্ব্বের বৃত্তান্ত এই ধর্ম্মের নন্দন।
দ্রৌপদীতে দেখি আমি তাহার লক্ষণ।।
এত বলি নিজস্থানে গেল মুনিরাজ।
আনন্দ বিধানে রহে পাণ্ডব সমাজ।।
ভারত-চরিত্র রচে মহামুনি ব্যাস।
পাঁচালি প্রবন্ধে বিরচিল কাশীদাস।।

যুধিষ্ঠিরের কাম্যবন ত্যাগ এবং দ্রৌপদীর দর্প বিবরণ

বৈশম্পায়ন কহিলেন, শুন কুরুবর।
কৃষ্ণা সহ কাম্যবনে পঞ্চ সহোদর।।
মার্কণ্ডেয় মুনি যদি করিল গমন।
হইল বিষাদে মগ্ন, সবাকার মন।।
কাম্যবন ত্যাগ হেতু বিচারয় মনে।
হেনকালে আসিলেন দেব নারায়ণে।।
দিন কত সেই স্থানে রহে যদুবীর।
আনন্দসাগরে মগ্ন রাজা যুধিষ্ঠির।।
আর দিন সর্ব্ব জন বসি একযোগে।
কহিলেন যুধিষ্ঠির গোবিন্দের আগে।।
মম এক নিবেদন দেবকীতনয়।
অতঃপর হেথা থাকা উপযুক্ত নয়।।
নষ্ট চেষ্টা আরম্ভিবে যত দুষ্টগণ।
পুনঃ পুনঃ আসি সবে করিবে হিংসন।।
আর দেখ সমাগত অজ্ঞাত সময়।
এ সময়ে শত্রু কাছে থাকা ভাল নয়।।
এ বন ত্যজিয়া যাব অন্য দূরদেশ।
খুঁজিয়া কৌরব যথা না পায় উদ্দেশ।।
সে কারণে নিবেদন করি ভগবান।
বুঝিয়া করহ কার্য্য, যে হয় বিধান।।
শ্রীকৃষ্ণ বলেন, যাহা কেহিতেছ তুমি।
ইহার বিচার পূর্ব্বে করিয়াছি আমি।।
চল সবে অজ্ঞাতে রহিবে অনায়াসে।
কৌরব চণ্ডাল নাহি যায় যেই দেশে।।
শুনিয়া কৃষ্ণের মুখে এতেক উত্তর।
আনন্দিত যুধিষ্ঠির পঞ্চ সহোদর।।
ধৌম্য পুরোহিত সঙ্গে করি ধর্ম্মরাজ।
নিকটে আনিয়া যত ব্রাহ্মণ-সমাজ।।
করযোড়ে কহিলেন রাজা দুঃখমনে।
অবধান কর সবে মম নিবেদনে।।
সবে জান হৈল আসি অজ্ঞাত সময়।
সে কারণে নিবেদিতে মনে করি ভয়।।
কৃপা করি যাও সবে হস্তিনা নগর।
যাবত না হয় পূর্ণ অজ্ঞাত বৎসর।।
করিবে সবার সেবা মম জ্যেষ্ঠতাতে।
কহিবে পাণ্ডব গেল বঞ্চিতে অজ্ঞাতে।।
তথায় রহিতে সবে যদি নাহি মন।
পাঞ্চাল দেশেতে তবে করিহ গমন।।
আশীর্ব্বাদ কর যেন সবার প্রসাদে।
অজ্ঞাত বৎসর মোরা বঞ্চি অপ্রমাদে।।

এত শুনি বিদায় হইল সর্ব্বজন।
হলেন বিশেষ দুঃখী ধর্ম্মের নন্দন।।
আশীর্ব্বাদ করি তবে বিপ্রকুল চলে।
কতক হস্তিনা গেল, কতক পাঞ্চালে।।
সবারে বিদায় করি রাজা যুধিষ্ঠির।
কাম্যবন হৈতে তবে হলেন বাহির।।
আগে ধর্ম্ম চলিলেন, বিপ্র কত জন।
গোবিন্দ সহিত যান পাছে চারি জন।।
চলিলেন যাজ্ঞসেনী পাকপাত্র হাতে।
ত্রৈলোক্য-মোহিনীরূপা সবার পশ্চাতে।।
বহু দিন নিবসতি ছিল কাম্যবন।
ছাড়িয়া যাইতে সবে নিরানন্দ মন।।
বিবিধ পর্ব্বত আর বহু নদ নদী।
স্থাবর জঙ্গম আদি কে করে অবধি।।
বিবিধ বনের শোভা দেখিয়া কৌতুকে।
স্বচ্ছন্দ গমনে সবে যান মনঃসুখে।।
তারপর তাহার দ্বিতীয় দিনান্তরে।
নিকটে আইল সবে কাম্য সরোবরে।।
দেবের দুর্ল্লভ সেই তীর্থ মনোরম।
জলে জলজন্তু, নানাজতি বিহঙ্গম।।
প্রফুল্ল কমলে ভৃঙ্গ পিয়ে মকরন্দ।
কুসুম-উদ্যান তটে দেখিতে আনন্দ।।
বসিল বৃক্ষের তলে দেখি মনোরমে।
বিশ্রাম করিল সবে পথি পরিশ্রমে।।
জল স্থল দেখি আর রম্য কাম্যবন।
প্রশংসা করেন নানামতে সর্ব্বজন।।
শ্রীকৃষ্ণ কহেন, ইথে সবে কর স্নান।
পৃথিবীতে তীর্থ নাহি ইহার সমান।।
এ তীর্থ স্পর্শনে নাহি যম অধিকার।
তর্পণ করিলে পিতৃমাতৃ-কুলোদ্ধার।।
এতেক কহেন যদি দেবকীনন্দন।
আনন্দ বিধানে স্নান করে সর্ব্ব জন।।
হেনমতে পঞ্চ ভাই পরম কৌতুকে।
তিন রাত্রি বঞ্চি তথা রহিলেন সুখে।।
পরদিন প্রাতঃকালে উঠে সর্ব্বজনে।
হেনকালে যাজ্ঞসেনী ভাবে মনে মনে।।
এ তিন ভুবনে আমি সতী পতিব্রতা।
স্বামীর সহিত বনে দুঃখেতে দুঃখিতা।।
পুনঃ পুনঃ ধন্যবাদ দেয় মুনিগণ।
নিশ্চয় জানিনু মম সফল জীবন।।
অখিল ভুবনপতি এত বশ যার।
ইহা হৈতে কিবা আছে গৌরবের আর।।
এইমত অহঙ্কার করে যাজ্ঞসেনী।
জানিলেন অন্তর্য্যামী দেব চক্রপাণি।।
গর্ব্ব চূর্ণ করিবারে চিন্তে নারায়ণ।
দেখিলেন হেনকালে এক তপোবন।।
নানা বৃক্ষে নানা ফল ধরে বিধিমতে।
কৌতুকে দেখেন সবে চাহি দুই ভিতে।।
পাসরিল পথশ্রম মহা আনন্দিত।
কত দূরে তপোবনে হন উপনীত।।
স্বর্গের সমান সেই স্থান মনোহর।
দেখি হৃষ্টমতি ধর্ম্ম পঞ্চ সহোদর।।
দৈবে পথশ্রমে হৈল অবশ শরীর।
শ্রান্তিযুক্ত সেই স্থানে বসে যুধিষ্ঠির।।
স্থান দান আরম্ভিল কোন কোন জন।
আলস্য ত্যজিতে কেহ করিল শয়ন।।
পূজা হেতু কেহ বা পুষ্পচয়ন করে।
কেহ বা ফল মূল আনে ক্ষুধার তরে।।

মনের আনন্দে সবে বসি রহে তথা।
দৈবের সংযোগ শুন অপূর্ব্বা বারতা।।
মহাভারতের কথা অমৃতসমান।
কাশীরাম দাস কহে, শুনে পুণ্যবান।।

অকালে আম্রের বিবরণ ও দ্রৌপদীর দর্পচূর্ণ

অসময়ে আম্র এক তরুডালে দেখি।
অর্জ্জুনে কহিলা কৃষ্ণা পরম কৌতুকী।।
আশ্চর্য্য দেখহ দেব, এ বড় বিস্ময়।
এই শুনি ধনঞ্জয় যুড়ি দিব্য শর।।
দিলেন পাড়িয়া আম্র কৃষ্ণার গোচর।
আম্র হাতে করি কৃষ্ণা আনন্দিত মন।
হেনকালে আসিলেন দেবকীনন্দন।।
দ্রৌপদীর অহঙ্কার চূর্ণ করিবারে।
কহিলেন বনমালী দুঃখিত অন্তরে।।
কি কর্ম্ম করিলে পার্থ, কভু ভাল নয়।
দুরন্ত অনর্থ আজি ঘটিল নিশ্চয়।।
তোমার কি দোষ দিব, বিধির সংযোগ।
পূর্ব্বকৃত কর্ম্মবশে হৈল এই ভোগ।।
হেন বুদ্ধি হয় যার, তার কাল পূর্ণ।
পণ্ডিত জনের হয় ভ্রমে মতিচ্ছন্ন।।
নিশ্চয় মজিলে, হেন লয় মম মনে।
নহিলে কুবুদ্ধি কেন তোমা হেন জনে।।
শুনিয়া কৃষ্ণের কথা রাজা যুধিষ্ঠির।
ব্যগ্র হয়ে জিজ্ঞাসেন, কহ যদুবীর।।
যাহাতে পাইল ভয় তোমা হেন জন।
সামান্য বিষয় ইহা নহে কদাচন।।
অনর্থের হেতু এই অকালের ফল।
কাহার আশ্রম দেব এই বনস্থল।।
কোন্ মহাজন সেই, কত বল ধরে।
কিমতে রহিব এই বনের ভিতরে।।
কিমতে পাইব রক্ষা কর পরিত্রাণ।
অব্যর্থ তোমার বাক্য বজ্রের সমান।।
শ্রীকৃষ্ণ কহেন, মুনি নামে সন্দীপন।
তাঁহার আশ্রম এই শুনহ রাজন।।
যাঁর নামে সুরাসুর হয় কম্পমান।
অলঙ্ঘ্য যাঁহার বাক্য বজ্রের সমান।।
ত্রিভুবনে আছে যত সাধ্য সিদ্ধ ঋষি।
সন্দীপন তুল্য কেহ নাহিক তপস্বী।।
বহুকাল নিবসতি করে এই বন।
কদাচিৎ কোন স্থানে না যান কখন।।
তপস্যা করিতে যান প্রত্যূষ সময়।
সমস্ত দিবস সেই অনশনে রয়।।
আশ্চর্য্য দেখহ তার তপস্যার বলে।
প্রতিদিন এক আম্র এই বৃক্ষে ফলে।।
সমস্ত দিবস গেলে সন্ধ্যাকালে পাকে।
আশ্রমে আসিয়া মুনি পরম কৌতুকে।।
বৃক্ষ হৈতে আশ্র পাড়ি করেন ভক্ষণ।
এইমতে বহুকাল আছে সন্দীপন।।
হেন আশ্র দৌপদীকে পাড়ি দিল পার্থ।
দোঁহার কর্ম্মের দোষে হইল অনর্থ।।
তপস্যা করিয়া মুনি আশ্রমেতে আসি।
আম্র না পাইয়া করিবেক ভস্মরাশি।।
চিন্তিয়া না দেখি কিছু ইহার উপায়।
কি কর্ম্ম করিলে পার্থ কৃষ্ণার কথায়।।
শুনিয়া কৃষ্ণের মুখে রাজা যুধিষ্ঠির।

www.bengaliebook.com

বিপদ্ জানিয়া বড় হলেন অস্থির।।
করাযোড়ে কহিলেন গোবিন্দের আগে।
পাণ্ডবের ভালমন্দ তোমারে যে লাগে।।
পাণ্ডবেরে রক্ষা করে, নাহি হেন জন।
গুপ্ত কথা নহে এই দেবকীনন্দন।।
রাখিবে রাখহ, নহে যাহা লয় মনে।
তোমার আশ্রিত জনে মারে কোন্ জনে।।
তোমা হৈতে যেই কর্ম্ম না হবে শমতা।
অন্যজন সে কর্ম্মেতে চিন্তা করে বৃথা।।
তোমার আশ্রিত মোরা ভাই পঞ্চ জন।
কিমতে পাইব রক্ষা, কহ নারায়ণ।।
শুনিয়া ধর্ম্মের কথা কহেন শ্রীপতি।
বৃক্ষেতে ফলিয়া আম্র আছিল যেমতি।।
সেই মত বৃক্ষে যদি লাগে পুনর্ব্বার।
তবে সে হইবে রাজা সবার নিস্তার। ।
যুধিষ্ঠির বলিলেন, এ তিন ভুবন।
ত্রিবিধ সমস্ত লোকে পালে যেই জন।।
উৎপত্তি প্রলয় হয় যাঁহার আজ্ঞায়।
ডালে আম্র লাগাইতে তাঁর কোন্ দায়।।
গোবিন্দ বলেন, এক আছে প্রতিকার।
বৃক্ষডালে আম্র লাগে, সবার নিস্তার।।
করিলে করিতে পার, নহে বড় কাজ।
কপট ত্যজিয়া যদি কহ ধর্ম্মরাজ।।
যুধিষ্ঠির বলে, কৃষ্ণ যে আজ্ঞা তোমার।
মম সাধ্য হয় যদি, কর প্রতিকার।।
প্রতিকারে মৃত্যু ইচ্ছা করে কোন জনে।
আজ্ঞা কর পালিব তা করি প্রাণপণে।।
গোবিন্দ বলেন, রাজা নহে বড় কাজ।
সবার নিস্তার হয়, শুন মহারাজ।।
দ্রুপদনন্দিনী আর তোমা পঞ্চ জন।
কোন কথা অনুক্ষণ জাগে কার মনে।।
সবার মনের কথা কহ মম আগে।
কপট ত্যজিয়া কহ, তবে আম্র লাগে। ।
এইমত সর্ব্বজনে করে অঙ্গীকার।
প্রথমে কহেন কথা ধর্ম্মের কুমার।।
শুন চিন্তামণি চিন্তা করি অনুক্ষণ।
পূর্ব্বমত বিভবাদি হইলে নারায়ণ। ।
ব্রাহ্মণ ভোজন যজ্ঞ করি অহর্নিশি।
ইহা বিনা অন্য আমি নহি অভিলাষী। ।
অনুক্ষণ মম মনে এই মনোরথ।
শুনিয়া অকাল আম্র উঠে কত পথ।।
আশ্চর্য্য দেখিয়া সবে হরিষ অন্তর।
কহিতে লাগিল তদন্তরে বৃকোদর।।
ভীম বলে, কৃষ্ণচন্দ্র শুন মম বাণী।
এই চিন্তা করি আমি দিবস রজনী।।
গদাঘাতে শত ভাই কৌরব সংহারি।
দুষ্ট দুঃশাসন-বুক নখ দিয়া চিরি।।
উদর পূরিব আমি তাহার শোণিতে।
কৃষ্ণার কুন্তল বান্ধি দিব এই হাতে।।
মহামদে মত্ত হয়ে দুষ্টবুদ্ধি কুরু।
বস্ত্র তুলি দ্রৌপদীরে দেখাইল উরু।।
ভাঙ্গিয়া পাড়িব রণমধ্যে গদা মারি।
এই চিত্তে করি আমি দিবস শর্ব্বরী। ।
এতেক কহিল যদি ভীম মহামতি।
কত দূরে আম্র তবে উঠে ঊর্দ্ধগতি।।
অর্জ্জুন কহেন, এই জাগে মম মনে।
অরণ্যে যখন আসি ভাই পঞ্চ জনে।।
দুই হাতে চতুর্দ্দিকে ফেলাইনু ধূলা।

তাদৃশ অস্ত্রেতে কাটি দুষ্ট ক্ষত্রগুলা।।
দিব্যবাণে কর্ণবীরে করিব নিধন।
ভীমসেন মারিবেক ভাই শত জন।।
এ সব ভাবিয়া করি কালের হরণ।
আমার মনের কথা মুন নারায়ণ।।
তবে আম্র কতদূরে উঠে ঊর্দ্ধপথে।
নকুল কহিল তবে কৃষ্ণের সাক্ষাতে।।
শুন কৃষ্ণ যেই কথা মনে চিন্তা করি।
দেশে গিয়া রাজা হৈলে ধর্ম্ম-অধিকারী।।
পূর্ব্বমত রব আমি হয়ে যুবরাজ।
ধর্ম্মরাজে ভেটাইব নৃপতি সমাজ।।
বিচারিয়া বলিব দেশের ভাল মন্দ।
তবে আম্র কতদূরে উঠিল স্বচ্ছন্দ।।
সহদেব বলে, অনুক্ষণ ভাবি সনে।
রাজ্যে গিয়া যুধিষ্ঠির বসিলে আসনে।।
করিব রাজার আগে চামর ব্যজন।
লইব সবার তত্ত্ব, যত পুরজন।।
নিযুক্ত রহিব নিত্য ব্রাহ্মণ-ভোজনে।
সব দুঃখ পাসরিব জননী পালনে।।
মনের মানস কহিলাম অকপটে।
এতেক কহিতে আম্র কত দূর উঠে।।
অতঃপর ধীরে ধীরে বলে যাজ্ঞসেনী।
ইহা চিন্তা করি আমি দিবস রজনী।।
আমারে দিয়াছে দুঃখ দুষ্টগণ যত।
ভীমার্জ্জুন হাতে হবে সর্ব্ব জন হত।।
তা সবার নারীগণ কান্দিবেক দুঃখে।
দেখি পরিহাস করি মনের কৌতুকে।।
পূর্ব্বমত নিত্য করি যজ্ঞ মহোৎসব।
পালন করিব সুখে যতেক বান্ধব।।

এতেক কহিলা যদি কৃষ্ণা গুণবতী।
পুনর্ব্বার আম্রের হইল অধোগতি।।
মহাভীত হয়ে তবে কহে যুধিষ্ঠির ।
কি হেতু পড়িল আম্র, কহ যদুবীর।।
গোবিন্দ বলেন, রাজা কি কহিব কথা।
সকল করিল নষ্ট দ্রুপদদুহিতা।।
কহিল সকল যত কপট বচন।
সে কারণ পড়ে আম্র ধর্ম্মের নন্দন।।
ব্যগ্র হয়ে পঞ্চ ভাই কহে করপুটে।
উপায় করহ কৃষ্ণ, যাহে আম্র উঠে। ।
গোবিন্দ কহেন, কৃষ্ণা কহ সত্য কথা।
নিশ্চয় বৃক্ষেতে আম্র লাগিবে সর্ব্বথা।।
কহিল কৃষ্ণার প্রতি ধর্ম্ম-নরপতি।
কি কারণে সৃষ্টি নষ্ট কর গুণবতী।।
কপট ত্যজিয়া কহ গোবিন্দের আগে।
সবার জীবন রয়, গাছে আম্র লাগে।।
এতেক কহিল যদি ধর্ম্মের তনয়।
কিছু না কহিয়া দেবী মৌনভাবে রয়। ।
দেখিয়া কুপিল তবে পার্থ ধনুর্দ্ধর।
দ্রৌপদীরে মারিবারে যুড়ে দিব্য শর।।
অর্জ্জুন কহেন, শীঘ্র কহ সত্য কথা।
কাটিব নচেৎ তীক্ষ্ণ শরে তোর কাথা।।
এতেক কহিল যদি পার্থ মহামতি।
লজ্জা ত্যজি কহে তবে কৃষ্ণা গুণবতী।।
দ্রৌপদী কহিল, দেব কি কহিব আর।
কায়মনোবাক্যে তুমি জান সবাকার।।
যজ্ঞকালে কর্ণ বীর আসিল যখন।
তারে দেখি মনে মনে চিন্তিনু তখন।।
এই জন হৈত যদি কুন্তীর নন্দন।

ইহার সহিত পতি হৈত ছয় জন।।
এখন হইল সেই কথা মম মনে।
এতেক কহিতে আম্র উঠে সেইক্ষণে।।
বৃক্ষেতে লাগিল যেন ছিল পূর্ব্বমত।
আশ্চর্য্য মানিয়া সবে হৈল আনন্দিত।।
নিস্তার পাইয়া মৌনে রন যুধিষ্ঠির।
গর্জ্জিয়া উঠিয়া কহে বৃকোদর বীর।।
এই কি তোমার রীতি কৃষ্ণা দুষ্টমতি।
এক পতি সেবা করে সতী কুলবতী।।
বিশেষে তোমার এই পতি পঞ্চ জন।
তথাপি বাঞ্ছহ মনে সূতের নন্দন। ।
ইহাতে কহাস লোকে পতিব্রতা সতী।
প্রকাশ করিলি তোর কুৎসিত প্রবৃত্তি।।
সভামধ্যে বলে সবে পরম পবিত্র।
এত দিনে ব্যক্ত হৈল নারীর চরিত্র।।
অবিশ্বাসী সর্ব্বনাশী তুই দুষ্টমতি।
কি জন্য হইল তোর এম কুরীতি।।
যদ্যপি শত্রুর প্রতি আছে তোর মন।
বিশ্বাস করিবে তোরে আর কোন্ জন। ।
এত বলি মহাক্রোধ গদা লয়ে ভীম।
দ্রৌপদী মারিতে যায় বিক্রমে অসীম।।
ঈষৎ হাসিয়া তবে দেব জগন্নাথ।
শীঘ্রগতি ভীমের ধরেন দুই হাত।।
সহাস্যে শ্রীমুকে তবে কহে ভীমসেনে।
দ্রৌপদীরে নিন্দা তুমি কর অকারণে।।
কদাচিৎ দ্রৌপদীর দুষ্ট নহে মন।
কহিব তোমারে আমি ইহার কারণ।।
সকল বৃত্তান্ত জানি সবাকার আমি।
অকারণে দ্রৌপদীর দুষ্ট নহে মন।
কহিব তোমারে আমি ইহার কারণ।।
সকল বৃত্তান্ত জানি সবাকার আমি।
অকারণে দ্রৌপদীরে নিন্দ ভীম তুমি।।
নারী মধ্যে এমত নাহিক কোন জন।
তবে যে কহিল কৃষ্ণা ত্রাসের কারণ।।
ইহার কারণ আছে, অতি গুপ্তকথা।
এখন উচিত নহে, কহিব সর্ব্বথা।।
দেশে গিয়া নরপতি বসিলে আসনে।
বলিব বিশেষ করি তবে পঞ্চজনে।।
কৃষ্ণার সমান সতী পতিব্রতা নারী।
ক্ষিতিমধ্যে নাহি কেহ, কহিবারে পারি।।
শুনিয়া কৃষ্ণের মুখে এতেক উত্তর।
নিবৃত্ত হইয়া বসে বীর বৃকোদর।।
আশ্চর্য্য মানিল যুধিষ্ঠির নৃপমণি।
লজ্জায় মলিন মুখে রহে যাজ্ঞসেনী।।
অপুর্ব্ব কৃষ্ণের মায়া কে বুঝিতে পারে।
কেবল কৃষ্ণার গর্ব্ব চূর্ণ করিবারে।।
করিলেন এত ছদ্ম মিথ্যা প্রবঞ্চনা।
কৌতুকেতে স্নান দান করে সর্ব্ব জনা।।
আহার করিল ফলমূল কুতূহলে।
পঞ্চ ভাই কৃষ্ণেরে কহিল হেনকালে।।
অতঃপর জগন্নাথ কর অবধান।
এ স্থান হইতে করি আমরা প্রস্থান।।
শ্রীকৃষ্ণ কহেন, আসিয়াছ মুনি স্থানে।
বিনা সম্ভাষিয়া তাঁরে যাইব কেমনে।।
অন্য কেহ নহে রাজা তুমি উপস্থিত।
আসিয়া আশ্রমে মুনি হবেন দুঃখিত। ।
বলিবেন যুধিষ্ঠির আশ্রমেতে আসি।
অবজ্ঞা করিয়া গেল মোরে না সম্ভাষি।।

সে হেতু দিনেক থাকা হেথা যুক্তি হয়।
এ যুক্তি সবার মনে লয় কি না লয়।।
ধর্ম্ম বলিলেন, দেব যে আজ্ঞা তোমার।
ভুবন ভিতরে লঙ্ঘে হেন শক্তি কার।।
এত বলি মনঃসুখে রহে সর্ব্বজন।
হেথা মুনি জানিলেন কৃষ্ণ আগমন।।
নিজের প্রশংসা করে নিজে বহুতর।
ধন্য আমি, সুপবিত্র হৈল কলেবর।।
তপস্যা করিয়া যাঁর দৃষ্টি অভিলাষী।
অযত্নে তাঁহার দেখা পাই ঘরে বসি।।
এত বলি মনঃসুখে তুলি ফলমুল।
হরিষ অন্তরে চলে হইয়া ব্যাকুল।।
আশ্রমে আসিয়া মুনি হৈল উপনীত।
মধ্যাহ্ন সময়ে যেন আদিত্য উদিত।।
পূরাইতে জনার্দ্দন ভক্ত মনোরথ।
আসিলেন অগ্রসরি কতদূর পথ।।
সেইমত সর্ব্বজন আসিল সংহতি।
মুনিবরে প্রণমিল সবে হৃষ্টমতি।।
শ্রীকৃষ্ণে দেখিয়া কহে মুনি সন্দীপন।
অনন্ত তোমার মায়া জানে কোন জন।।
তুমি ব্রহ্মা, তুমি শিব, তুমি নারায়ণ।
কি শক্তি আমার প্রভু করিতে স্তবন।।
বহুমত স্তব করি মুনি সন্দীপন।
আশ্রমে আসিয়া দিল বসিতে আসন।।
তদ্রুপ আসন দেন আর সর্ব্বজনে।
রহিলেন সবর্বজন আনন্দিত মনে।।
অতিথি বিধানে কৈল সবাকার পূজা।
পরম আনন্দমতি যুধিষ্ঠির রাজা।।
নানা কথা কৌতুকেতে রহে মনোরথে।
রজনী বঞ্চিয়া সবে উঠিল প্রভাতে।।
পঞ্চ ভাই প্রণমিল তপোধন-বরে।
বিদায় হইয়া যান হরিষ-অন্তরে।।
কহিলেন কৃষ্ণ তবে মুনি সন্দীপনে।
সম্ভাষ করিল পাণ্ডপুত্র পঞ্চ জনে।।
তথা হৈতে পূর্ব্বভিতে করেন গমন।
দুই দিকে দেখে কত রমণীর বন।।
ভারত-পঙ্কজ-রবি মহামুনি ব্যাস।
পাঁচালী প্রবন্ধে কহে কাশীরাম দাস।।

যুধিষ্ঠিরাদির শূরসেন বনে অবস্থিতি

মুনি বলে, শুন কথা কহিতে বিস্তর।
এইমত পঞ্চ ভাই সঙ্গে দামোদর।।
শূরসেন নামে বন যমুনার তটে।
উপনীত সর্ব্বজন তাহার নিকটে।।
জল স্থল দেখি সব বিচিত্র কানন।
বিশ্রাম করিতে বসিলেন সর্ব্বজন।।
শ্রীকৃষ্ণ কহেন, রাজা কর অবধান।
বনমধ্যে নাহি আর হেন রম্যস্থান।।
জল স্থল যথাযোগ্য বহু মৃগ পাখী।
ইহাতে আশ্রম কর পরম কৌতুকী।।
নাহিক ইহার চতুর্দ্দিকে রাজচয়।
সুখে থাক হৈয়া হেথা অন্তর নির্ভয়।।
কলিঙ্গ তৈলঙ্গ অঙ্গ বঙ্গ গুজরাট।
কম্বোজ কর্ণাট মদ্র বিভঙ্গ বিরাট।।
অযোধ্যা পাঞ্চাল কাশী কনখল দেশ।
সিদ্ধসেন কাশী ভোজ কাশ্মীর বিশেষ।।

ইত্যাদি অনেক রাজ্য নিকটে আছয়।
কদাচিৎ নাহি ইথে কৌরবের ভয়।।
ইতিমধ্যে বাস কর যেই কোন দেশে।
এই বর্ষ অজ্ঞাতেতে রহ গুপ্তবেশে।।
তদন্তরে রাজ্যে গিয়া হইবে নৃপতি।
আমারে বিদায় কর যাই দ্বারাবতী।।
বিশেষ হইল তব অজ্ঞাত সময়।
এখন জনতা বেশী করা ভাল নয়।।
ধর্ম্ম বলিলেন, কৃষ্ণ কি কহিব আর।
তোমারে একান্ত লাগে পাণ্ডবের ভার।।
সহায় সম্পত্তি সখা বন্ধু মিত্র ভাই।
তোমা বিনা পাণ্ডবের আর কেহ নাই।।
পুনঃ পুনঃ রাখিয়াছ বিষম সঙ্কটে।
অজ্ঞাতে রাখহ কৃষ্ণ দুষ্টের কপটে।।
গোবিন্দ কহেন, রাজা না করিহ ভয়।
যথা তুমি, তথা আমি জানিহ নিশ্চয়।।
যখন যে কার্য্য তব হবে উপস্থিত।
জ্ঞাতমাত্র আসি আমি করিব বিহিত।।
এত বলি যান কৃষ্ণ দ্বারকা নগর।
শ্রীকৃষ্ণ বিচ্ছেদে সবে দুঃখিত অন্তর।।
মহাভারতের কথা অমৃত সমান।
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান।।

যুধিষ্ঠিরের পরীক্ষার্থে ধর্ম্মের মায়া-সরোবর সৃজন ও ভীমের জল অন্বেষণে গমন

জিজ্ঞাসেন জন্মেজয়, কহ অতঃপর।
কি কি কর্ম্ম করিলেন পঞ্চ সহোদর।।
রহস্য শুনহ বলি, কহে মুনিবর।
তৃষ্ণায় পীড়িত হয়ে পঞ্চ সহোদর।।
বৃক্ষতলে বসি রাজা বলেন ভীমেরে।
জল কোথা আছে ভীম আনহ সত্বরে।।
আজ্ঞামাত্র বৃকোদর করেন গমন।
সে বনে না পায় জল করে অন্বেষণ।।
কোথায় পাইব জল চিন্তে মহামতি।
পবননন্দন যায় পবনের গতি।।
কতদূরে দেখে এক কুসুম কানন।
নানাবিধ ফল ফুলে অতি সুশোভন।।
অশোক কিংশুক জাতি টগর মল্লিকা।
চম্পক মাধবী কুরু ঝাঁটি শেফালিকা।।
পলাশ কাঞ্চন ইন্দ্রমণি নানা ফুল।
মধুলোভে উড়ে বসে মত্ত অলিকুল।।
খঞ্জন খঞ্জণী নাচে আপনার সুখে।
ময়ূর ময়ূরী নাচে পরম কৌতুকে।।
তথা হৈতে যায় বীর অতি মনোদুঃখে।
কোথায় পাইব জল, যাব কোন্ মুখে।।
চিন্তাকুল বৃকোদর করিছে গমন।
হেনকালে শুন রাজা অপূর্ব্ব কথন।।
জানিতে পুত্রের ধর্ম্ম, আসি ধর্ম্মরায়।
দিব্য এক সরোবর সৃজেন তথায়।।
আপনি মায়ায় বকপক্ষি রূপ ধরি।
রহিলেন সেই স্থানে ছদ্মবেশ করি।।
পাইয়া জলের তত্ত্ব বীর বৃকোদর।
ত্বরিতে আসেন তথা হরিষ অন্তর।।
জল দেখি তুষ্ট হয়ে পবননন্দন।
পান করিবারে বীর নামিল তখন।।

মায়াপক্ষী বলে, শুন ওহে মতিমান।
সমস্যা পূরণ করি কর জলপান।।
নতুবা তোমার মৃত্যু হবে জলপানে।
সমস্যা পূরণ কর আমার বচনে।।
মহাভারতের কথা সুধা হৈতে সুধা।
কাশীদাস কহে, পানে খন্ডে ভব ক্ষুধা।।

প্রশ্নে-,শ্লোকঃ
"কা চ বার্ত্তা কিমাশ্চর্য্যাং কঃ পন্থাঃ কশ্চ মোদতে
মমৈতাংশ্চতুরঃ প্রশ্নান্ কথয়িত্বা জলং পিব।।' '

অস্যার্থঃ।
কিবা বার্ত্তা, কি আশ্চর্য্য, পথ বলি কারে।
কোন্ জন সুখী হয় এই চরাচরে।।
পাণ্ডুপুত্র আমার যে এই প্রশ্ন চারি।
উত্তর করিয়া তুমি পান কর বারি।।
ক্রোধে ভীম বলে, আগে করি জলপান।
পশ্চাতে করিব তব উত্তর প্রদান। ।
তৃষ্ণায় আকুল ভীম, অহঙ্কার মনে।
জলস্পর্শ মাত্র বীর মরে সেইক্ষণে।।

ভীমান্বেষণে অর্জ্জুনের গমন

হেথায় চিন্তিত রাজা আশ্রমে বসিয়া।
ধীরে ধীরে কহিলেন অর্জ্জুনে চাহিয়া।।
শুন ভাই ধনঞ্জয় না বুঝি কারণ।
ভীমের বিলম্ব কেন হয় এতক্ষণ।।
শীঘ্রগতি বৃকোদরে কর অন্বেষণ।
বুঝি ভীম কার সনে করিতেছে রণ।।
আজ্ঞামাত্র পার্থবীর উঠিয়া সত্বর।
নিলেন গাণ্ডীব হাতে তূণ পূর্ণ শর।।
প্রণাম করিয়া বীর ধর্ম্মের চরণে।
চলিলেন ধনঞ্জয় ভীম অন্বেষণে।।
ঘোর বনে প্রবেশিয়া পার্থ বীরবর।
চলিলেন দ্রুতগতি নির্ভয় অন্তর।।
বসন্ত সময়, তাহে কোকিল কুহরে।
মকরন্দে অলিকুল সদা কেলি করে।।
কুহু কুহু রবে পিক করিতেছে গান।
স্বচ্ছন্দ গমনে বীর সরোবরে যান। ।
কতক্ষণে উত্তরিলা মায়া সরোবরে।
তৃষ্ণার্ত্ত হইয়া যান জলপান তরে।।
হেনকালে বকরূপী কন ধর্ম্মরায়।
প্রশ্ন পূরি জলপান কর ধনঞ্জয়।।
প্রশ্ন না পূরিয়া যদি কর জল পান।
পরশ করিবামাত্র যাবে যমস্থান।।
ধর্ম্মবাক্য ধনঞ্জয় না শুনি শ্রবণে।
আপনার দম্ভে চলিলেন বারি পানে।।
পড়ি আছে বৃকোদর জলের উপর।
দেখি শোক করিলেন মনে বীরবর।।
এই জল হৈতে হৈল ভ্রাতার নিধন।
কোন্ লাজে আমি আর রাখিব জীবন।।
মায়াজল স্পর্শমাত্র বীর ইন্দ্রসুত।
শরীর হইতে তার গের পঞ্চভূত।।
এখানে চিন্তিত অতি রাজা যুধিষ্ঠির।
দোঁহার বিলম্ব দেখি হলেন অস্থির।।

নকুলেরে কহিলেন ধর্ম্ম নরপতি। | ভীমার্জ্জুন অন্বেষণে যাও শীঘ্রগতি।।

ভীমার্জ্জুনের অন্বেষনে নকুলের গমন

নকুলের প্রতি, কহেন ভূপতি,
শুনহ আমার বাণী।
ভাই দুই জন, জলের কারণ,
গেল কোথা নাহি জানি।।
কর অন্বেষণ, গহন কানন,
জল আন শীঘ্রগতি।
দারুণ তৃষ্ণায়, প্রাণ ফাটি যায়,
শুন ভাই মহামতি।।
রাজ আজ্ঞা শুনি, চলিল তখনি,
মাদ্রীর তনয় ধীর।
মহা-সত্ত্বোদয়, নির্ভয় হৃদয়,
মনে মনে ভাবে বীর।।
দেখিতে সুন্দর, সেই ত কানন,
পশু পক্ষী আদি কত।।
দেখিয়া কানন, আনন্দিত মন,
চলিল সত্বরে ধীর।
কতক্ষণ পরে, মায়া সরোবরে,
আসিল নকুল বীর।।
দেখি সরোবর, হরিষ অন্তর,
বিহরে কত বিহঙ্গ।
দেখে লাখে লাখ, হংষ চক্রবাক,
বিরাজে রমণী সঙ্গ।।
নকুল হেরিয়া, ব্যাকুল হইয়া,
চলে সরোবর তীর।
কহে এ সময়, ধর্ম্ম মহাশয়,
শুন হে নকুল বীর।।

প্রশ্নোত্তর দাও, তবে জল খাও,
নহে যাবে যমপুরে।
তৃষ্ণায় আকুল, হইয়া নকুল,
সে কথা অগ্রাহ্য করে।।
জলপান তরে, চলিল সত্বরে,
সেই মায়া সরোবরে।
বিধির ঘটন, কে করে খণ্ডন,
পরশন মাত্র মরে।।
হেথা রাজা বসি, হইল হতাশী,
বিলম্ব দেখিয়া অতি।
দুঃখযুক্ত মন, চিত্ত উচাটন,
অত্যন্ত উদ্বিগ্ন মতি।।
অরণ্যের কথা, সুখ মোক্ষদাতা,
রচিলেন মুনি ব্যাস।
পাঁচালী প্রবন্ধে, মনোহর ছন্দে,
বিরচিল কাশীদাস।।

ভীম, অর্জ্জুন ও নকুলের অন্বেষণে সহদেবের গমন

যুধিষ্ঠির রাজা অতি ব্যাকুলিত মনে।
সহদেবে কহিলেন মলিন বদনে।।
আমার বচন ভাই কর অবধান।
তিন জনে না দেখিয়া বাহিরায় প্রাণ।।
অস্থির আমার মন হয় কি কারণে।
কার সনে বনে যুদ্ধ করে তিন জনে।।
যাত সহদেব জল আনহ সত্বরে।
অন্বেষণ কর আর তিন সহোদরে।।
এত শুনি সহদেব চলেন সত্বর।
প্রবেশ করেন গিয়া কানন ভিতর।।
দেখিয়া বনের শোভা হরষিত মন।
চতুর্দ্দিকে দেখে বহু কুসুম-কানন।।
নির্ভয় শরীর বীর করিল গমন।
কত শত শোভা দেখে, কে করে গণন।।
জন্মেজয় রাজা বলে, কহ মুনিবর।
বিস্মিত হইল কিছু আমার অন্তর।।
ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠির বুদ্ধির সাগর।
পৃথিবীতে নাহি তাঁর তুল্য কোন নর।।
সসাগরা রাজ্য পালে যেই মহামতি।
বুদ্ধিতে নাহিক সম শুক্র বৃহস্পতি।।

বুদ্ধির সাগর রাজা বুদ্ধি গেল কোথা।
বিশেষ করিয়া মুনি কহ এই কথা।।
সহদেবে জিজ্ঞাসিত যদি নৃপমণি।
সকল কহিত তাঁরে ভবিষ্য-কাহিনী।।
সহদেব স্থানে সব পাইলে সংবাদ।
তবে না হইত মুনি এতেক প্রমাদ।।
মুনি বলে, অবধান কর মহামতি।
দৈব খণ্ডাইতে কারো নাহিক শকতি।।
মায়া করি ধর্ম্ম তাঁর বুদ্ধি নিল হরি।
এজন্য বলিল রাজা, আন গিয়া বারি।।
হেথা সহদেব রাজা, আন গিয়া বারি।।
হেথা সহদেব বীর বনের ভিতর।
মনের আনন্দে যান নির্ভয় অন্তর।।
বনমধ্যে তিন জনে করে অন্বেষণ।
ভ্রমণ করেন বহু গহন কানন।।
ভীমের দেখিল চিহ্ন অরণ্যেতে আছে।
পদাঘাতে গিরিশৃঙ্গ চূর্ণ করি গেছে।।
চিহ্ন দেখি সেই পথে যান মহাবীর।
মুহূর্ত্তেকে উত্তরিল সরোবর তীর।।
সরোবর দৃষ্টিমাত্র মাদ্রীর তনয়।
তৃষ্ণায় আকুল হইল ধর্ম্মের মায়ায়।।
জলপান করিবারে যান সরোবরে।
বকরূপী ধর্ম্মরাজ কহেন তাহারে।।
চারি প্রশ্ন পূরি তবে কর জলপান।
অগ্রে যদি পান কর, যাবে যমস্থান।।
ধর্ম্মবাক্য সহদেব না শুনি শ্রবণে।
তৃষ্ণায় আকুল হয়ে যান বারি পানে।।
বিধির নির্ব্বন্ধ কেবা খণ্ডিবারে পারে।
পরশ করিবামাত্র সহদেব মরে।।
সুন্দর কমল তুল্য ভাসিতে লাগিল।
হেথা যুধিষ্ঠির মনে চিন্তা উপজিল।।

ভীম, অর্জ্জুন, নকুল ও সহদেবের অন্বেষণে দ্রৌপদীর গমন

অনেক বিলম্ব দেখি ধর্ম্ম নরপতি।
চিন্তাযুক্ত কহিলেন দ্রৌপদীর প্রতি।।
শুনহ আমার বাক্য দ্রৌপদী সুন্দরী।
শ্রীহরি স্মরণ করি আন গিয়া বারি।।
পাইয়া পতির আজ্ঞা পতিব্রতা নারী।
জলপাত্র লয়ে যায় আনিবারে বারি।।
মহাঘোর বনমধ্যে প্রবেশিয়া সতী।
ভয় পেয়ে শ্রীকৃষ্ণেরে ডাকে গুণবতী।।
বনমধ্যে যান কৃষ্ণা সশঙ্কিতা মনে।
কতক্ষণে উত্তরিল সরোবর স্থানে।।
তৃষ্ণায় কাতর অতি শুষ্ক কলেবর।
জল পান করিবারে গেল সরোবর।।
জলেতে নামিল যেই দ্রুপদকুমারী।
হইল তাহার মৃত্যু স্পর্শি মায়াবারি।।
মহাভারতের কথা অমৃত সমান।
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান।।

ভ্রাতৃগণ ও দ্রৌপদীর অন্বেষণে রাজা যুধিষ্ঠিরের গমন

www.bengaliebook.com

এখানে আশ্রমে বসি রাজা যুধিষ্ঠির।
সবার বিলম্ব দেখি হলেন অস্থির।।
কোথা ভীম ধনঞ্জয় মাদ্রীর তনয়।
তোমা সবা না দেখিয়া প্রাণ বাহিরায়।।
কোথা লক্ষ্মী গুণবতী দ্রুপদনন্দিনী।
তোমার গুণেতে বশ ছিল যত মুনি।।
আমার সঙ্গেতে প্রিয়ে বহু দুঃখ পেয়ে।
হস্তিনায় গেলে বুঝি আমারে ছাড়িয়ে।।
এই মত পরিতাপ পেয়ে নরপতি।
বনে বনে বিচরণ করে দুঃখমতি।।
অরণ্যের মধ্যে রাজা করি অন্বেষণ।
ভীমের পাইয়া চিহ্ন করেন গমন।।
যেই পথে গিয়াছেন বীর বৃকোদর।
কত শত বৃক্ষ চূর্ণ, কত শিলাবর।।
গমন করেন সেই পথে যুধিষ্ঠির।
কতক্ষণে উপনীত সরোবর তীর।।
সরোবর তীরে দেখিলেন রম্য বন।
অপ্রমিত মৃগ পশু মহিষ বারণ।।
দেখিয়া এ সব শোভা নাহি তাহে চান।
উদ্বিগ্ন চিত্তেতে রাজা সরোবরে যান।।
সরোবরে দৃষ্টি যেই করেন নৃপতি।
দেখেন ভাসিছে জলে ভীম মহামতি।।
তার পাশে ধনঞ্জয় ভাসিতেছে জলে।
মাদ্রীপুত্র ভাসে দোঁহে পবন হিল্লোলে।।
দ্রৌপদী সুন্দরী ভাসে জলের উপরে।
শরীর ভেদিল যেন সহস্র তোমরে।।
দেখি রাজা মূর্চ্ছা হৈয়া পড়েন ধরণী।
অচেতন ছটফট করে নৃপমণি।।
কতক্ষণে সংজ্ঞা পেয়ে রাজা যুধিষ্ঠির।
দেখিয়া সবার মুখ হলেন অস্থির।।
পুনর্ব্বার পড়িলেন ধরণী উপর।
চেতন পাইয়া পুনঃ উঠেন সত্বর।।
কাঁপিতে কাঁপিতে পুনঃ পড়ে ঘনে ঘন।
হা কৃষ্ণ হা কৃষ্ণ বলি করেন রোদন।।
মহাভারতের কথা অমৃত লহরী।
কাশীরাম দাস কহে, ভবভয় তরি।।

রাজা যুধিষ্ঠিরের বিলাপ

এইরূপে নরপতি কান্দে উচ্চৈঃস্বরে।
কোথা কৃষ্ণ রমানাথ রাখহ আমারে।।
এমন বিপদে কেন ফেলিলে আমায়।
কোন দোষে দোষী আমি নহি তব পায়।।
পিতৃগণ মোরে বুঝি দিল অভিশাপ।
এই জন্য জন্মাবধি পাই মনস্তাপ।।
অত্যন্ত বালককালে হৈল মহাশোক।
অজ্ঞানে পিতার হৈল গতি পরলোক।।
অনন্তর অস্ত্রশিক্ষা করি যেই কালে।
বিহার কারণে যাই জাহ্নবীর জলে।।
তাহে দুঃখ দিল দুর্য্যোধন দুরাচার।
প্রকারে করিতেছিল ভীমের সংহার।।
উদ্ধার হইল ভীম পূর্ব্বকর্ম্মফলে।
নতুবা জীবন পায়, কে কোথা মরিলে।।
মাতার সহিত পরে ছিনু পঞ্চ জন।
বিনাশে মন্ত্রণা করে যত শত্রুগণ।।
নির্ম্মাণ করিয়া জতুগৃহে দুরাচার।
প্রকারে করিতেছিল সকলে সংহার।।

তাহে সুমন্ত্রণা দিল বিদুর সুমতি।
তাঁহার কৃপায় তথা পাই অব্যাহতি। ।
ঘোর বনে প্রবেশিয়া ভ্রমি বহু দেশ।
পাইলাম যত দুঃখ নাহি তার শেষ।।
ভ্রমিতে ভ্রমিতে আসি পাঞ্চালনগরে।
স্বয়ম্বর বার্ত্তা শুনি যাই সভাগৃহে।।
লক্ষ্য বিন্ধি ধনঞ্জয় জিনে রাজগণে।
দ্রৌপদী বরণ কৈল আমা পঞ্জ জনে।।
বিবাহ করিয়া পুনঃ আসিলাম দেশে।
করেছি যতেক কর্ম্ম কৃষ্ণের আদেশে।।
বিদায় হইয়া কৃষ্ণ গেল দ্বারকায়।
বিধির নিযুক্ত কর্ম্ম লঙ্ঘন না যায়।।
কপট পাশায় দুষ্ট নিল রাজ্য ধন।
তোমা সবে সঙ্গে নিয়া আসি ঘোর বন।।
কাননে অনেক দুঃখ পেলে ভ্রাতৃগণ।
অনেক প্রমাদ হৈতে হইল মোচন।।
কাননে আসিবামাত্র রাক্ষস কির্ম্মীর।
তোমা সবা বিনাশিতে করিলেক স্থির।।
রাক্ষসী মায়াতে কৈল ঘোর অন্ধকার।
মারিয়া রাক্ষসে ভীম করিল উদ্ধার।।
অনন্তর জটাসুর এল কাম্যবনে।
তারে মারি পরিত্রাণ কৈলে চারি জনে।।
খেদ করি সরোবরে চাহে নৃপমণি।
দেখিয়া সবার মুখ পড়েন ধরণী।।
কতক্ষণে মূর্চ্ছা ত্যজি উঠেন নৃপতি।
ধনঞ্জয় ভাই বলি কান্দেন সুমতি।।
কেবা আর কুরুযুদ্ধে করিবে উদ্ধার।
যুদ্ধ হেতু স্বর্গে অস্ত্র শিখিলে অপার।।
যুদ্ধেতে হইয়া তুষ্ট দেব ত্রিলোচন।
পাশুপাত অস্ত্র তোমা করেন অর্পণ।।
মাতলিরে পাঠালেন দেব পুরন্দর।
আদর করিয়া নিল স্বর্গের উপর।।
শিখিরে যতেক বিদ্যা নাহিক অবধি।
স্বর্গেতে আছিল বহু অমর বিবাদী। ।
ছলে পাঠাইলা ইন্দ্র নগর ভ্রমণে।
করিলে দেবের কার্য্য মারি দৈত্যগণে।।
দৈত্যবধে হৃষ্ট হয়ে যত দেবগণ।
নিজ নিজ মায়া সবে করিল অর্পণ।।
দেবের অসাধ্য কার্য্য করিলে সাধন।
তুষ্ট হয়ে অস্ত্র দিল সহস্রলোচন।।
কিরীট শোভন শিরে হাতে ধনুঃশর।
এ সব স্মরিয়া ভাই দহে কলেবর।।
রহিল প্রচণ্ড শত্রু রাজা দুর্য্যোধন।
সহায় যাহার আছে সূতের নন্দন।।
শেষ দুঃখ আছে মাত্র অজ্ঞাত বৎসর।
চল ভাই বঞ্চি গিয়া পঞ্চ সহোদর।।
এত বলি নরপতি চাহি মায়াজলে।
মূর্চ্ছাগত হয়ে পুনঃ পড়ে ধরাতলে।।
মূর্চ্ছা ত্যজি পুনর্ব্বার উঠেন সত্বর।
চাহিয়া সবার মুখ রোদন তৎপর।।
ধিক্ ধিক্ দুর্য্যোধন অতি কুলাঙ্গার।
কপটেতে অতি দুঃখ দিল দুরাচার।।
কাননে করিনু বাস ভাই পঞ্চ জন।
অবশেষে সকলেতে হলেম নিধন।।
দুর্য্যোধনে কি দূষিব, মম কর্ম্মফলে।
জন্মাবধি বিধি লিখিল কপালে।।
ভাবিয়া ভবিষ্য তত্ত্ব বুঝিয়া অসার।
নিতান্ত দেখেন রাজা, নাহি প্রতিকার।।

মনোদুঃখে নরপতি মরিবার যান।
পাছে থাকি বকরূপী ধর্ম্মরাজ কন।।
মৃত্যুপতি বলে, রাজা তুমি জ্ঞানবান।
পৃথিবীতে নাহি দেখি তোমার সমান।।
বুদ্ধিহ্রাস হৈল দেখি, তোমা হেন জনে।
অগতি মরণ ইচ্ছা কর কি কারণে।।
অপঘাতে প্রাণ নষ্ট করে যেই জন।
অধোগতি হয় তার, বেদের বচন।।
তোমার মহিমা শুনি দেব ঋষিমুখে।
উপমার যোগ্য তব নাহি তিন লোকে।।
আত্মঘাতী জনে ত্রাণ নাহি কদাচন।
স্বর্গেতে তাহার স্থান নাহিক রাজন।।
ধর্ম্মবাক্যে যুধিষ্ঠির কহে সবিনয়।
আমার দুঃখের কথা শুন মহাশয়।।
অল্পকালে পিতৃহীন, হৈল বড় শোক।
মন্ত্রণা করিয়া দুঃখ দিল দুষ্ট লোক।।
কপট পাশায় শেষে লৈয়া রাজ্যধন।
বাকল পরায়ে সবে পাঠাইল বন।।
বহু দুঃখে বঞ্চিলাম কানন ভিতর।
এক আত্মা এই মোরা পঞ্চ সহোদর।।
দুঃখের উপয়ে বিধি এত দুঃখ দিল।
এবে সে জানিনু, কৃষ্ণ মো সবে ত্যজিল।।
আমি ত শরীর ধরি, পঞ্চজন প্রাণ।
সে প্রাণ হরিয়া যদি নিল ভগবান।।
নিতান্ত যদ্যপি কৃষ্ণ ছাড়েন আমারে।
আমিও ত্যজিব প্রাণ মৃত্যু সরোবরে।।
আমার যতেক দুঃখ শুনিলে নিশ্চয়।
তুমি কেন নিবারণ কর মহাশয়।।
নিষেধ না কর মোরে, করহ প্রয়াণ।
ভ্রাতৃগণ শোকে আমি ত্যজিব পরাণ।।
এত বলি নরপতি অধৈর্য্য হইয়া।
মরিবারে যান দ্রুত শ্রীকৃষ্ণ স্মরিয়া।।
ধর্ম্মরাজ বলিলেন, কর অবধান।
ধৈর্য্য ধর নরপতি, ত্যজ দুঃখজ্ঞান।।
অসার সংসার মধ্যে সারমাত্র ধর্ম্ম।
তাহা ছাড়ি কেন তুমি করহ অধর্ম্ম।।
পিতা মাতা ভাই বন্ধু কেহ কার নয়।
ভবিষ্য বৃত্তান্ত এই, শুন মহাশয়।।
কালপ্রাপ্ত হয়ে তব ভাই চরি জন।
আসিয়া এ সরোবরে ত্যজিল জীবন।।
যুধিষ্ঠির বলিলেন, জানিনু কারণ।
এত দিনে বিধি মোরে করিল বঞ্চন।।
জীবন রাখিতে আর নাহি লয় মতি।
এত বলি মরিবারে যান নরপতি।।
বকরূপী ধর্ম্মরাজ ডাকে পুনরায়।
না শুনিয়া যান রাজা মরণ আশায়।।
অত্যন্ত কাতর দেখি কহে মৃত্যুপতি।
শুন শুন যুধিষ্ঠির আমার ভারতী।।
অতিশয় তৃষ্ণা যদি থাকয়ে তোমার।
চারিটী প্রশ্নের দেহ উত্তর আমার।।
না শুনিয়া অহঙ্কারে এই চারি জন।
পানমাত্র এই জলে হইল মরণ।।
রাজা কহে, মৃত্যুভয় নাহিক আমার।
মৃত্যুই একমাত্র নাহিক আমার।।
শমনের ভয় না দেখাও পক্ষীবর।
বিজ্ঞপ্রাজ্ঞ যে জন সে দিবে প্রশ্নোত্তর।।
এই নীতি বিধি হেতু দিব যে উত্তর।
কিবা প্রশ্ন তব হয় প্রকাশ সত্বর।।

www.bengaliebook.com

পুত্রবাক্যে প্রীত হৈয়া ধর্ম্ম মহাশয়।
প্রশ্ন তবে করিতে লাগিলেন রাজায়।।

যুধিষ্ঠিরের প্রতি ধর্ম্মের চারি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা।

‘‘কা চ বার্ত্তা কিমাশ্চর্য্যং কঃ পন্থাঃ কশ্চ মোদতে।
মমৈতাংশ্চতুরঃ প্রশ্নান কথরিত্বা জলং পিব।’ ’
কিবা বার্ত্তা, কি আশ্চর্য্য, পথ বলি কারে।
কোন্ জন সুখী হয় এই চরাচরে।।
পাণ্ডুপুত্র আমার যে এই প্রশ্ন চারি।
উত্তর করিয়া তুমি পান কর বারি।।

যুধিষ্ঠিরের প্রথম প্রশ্নের উত্তর।

মাসত্তুদব্বীপরিঘট্টনেন
সূর্য্যগ্নিনা রাত্রিদিনেন্ধনেন।
অস্মিন্ মহামোহময়ে কটাহে
ভূতানি কালঃ পচতীতি বার্ত্তা।।
অস্যার্থঃ

ঘটন কারণ হৈল মাস ঋতু হাতা।
রাত্রি দিবা কাষ্ঠ তাহে পাবক সবিতা।।
মোহময় সংসার কটাহে কাল কর্ত্তা।
ভূতগণে করে পাক, এই শুন বার্ত্তা।।

দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তর।

অহন্যহনি ভূতানি গচ্ছন্তি যমমন্দিরম্
শেষাঃ স্থিরত্বমিচ্ছন্তি কিমাশ্চর্য্যমতঃপরম।।
অস্যার্থঃ।

প্রতিদিন জীব জন্তু যায় যমঘরে।
শেষে থাকে যারা, তারা ইহা মনে করে।।
আপনারা চিরজীবী নাহি হৈব ক্ষয়।
ইহা হৈতে কি আশ্চর্য্য আছে মহাশয়।।

তৃতীয় প্রশ্নের উত্তর।

বেদা বিভিন্নাঃ স্মৃতয়ো বিভিন্না
নাসৌ মুনির্যস্যমতং না ভিন্নম।
ধর্ম্মস্য তত্ত্বং নিহিতং গুহায়াং
মহাজনো যেন গতঃ স পন্থাঃ।।
অস্যার্থঃ।

বেদ আর স্মৃতিশাস্ত্র একমত নয়।
স্বেচ্ছামত নানা মুনি নানা মত কয়।।
কে জানে নিগূঢ় ধর্ম্মতত্ত্ব নিরূপণ।
সেই পথ গ্রাহ্য, যাহে যায় মহাজন।।

চতুর্থ প্রশ্নের উত্তর।

দিবসস্যাষ্টমে ভাগে শাকং পচতি যো নরঃ।
অঋণী চাপ্রবাসী চ স বারিচর মোদতে।।
অস্যার্থঃ।

অপ্রবাসে ঋণ বিনা যার কাল যায়।
যদ্যপি মধ্যাহ্নকালে শাক অন্ন খায়।।
তথাপি সে জন সুখী সংসার ভিতর।
বারিচর শুন চারি প্রশ্নের উত্তর।।

যুধিষ্ঠিরের প্রতি ধর্ম্মের ছলনা

প্রশ্নের উত্তর শুনি ধর্ম্ম মহাশয়।
পুত্র প্রতি কন হৈয়া অন্তরে সদয়।।
ছদ্মরূপী দেবতা আমি জেন পরিচয়।
বুঝিনু তুমি যে হও অতি সদাশয়।।
বর মাগ নরপতি হয়ে একমন।
জীয়াইয়া লহ তব ভ্রাতা এক জন।।
যুধিষ্ঠির শুনি তবে করে নিবেদন।
কেবল সতত যেন ধর্ম্মে থাকে মন।।
আর যদি অনুগ্রহ কর মহাশয়।
প্রাণ দেহ সহদেবে বিমাতৃ তনয়।।
ধম্মবলিলেন, রাজা তুমি জ্ঞানহীন।
অত্যন্ত বালক তুমি, না হও প্রবীণ।।
বিশেষে বৈমাত্র ভ্রাতা অনেক অন্তর।
জীয়াইয়া লহ তব ভ্রাতা বৃকোদর।।
নতুবা অর্জ্জুনে রাজা বাচাঁইয়া লহ।
পরপুত্রে কি কারণে জীয়াইতে চাহ। ।
লক্ষ্মী-স্বরূপিণী যিনি কৃষ্ণা গুণবতী।
অথবা ইহার প্রাণ চাহ নরপতি।।
আছয়ে প্রবল রিপূ দুষ্ট দুর্য্যোধন।
ভীমার্জ্জুন বিনা তারে কে করে নিধন।।
কুরুযুদ্ধে শক্তমাত্র পার্থ বৃকোদর।
কি কার্য্য হইবে তব জীয়াইলে পর। ।
রাজা বলে, পর নহে বিমাতৃ নন্দন।
নকুল ও সহদেব মোর প্রাণধন।।
ভীমার্জ্জুন হৈতে স্নেহ করি অতিশয়।
বর দেহ, প্রাণ পায় বিমাতৃ তনয়।।
বিশেষ আমার এক শুন নিবেদন।
আমা হতে পিণ্ড পাবে মম পিতৃগণ।।
মম মাতামহ গণ তারা পিণ্ড পাবে।
নকুলের মাতামহে কেবা পিণ্ড দিবে।।
সহদেব প্রাণ পেলে ধর্ম্ম রক্ষা পায়।
নতুবা পরম ধর্ম্ম একেবারে যায়।।
পরম ধর্ম্মেতে প্রভু যদি করি হেলা।
ভবসিন্ধু তরিবারে নাহি আর ভেলা। ।
হেন ধর্ম্ম লঙ্ঘিবারে মোর মন নয়।
নিতান্ত আমার কথা এই কৃপাময়।।
মহাভারতের কথা অমৃত লহরী।
কাশীরাম দাস কহে, ভবভয়ে তরি।।

ধর্ম্মের নিকট যুধিষ্ঠিরের বরলাভ ও কৃষ্ণাসহ চারি ভ্রাতার পুনর্জ্জীবন প্রাপ্তি

শুনিয়া রাজার বাণী ধর্ম্ম মহাশয়।
আমি তব পিতা, বলি দেন পরিচয়।।
তব ধর্ম্ম জানিবারে করিয়া মনন।
এই সরোবর আমি করেছি সৃজন।।
এত বলি ধর্ম্মরাজ পুত্র নিয়া কোলে।
লক্ষ লক্ষ চুম্ব দেন বদন মণ্ডলে।।
ধন্য কুন্তী, তোমা পুত্র গর্ভে ধরেছিল।
তোমার ধর্ম্মেতে বিশ্ব পবিত্র হইল।।
আমার বচন শুন পুত্র যুধিষ্ঠির।
শেষ দুঃখ সম্বরহ, মন কর স্থির।।

ধর্ম্মেতে ধার্ম্মিক তুমি হও মতিমন্ত।
অচিরে হইবে তব যাতনার অন্ত।।
দয়াশীল ধর্ম্মবান্ ক্ষমাবান ধীর।
জানিলাম তুমি সর্ব্বগুণেতে গভীর।।
অল্পদিনে নষ্ট হবে কৌরব দুরন্ত।
কহিনু তোমারে আমি ভবিষ্য-বৃত্তান্ত।।
ধর্ম্ম না ছাড়িহ কভু, ধর্ম্ম কর সার।
দুঃখের সাগরে হবে অনায়াসে পার।।
এত বলি আশ্বাসিয়া মধুর বচনে।
কৃষ্ণা সহ বাঁচাইল ভাই চরি জনে।।
প্রণাম করিয়া কহিলেন নৃপমণি।
সহায় সম্পদ তব চরণ দুখানি।।
আশীর্ব্বাদ করি ধর্ম্ম গেলেন স্বস্থানে।
প্রাণ পেয়ে পঞ্চ জন ভাবিছেন মনে।।
কি হেতু এখানে মোরা আছি পঞ্চজন।
ভাবিয়া না পাই কিছু ইহার কারণ।।
হেনকালে দেখি তথা ধর্ম্মের নন্দনে।
শীঘ্রগতি তথা আসি ভেটে পঞ্চ জনে।।
জিজ্ঞাসেন যুধিষ্ঠিরে কহ বিবরণ।
এখানে আমরা আসিলাম কি কারণ।।
যুধিষ্ঠির বলিলেন, শুনহ কারণ।
মৃত্যু-সরোবর এই ধর্ম্মের সৃজন।।
তৃষ্ণায় আকুল হয়ে ধর্ম্ম-মায়াবলে।
আসিয়া মরিলে সবে এই মৃত্যুজলে।।
আমিও আসিয়া মৃত্যু করিলাম পণ।
তবে ধর্ম্ম বকরূপে দিলেন দর্শন।।
ছলনা করিয়া আগে অনেক প্রকারে।
শেষে দয়া করি বর দিলেন আমারে।।
সেই বরে বাঁচাইয়া তোমা পঞ্চ জনে।
আশীর্ব্বাদ করি ধর্ম্ম গেলেন স্বস্থানে।।
কহিলাম ভ্রাতৃগণ এই ত কারণ।
অতঃপর এই জলে কর সবে স্নান।।
এত বলি যুধিষ্ঠির ভ্রাতৃগণ সঙ্গে।
স্নান করিলেন সেই জলে মনোরঙ্গে।।
সেই দিন রহিলেন তথা ছয় জন।
পরদিনে জন্মেজয় শুন বিবরণ।।
মহাভারতের কথা অমৃত-সমান।
কাশীরাম দাস কহে, শুনে পুণ্যবান।।

ব্যাসদেবের আগমন এবং পাণ্ডবগণের অজ্ঞাতবাসের পরামর্শ

পরদিন প্রাতঃকালে উঠি ছয় জন।
কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলি সবে ডাকে ঘনে ঘন।।
হেনকালে আসিলেন ব্যাস তপোধন।
প্রণমিয়া নরপতি করে নিবেদন।।
শুন প্রভু গত দিবসের এক ভাষা।
এই সরোবরে আমা সবার দুর্দ্দশা।।
পথিশ্রমে পিপাসায় হইয়া কাতর।
নিকটেতে জল নাই, দূরে সরোবর।।
জল অন্বেষণে ভীমে দিয়া অনুমতি।
তাহার বিলম্বে পার্থে দিলাম আরতি।।
দ্রৌপদী সহিত এই ভারি চারি জন।
এই জল পরশিয়া ত্যজিল জীবন।।
পশ্চাতে আসিয়া আমি দেখি সরোবরে।
শবরূপে ভাসে সবে জলের উপরে।।
দেখি মূর্চ্ছাগত হয়ে পড়িলাম ভূমে।
চৈতন্য পাইয়া পুনঃ উঠিলাম ক্রমে।।

আমিহ মরিতে যাই সরোবর-নীরে।
বকরূপী ধর্ম্ম ডাকি বলিলেন ধীরে।।
ওহে ধর্ম্ম হেন কর্ম্ম উচিত না হয়।
আত্মহত্যা কি কারণে কর মহাশয়।।
যদি বড় তৃষ্ণাযুক্ত হও মতিমান।
চারি প্রশ্ন বলি পরে কর জলপান।।
প্রণাম করিয়া আমি কহিলাম তাঁরে।
কিবা প্রশ্ন আছে তব, বলহ আমারে।।
প্রশ্ন চারি বলিলেন ধর্ম্ম মহাশয়।
উত্তর দিলাম, মোর জ্ঞানে যাহা হয়।।
প্রশ্নের উত্তর শুনি সন্তুষ্ট হইয়া।
কহিলেন, এক ভাই লহ বাঁচাইয়া।।
ভাবিয়া চাহিনু, দেহ সহদেব ভাই।
বিমাতার পিতৃবংশে জলপিণ্ড নাই।।
কপটেতে প্রতারণা অনেক করিয়া।
জীয়ায়ে দিলেন সবে ইষ্ট বর দিয়া।।
ইহা মুনি কহিলেন ব্যাস মহামুনি।
যথা ধর্ম্ম তথা জয়, বেদবাক্য শুনি।।
বিদায় হইয়া মুনি গেলেন স্বস্থানে।
সেই রাত্রি বঞ্চে তথা ভাই পঞ্চ জনে।।
পর দিন প্রাতঃকালে উঠি সর্ব্বজনে।
যুধিষ্ঠির জিজ্ঞাসেন মাদ্রীর নন্দনে।।
কহ ভাই সহদেব বিচারে প্রবীণ।
দ্বাদশ বৎসর গত, শেষ কত দিন।।
আজ্ঞামাত্র সহদেব সাবধান হয়ে।
গণিতে লাগিল শীঘ্র হাতে খড়ি লয়ে।।
কহিল রাজার আগে করিয়া নির্ণয়।
দ্বাদশ বৎসর শেষ আছে দিন ছয়।।
এত শুনি যুধিষ্ঠির ভাবে মনে মনে।
অজ্ঞাত বাসের হেতু কহে সর্ব্বজনে।।
সবে জান পূর্ব্বে যাহা নির্ণয়।
উপস্থিত হৈল আসি অজ্ঞাত সময়।।
কোন্ দেশে কিবা বেশে বঞ্চি বৎসরেক।
নিকটে বেষ্টিত আছে নগর অনেক।।
সবে মিলি পরামর্শ কর এইবার।
কিরূপে দুঃখের হ্রদে সবে হৈব পার।।
এত শুনি কহে তবে ভাই চারি জনে।
সুযুক্তি ইহার সবে করি মনে মনে।।
দোষ গুণ বুঝি দেশ করিব নির্ণয়।
অকারণে চিন্তা কেন কর মহাশয়।।
কি হেতু চিন্তিব প্রভু, মোরা সর্ব্বজন।
অবশ্য হইবে যাহা বিধির লিখন।।
এই সব চিন্তা করি ধর্ম্ম-অধিকারী।
নির্ণয় করিতে আর গেল দিন চারি।।
মুনি বলে, শুন পরীক্ষিতের নন্দন।
এরূপে দ্বাদশ বর্ষ যাপিল কানন।।
নানা ক্লেশে বিচরণ করে বহু বন।
সংক্ষেপে কহিনু আমি বনের ভ্রমণ।।
অশ্বমেধ ফল পায় যে শুনে এ কথা।
ব্যাসের বচন, এই নাহিক অন্যথা।।
ভক্তিতে শুনিলে এই বনপর্ব্ব কথা।
নাহি থাকে তার কভু পাপ তাপ ব্যথা।।
লক্ষ শ্লোকে বিরচিল কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন।
এত দূরে বনপর্ব্ব হৈল সমাপন।।

।। বনপর্ব্ব সমাপ্ত।।

www.bengaliebook.com